ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের কাহিনী

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

Deep square leg

Square leg

Backward short leg

Forward short leg

Leg slip

Wicket-keeper

Batsman

1

2

3 Slips

4

Gully

Point

Cover point

Short

'On' or Leg-side
Offside
Long on
Long off
Deep extra cover
Mid on
Mid off
Bowler
Extra cover
Deep mid wicket
Silly mid on
Silly mid off

ভারতীয় টেস্ট-ক্রিকেটের কাহিনী

[১৯৫৯ থেকে ১৯৬৫]

দ্বিতীয়:খণ্ড

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
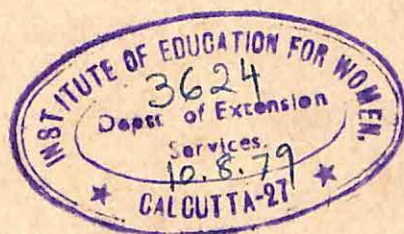
সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার। কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রকাশ : ২২ ফাল্গুন, ১৩৮৩/১৯৭৬

দাম : কুড়ি টাকা

প্রচ্ছদচিত্রী : শ্রী ফণী সাহা

সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলকাতা ৭০০ ০০৬ থেকে শ্রী শ্যামাপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও নিপুণ মুদ্রণ, ৩২ মদন মিত্র লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬ থেকে শ্রী সুজিতকুমার রুদ্র কর্তৃক মুদ্রিত।

স্মরণ

অমর সিং ও মহম্মদ নিসার
যাঁদের শূন্য স্থান এখনও পূর্ণ হ'লো না।
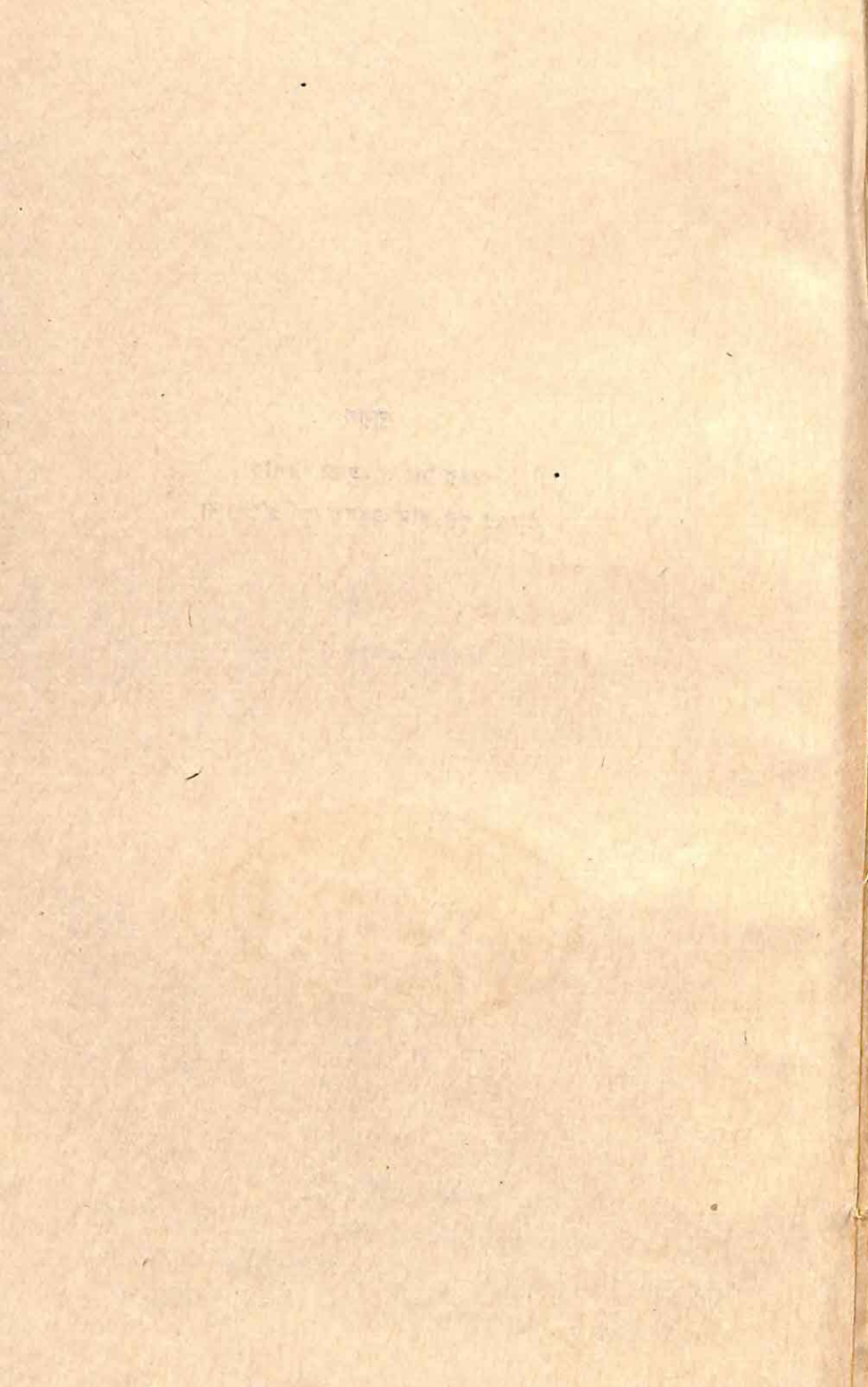
প্রাসঙ্গিক

ভারতীয় টেস্ট-ক্রিকেটের কাহিনী দ্বিতীয় খণ্ড শেষ হ'লো ১৯৬৫ সাল অব্দি এসে। একেবারে হাল আমলের খেলার অবস্থা জানবার জন্য এবার আমাদের তৃতীয় খণ্ডের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

এ-বই লেখার ব্যাপারে আমি অনেকেরই সাহায্য পেয়েছি :, তাঁদের কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এখানে স্মরণ করি। তঁদের উৎসাহ ও সহযোগিতা ছাড়া কখনোই হয়তো শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধ'রে এ-বই লেখা হ'য়ে উঠতো না—বিশেষ ক'রে এই খণ্ডের বেশির ভাগ অংশই লেখা হয়েছিলো ভ্যানকুভারে, ভার্শাভায় ও ক্রাকুভে। আর ও-সব জায়গায় ক্রিকেট মোটেই চলে না—যতই কেননা 'হোমো লুডেন্‌স'রা সব জায়গাতেই শ্রদ্ধা ও সম্মান পাক।

স্কোরবোর্ডে বা অন্যত্র এ-বইয়ের মধ্যে কতগুলো সংকেত ব্যবহার করা হয়েছে। একটি একেবারে নতুন সংকেত : নিক্ষেপক বোঝাবার জন্য নি— অর্থাৎ রান-আউটের সময় যাঁর তৎপরতা সবচেয়ে বেশি আমার ধারণা স্কোরবোর্ডে তাঁরও উল্লেখ থাকা উচিত। ভালো ফিল্ডিংও ক্রিকেটের একটি চমকপ্রদ ও উপভোগ্য অভিজ্ঞতা। এ ছাড়া, নামের বাঁপাশে * চিহ্ন বোঝাবে দলনায়ক, আর ‡ চিহ্ন বোঝাবে উইকেটরক্ষক; সংখ্যার ডান পাশে * বোঝাবে অপরাজিত।

প্রথম খণ্ডটির মতো এ-খণ্ডটিও যদি পাঠকদের ভালো লাগে তবে এ-বইটা বার করার বোধহয় একটা অর্থ হবে।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
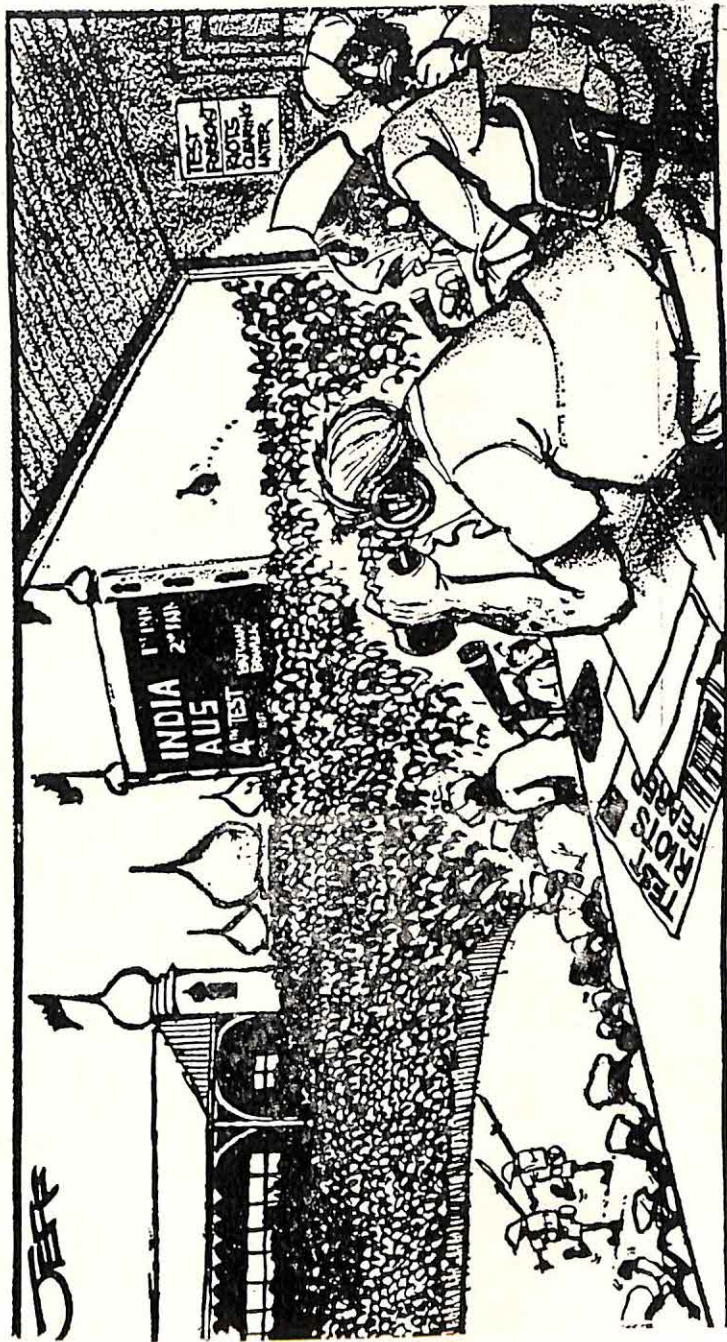
কলকাতা
২৫ ডিসেম্বর ১৯৭৬

বিদেশী ব্যঙ্গচিত্র আঁকিয়ের চোখে কলকাতার টেস্ট সত্যি কি এই অবস্থাতেই কলকাতার টেস্ট খেলা হয়?
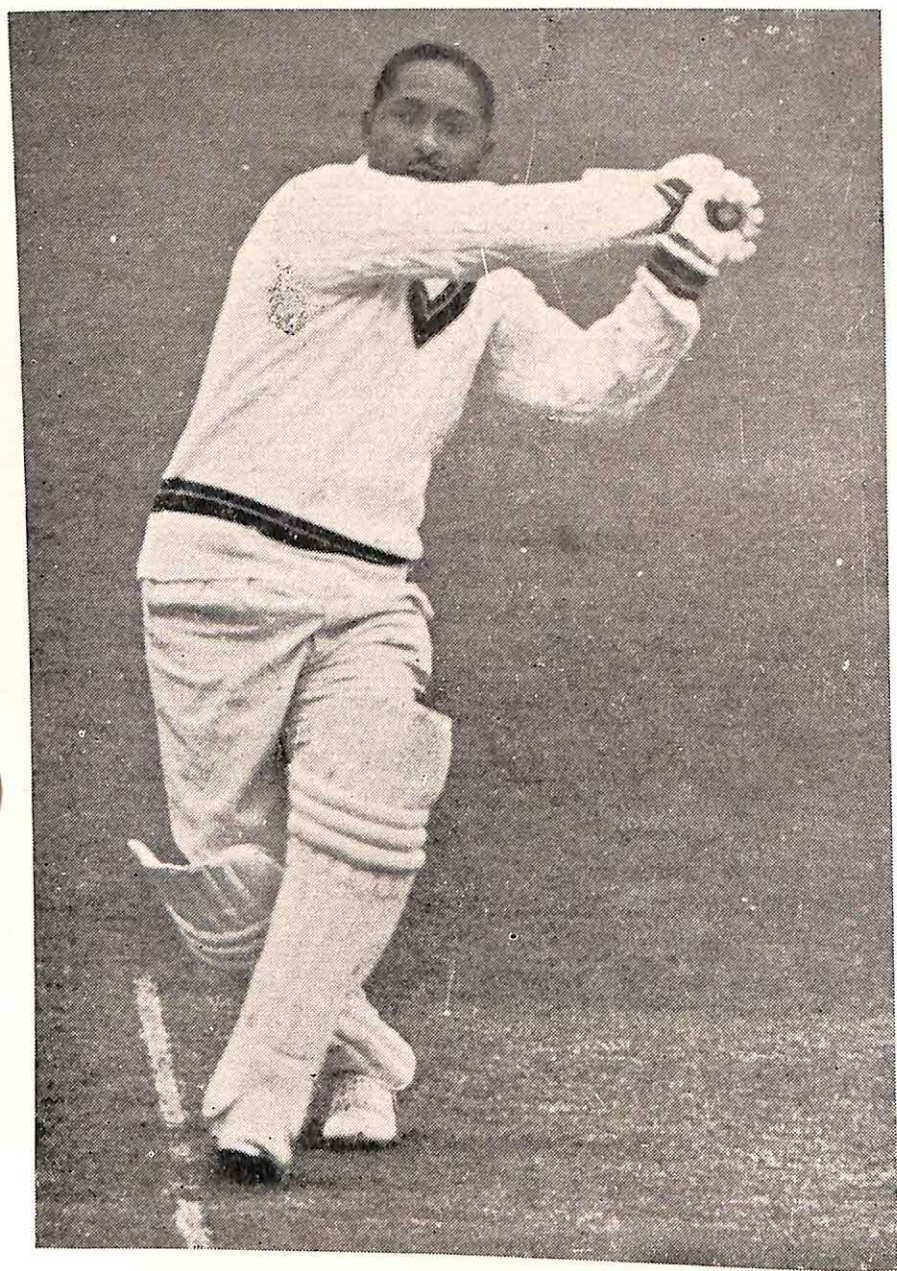
সার ফ্রাঙ্ক ওরেল
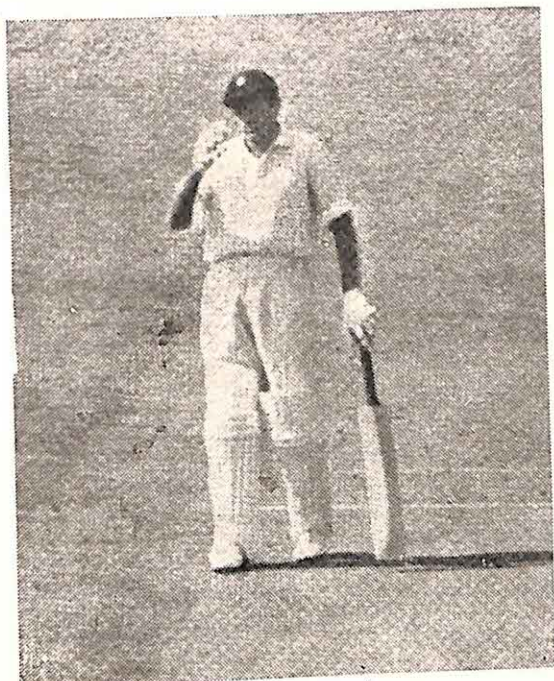
নরিম্যান কনট্রাকটর
তিনিই শিখিয়েছিলেন কী ক'রে জিততে হয়

সুভাষ গুপ্তে
তাঁর সময়ে বিশ্বের সেরা লেগস্পিনার
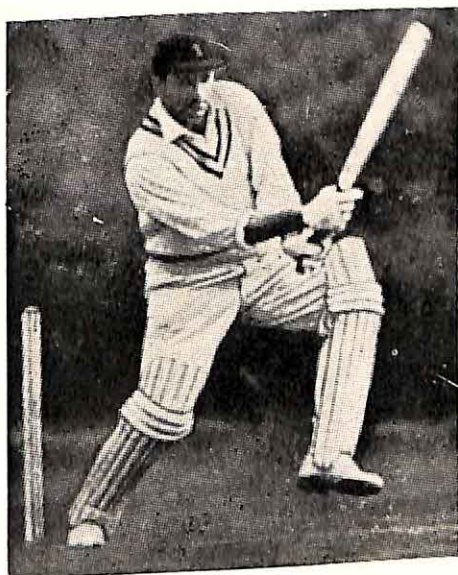
পলি উমরিগড়
টেস্টে সর্বমোট রানে এখনও সব ভারতীয়র ওপরে

দলনেতাদের সমাবেশ : টেড ডেক্সটার, রিচি বেনো, [সার] ফ্রাঙ্ক ওরেল, জ্যাকি ম্যাকগ্লু ও মনসুর আলি খান পাতৌদি
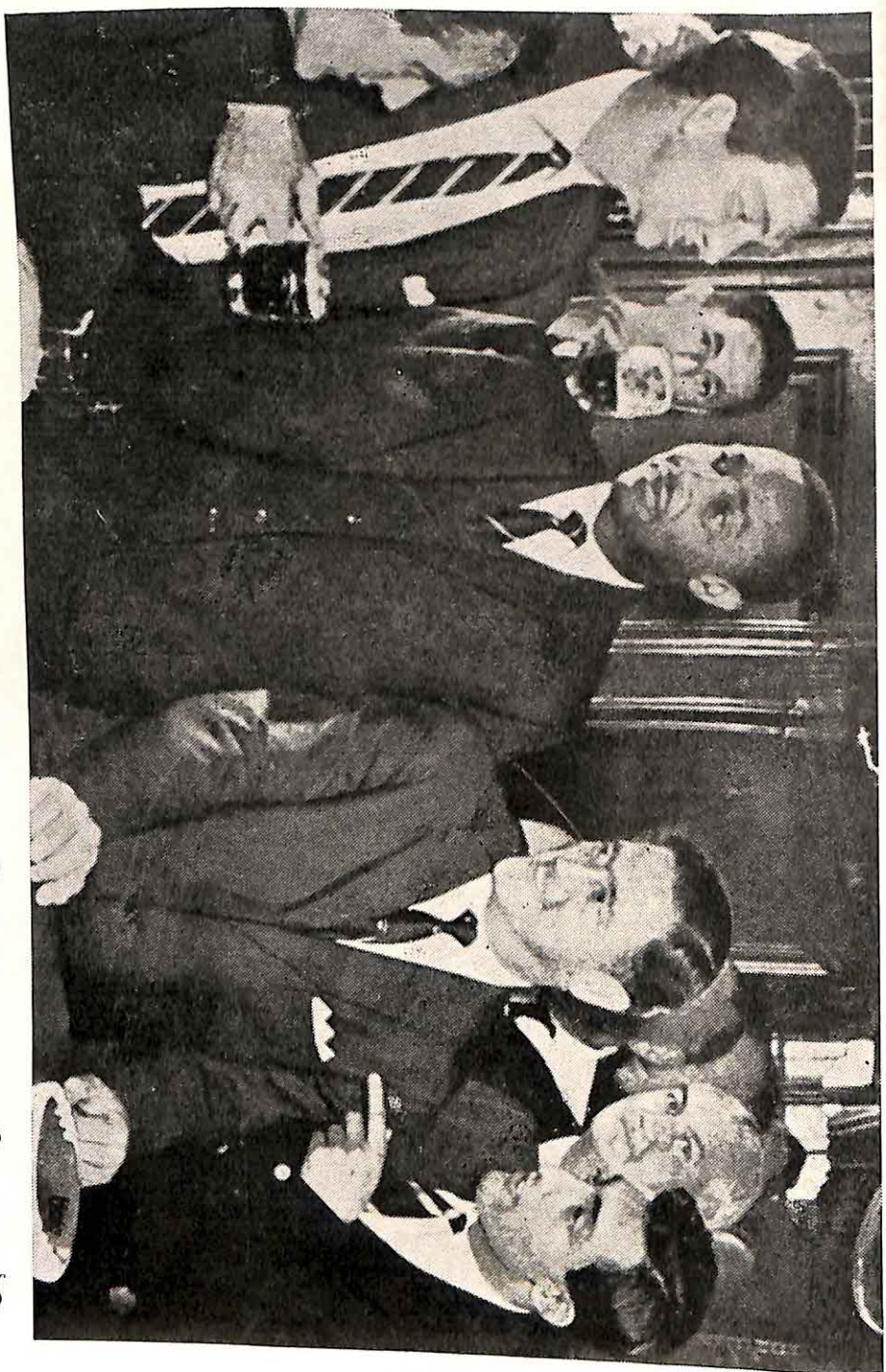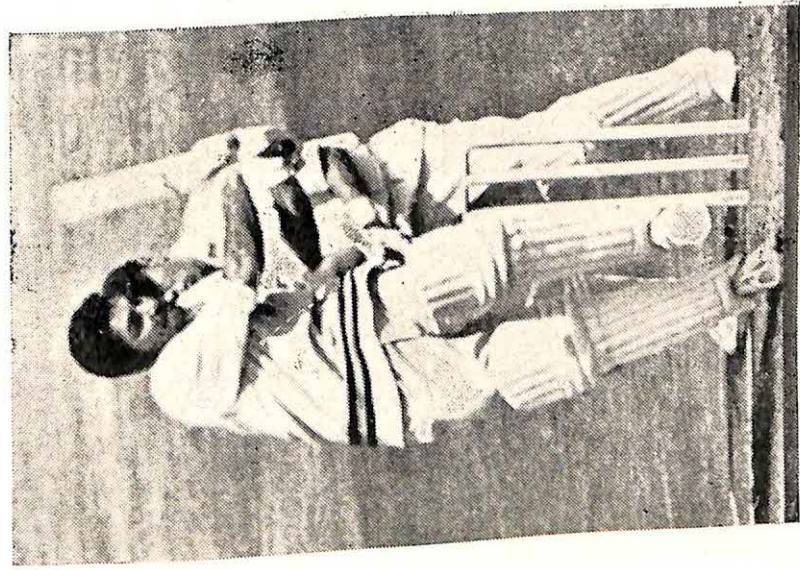
ফারুক ইনজিনিয়ার
লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরি আর হ'লো না.
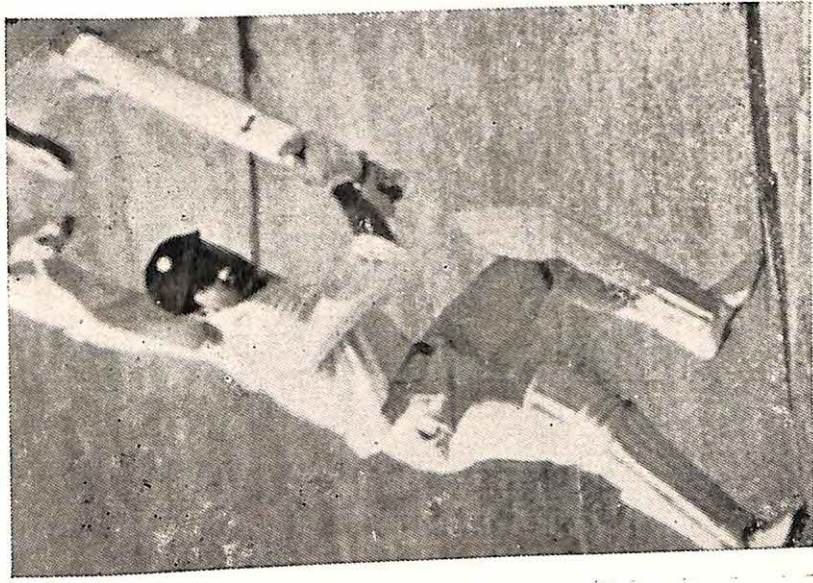
হনুমন্ত সিং
সোবার্স বলেছিলেন : 'ঐন্দ্রজালিক'
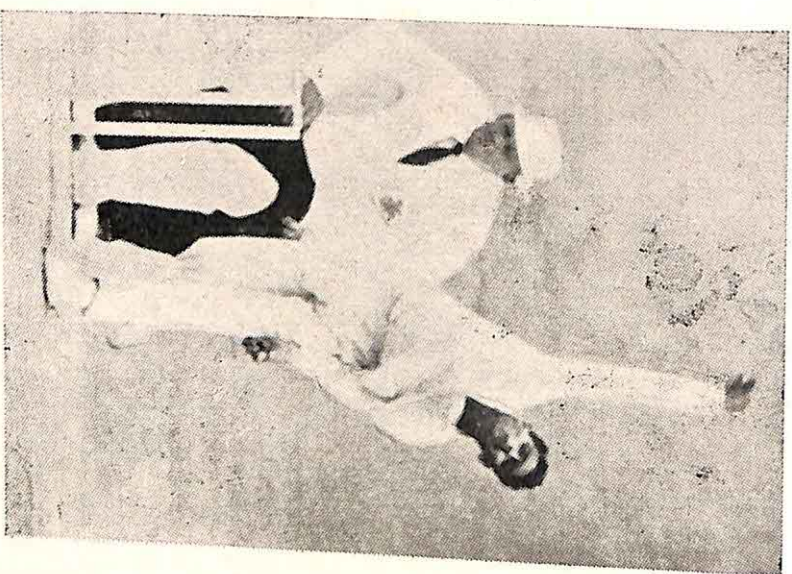
ভগবৎ সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর
চমকপ্রদ ও দিগ্বিজয়ী
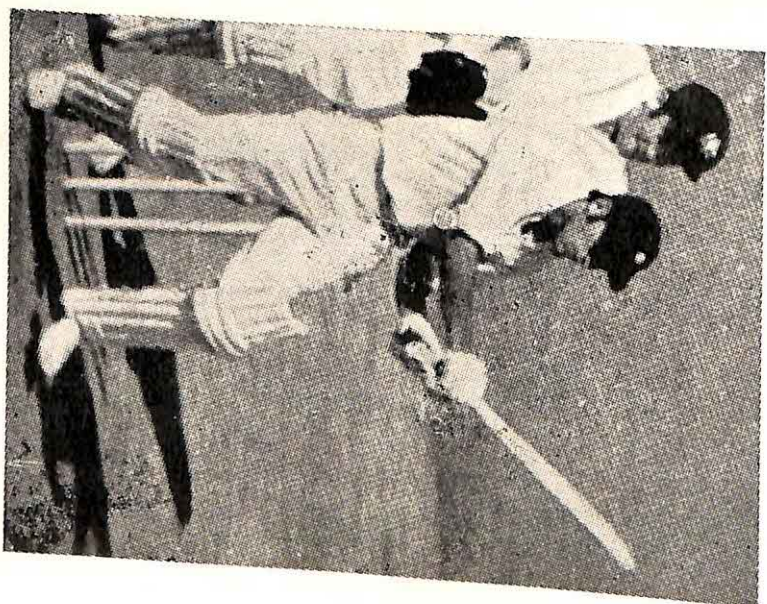
মনসুর আলি খান পাতৌদি
ভারতের সেরা অধিনায়ক
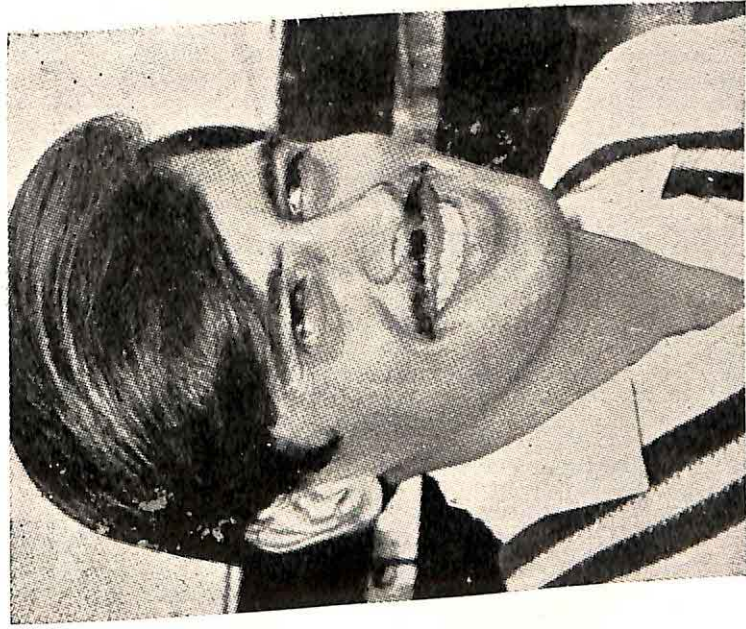
শ্রীনিবাসন বেঙ্কটরাঘবন
এরাপল্লি প্রসন্নর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ?
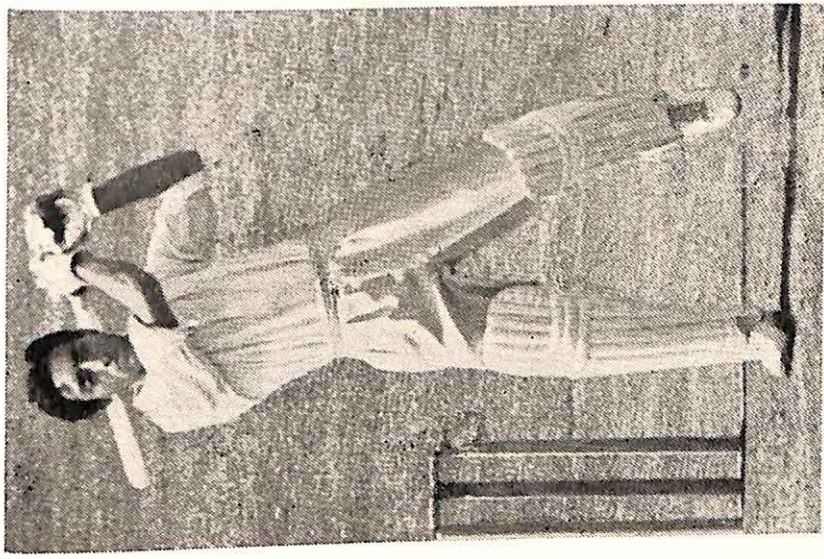
মনসুর আলি খান পাতৌদি
ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে নতুন-দিল্লিতে (১৯৬৪)
অপরাজিত ২০৩ রান
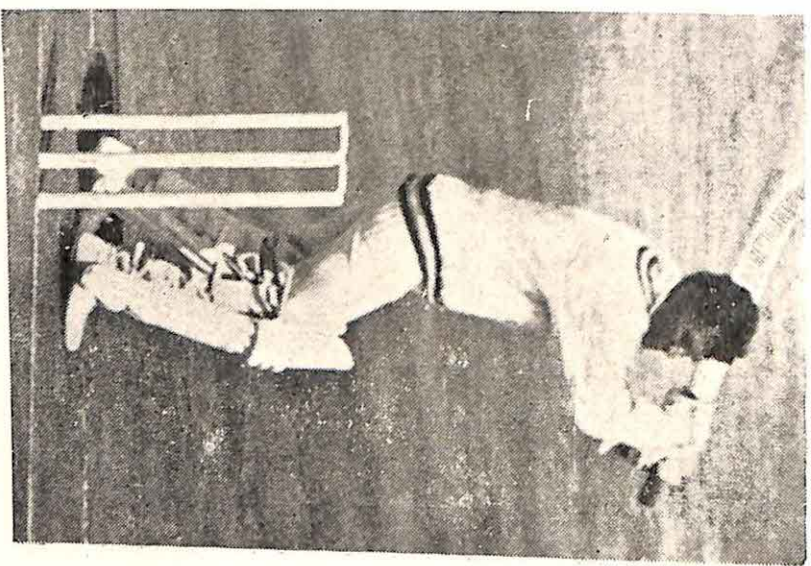
বুধি কুন্দেরান
প্রথম ভারতীয় উইকেটরক্ষক
যিনি টেস্টে শতরান করেন
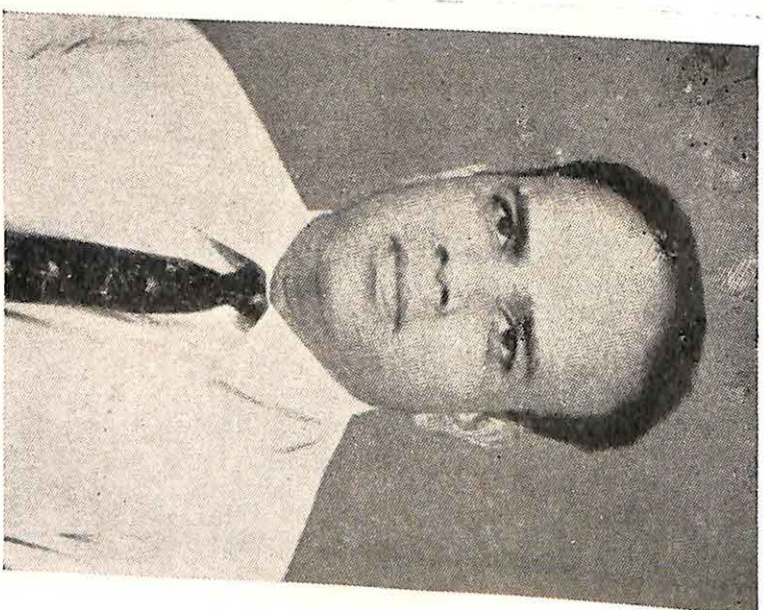
বিজয় মঞ্জরেকার
ধ্রুপদী ও অনায়াস

হেরে এসেছিলো সিরিজের পাঁচটি টেস্টে। কাজেই কেউ ভাবেনি যে রিচি বেনোর পরাক্রান্ত অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে কয়েক মাস পরেই ভারত কোনোভাবে পাল্লা দিতে পারবে। সত্যি-যে, খেলা হবে ভারতবর্ষে, মন্থর ও নিষ্প্রাণ পিচে, দ্রুত বল থেকে যেখানে অতটা ভয় নেই—কিন্তু অস্ট্রেলিয়া তো কেবল দ্রুত বল সম্বল ক'রেই খেলবে না—১৯৫৬ সালে যে রিচি বেনোকে ভারত দেখেছিলো, এখন তার জায়গায় দেখতে পেলে অন্য-এক রিচি বেনোকে—বিশ্বের সব-সেরা লেগ-স্পিনার—অনেক আস্থাশীল, অভিজ্ঞ আর চতুর।

ভারত 'রাবার' খোয়ালো সত্যি, কিন্তু কানপুরে অস্ট্রেলিয়াকে শোচনীয়-ভাবে হারিয়ে লুপ্ত সম্মান অনেকটাই ফিরিয়ে আনলো। আসলে দিল্লিতে যে-ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হয়েছিলো, ওয়েস্ট-ইনডিজ ও ইংলণ্ডের কাছে পর-পর দুটি সিরিজে শোচনীয়ভাবে হেরে তার কোনো মনের জোর ছিলো না। অথচ উঁচু পর্যায়ের ক্রিকেট অনেকটাই হয়তো মনস্তাত্ত্বিক। কাজেই দিল্লিতে ভারতীয় দল আগে থেকেই হেরে বসেছিলো। সেই-যে নিরেনব্বই রান ক'রে ব্যর্থ ও হতাশ-ভাবে বাকি আধঘণ্টা উইকেটে খুটখুট ক'রে পঙ্কজ রায় দিল্লিতে কাটিয়েছিলেন, তাকেই এই মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ের একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত হিশেবে গণ্য করা যেতে পারে। সেই জন্যেই যখন পাঁচটি টেস্টের সিরিজের চূড়ান্ত ফল দাঁড়ালো ২—১, তখন 'রাবার' হারালেও ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা জেগে উঠেছিলো। আর, মানতেই হয়, তার জন্যে বহুলাংশেই দায়ী নতুন অধিনায়ক রামচাঁদ।

গুলাবরাও রামচাঁদকে কখনোই কেউ ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতিভাবানদের অন্যতম ব'লে গণ্য করেনি। বল করেন মিডিয়াম পেস ; ব্যাট 'হাঁকড়ান' অনেক সময়েই মরীয়া ও অকুতোভয়—একটু বন্য, সৌষ্ঠবের বালাই অনেক সময়েই তাতে অনুপস্থিত ; ফিল্ড করেন লেগ-ট্র্যাপে, নির্ভয়ে : জি. এস. রামচাঁদ নামক এই চৌকশ খেলোয়াড়টি অবশ্যই ফাড়কারের সঙ্গেও তুলিত হননি কখনো। তবু যখন অধিনায়কের দায়িত্ব তাঁর উপর এসে বর্তালো, তখন তিনি তা চমৎকারভাবে পালন করলেন। এমন নয় যে নাইডু বা অমরনাথের মতো অধিনায়ক হিশেবে তিনি দারুণ-কিছু করেছিলেন—তাঁর সাফল্য এই-খানেই যে তিনি অবস্থা ও সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পেরেছিলেন।

ভারতীয় দলের সাফল্যের মূলে অবশ্যই জাশু প্যাটেলের অবদান কম ছিলো না। কানপুরে প্রথম দফায় ৫৫ রানে পাঁচ উইকেট নিয়ে কানপুরের ভাঙন-ধরা ধুলোওড়ানো পিচকে তিনি চমৎকার কাজে লাগিয়েছিলেন। আগের বছরেই কানপুরে ওয়েস্ট-ইনডিজের বিরুদ্ধে সুভাষ গুপ্তে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দফায় ন-উইকেট নিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ ওয়েস্ট-ইনডিজকে সিরিজের সবচেয়ে কম রানে নামিয়ে দিয়েছিলেন। এবার অবশ্য প্যাটেল মাদুরপাতা উইকেট থেকে কোনো বেমক্কা সাহায্য পাননি—ভাঙা পিচকে সাড়া দিতে বাধ্য করিয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়া ভারতে এসেছিলো 'রঙ উড়িয়ে', যদি এই ইংরেজি বুকনিকে ব্যবহার করা যায়। পিটার মে-র শক্তিশালী ইংলণ্ডকে শোচনীয়ভাবে তারা হারিয়েছিলো অস্ট্রেলিয়ায়; ভারতে আসবার আগেই তিনটি টেস্টের সিরিজে দু'টিতে হারিয়েছিলো পাকিস্তানকে। ভারতীয় দলের মনোবল যখন পাতালস্পর্শী, তখন ক্যাঙারুর লাফ প্রায় গগনচুম্বী। আর এই পরিপ্রেক্ষিতে বারোই ডিসেম্বর নতুন দিল্লিতে প্রথম টেস্ট শুরু হয়েছিলো।

প্রথম টেস্ট : নতুন দিল্লি ; ডিসেম্বর ১২, ১৩, ১৪ ও ১৬/১৯৫৯

চারদিনেই প্রথম টেস্ট শেষ হ'য়ে গেলো—ইনিংস ও ১২৭ রানে ভারতের হার। ভারতের ১৩৫ রানের উত্তরে অস্ট্রেলিয়া হাঁকিয়েছিলো ৪৬৮; দ্বিতীয় দফায় ভারত মাত্র ২০৬ রান করেছিলো।

হয়তো মনে হবে এই সংক্ষিপ্ত বিবরণই যথেষ্ট মুখর; বাকি সব কিছুই অবান্তর। কিন্তু মোটেই তা নয়। আস্ত পঞ্চাশের দশক—ষাটের দশকের গোড়ার দিকও—বিশ্বক্রিকেট কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হ'য়ে আছে। প্রায় প্রত্যেক দলেই ছিলো এমন বোলার, যাঁদের বল করার রীতি আদৌ সৎ ছিলো না। ইংলণ্ডের টোনি লক আর হ্যারল্ড রোডস সন্দেহাতীতভাবে বল ছুঁড়েছেন; পাকিস্তানের হাসিব হাসান তাই; দক্ষিণ-আফ্রিকার গিফিন পরের বছর লর্ডস টেস্টে হ্যাটট্রিক করার পরেই ছুঁড়ে বল করার জন্য সাজা পাবেন; কিন্তু সবচেয়ে কেলেঙ্কারি করেছিলো অস্ট্রেলিয়া।

মনে আছে ১৯৫৬ সালের কলকাতা টেস্ট, যেখানে জিম বার্কের বলে ভারতীয় দল নাস্তানাবুদ হয়েছিলো? আজ কে না জানে জিম বার্কের বল করার পদ্ধতি খুব-একটা সাধু ছিলো না। কিন্তু ১৯৫৯ সালের অস্ট্রেলীয় দলে

কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত হ'লো, যখন দিল্লিতে পর-পর দেখা গেলো মেকিফ, রোরকে আর ক্লাইনকে—এই চমকপ্রদ ত্র্যহস্পর্শ,যাঁদের কেউই বল করেননি, ছুঁড়েছেন। এঁরা যদি হতেন মার্কিন, বলা যেতো বেসবলের প্রভাব। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া দলে যেভাবে এঁদের দিয়ে আক্রমণ সাজানো হয়েছিলো, তাতে আজকে পুরো সিরিজটাকেই দুঃস্বপ্ন ব'লে মনে হ'তে পারে। অবাক কাণ্ড, আম্পায়ার মহম্মদ ইউনুস বা সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায় এঁদের বল করার ভঙ্গিতে কোনো অসাধুতা দেখতে পাননি!

এটা নিছক পাঁকে গড়াগড়ি দেয়া নয়। এ-সব যে হ'তে দেয়া হয়েছিলো, তার ফলেই, পরে ওয়েস্ট-ইনডিজের চার্লি গ্রিফিথ আর নিউজিলাণ্ডের গ্যারি বার্টলেটের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিলো। অথচ, অস্ট্রেলীয় দলের সঙ্গে সফরে এসেছিলেন রে লিণ্ডওয়াল—যাঁর বল করার ভঙ্গি 'চলন্ত কবিতা' বা 'দুরন্ত ছন্দ' ব'লে আখ্যাত হ'য়ে আছে। বেনো তাঁকে মাত্র দুটি টেস্টে খেলিয়েছিলেন। এবং আশ্চর্য, পরে বেনো আস্ত-আস্ত কেতাব লিখেছেন চার্লি গ্রিফিথের নিন্দে ক'রে, বড়ো-বড়ো বুলি আউড়েছেন—আর্ষ বাক্য ও আপ্ত বাক্য; কিন্তু তবু তাঁরই নেতৃত্বে যে এ-সব ব্যাপার ঘটেছিলো, এজন্য বিন্দুমাত্র লজ্জা অনুভব করেননি। ইংরেজরা বলে, 'ক্রিকেট হচ্ছে জীবনেরই একটি ভঙ্গি'—আর তা যদি সত্যি হয়, তাহলে অস্ট্রেলীয়দের জীবনের ভঙ্গি সম্বন্ধে, বিশেষত রিচি বেনোর বাহাদুর জীবন সম্বন্ধে, যৎকিঞ্চিৎ ধারণা করা যেতে পারে।

অবশ্য, তার মানে এই নয় যে, ভারতীয় দলের ব্যাটিং বিপর্যয়ের সমস্ত দায়িত্ব অস্ট্রেলিয়ার অসাধু বল করার পদ্ধতির উপর এসে পড়বে। সত্যি, সেদিন টসে জিতে ভারত যখন ব্যাট করতে নেমেছিলো তখন তাদের খেলার ধরন দেখে মনে হয়নি যে এ-দল টেস্ট খেলার যোগ্য। অফ-স্টাম্পের বাইরের বল তাড়া ক'রে গিয়ে একেকজন ব্যাটসম্যান নিজেদের উইকেট খুইয়েছেন—আর উইকেটরক্ষক গ্রাউট সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠেছেন। এই দায়িত্বহীনতার মিছিলে কেবল কনট্র্যাক্টর বিপর্যয় রোধ করবার জন্য একাগ্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মাত্র ৪১ রান করেছিলেন কনট্র্যাক্টর, কিন্তু তাতেই বোঝা গিয়েছিলো তিনি কোন ধাতুতে গড়া। বিশেষ ক'রে তাঁর অফ ড্রাইভ ও কভার-ড্রাইভ আর পুলগুলো ঝলশে উঠছিলো। দৃঢ়তায়, শৈলীতে, সময়জ্ঞানে—তাঁর এই ছোট্ট ইনিংসটি ঝকঝক ক'রে উঠেছিলো, মেঘের মধ্য থেকে যেমন ঝলমল ক'রে ওঠে শরৎ-সূর্যের রুপোলি রেখা।

ভারত : প্রথম দফা

পঙ্কজ রায়	ক. গ্রাউট	ব. ডেভিডসন	০
নরিম্যান কনট্রাক্টর		ব. ডেভিডসন	৪১
পলি উমরিগড়	ক. গ্রাউট	ব. ডেভিডসন	০
আব্বাস আলি বেগ		ব. রোরকে	৯
চান্দু বোরদে	ক. গ্রাউট	ব. মেকিফ	১৪
*জি. এস. রামচাঁদ	ক. গ্রাউট	ব. ক্লাইন	২০
বাপু (রঘুনাথ) নাদকার্নি		ব. রোরকে	১
†পি. জি. জোশি		ব. বেনো	১৫
আর. সুরেন্দ্রনাথ	অপরাজিত		২৪
ভি. এম. মুদিয়া	লেগ-বিফোর	ব. বেনো	০
রমাকান্ত দেশাই	ক. ও'নীল	ব. বেনো	০
অতিরিক্ত (বাই ৬, লেগ-বাই ২, নো-বল ৩)			১১
			১৩৫

পতন : ৪ (পঙ্কজ রায়); ৮ (উমরিগড়); ৩২ (বেগ); ৬৬ (বোরদে); ৬৯ (কনট্র্যাক্টর); ৭০ (নাদকার্নি); ১০০ (রামচাঁদ); ১৩১ (জোশি); ১৩৫ (মুদিয়া); ১৩৫ (দেশাই)।

ডেভিডসন	১৮	১০	৩০	৩
মেকিফ	১৩	৩	৪৪	১
রোরকে	১৪	৫	৩০	২
ক্লাইন	৯	৩	১৫	১
বেনো	৩'৪	৩	০	৩
ম্যাকাই	১	০	১	০
ও'নীল	১	০	৪	০

ভারতীয় বোলিং যে কতটাই দুর্বল ছিলো, তা নিশ্চয়ই অস্ট্রেলিয়ার ৪৬৮ রান হাঁকানোতেই আন্দাজ হয়। কিন্তু এটা কিছুতেই বোঝা যাবে না যে ভারতীয় ফিল্ডিং কী রকম শোচনীয় ছিলো—আর অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিংসাফল্যের মূলে ভারতীয় ফিল্ডারদের দায়িত্ব ছিলো কতটা। সুরেন্দ্রনাথ বল করেছিলেন নিভুর্ল নিশানায়, মাপা লেংথে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দেশাই বল করেছেন ভাগ্যহীন।

বোরদের বলও মন্দ হয়নি। দ্বিতীয় দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়ার রান দাঁড়িয়েছিলো চার উইকেটে ২৯৩। বেগের হাতে ধরা প'ড়ে ডেভিডসন আউট হ'য়ে যাবার পর ম্যাকাই আর গ্রাউট জোরালো জুটি বেঁধেছিলেন। কিন্তু সে-সময় রামচাঁদ তাঁর একমাত্র চাল চেলেছিলেন উমরিগড়কে বল করতে ডেকে। উমরিগড়ই অফ-স্পিন করেন এক-আধটু, আর কে না জানে অফ-স্পিনে অস্ট্রেলিয়ার চিরকালই দুর্বলতা। বিশেষত অস্ট্রেলিয়া তখন তাড়াতাড়ি রান তুলতে চাচ্ছিলো। উমরিগড় ৪৯ রানে চার উইকেট নিয়ে আবারও প্রমাণ করলেন অস্ট্রেলীয়দের আকিলিসের গোড়ালি কোথায়।

মুদিয়া যে ভালো বল করেননি, তা নয়—অথচ ফ্যাভেল যখন মাত্র ২২, তখন তাঁকে শোচনীয়ভাবে ফশকে ছিলেন। বেগ ডেভিডসনকে লুফেছিলেন দর্শনীয়ভাবে, কিন্তু ম্যাকাই যখন ৫৭, তখন তাঁকে ফশকেছিলেন তৃতীয় দিন সকালে। তবু বেগের ফিল্ডিং ছিলো দুর্ধর্ষ—বল কোন দিকে যাবে, আগে থেকে তা আন্দাজ করার ক্ষমতা, বল ঠেকানো ও কুড়োনো, এক ঝটকায় উইকেট-রক্ষকের দস্তানায় ফিরিয়ে দেয়া—সব দিকেই তাঁর ফিল্ডিং দারুণ হয়েছিলো। উমরিগড়ের ফিল্ডিংও মন্দ হয়নি। রামচাঁদ নিজের বলে যেভাবে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে হাত বাড়িয়ে ক্লাইনকে লুফেছিলেন, তাও ভোলবার নয়। কিন্তু আস্ত খেলার সেরা ক্যাচ লুফেছিলেন বুধি কুন্দেরান। বদলি খেলোয়াড় কুন্দেরান মাঠে নেমেছিলেন আহত দেশাইয়ের জায়গায়। প্রায় পঞ্চাশ গজ দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে লুফেছিলেন তিনি রোরককে।

কুন্দেরান সেবারই তৃতীয় টেস্টে দলে ঢুকবেন উইকেটরক্ষক হিশেবে। কিন্তু যাঁরাই কখনও কুন্দেরানকে মিড-অফ বা মিড-অনে ফিল্ড করতে দেখেছেন, তাঁরাই জানেন যে তাঁকে উইকেট রাখতে দিয়ে আমরা কত বড়ো ফিল্ডসম্যানকে হারিয়েছি। তাঁর উইকেট রাখার মধ্যে অনেক ভুলচুক ঘটেছে, প্রায়ই—কিন্তু যতবারই তিনি দূরে-দূরে আউটফিল্ডে ফিল্ডং করেছেন, ততবারই তিনি নৈপুণ্যে আলাদা হ'য়ে চোখে পড়েছেন। সেদিন দেশাই হাঁটুতে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়ে না-গেলে অস্ট্রেলীয় ইনিংস যে আরো বিলম্বিত হ'তো, তাতে সন্দেহ নেই।

অস্ট্রেলীয় ইনিংসকে আগলে রেখেছিলেন নীল হার্ভে। এখন আর তিনি উনিশ বছরের চঞ্চল তরুণ নন—প্রবীণ ও বিচক্ষণ। শুরু করেছিলেন আস্তে, ধীরে, কিন্তু তারপর যেই তার হাত খুলে গেলো, তখন কারুরই তাঁকে ঠেকাবার

ক্ষমতা হয়নি। কেবল-যে সব রকম মারই ছিলো তাঁর হাতে, তা নয়— অনায়াসে ও অবলীলাক্রমে দুজন ফিল্ডারের মধ্যে বল ঠেলে গলিয়ে দিয়ে তিনি রামচাঁদের পক্ষে ফিল্ড সাজানো কঠিন ক'রে তুলেছিলেন। আউট হয়েছিলেন নাদকার্নির ফুলটসে, এগিয়ে এসে হাঁকাতে গিয়ে লেগ-বিফোর। কিন্তু ততক্ষণে ২৩০ মিনিটে ১৪টি বাউণ্ডারির সাহায্যে, তাঁর অনিবার্য সেঞ্চুরি অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিংকে শক্ত জমকালো ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছে।

অস্ট্রেলিয়া

কলিন ম্যাকডনাল্ড		ব. সুরেন্দ্রনাথ	১৯
লেস ফ্যাভেল		ব. সুরেন্দ্রনাথ	৪০
নীল হার্ভে	লেগ-বিফোর	ব. নাদকার্নি	১১৪
নর্ম্যান ও'নীল	রান-আউট		৩৯
কেন ম্যাকাই	ক. জোশি	ব. উমরিগড়	৭৮
অ্যালান ডেভিডসন	ক. বেগ	ব. দেশাই	২৫
* রিচি বেনো	ক. বোরদে	ব. উমরিগড়	২০
‡ ওয়ালি গ্রাউট	ক. ও	ব. উমরিগড়	৪২
ইয়ান মেকিফ	অপরাজিত		৪৫
লিণ্ডসে ক্লাইন	ক. ও	ব. রামচাঁদ	১৪
গর্ডন রোরকে	ক. বদলি (কুন্দেরান)	ব. উমরিগড়	৭
অতিরিক্ত (বাই ১৫, লেগ-বাই ৯, নো-বল ১)			২৫
			৪৬৮

পতন : ৫৩ (ম্যাকডনাল্ড); ৬৪ (ফ্যাভেল); ১৪৩ (ও'নীল); ২৭৫ (হার্ভে); ৩১৮ (ডেভিডসন); ৩৫৩ (বেনো); ৩৯৮ (ম্যাকাই); ৪০২ (গ্রাউট); ৪৪৩ (ক্লাইন); ৪৬৮ (রোরকে)।

দেশাই	৩৩.৩	৩	১২৪	১
সুরেন্দ্রনাথ	৩৮	৮	১০১	২
বোরদে	১৭	৪	৪৮	০
মুদিয়া	১২	৩	৩২	০
নাদকার্নি	২০	৬	৬২	১
রামচাঁদ	৭	১	২৭	১
উমরিগড়	১৫.৪	২	৪৯	৪

অস্ট্রেলিয়া যে জিতবে, প্রথম দফায় ভারতের শোচনীয় ব্যাটিং ব্যর্থতার পর সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিলো না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার জয় যে এত সহজ ও অনায়াস হ'লো, তার জন্য সমস্ত সাধুবাদ বেনোর প্রাপ্য। খেলার আগাগোড়া বেনোর চিন্তার ও কৌশলের চিহ্ন ছড়ানো। প্রথম দফায় প্রায় সারাক্ষণ তিনি দ্রুত বোলারদের দিয়ে বল করিয়ে নিজে বল করতে এসেছেন শেষে—০ রানে দখল করেছেন তিন উইকেট। দ্বিতীয় দফায় নিজে বল করেছেন অক্লান্ত—প্রথমে বল করেছেন রান আটকে রাখার জন্য, মাপা লেংথে, লেগ-মিডল স্টাম্প লক্ষ্য ক'রে, শুধু ফ্লাইট বদলেছেন অনবরত—তারপর বল করার ভঙ্গি পালটেছেন, লেগ-ব্রেকের সঙ্গে মিশিয়েছেন ফ্লিপার, দ্রুত টপস্পিন, মিডল আর অফ স্টাম্প হয়েছে নিশানা। কিন্তু তাঁর বোলিং-সাফল্য নয়, তাঁর আক্রমণ সাজানো, খেলার ধারার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আক্রমণের ভঙ্গি পালটানো, অতর্কিত ধাপ্পা ও চাল—এ-সবই ছিলো চোখে পড়বার মতো। বিশেষত পঙ্কজ রায় যখন চমৎকার খেলে ৯৯ করেছেন, তখন বেনো তাঁকে বোকা বানিয়ে সেঞ্চুরি করতে না-দিয়ে যেভাবে আউট করেছেন, তা ভারতীয় টেস্ট-ক্রিকেটে আজ প্রায় কিংবদন্তি ব'লে গণ্য হ'য়ে আছে। ক্লাইনকে বল করতে ডেকে নিজে দাঁড়িয়েছেন শর্ট ফরোয়ার্ড লেগে, যেন চৌকাঠে, আর রায় ধাপ্পায় ভুলে সামনে পা বাড়িয়ে খেলতেই ব্যাটের ডগা থেকে বল লুফে নিয়েছেন বেনো। আর সেটাই সমাপ্তির সূচনা। নইলে রায়-কনট্র্যাক্টর গোড়াপত্তন করেছিলেন চমৎকার—প্রথম উইকেটে রান উঠেছিলো ১২১। রায় ব্যাট করেছিলেন নিরেট ও অটল, আস্থায় ভরা, শৈলীতে ভরা, দায়িত্বে ভরা, নড়বোড়ে নব্বুইতে পৌঁছেই তাঁর মধ্যে যেটুকু অস্বস্তি দেখা গিয়েছিলো। গভীর তাঁর অভিনিবেশ—৩০৫ মিনিট ব্যাট ক'রে এই ৯৯ রান উপার্জন করেছিলেন রায়, আর তাতে ছিলো ১৪টি চার। কনট্র্যাক্টর আবারও প্রথম দফার মতো ঝকঝকে একটি ছোট্ট ইনিংস উপহার দিয়েছিলেন। উমরিগড় শুরু করেছিলেন সজোরে ও সবেগে, প্রখর আক্রমণের ভঙ্গিতে। কিন্তু রায় আউট হ'য়ে যাবার পরই আস্ত ভারতীয় ইনিংসটি ধ্ব'সে পড়লো—বেনো পেলেন ৭৬ রানে পাঁচ উইকেট আর ক্লাইন ৪২ রানে চার।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

পঙ্কজ রায়	ক. বেনো	ব. ক্লাইন	৯৯
নরিম্যান কনট্র্যাক্টর	ক. ফ্যাভেল	ব. বেনো	৩৪
আব্বাস আলি বেগ	রান-আউট		৫
চান্দু বোরদে	ক. ডেভিডসন	ব. বেনো	০
পলি উমরিগড়	ক. ফ্যাভেল	ব. ক্লাইন	৩২
* জি. এস, রামচাঁদ	ক. ডেভিডসন	ব. ক্লাইন	৬
বাপু নাদকার্নি	লেগ-বিফোর	ব. বেনো	৭
† পি. জি. জোশি	ক. ডেভিডসন	ব. ক্লাইন	৮
আর. সুরেন্দ্রনাথ	ক. ডেভিডসন	ব. বেনো	০
ভি. এম. মুদিয়া	অপরাজিত		০
রমাকান্ত দেশাই	ক. মেকিফ	ব. বেনো	০
অতিরিক্ত (বাই ৮, লেগ-বাই ৫, নো-বল ২)			১৫
			২০৬

পতন : ১২১ (কনট্র্যাক্টর); ১৩২ (বেগ); ১৩২ (বোরদে); ১৭২ (উমরিগড়); ১৮৭ (রামচাঁদ); ১৯২ (পঙ্কজ রায়); ২০২ (নাদকার্নি); ২০৬ (জোশি); ২০৬ (সুরেন্দ্রনাথ); ২০৬ (দেশাই)।

ডেভিডসন	১৪	৫	১৭	০
মেকিফ	১৪	৪	৩২	০
রোরকে	৭	৪	৫	০
ক্লাইন	২২	১২	৪২	৪
বেনো	৪৫	১৯	৭৬	৫
ও'নীল	৫	০	১৯	০
হার্ভে	১	১	০	০

দ্বিতীয় টেস্ট : কানপুর ; ডিসেম্বর ১৯, ২০, ২১, ২৩ ও ২৪/১৯৫৯

অবশেষে কানপুর। পর-পর এতগুলো টেস্টে ত্রস্ত বিপর্যয়ের পর কানপুরে অস্ট্রেলিয়াকে ১১৯ রানে দ্বিতীয় টেস্টে হারিয়ে দিলো ভারত। বিশেষত দ্বিতীয় দিনে খেলার শেষে যখন ভারতেরই কোনঠাশা অবস্থা, তখন এই জিত

আরো বেশি ক'রে সাধুবাদ পাবে। জয়ের কারণ দলগত সংহতি—প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো ভাবে সাফল্যের উপাদান জুগিয়েছেন। তাছাড়া একবার খেলায় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর রামচাঁদ কখনোই রাশ আলগা ক'রে দেননি —আগাগোড়া মনস্তাত্ত্বিক চাপ বজায় রেখেছেন।

কিন্তু তবু এই ঐতিহাসিক জয়ের পিছনে ব্যক্তিগতভাবে যাঁর প্রভাব সব চেয়ে কার্যকর হয়েছিলো, তিনি জাশু প্যাটেল। তাঁর বয়েস তখন ৩৬। স্পিন বলে সাড়া দিচ্ছে, এমন উইকেটে তিনি আগাগোড়া নিপুণভাবে বল করেছেন। এক সময় মনে হয়েছিলো তিনি বুঝি জিম লেকারের ১৯টি উইকেটেরই পুনরাবৃত্তি করবেন। প্যাটেল আমেদাবাদের মাদুরপাতা উইকেটে বল ক'রে অভ্যস্ত; কিন্তু কানপুরে পিচ একটু সাড়া দিতেই তিনি যেভাবে আগাগোড়া অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের ব্যতিব্যস্ত করেছেন, তাতে মনে হচ্ছিলো তিনি বুঝি টেফিল্ড বা লেকারের মতো পরিণত ও উদ্দীপ্ত বোলারে পরিণত হয়েছেন। তীব্র অফস্পিনের সঙ্গে চতুরভাবে তিনি টপস্পিন আর লেগ-কাটার মিশিয়ে দিচ্ছিলেন, আর অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরা অন্ধের মতো ব্যাট বাড়িয়ে বল হাৎড়াচ্ছিলেন।

মনে আছে, আগের বছর প্যাটেলকে দলে ঢোকানো নিয়ে কত কাণ্ড হয়েছিলো? সত্যি-যে, গুলাম আমেদ বা পরবর্তী এরাপল্লি প্রসন্নর মতো প্যাটেল কখনোই প্রতিভাবান শিল্পী নন—মাত্র একটি টেস্টেই তাঁর যা-কিছু অবদান। তাছাড়া তাঁর তূণের প্রধান দুটি অস্ত্র—লেগ-কাটার ও টপ-স্পিনার অনেকেরই সন্দেহ জাগিয়েছিলো। প্যাটেল যেহেতু এই পর্যায়ের খেলার পরেই অবসর নেবেন, আমরা অতএব কখনোই জানতো পাবো না তাঁর বল করার রীতিতে নালিশ করার কিছু আছে কি না—অথবা তিনি অফ-স্পিনার হিশেবে সত্যি-সত্যি কত বড়ো শিল্পী। শুধু এই একটি টেস্ট কেবল তাঁর টেস্ট ব'লেই চিহ্নিত হ'য়ে থাকবে।

দিল্লির মতো কানপুরেও ব্যাটে কোনো স্থবিধে করতে পারেননি উমরিগড়— কিন্তু এখানে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় দফায় তিনিও বল করেছিলেন উদ্দীপ্ত হ'য়ে। বিশেষত যে-দুটি তীক্ষ্ণ ও দ্রুত অফব্রেকে তিনি হার্ভে ও ও'নীলকে ভির্মি খাইয়ে দিয়েছিলেন, তাতেই খেলার ফলাফল নির্ধারিত হ'য়ে গিয়েছিলো। হার্ভের কাছে বলটি ছিলো লেগব্রেক, আর স্লিপে দাঁড়িয়ে নাদকার্নি ভুল করেননি। সেটা চতুর্থ দিন অপরাহ্নে। পঞ্চম দিন সকালে প্রথম ওভারেই ও'নীল ধরা

পড়লেন উমরিগড়ের বলে নাদকার্নিরই হাতে—লেগট্র্যাপে। অতএব উমরিগড়ের ২৭ রানে চার উইকেটও সাফল্যকে সবিশেষ ত্বরান্বিত করেছিলো।

ভারত করেছিলো ১৫২ ও ২৯১; আর এই পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায় অপেক্ষাকৃত ভালো ব্যাটিং দেখা গিয়েছিলো কেবল দ্বিতীয় দফায়।

প্রথম দফায় কেবল কনট্র্যাক্টরের ছোট্ট ঝকঝকে ইনিংসটিই মনে ক'রে রাখার মতো। মাত্র ২৪ করেছিলেন, কিন্তু পরিচ্ছন্ন সময়জ্ঞান, কব্জির জোরালো মোচড় আর দুই ফিল্ডারের মধ্য দিয়ে, বল গলিয়ে দেয়ার অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য ইনিংসটিকে স্মরণীয় ক'রে রেখেছে। বেনোর বলে জারমানের হাতে ক্যাচ তুলে না-দিলে কনট্র্যাক্টর হয়তো প্রথম দফাতেই ভারতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। পর-পর ইনিংসে কনট্র্যাক্টর আরম্ভ চমৎকার করেছেন, কিন্তু কোনো বড়ো ইংনিস গড়তে পারেননি, আর এটাই ছিলো তাঁর বিরুদ্ধে লোকের নালিশ। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে দারুণ বল করেছিলেন ডেভিডসন আর বেনো—বিশেষত ডেভিডসন। প্রথম ওভারেই ডেভিডসন বুঝতে পেরেছিলেন এই পিচে জোরে বল ক'রে লাভ নেই। রান-আপ কমিয়ে নিয়ে তিনি হঠাৎ ইন-কাটার বল করতে শুরু করেছিলেন। আর বল করার ভঙ্গি পালটাবার সঙ্গে-সঙ্গে অপ্রস্তুত ব্যাটসম্যানদের তিনি অনবরত নাজেহাল ক'রে ছাড়ছিলেন। ডেভিডসন আগে কখনোই এত ছোটো রান-আপ থেকে বল করেননি, কাটার দেবারও চেষ্টা করেননি; অতএব তাঁর ৩১ রানে পাঁচ উইকেট—এই পরিসংখ্যানই ব'লে দেবে কেমন অনায়াসে এই ভূমিকায় তিনি নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন।

ভারত : প্রথম দফা

পঙ্কজ রায়	ক. হার্ভে	ব. বেনো	১৭
নরিম্যান কনট্র্যাক্টর	ক. জারমান	ব. বেনো	২৪
পলি উমরিগড়	ক. ডেভিডসন	ব. ক্লাইন	৬
আব্বাস আলি বেগ		ব. ডেভিডসন	১৯
চান্দু বোরদে	ক. ক্লাইন	ব. ডেভিডসন	২০
* জি. এস. রামচাঁদ	ক. ম্যাকাই	ব. বেনো	২৪
রামনাথ কেনি		ব. ডেভিডসন	০
বাপু নাদকার্নি	ক. হার্ভে	ব. ডেভিডসন	২৫
† নরেন তামানে		ব. বেনো	১
জাশু প্যাটেল	ক. ক্লাইন	ব. ডেভিডসন	৪

আর. সুরেন্দ্রনাথ	অপরাজিত	৮
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ২, নো-বল ২)		৪
		১৫২

পতন : ৩৮ (কনট্র্যাক্টর); ৪৭ (উমরিগড়); ৫১ (পঙ্কজ রায়); ৭৭ (বেগ); ১১২ (বোরদে); ১১২ (কেনি); ১২৬ (রামচাঁদ); ১২৮ (তামানে); ১৪১ (প্যাটেল); ১৫২ (নাদকার্নি)।

ডেভিডসন	২০·১	৭	৩১	৫
মেকিফ	৮	২	১৫	০
বেনো	২৫	৮	৬৩	৪
রোরকে	২	১	৩	০
ক্লাইন	১৫	৭	৩৬	১

অস্ট্রেলিয়ার সূচনা হয়েছিলো চমৎকার ; অথচ ১ উইকেটে ১২৮—এই অবস্থা থেকে ২১৯ রানেই সবাই আউট। ম্যাকডনাল্ড ও হার্ভে—দুজনেই ন্যাটা ব্যাটসম্যান ; পরে, দেখতে পাবো, ডেভিডসনও, ন্যাটা ব'লেই হয়তো, প্যাটেলের বলে রান করতে পারবেন। কিন্তু তবু স্বীকার করতেই হয় স্পিনবলে তাঁদের অস্বাচ্ছন্দ্য প্রথম থেকেই স্পষ্ট চোখে পড়ছিলো। কেবল দৈবের হাতে নিজেদের সঁ'পে দিয়ে তাঁরা অন্ধের মতো পা বাড়িয়ে খেলছিলেন—আর কাছের ফিল্ডসম্যানদের হাতে ক্যাচ তুলে দিচ্ছিলেন। ম্যাকডনাল্ড আর হার্ভে দুজনেই অন্যদের তুলনায় দৃঢ়তার সঙ্গে যোঝবার চেষ্টা করেছিলেন—পরে ডেভিডসন অবশ্য তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ডাকাবুকো ভঙ্গিতে আক্রমণের জবাবে পালটা আক্রমণ শানাবার চেষ্টা ক'রে অনেকটাই সফল হয়েছিলেন। তবু, বলতেই হয়, হার্ভেই একমাত্র উইকেটের চারধারে মেরে পুরো খেলাটা নিজের দখলে নিয়ে এসেছিলেন। মাত্র ৬৮ মিনিট ব্যাট করেছিলেন হার্ভে, ছ-টা বাউণ্ডারি সমেত করছিলেন ৫১, আউট হয়েছিলেন প্যাটেলের অতর্কিত সোজা বলে—ভেবেছিলেন বলটা ভেঙে বেরিয়ে যাবে, কিন্তু সোজা গিয়ে উইকেটে লাগলো। তবু, তাঁরও রক্ষণাত্মক খেলা ছিলো নড়বোড়ে। ও'নীল যদি প্রত্যাশা মতো খেলতে পারতেন, তবে হয়তো খেলার ধারাই পালটে যেতো। হার্ভে যখন আউট হয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়া তখন তিন উইকেটে ১৪৯—ভারতের থেকে মাত্র ৩ রান পেছিয়ে। কিন্তু ও'নীল সজোরে ব্যাট হাঁকড়ে বোলারদের লেংথ তছনছ

ক'রে দেবার চেষ্টা করতে গিয়ে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, বোরদের লোপ্পা বলটি ব্যাট এড়িয়ে উইকেটে গিয়ে লেগেছিলো। তারপরেই অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসটি ধ্বংসে পড়লো। তবু ভাঙনধরা উইকেটে তারা ৬৭ রান এগিয়ে ছিলো ব'লে তখনো কেউ ভাবেনি যে এ-টেস্টে তাদের হার হ'তে পারে।

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম দফা

কলিন ম্যাকডনাল্ড		ব. প্যাটেল	৫৩
জর্জ স্টিভনস	ক. ও	ব. প্যাটেল	২৫
নীল হার্ভে		ব. প্যাটেল	৫১
নর্ম্যান ও'নীল		ব. বোরদে	১৬
কেন ম্যাকাই	লেগ-বিফোর	ব. প্যাটেল	০
অ্যালান ডেভিডসন		ব. প্যাটেল	৪১
* রিচি বেনো		ব. প্যাটেল	৭
† ব্যারি জারমান	লেগ-বিফোর	ব. প্যাটেল	১
লিণ্ডসে ক্লাইন		ব. প্যাটেল	৯
ইয়ান মেকিফ	অপরাজিত		১
গর্ডন রোরকে	ক. বেগ	ব. প্যাটেল	০
অতিরিক্ত (বাই ৯, লেগ-বাই ২, নো-বল ৪)			১৫
			২১৯

পতন : ৭১ (স্টিভনস); ১২৮ (ম্যাকডনাল্ড); ১৪৯ (হার্ভে); ১৫৯ (ম্যাকাই); ১৫৯ (ও'নীল); ১৭৪ (বেনো); ১৮৬ (জারমান); ২১৬ (ক্লাইন); ২১৯ (ডেভিডসন); ২১৯ (রোরকে)।

সুরেন্দ্রনাথ	৪	০	১৩	০
রামচাঁদ	৬	৩	১৪	০
প্যাটেল	৩৫.৫	১৬	৬৯	৯
উমরিগড়	১৫	১	৪০	০
বোরদে	১৫	১	৬১	১
নাদকার্নি	২	০	৭	০

দ্বিতীয় দফায় ভারতের ব্যাটিং-এ প্রথম থেকেই দৃঢ়তার ছাপ লেগেছিলো। পঙ্কজ রায় অবশ্য একটু অসুস্থ বোধ করছিলেন (পরে তাঁর জায়গায় ফিল্ড

করবেন কুন্দেরান), আর উমরিগড়ও পুনর্বার ব্যাটে কোনো সুবিধে করতে পারেননি, কিন্তু তরুণ খেলোয়াড়দের প্রায় সবাই অনেক আস্থা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে খেলছিলেন। কনট্র্যাক্টরের ৭৪ রান অবশ্যই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য: তাঁর সেঞ্চুরি ছিলো প্রায় অবধারিত, কিন্তু আউট হলেন অদ্ভুতভাবে। সজোরে ঘুরে গিয়ে হুক করেছিলেন ডেভিডসনকে, হার্ভে ছিলেন শর্ট লেগে—নিজেকে বাঁচাবার জন্য তিনি পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু বলটা তাঁর হাঁটুর ফাঁকে আটকে গেলো! এ-রকম অদ্ভুত, অপ্রত্যাশিত ক্যাচ কেবল ব্যাটসম্যানের দুর্ভাগ্যই প্রমাণ করে। বেগ খেলেছিলেন মুচমুচে, ক্ষিপ্র ও শৈলীময়—অনেকটা ম্যানচেস্টারের সেই ইনিংসেরই পুনরাবৃত্তি, যদিও স্বল্পস্থায়ী ও সংক্ষেপিত। বোরদে যেন অস্ট্রেলীয় আক্রমণ ধ্বংস করতেই বদ্ধপরিকর। কিন্তু সবচেয়ে সাহসী ও দৃঢ়তাময় ইনিংসটি ছিলো কেনির। নিরেট নাদকার্নির সঙ্গে জোট বেঁধে সপ্তম উইকেটে কেনি যোগ করেছিলেন ৭২, আর তাতেই জয়ের পথ সুগম হয়েছিলো। অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ডিং ছিলো দুর্জয়—রগরগে ও রোমাঞ্চকর; তবু হার্ভে বোধহয় কখনোই কেনিকে ফশকাবার জন্য নিজেকে ক্ষমা করবেন না। কেনি তখন মাত্র ২১ করেছিলেন।

একদিক থেকে এই টেস্টকে ডেভিডসনের টেস্ট ব'লেও বর্ণনা করা যায়। তাঁর নতুন রীতির বোলিং-এ এবার তিনি ৯৩ রানে সাত উইকেট দখল ক'রে অস্ট্রেলিয়ার রেকর্ড করেছিলেন—এর আগে ব্রিসবেনে (১৯৪৭-৪৮) টশাক, আর কলকাতায় (১৯৫৬) বেনো পেয়েছিলেন ১১টি ক'রে উইকেট। অবিশ্রান্ত বল করেছিলেন ডেভিডসন—অক্লান্তভাবে এক প্রান্ত থামলে রেখেছিলেন। বেনো বল করছিলেন অন্য প্রান্ত থেকে—কিন্তু ৮১ রানে মাত্র একটি উইকেট পেয়েছিলেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার ছুঁড়ে বল করার দলের মধ্যে রোরকে ছিলেন অসুস্থ—আর মেকিফ বা ক্লাইন খেলায় কোনোই ছাপ ফেলতে পারেননি।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

পঙ্কজ রায়	ক. বেনো	ব. ডেভিডসন	৮
নরিম্যান কনট্র্যাক্টর	ক. হার্ভে	ব. ডেভিডসন	৭৪
পলি উমরিগড়	ক. রোরকে	ব. ডেভিডসন	১৪
আব্বাস আলি বেগ	ক. হার্ভে	ব. বেনো	৩৬
চান্দু বোরদে	ক. ও'নীল	ব. মেকিফ	৪৪

* জি. এস. রামচাঁদ		ব. হার্ভে	৫
রামনাথ কেনি	ক. জারমান	ব. ডেভিডসন	৫১
বাপু নাদকার্নি	লেগ-বিফোর	ব. ডেভিডসন	৪৬
† নরেন তামানে	ক. হার্ভে	ব. ডেভিডসন	০
আর. সুরেন্দ্রনাথ	অপরাজিত	—	৪
জাশু প্যাটেল		ব. ডেভিডসন	০
অতিরিক্ত (বাই ৭, লেগ-বাই ২)			৯
			২৯১

পতন : ৩১ (পঙ্কজ রায়); ৭২ (উমরিগড়); ১২১ (বেগ); ১৪৭ (কনট্র্যাক্টর); ১৫৩ (রামচাঁদ); ২১৪ (বোরদে); ২৮৬ (কেনি); ২৮৬ (তামানে); ২৯১ (নাদকার্নি); ২৯১ (প্যাটেল)।

ডেভিডসন	৫৭·৩	২২	৯৩	৭
মেকিফ	১৮	৪	৩৭	১
বেনো	৩৮	১৫	৮১	১
ক্লাইন	৭	৩	১৪	০
ম্যাকাই	১০	৫	১৪	০
হার্ভে	১২	৩	৩১	১
ও'নীল	২	০	১২	০

অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিংই তাদের পরাজয়ের প্রধান কারণ হ'লো। প্যাটেল-উমরিগড় জুটির অফস্পিনের বিরুদ্ধে এক ম্যাকডনাল্ড ছাড়া কেউই দাঁড়াতে পারেননি। ভারতীয় ফিল্ডিং দিল্লির চেয়ে ভালো হয়েছিলো—তবু ক্যাচ ফশকেছে একাধিক। প্রথম দফায় ও'নীলকে ফশকেছিলেন নাদকার্নি, দ্বিতীয় দফায় হার্ভেকে কুন্দেরান। ভাগ্য ভারতের পক্ষে ছিলো, সন্দেহ নেই ; নইলে ও'নীল-হার্ভেকে ফশকে সহজে রেহাই পাওয়া হয়তো কোনো দলের পক্ষেই সম্ভব নয়। দ্বিতীয় দফায় অস্ট্রেলিয়া করলো মাত্র ১০৫—সিডনির (১৯৪৭-৪৮) দ্বিতীয় টেস্টের চেয়েও দু-রান কম। ভারতের বিরুদ্ধে এখনো পর্যন্ত এটাই তাদের সবচেয়ে নিচু স্কোর।

অস্ট্রেলিয়া : দ্বিতীয় দফা

কলিন ম্যাকডনাল্ড	স্টা. তামানে	ব. প্যাটেল	৩৪
জর্জ স্টিভনস	ক. কেনি	ব. প্যাটেল	৭
নীল হার্ভে	ক. নাদকার্নি	ব. উমরিগড়	২৫
নর্ম্যান ও'নীল	ক. নাদকার্নি	ব. উমরিগড়	৫
কেন ম্যাকাই	লেগ-বিফোর	ব. উমরিগড়	০
অ্যালান ডেভিডসন		ব. প্যাটেল	৮
* রিচি বেনো	ক. রামচাঁদ	ব. প্যাটেল	০
† ব্যারি জারমান		ব. উমরিগড়	০
লিণ্ডসে ক্লাইন		ব. প্যাটেল	০
ইয়ান মেকিফ	অপরাজিত		১৪
গর্ডন রোরকে	অসুস্থ ; অনুপস্থিত		—
অতিরিক্ত (বাই ৮, লেগ-বাই ৪)			১২
			১০৫

পতন : ১২ (স্টিভনস); ৪৯ (হার্ভে); ৫৯ (ও'নীল), ৬১ (ম্যাকাই) ৭৮ (ডেভিডসন); ৭৮ (বেনো); ৭৯ (জারমান); ৮৪ (ম্যাকডনাল্ড); ১০৫ (ক্লাইন)।

সুরেন্দ্রনাথ	৪	২	৪	০
রামচাঁদ	৩	০	৭	০
প্যাটেল	২৪'৪	৭	৫৫	৫
উমরিগড়	২৫	১১	২৭	৪

তৃতীয় টেস্ট : বম্বাই ; জানুয়ারি ১, ২, ৩, ৫ ও ৬/১৯৬০

ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামের তৃতীয় টেস্ট—বম্বাইতে সাধারণত যা হ'য়ে থাকে—শেষ হ'লো অমীমাংসিত। অর্থাৎ সিরিজের চতুর্থ টেস্ট যখন মাদ্রাজে শুরু হবে, তখনও 'রাবার' অনিশ্চিত। কিন্তু বম্বাই টেস্টে অবশ্য এক সময় মনে হয়েছিলো ভারতের হার সুনিশ্চিত। শেষ দিন মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ভারতের চারটে উইকেট পড়েছিলো ঝুপঝুপ আর ভারত ছিলো মাত্র ৩২ রান এগিয়ে। সে-সময় দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ গ'ড়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বেগ আর কেনি ; তাঁদের ১০৯ রানের দীর্ঘ জুটিই পরাজয় ঠেকিয়েছিলো।

সত্যি-যে, বেগ আর কেনি শেষ সময়ে হার থেকে বাঁচিয়েছিলেন, কিন্তু তার মানে এ নয় যে ও-টেস্টে তাঁদেরই দান সবচেয়ে বেশি। কনট্র্যাক্টরের সেই দীর্ঘ প্রত্যাশিত সেঞ্চুরি অবশেষে এসেছিলো প্রথম দফায়। আগাগোড়া আভিজাত্য আর শিল্পিতায় ভরা সেই ১০৮ রান—যা হয়তো অনেক দিন আগেই তাঁর প্রাপ্য ছিলো। দ্বিতীয় দফাতেও পঙ্কজ রায়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে কনট্র্যাক্টর করেছিলেন ৯৫ রান। দ্বিতীয় দফায় রায়ের মুচমুচে সুঠাম ৫৭ রান, বেগের প্রথম দফাতেও সৌষ্ঠবে ভরা ৫০ রান, নাদকার্নির অক্লান্ত ও অসাধারণ বোলিং—এ সব কিছুর অবদানও নেহাৎ কম ছিলো না।

এততেও কিছু হ'তো না—যদি না ভারতীয় দলের ফিল্ডিং হ'তো শিথিল, গা-বাঁচানো। কভারে বেগ, আর উইকেটের কাছে বা দূরে সবখানেই নবাগত দুরানি ছিলেন চমকপ্রদ। আর উইকেট রক্ষক হিশেবে কুন্দেরানের প্রথম আবির্ভাবও চোখে পড়েছিলো। সেলিম দুরানি—এই তরুণ ও উদীয়মান প্রতিভাটি যে কেন দলে আছেন, রামচাঁদ তা জানতেন না সম্ভবত। না কি জেনেশুনেও তিনি দুরানিকে দিয়ে বল করিয়েছেন মাত্র ১ ওভার, তাও অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় দফায়, আর ব্যাট করতে পাঠিয়েছেন দশ নম্বরে ?

এ-টেস্টেও টসে জিতেছিলেন রামচাঁদ, কিন্তু সূচনাতেই বিপর্যয়। মাত্র ২১ রানের মধ্যে পঙ্কজ রায় ও উমরিগড় প্যাভিলিয়নে প্রত্যাবর্তিত ; উমরিগড় এবার গোল্লা। দুজনেই ডেভিডসনের শিকার। তারপরেই কনট্র্যাক্টর-বেগের সেই চমৎকার জুটি, যা দিনের শেষে দলের রানকে ১৫৩ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলো। মধ্যে একবার ভারতীয় সমর্থকদের বুক কেঁপে উঠেছিলো, যখন কনট্র্যাক্টর নিজের ৩৩ রানের মাথায় ডেভিডসনকে লেটকাট করতে গিয়ে স্লিপে হার্ভের হাতে বল তুলে দিয়েছিলেন—হার্ভে ক্যাচটা ধরতে পারেননি।

পরের দিন সকালেই অবশ্য বেগ ডেভিসনের বলে উইকেটরক্ষকের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু পুরো খেলার ধারাটাই পালটে গেলো যেভাবে ও যখন ঝাঁপিয়ে প'ড়ে মেকিফের বলে কনট্র্যাক্টারকে লুফে নিলেন বেনো।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে অবশ্য আশ্বস্তি জাগিয়েছিলেন মেকিফ। ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামের মন্থর উইকেট থেকে তিনি সাড়া আদায় ক'রে নিয়েছিলেন। ডেভিডসন বল করেছিলেন যথারীতি দুমুখো মোচড় দেয়া দ্রুত বল—কানপুরের মতো ইন কাটার নয়। পুনরাগত লিণ্ডওয়াল হয়তো মেকিফের মতো বিপজ্জনক ঠেকেননি—কিন্তু তার বল করার রীতি কখনোই অসাধু ছিলো না।

তাঁর দৌড়ে-আসার ছন্দোময় সুঠাম সৌষ্ঠব, কাঁধের ঝাঁকুনি—যে-কোনো তরুণ বোলারের কাছে আদর্শ হিশেবে গণ্য হ'তে পারতো। বেনো অবশ্য তাঁকে দ্বিতীয় নতুন বল নিতে দেননি—মেকিফের হাতে নতুন বল তুলে দিয়েছিলেন, যার ফলে বোরদের উইকেট কেবল অতর্কিত ক্ষিপ্রতায় উড়ে গিয়েছিলো। বেনো, পরে আহ্লাদ ক'রে নিজেই নিজের বুদ্ধির তারিফ করেছেন—লিণ্ডওয়ালকে না-দিয়ে মেকিফকে নতুন বল দিয়েছিলেন ব'লে। কারু-কারু কাছে অবশ্য পুরো ব্যাপারটা প্রতীকী ঠেকতে পারে—সেই যুগের প্রতীক, যখন সাধুতা, ভব্যতা, সভ্যতার অন্য নাম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে মূর্খতা।

ভারত : প্রথম দফা

পঙ্কজ রায়		ব. ডেভিডসন	৬
নরিম্যান কনট্র্যাক্টর	ক. বেনো	ব. মেকিফ	১০৮
পলি উমরিগড়	ক. হার্ভে	ব. ডেভিডসন	০
আব্বাস আলি বেগ	ক. গ্রাউট	ব. ডেভিডসন	৫০
চান্দু বোরদে		ব. মেকিফ	২৬
* জি. এস. রামচাঁদ	লেগ-বিফোর	ব. মেকিফ	০
রামনাথ কেনি		ব. মেকিফ	২০
বাপু নাদকার্নি	অপরাজিত		১৮
‡ বুধি কুন্দেরান	লেগ-বিফোর	ব. লিণ্ডওয়াল	১৯
সেলিম দুরানি	ক. স্টিভনস	ব. বেনো	১৮
গুলাম গার্ড	ক. বেনো	ব. ডেভিডসন	৭
অতিরিক্ত (বাই ৯, লেগ-বাই ৪, নো-বল ৪)			১৭
			২৮৯

পতন : ২১ (পঙ্কজ রায়) ; ২১ (উমরিগড়) ; ১৫৪ (বেগ) ; ১৯৯ (বোরদে) ; ১৯৯ (রামচাঁদ) ; ২০৩ (কনট্র্যাকটর) ; ২২৯ (কেনি) ; ২৪৬ (কুন্দেরান) ; ২৭২ (দুরানি) ; ২৮৯ (গার্ড)।

ডেভিডসন	৩৪·৫	৯	৬২	৪
লিণ্ডওয়াল	২৩	৭	৫৬	১
ম্যাকাই	৬	৩	১১	০
মেকিফ	৩৮	১২	৭৯	৪
বেনো	৪১	২৪	৬৪	১

তৃতীয় উইকেটে হার্ভে আর ও'নীলের ২০৭ রান—সংক্ষেপে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের এটাই সর্বোৎকৃষ্ট বিবরণ। সেই যেন পুরোনো দিনের হার্ভে—এগিয়ে-পেছিয়ে উইকেটের চারধারে তাঁর সেই ব্যাটিং যেন সেই ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারির মেলবোর্নকে মনে করিয়ে দিচ্ছিলো। আরো অভিজ্ঞ, আরো পরিণত, আরো সৌষ্ঠবে ভরা—সন্দেহ নেই; আর ফাউ হিশেবে ছিলো তারুণ্যের এই পুনর্জাগ্রত প্রতিভাস। হয়তো অন্য প্রান্তে ও'নীল ছিলেন ব'লেই। ও'নীলের সব জোরালো মার লেগের দিকে—আর ব্যাট চালান পেছিয়ে এসে। অফের দিকে তাঁর কভার ড্রাইভ রুদ্ধশ্বাস, সংরক্ত আর সতেজ। 'সতেজ'—এই কথাটি সুচিন্তিত। হার্ভের খেলা যদি সুঠাম, ও'নীলের তবে সতেজ।

এই জুটি যখন শুরু হয়েছিলো, তখন অস্ট্রেলিয়া ৩ রানের মধ্যে দুটি উইকেট খুইয়েছে—অস্ট্রেলিয়া দু-উইকেটে ৬৩। ক্রমেই খেলায় প্রাধান্য বিস্তার করছেন নাদকার্নি। এখান থেকে শুরু। তৃতীয় উইকেট পড়লো ২৭০-এ, যখন নাদকার্নির মাপা লেংথের বলে হার্ভে বন্যভাবে ব্যাট চালালেন—কিন্তু ততক্ষণে ২৮৭ মিনিটে তাঁর নিজের সংগ্রহ ১০২। হার্ভের আগেই সেঞ্চুরি করেছিলেন ও'নীল—২৬৬ মিনিটে।

হার্ভের এই অতর্কিত আউট হওয়া বোধ হয় নির্দেশমতো। কারণ এর পরে সবাই তাড়াহুড়ো ক'রে রান তুলতে গিয়ে নাদকার্নির নিখুঁত নিশানার বলে উইকেট খোয়ালেন। ও'নীল আউট হলেন ৩৭০ মিনিটে ১৬৩ রান ক'রে—বোরদের বলে ডিপ স্কোয়ারলেগে বদলি খেলোয়াড় মন্মোহন সু'দের হাতে ক্যাচ তুলে দিয়ে। আট উইকেটে ৩৮৭ রানে বেনো যখন ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন, চায়ের বিরতির তখন আধঘণ্টা বাকি। বেনো হয়তো ভেবেছিলেন দু-ঘণ্টায় অন্তত ওপেনিং ব্যাটদের উইকেটগুলো দখল ক'রে নেবেন। কিন্তু তাঁর চাল সেদিন বাজি মাৎ করতে পারেনি। রায় আর কনট্র্যাকটর দিনের শেষে ৯২ রান ক'রে অপরাজিত ছিলেন—অস্ট্রেলিয়া থেকে মাত্র ৬ রান পেছিয়ে।

অস্ট্রেলিয়া: প্রথম দফা

কলিন ম্যাকডনাল্ড	ব. নাদকার্নি	৩৬
জর্জ স্টিভনস	ব. নাদকার্নি	২৭
নীল হার্ভে	ব. নাদকার্নি	১০২

নর্ম্যান ও'নীল	ক. বদলি (সুদ)	ব. বোরদে	১৬৩
লেস ফ্যাভেল		ব. নাদকার্নি	১
† ওয়ালি গ্রাউট		ব. নাদকার্নি	৩১
* রিচি বেনো	লেগ-বিফোর	ব. নাদকার্নি	১৪
কেন ম্যাকাই		ব. বোরদে	১
অ্যালান ডেভিডসন	অপরাজিত		৯
রে লিণ্ডওয়াল	অপরাজিত		১
ইয়ান মেকিফ	ব্যাট করেননি		—
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ৩)			৭
		আট উইকেটে ঘোষিত	৩৮৭

পতন : ৬০ (স্টিভনস) ; ৬৩ (ম্যাকডনাল্ড) ; ২৭০ (হার্ভে) ; ২৮২ (ফ্যাভেল) ; ৩৫৮ (গ্রাউট) ; ৩৭৬ (ও'নীল) ; ৩৭৯ (ম্যাকাই) ; ৩৮০ (বেনো) ।

গার্ড	৩৩	৭	৯৩	০
রামচাঁদ	৩৫	১৩	৮৫	০
উমরিগড়	৮	২	১৯	০
নাদকার্নি	৫১	১১	১০৫	৬
বোরদে	১৩	১	৭৮	২

পঞ্চম দিন সকালে পঙ্কজ রায় আউট হবার সঙ্গে-সঙ্গেই বিপর্যয়। পর-পর আউট হলেন কুন্দেরান, কনট্র্যাকটর ও বোরদে ; সতেরো রানে ঝুপঝুপ চারটে উইকেট প'ড়ে গেলো। উমরিগড়ের ব্যাটের উপর ভরসা নেই ; জোর বলে ইনি কেমন খেলেন, তা তো বার-বার প্রমাণিত হয়েছে ! ভয়ে স্কোয়ার লেগে স'রে-যাওয়া, ঠোকা বল থেকে শরীর বাঁচাতে গিয়ে উইকেট খোয়ানো—এই ছিলো এঁর বৈশিষ্ট্য। রামচাঁদ মাঝেশাঝে রান করেন বটে, কিন্তু তাঁর উপর নির্ভর করা যায় না। হার যখন প্রায় নিশ্চিত, এই অবস্থায় বেগ আর কেনির জুটি খেলাটাকে বাঁচিয়ে দিলে। সত্যি-যে, দুজনেই ক্যাচ তুলে অব্যাহতি পেয়েছেন। ভারতের রান যখন ১৫০, তখন মেকিফের বলে গালিতে কেনিকে ফশকেছেন বেনো। ঐ রানের মাথাতেই স্লিপে নিচু ক্যাচ তুলে হার্ভের হাতে জীবন পেয়েছেন বেগ। আগে, লাঞ্চেরও আগে, হার্ভে একটা শক্ত ক্যাচ ফশকেছেন

—কেনিকে। কিন্তু গোড়ার কিছু সময়কার স্নায়ুপীড়া অপসৃত হ'তেই চমৎকার ব্যাট করেছিলেন বেগ আর কেনি। বেগের খেলায় ছিলো অ্যাডভেনচার আর রোমাঞ্চ, কেনির খেলা অনায়াস ও লাবণ্যময়, নিখুঁত সময়জ্ঞানের পরিচায়ক। তাঁদেরই জন্য ভারত পাঁচ উইকেটে ২২৬ রাণে ইনিংস ঘোষণা করতে পারলো। তখন অবশ্য খেলার মধ্যে আর কিছুই নেই—হার-জিতের কোনো সম্ভাবনা নেই কোনোদলেরই বাকি সময়টুকুতে অস্ট্রেলিয়া করেছিলো এক উইকেটে ৩৪।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

পঙ্কজ রায়		ব. মেকিফ	৫৭
নরিম্যান কনট্র্যাকটর		ব. লিণ্ডওয়াল	৪৩
† বুধি কুন্দেরান	হিট-উইকেট	ব. মেকিফ	২
আব্বাস আলি বেগ	ক. ম্যাকাই	ব. লিণ্ডওয়াল	৫৮
চান্দু বোরদে		ব. মেকিফ	১
রামনাথ কেনি	অপরাজিত		৫৫
বাপু নাদকার্নি	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৯)			৯
		পাঁচ উইকেট ঘোষিত	২২৬

পতন : ৯৫ (পঙ্কজ রায়); ৯৯ (কুন্দেরান); ১১১ (কনট্র্যাকটর); ১১২ (বোরদে); ২২১ (বেগ)।

ডেভিডসন	১৪	৪	২৫	০
লিণ্ডওয়াল	২৩	৭	৫৬	২
ম্যাকাই	৬	৪	৬	০
মেকিফ	২৮	৫	৬৭	৩
বেনো	২৪	১০	৩৬	০
হার্ভে	৩	১	১১	০
ও'নীল	৩	১	১৬	০

অস্ট্রেলিয়া : দ্বিতীয় দফা

† ওয়ালি গ্রাউট	অপরাজিত		২২
ইয়ান মেকিফ		ব. পঙ্কজ রায়	০
* রিচি বেনো	অপরাজিত		১২
		এক উইকেট	৩৪

পতন : ৪ (মেকিফ)।

গার্ড	১	০	১	০
রায়	২	০	৬	১
বেগ	২	০	১৩	০
কনট্র্যাকটর	২	১	৫	০
দুরানি	১	০	৯	০

চতুর্থ টেস্ট : মাদ্রাজ ; জানুয়ারি ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৭ / ১৯৬০

কানপুরে উদ্দীপনা জাগানো জয়ের পর বম্বাইতে যদি ভারতের হার হ'তো, তাহ'লে ভারতীয় ক্রিকেটকে জড়িয়ে এত বিপর্যয় সত্ত্বেও যে-আশা ও উৎসাহ জেগে উঠেছিলো, তাকে জলাঞ্জলি দিতে হ'তো। বম্বাইতে অস্ট্রেলিয়াকে ঠেকিয়ে ভারত যখন মাদ্রাজে গেলো চতুর্থ টেস্টে, তখনও 'রাবার' অমীমাংসিত। এর ফলে কেবল যে সিরিজটিকে জড়িয়েই নতুন উদ্দীপনা ও উৎসাহের সঞ্চার হ'লো তা-ই নয়, এবারে ভারতীয় ক্রিকেট জনসাধারণের কল্পনাকেও স্পর্শ ক'রে গেলো। এতদিন ক্রিকেট ছিলো উচ্চমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের খেলা; তরুণ ছাত্রদের উত্তেজনার বিষয়; শহুরে ও 'আঞ্চলিক'। দাক্ষিণাত্য বা পশ্চিম ভারতে ক্রিকেট নানা কারণে আগে যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিলো ; কিন্তু ছোটো লাট জ্যাকসনের আগ্রহ সত্ত্বেও অমন তীব্রভাবে তা কখনও বাঙালির কল্পনাকে স্পর্শ করেনি। ছিলেন বটে কার্তিক বসু,-গনেশ বসু ; সারদারঞ্জন রায়দের পরিবার ; কুচবিহারের মহারাজা ; শুঁটে বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীর সেন, পঙ্কজ রায় ও নির্মল চট্টোপাধ্যায় ; কমল ভট্টাচার্য ও প্রেমাংশু চট্টোপাধ্যায় ; তবু বলতেই হয়, ফুটবল যেমনভাবে ১৯১১সালে ও তার পরবর্তীকালে, জাতীয়তাবাদের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলো ক্রিকেট কখনোই তেমন হয়নি। একটা কারণ স্পষ্ট : জাতীয় দল গড়া নিয়ে আগাগোড়া ছিলো মতভেদ—ক্রীড়ানৈপুণ্যই কেবল নয়, আরো কোনো-কোনো রহস্যময় বৈশিষ্ট্য নির্বাচনের সময় মাপকাঠি হ'তো। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের পর-পর শোচনীয় হার কখনো হীনম্মন্যতাকে হঠাতে পারেনি। কিন্তু এখন, কানপুরের ঐ টেস্টে, অস্ট্রেলিয়াকে—বিশ্বজয়ী অস্ট্রেলিয়াকে—হারাবার পরও ভারত কোণঠাশা অবস্থা থেকে আত্মসম্মান না-খুইয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে, এই তথ্য বুঝিয়ে দিলো যে, কানপুর

কেবল মাত্র বেরালের ভাগ্যে অতর্কিত শিকে ছেঁড়ার মতো কোনো ব্যাপার নয়; দলের সংহতি বজায় থাকলে, দৃঢ়তা থাকলে, ভারত সমানে-সমানে লড়তে পারে।

এই কারণেও মাদ্রাজ টেস্টের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেলো।

কিন্তু মাদ্রাজ টেস্টে আবার ডিগবাজি : ইনিংস ও ৫৫ রানে ভারতের হার এবং আবারও—প্রথম টেস্টের মতো—চারদিনেই খেলা শেষ।

যোগ্যতর দল হিশেবেই যে অস্ট্রেলিয়া মাদ্রাজ টেস্ট জিতেছিলো, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারতীয় দল এমনই শোচনীয়ভাবে ব্যাট চালিয়েছিলো যে অস্ট্রেলিয়ার ৩৪২ রানের উত্তরে দুই দফায় করেছিলো মাত্র ১৪৯ ও ১৩৮। হয়তো ফলো-অন এড়াতে পারলে খেলার ফল অন্য রকম হ'তো। বেগ আর উমরিগড়ের বদলে দলে স্থান পেয়েছিলেন মন্মোহন সুদ ও মিলখা সিং—দুজনেই বম্বাইতে অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিশেবে ফিল্ড করেছিলেন। দুরানিকে বম্বাই টেস্টে এক ওভারের বেশি বলই করতে দেওয়া হয়নি—তাঁর জায়গায় এলেন জাশু প্যাটেল; আর গুলাম গার্ডের জায়গায় রমাকান্ত দেশাই। প্রথম দফায় কুন্দেরান আর কেনি ছাড়া কেউই সুবিধে করতে না-পারায় ভারতের পক্ষে ফলো-অন এড়ানো কোনক্রমেই সম্ভব হয়নি।

টসে জিতেছিলো অস্ট্রেলিয়া। চমৎকার উইকেটে প্রথম ব্যাট করবার সুযোগ পেয়েও তারা যে ৩৪২ রানের বেশি করতে পারেনি, তাতে ভারতীয় বোলিং ও ফিল্ডিং-এর প্রশংসা না-ক'রে উপায় নেই। যখন প্যাটেল ম্যাকডনাল্ডকে সরাসরি বোল্ড ক'রে দিয়ে বউনি ক'রে বল করতে শুরু করলেন, তখন সবাই ভেবেছিলো এবারও বুঝি কানপুরের পুনরাবৃত্তি হবে। কিন্তু পিচ ছিলো ব্যাটস-ম্যানদের সহায়ক। সবচেয়ে বাহাদুরি তাই গিয়ে বর্তালো খুদে দেশাইয়ের উপর। পা বাড়িয়ে খেলতে গিয়ে হার্ভে বল টেনে আনলেন তাঁর উইকেটে, ও'নীল লেগ-স্টাম্পে ইয়র্কড। প্রথম দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়ার রান তিন উইকেটে ১৮৩। ম্যাকডনাল্ড, হার্ভে, ও'নীল আউট—ফ্যাভেল অপরাজিত ১০০। খেলার দিন সকালে পর্যন্ত ঠিক ছিলো ফ্যাভেল হবেন দ্বাদশ ব্যক্তি, খেলবেন জর্জ স্টিভনস। কিন্তু স্টিভন্‌স হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় ফ্যাভেল সুযোগ পেলেন—ম্যাকডনাল্ডের সঙ্গে গোড়াপত্তন করতে এসে হাঁকালেন দশটি বাউণ্ডারি সহযোগে অপরাজিত সেঞ্চুরি। ফ্যাভেল যদি একদিক ওভাবে আগলে রেখে না-দিতেন, তবে অস্ট্রেলিয়ার অবস্থা আরো খারাপ হ'তো, তাতে সন্দেহ নেই। সত্যি যে, রানের হার ছিলো শম্বুকমন্থর—ফ্যাভেল অত্যন্ত ঢিমে তেতালায় ব্যাট করছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়

দিনে আর মাত্র এক রান যোগ ক'রে যখন ফ্যাভেল আউট হ'য়ে গেলেন, তখন হঠাৎ মাত্র ৩৩ রানের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া বার্জ, ডেভিডসন ও গ্রাউটকে হারিয়ে বসলো—দলের রান সাত উইকেটে ২৪৯। নাদকার্নি দ্বিতীয় দিন সকালে চমৎকার বল করছিলেন—মাপা তাঁর লেংথ, নিখুঁত নিশানা, শুধু বদলে যাচ্ছে ফ্লাইট, মাঝে-মাঝে বল টেনে ঢুকে যাচ্ছে, কিংবা যাচ্ছে, না-ভেঙেই, সোজা। বম্বাইয়ের মতো এখানেও তাঁকে হাঁকড়ানো কঠিন ছিলো। আর দেশাইয়ের তীব্র বিষম মোক্ষম ইনসুয়িঙ্গার বার্জকে সরাসরি পরাস্ত করেছিলো। ঠিক এই সময়ে বেনো আর ম্যাকাই ৫৯ রান যোগ করলেন অষ্টম উইকেটে। আর এই জুটিই খেলার ধারা বদলে দিলে। ম্যাকাই করেছিলেন ৮৯; সেঞ্চুরির জন্য উৎসুক হ'য়ে একবার এগিয়ে গিয়ে হাঁকাতে গিয়েই তিনি স্টাম্পড হ'য়ে গেলেন, আর অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস ৩৪২ রানে শেষ হ'লো।

অস্ট্রেলিয়া

কলিন ম্যাকডনাল্ড		ব. প্যাটেল	১৬
লেস ফ্যাভেল	স্টা. কুন্দেরান	ব. নাদকার্নি	১০১
নীল হার্ভে		ব. দেশাই	১১
নর্ম্যান ও'নীল		ব. দেশাই	৪০
পিটার বার্জ		ব. দেশাই	৩৫
কেন ম্যাকাই	স্টা. কুন্দেরান	ব. প্যাটেল	৮৯
অ্যালান ডেভিডসন	লেগ-বিফোর	ব. নাদকার্নি	৬
† ওয়ালি গ্রাউট	ক. মিলখা সিং	ব. নাদকার্নি	২
* রিচি বেনো		ব. বোরদে	২৫
ইয়ান মেকিফ	ক. পঙ্কজ রায়	ব. দেশাই	৮
লিণ্ডসে ক্লাইন	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ-বাই ৩, নো-বল ১)			৯
			৩৪২

পতন : ৫৮ (ম্যাকডনাল্ড); ৭৭ (হার্ভে); ১৪৭ (ও'নীল); ১৯৭ (ফ্যাভেল); ২১৬ (বার্জ); ২৩৮ (ডেভিডসন); ২৪৯ (গ্রাউট); ৩০৮ (বেনো); ৩২৯ (মেকিফ); ৩৪২ (ম্যাকাই)।

দেশাই	৪১	১০	৯৩	৪
রামচাঁদ	১৫	৬	২৬	০
নাদকার্নি	৪৪	১৫	৭৫	৩
প্যাটেল	৩৭	১২	৮৪	২
বোরদে	১৬	১	৫৫	১

কনট্র্যাকটর অসুস্থ : তাই পঙ্কজ রায়ের সঙ্গে গোড়াপত্তন করতে নামলেন বুধি কুন্দেরান। আর ভারতের ইনিংসের সূচনা হলো চমকপ্রদ ও রুদ্ধশ্বাস। প্রথম ওভার মেডেন, সাবধানে ডেভিডসনকে দেখেশুনে ঠেকালেন পঙ্কজ রায়, কিন্তু মেকিফের ওভারে কুন্দেরানের রগরগে কাট আর হুকে রান দাঁড়ালো ১৪—(৪, ৪, ২ ও ৪)। বেনো তক্ষুনি নতুনভাবে ফিল্ড সাজালেন, কিন্তু কুন্দেরানের কোনো ভাবান্তর নেই—তেমনি ঝড়ের মতো তিনি রান তুলতে লাগলেন। যেন পাঠশালার ছাত্রদের হাতেখড়ি দিচ্ছেন, এমনিভাবে কুন্দেরান ব্যাট করছিলেন। অথচ মারগুলো সব যে কেতাবি হচ্ছিলো, তাও নয়। বুক ধড়ফড়-করা ব্যাটিং, কারণ 'করবো, কিংবা মরবো', এই যেন ছিলো তাঁর সংকেতবাক্য। দিনের শেষে ভারতের রান এক উইকেটে ৪৬—পঙ্কজ রায় ডেভিডসনের বলে আউট।

তৃতীয় দিন সকালে কুন্দেরান তেমনি, মুস্তাক আলির ভাঙ্গতে, ব্যাট করতে লাগলেন, আর অন্য প্রান্তে কেনি রইলেন সক্ষম ও সুঠাম। লাঞ্চ আসন্ন, দলের রান ৯৫, এই অবস্থায় কেনি বাইরের বল ড্রাইভ করতে গিয়ে বলটি উইকেটে টেনে আনলেন—আর তার পরেই খেলার মোড় ঘুরে গেলো। কেনি তখন সুপ্রতিষ্ঠিত—তিনি যদি লাঞ্চ পর্যন্ত থেকে যেতেন, তাহ'লে হয়তো অমনভাবে সব হুলুস্থুল হ'য়ে যেতো না। লাঞ্চের সময় ভারতের রান দু-উইকেটে ১০৮। তখনও কুন্দেরান আছেন। কিন্তু লাঞ্চের পরে বেনোর টপ-স্পিনারে কুন্দেরানের উইকেট ভির্মি খেয়ে যাবার পর হুড়মুড় ক'রে ভারতের প্রথম দফা ১৪৯ রানে শেষ হ'য়ে গেলো।

ফলো-অন করতে এসে রায় আর কেনি চটপট আউট হ'য়ে গেলেন—দিনের শেষে দলের রান দু-উইকেটে ২৬। চতুর্থ দিন সারাদিন যদি ভারত ব্যাট করতে পারে, তবেই একটা কিছু হ'তে পারে। ভারতের সব আশা নির্ভর ক'রে ছিলো প্রধানত কনট্র্যাকটর, বোরদে আর নাদকার্নির উপর। কনট্র্যাকটর অসুস্থ, তবু প্রায় চারঘণ্টা উইকেটে ছিলেন তিনি—দৃঢ়তার প্রতিমূর্তি। তাঁর

ব্যাটিং নিয়েট শক্ত বাঁধুনির, আর তাতে বিসদৃশ কিছু নেই—তাঁর রক্ষণাত্মক খেলাও তারিফ করবার মতো। সারা সকাল ও তারপর দুপুরের কিছুক্ষণ অস্ট্রেলিয়াকে ঠেকাবার পর তাঁর সজোর পুলটি সোজা গিয়ে বলটিকে ফেললো মেকিফের খাপ-পাতা হাতে—আর তখনই ভারতের সব আশা ধূলিসাৎ হ'য়ে গেলো। কুন্দেরান অবিশ্যি প্রথম দফার মতোই ঝড়ের বেগে শুরু করেছিলেন—সেটাই তাঁর খেলার ধরন। প্রথম দফায় তাঁর ৭১ রানে ছিলো বারোটা বাউণ্ডারি, আর দ্বিতীয় দফায় তেত্রিশ রানে সাতটি।

কিন্তু বোরদে আবারও ব্যর্থ হলেন। এতক্ষণ নাদকার্নি ঘাড় গুঁজে ঠেকাচ্ছিলেন, কিন্তু হার্ভের চমৎকার ফিল্ডিংএ তাঁকে রান-আউট হ'য়ে ফিরতে হ'লো। ক্লাইন যখন ডেভিডসনের বলে প্যাটেলকে লুফে নিলেন, তখন যে শুধু ভারতের ইনিংস শেষ হ'য়ে গেলো, তা-ই নয়, টেস্টে তাঁর শততম উইকেট দখল হ'লো। এ-টেস্টে কনট্র্যাকটরেরও হাজার রান পূর্ণ হ'লো—অষ্টম ভারতীয় ব্যাটসম্যান কনট্র্যাকটর, টেস্টে যাঁদের হাজার রান পূর্ণ হয়েছে। তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে সুদ বা মিলখা সিং কেউই তাঁদের প্রতিশ্রুতি মতো খেলতে পারেননি। মানতেই হয় যে, আবারও প্রধানত দুর্বল ব্যাটিংএর জন্য এমনভাবে ভারতের শোচনীয় হার হ'লো।

ভারত : প্রথম দফা

পঙ্কজ রায়	ক. গ্রাউট	ব. ডেভিডসন	১
† বুধি কুন্দেরান		ব. বেনো	৭১
রামনাথ কেনি		ব. ম্যাকাই	৩৩
নরিম্যান কনট্র্যাকটর	ক. ক্লাইন	ব. বেনো	৭
চান্দু বোরদে	ক. গ্রাউট	ব. ক্লাইন	৩
* জি. এস. রামচাঁদ	ক. হার্ভে	ব. বেনো	১৩
মিলখা সিং		ব. ডেভিডসন	১৬
বাপু নাদকার্নি	ক. ক্লাইন	ব. বেনো	৩
মন্মোহন সুদ	স্টা. গ্রাউট	ব. ডেভিডসন	০
জাশু প্যাটেল	অপরাজিত		০
রমাকান্ত দেশাই	ক. ম্যাকডনাল্ড	ব. বেনো	০
অতিরিক্ত (বাই ১, নো-বল ১)			২
			১৪৯

পতন: ২০ (পঙ্কজ রায়); ৯৫ (কেনি); ১১১ (কুন্দেরান); ১১৪ (বোরদে); ১৩০ (কনট্র্যাকটর); ১৩০ (রামচাঁদ); ১৪৫ (নাদকার্নি); ১৪৮ (স্থদ); ১৪৯ (মিলখা সিং); ১৪৯ (দেশাই)।

ডেভিডসন	১৯	৬	৩৬	৩
মেকিফ	৭	৪	২১	০
বেনো	৩২·১	১৪	৪৩	৫
ক্লাইন	১৫	৮	২১	১
হার্ভে	১	০	৯	০
ম্যাকাই	৩	১	১৭	১

ভারত : দ্বিতীয় দফা

পঙ্কজ রায়	ক. ও'নীল	ব. মেকিফ	৩
† বুধি কুন্দেরান		ব. বেনো	৩৩
রামনাথ কেনি	ক. গ্রাউট	ব. মেকিফ	১
নরিম্যান কনট্র্যাকটর	ক. মেকিফ	ব. ক্লাইন	৪১
চান্দু বোরদে	ক. ডেভিডসন	ব. বেনো	১
* জি. এস. রামচাঁদ	স্টা. গ্রাউট	ব. বেনো	২২
মিলখা সিং		ব. হার্ভে	৯
বাপু নাদকার্নি	রান-আউট		১৮
মন্মোহন স্থদ		ব. ডেভিডসন	৩
জাশু প্যাটেল	ক. ক্লাইন	ব. ডেভিডসন	০
রমাকান্ত দেশাই	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ২, নো-বল ১)			৭
			১৩৮

পতন: ৭ (পঙ্কজ রায়); ১১ (কেনি); ৫৪ (কুন্দেরান) ৬২ (বোরদে); ৭৮ (রামচাঁদ); ১০০ (মিলখা সিং); ১২৭ (কনট্র্যাকটর); ১৩৮ (নাদকার্নি); ১৩৮ (স্থদ); ১৩৮ (প্যাটেল)।

ডেভিডসন	১৯	৭	৩৩	২
মেকিফ	২২	১০	৩৩	২
বেনো	৩৫	১৯	৪৩	৩

ক্লাইন	১২	৫	১৩	১
হার্ভে	১৩	৭	৮	১
ম্যাকাই	৪	৩	১	০

পঞ্চম টেস্ট : কলকাতা ; জানুয়ারি ২৩, ২৪, ২৫, ২৭ ও ২৮ / ১৯৬০

হারতে-হারতে ভারত বেঁচে গেলো, এইভাবে কেউ যদি কলকাতা টেস্টের বিবরণ দেয়, তবে তথ্যের হয়তো বিভ্রম ঘটবে না, কিন্তু সত্যের অপলাপ ঘটবে। সত্যি যে চতুর্থ দিনে মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ভারতের রান দ্বিতীয় দফায় ছিলো পাঁচ উইকেটে ১২৩, আর তখনও ভারত ছিলো অস্ট্রেলিয়ার প্রথম দফার রান থেকে ১৪ রান পেছিয়ে। পণ্ডিতরা কোনো আশা গ্যাখেননি, সমর্থকেরাও নয়। কিন্তু জয়সীমা, কেনি ও বোরদের দৃঢ়তায় ভারত যে-ভাবে পরাজয় এড়িয়েছিলো, তা আজ প্রায় কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। ভারতের প্রতিরোধ অটুট ছিলো পঞ্চম দিনেও মধ্যাহ্ন ভোজের পর পর্যন্ত। শেষকালে অস্ট্রেলিয়া যখন ভারতকে নামিয়ে দিলো, তখন হাতে ১৫৫ মিনিট, জয়ের জন্য চাই ২০৩—ভারতীয় বোলিং-এর বিরুদ্ধে সে-চেষ্টাই তথাকথিত বিশ্ববিজয়ী অস্ট্রেলিয়া করেনি।

আসলে পুরো খেলাটাকেই হয়তো জয়সীমার টেস্ট ব'লে বর্ণনা করা ভালো। দ্বিতীয় দফায় সাড়ে-ছ-ঘণ্টা ব্যাট করেছিলেন জয়সীমা ; প্রখর অভিনিবেশ আর চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য এই ইনিংসটি স্মরণীয় হ'য়ে আছে। কনট্র্যাকটরের উইকেট প'ড়ে যাবার পর তৃতীয় দিন সন্ধেবেলা যখন জয়সীমাকে পাঁচ নম্বরে ব্যাট করতে পাঠানো হয়েছিলো, তখন কেউ ভাবেনি যে এই নৈশ প্রহরী পরের দিন সারা দিন ব্যাট ক'রে শেষ দিনেও প্রায় দু-ঘণ্টা ব্যাট করবেন। জয়সীমা একদিকে কুলুপ এঁটে রেখেছিলেন ব'লেই ভারতের পক্ষে অস্ট্রেলিয়াকে ঠেকানো সম্ভব হয়েছিলো। জয়সীমা কিন্তু হার বাঁচাবার জন্য ট্রেভর বেইলির মতো অখেলোয়াড়ি কোনো কিছু করেননি—জুতোর ফিতে আঁটা, গ্লাভস বদলানো, ব্যাট বদল করবার ছুতোয় সময় নষ্ট করা—যা-কিছু বেইলির বৈশিষ্ট্য, জয়সীমার এই ইনিংস তা থেকে মুক্ত। এ-খেলার হয়তো অনেক-কিছুই লোকে একদিন ভুলে যাবে, কিন্তু এটা ভুলবে না যে জয়সীমা এ-টেস্টের পাঁচ দিনেই ব্যাট করেছিলেন। প্রথম দিনে ছিলেন ২ অপরাজিত, তৃতীয় দিনে অপরাজিত ০, চতুর্থ দিনে অপরাজিত ৬০। অথচ মনে রাখতে হবে যে জয়সীমা আসলে

চিরকালই দ্রুত রান তোলার পক্ষপাতী। আর তাঁর অনড্রাইভ আর পুল তাঁর ব্যাটের ছন্দোময় পরাবর্তন আর অনায়াস লাবণ্যের জন্য চিরকালই চোখে-পড়ার মতো। কিন্তু, জীবনের এই দ্বিতীয় টেস্টে, তিনি খেলেছিলেন উদ্দীপ্ত ও প্রেরণাময়, চারিত্রিক দৃঢ়তার নিদর্শন হিশেবে যা অবিস্মরণীয়। যাঁরা ভাবেন উজ্জ্বল ক্রিকেট মানেই মার-মার, কাট-কাট, একটা রৈ-রৈ কাণ্ড, তাঁদের কথা আমরা ভাবছি না ; আমাদের কাছে তাঁর এই দীর্ঘ, দীর্ঘতর ইনিংস মন্থরতা সত্ত্বেও ভাস্বর ক্রিকেট ব'লে গণ্য হবে।

কলকাতায় রামচাঁদ টসে জিতে ব্যাট বেছে নিয়েছিলেন। চশমা নেবার পর থেকে মাঝে-মাঝেই মনে হচ্ছিলো পঙ্কজ রায় একেবারে আনকোরা নতুন বলে তেমন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। এই জন্যই কলকাতায় কনট্র্যাকটরের সঙ্গে ইনিংস শুরু করতে নেমেছিলেন কুন্দেরান। মাদ্রাজে তাঁর খেলা রৈ-রৈ হয়েছিলো সন্দেহ নেই, কিন্তু এটাও বোঝা গিয়েছিলো যে কুন্দেরানের উপর নির্ভর করা যায় না এবং অবিলম্বেই সন্দেহের নিরসন ঘটলো, যখন ম্যাকাইয়ের বলে কুন্দেরান উইকেট খুইয়ে ফিরে গেলেন। কনট্র্যাকটর আর রায় সাবধানে খেলে লাঞ্চ পর্যন্ত আর-কোনো অঘটন ঘটতে দিলেন না। কিন্তু লাঞ্চের পরেই মোড় ঘুরে গেলো : বেনোর টপ-স্পিনারে কনট্র্যাকটর পরাস্ত হলেন, আর ডেভিডসনের বলে খোঁচা দিয়ে রায় বিলিয়ে দিলেন তাঁর উইকেট। নাদকার্নি বা কেনি—কেউ অবস্থার হেরফের ঘটাতে পারলেন না ; কেনি অবশ্য অসুস্থ ছিলেন। পুনরাহূত গোপিনাথ অনেক দিন পরে যখন তাঁর খেলার সৌষ্ঠবে সবাইকে ভাবাচ্ছেন এঁকে এতদিন ভুলে থাকা হয়েছিলো কেন, তখন বেনোর টপ-স্পিনার তাঁর ব্যাটের পাশ কেটে উইকেটে গিয়ে ঠেকলো। কিন্তু গোপিনাথই কেবল বেনোকে শায়েস্তা করবার চেষ্টা করছিলেন—তাঁর স্কোয়ার-কাট আর লেটকাট শৈলীতে আর নৈপুণ্যে ঝলমল ক'রে উঠছিলো। বেনোর পরবর্তী শিকার বোরদে। বেনো আগাগোড়া চমৎকার বল করেছেন—দিনের শেষে ভারতের রান মেরুদণ্ডহীন ও আস্থাহীন সাত উইকেটে ১৫৮।

দ্বিতীয় দিন সকালে নবম উইকেটে জয়সীমা আর দেশাই ৩৬ রান যোগ না-করলে দলের অবস্থা আরো শোচনীয় হ'তো। কারণ দ্বিতীয় দিনে খেলার শুরু হ'তে-না-হ'তেই ডেভিডসনের বলে ঘায়েল হয়েছিলেন অধিনায়ক রামচাঁদ।

ভারত : প্রথম দফা

† বুধি কুন্দেরান		ব. ম্যাকাই	১২
নরিম্যান কনট্র্যাকটর		ব. বেনো	৩৬
পঙ্কজ রায়	ক. গ্রাউট	ব. ডেভিডসন	৩৩
বাপু নাদকার্নি	ক. ডেভিডসন	ব. লিণ্ডওয়াল	২
রামনাথ কেনি	ক. গ্রাউট	ব. লিণ্ডওয়াল	৭
সি. ডি. গোপিনাথ		ব. বেনো	৩৯
চান্দু বোরদে		ব. বেনো	৬
* জি. এস. রামচাঁদ		ব. ডেভিডসন	১২
এম. এল. জয়সীমা	অপরাজিত		২০
রমাকান্ত দেশাই	লেগ-বিফোর	ব. ডেভিডসন	১৭
জাশু প্যাটেল	রান-আউট		০
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ-বাই ১, নো-বল ৩, ওয়াইড ১)			১০
			১৯৪

পতন : ৩০ (কুন্দেরান) ; ৫৯ (কনট্র্যাকটর) ; ৭১ (নাদকার্নি) ; ৮৩ (কেনি) ; ১১২ (পঙ্কজ রায়) ; ১৩১ (বোরদে) ; ১৪২ (গোপিনাথ) ; ১৫৮ (রামচাঁদ) ; ১৯৪ (দেশাই) ; ১৯৪ (প্যাটেল)।

ডেভিডসন	১৬	২	৩৭	৩
মেকিফ	১৭	৪	২৮	০
লিণ্ডওয়াল	১৬	৫	৪৪	২
ম্যাকাই	১১	৫	১৬	১
বেনো	২৯·৩	১২	৫৯	৩

ম্যাকডনাল্ড অসুস্থ ব'লে ফ্যাভেলের সঙ্গে গোড়াপত্তন করতে নেমেছিলেন গ্রাউট। দুজনেই পর-পর ক্যাচ তুলে রেহাই পেলেন, দুর্ভাগা বোলার হলেন দেশাই, আর দায়ী ফিল্ডার কুন্দেরান, রামচাঁদ ও বোরদে। তবু ১১৬ রানের মাথায় মিড-অফে জয়সীমার হাতে ক্যাচ তুলে দিয়ে হার্ভে যখন বিদায় নিলেন, তখন অস্ট্রেলিয়ার রান তিন উইকেটে ১১৬। কিন্তু তারপর সারা দিনে আর কোনো উইকেট পড়লো না—দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া তিন উইকেটে ২২৯, ও'নীল অপরাজিত ৯৩ আর বার্জ অপরাজিত ৪৩। অথচ আগাগোড়া দারুণ

বল করছিলেন দেশাই; দু-রকম সুয়িং আর অতর্কিত খাটো লেংথের ঠোকা বল বা গতির হেরফের সব মিলিয়ে তাঁর সেদিনকার খেলা মিডিয়াম পেস বোলিং-এর চমকপ্রদ নিদর্শন হ'য়ে আছে, টেড ডেক্সটার যা-ই বলুন না কেন।

তৃতীয় দিনে ও'নীল করলেন তাঁর অবধারিত সেঞ্চুরি, আর বার্জ তাঁর অর্ধশত, কিন্তু লাঞ্চের পরে প্রায় তাশের কেল্লার মতো অতর্কিতে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস ধ্ব'সে পড়লো—৬৫ রানে পড়লো শেষ সাত উইকেট। ও'নীলের এই দ্বিতীয় সেঞ্চুরি এসেছিলো ঝড়ের বেগে, ১৩০ মিনিটে, পনেরোটি চার সহযোগে। পেছিয়ে গিয়ে অনড্রাইভ—তাঁর এই প্রিয় মারটি তো ছিলোই, আর ছিলো পায়ের ডগা থেকে বলগুলোকে ত্বরিতগতিতে ফিল্ডারের মধ্য দিয়ে গলিয়ে দেয়া। বার্জের খেলা জোরালো ও পরিচ্ছন্ন—বিশেষত ঝাঁটা মারে ছিলো তাঁর বিশেষ নৈপুণ্য। সকালবেলায় দেশাই, আর পরে বোরদে, চমৎকার বল করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিনের শোচনীয় ফিল্ডিং-এর পর এই চেষ্টার প্রায় কোনো মানেই হয় না—কারণ অস্ট্রেলিয়া ততক্ষণে এগিয়ে গেছে ১৩৭ রানে।

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম দফা

লেস ফ্যাভেল		ব. দেশাই	২৬
† ওয়ালি গ্রাউট		ব. প্যাটেল	৫০
নীল হার্ভে	ক. জয়সীমা	ব. প্যাটেল	১৭
নর্ম্যান ও'নীল	ক. কুন্দেরান	ব. দেশাই	১১৩
পিটার বার্জ		ব. দেশাই	৬০
কলিন ম্যাকডনাল্ড	লেগ-বিফোর	ব. বোরদে	২৭
কেন ম্যাকাই		ব. প্যাটেল	১৮
রে লিণ্ডওয়াল	ক. কুন্দেরান	ব. দেশাই	১০
অ্যালান ডেভিডসন		ব. বোরদে	৪
* রিচি বেনো	ক. ও	ব. বোরদে	৩
ইয়ান মেকিফ	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৩)			৩
			৩৩১

পতন : ৭৬ (ফ্যাভেল); ৭৬ (গ্রাউট); ১১৬ (হার্ভে); ২৬৬ (ও'নীল); ২৭৩ (বার্জ); ২৯৯ (ম্যাকাই); ৩২৩ (লিণ্ডওয়াল); ৩২৫ (ম্যাকডনাল্ড); ৩২৮ (ডেভিডসন); ৩৩১ (বেনো)।

দেশাই	৩৬	৪	১১১	৪
রামচাঁদ	১০	১	৩৭	০
প্যাটেল	২৬	২	১০৪	৩
নাদকার্নি	২২	১০	৩৬	০
বোরদে	১৩·১	৪	২৩	৩
জয়সীমা	৪	০	১৭	০

ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হ'তেই কুন্দেরানের তিন কাঠি ছত্রখান—ডেভিডসনের সেটা তৃতীয় বল। অর্থাৎ, কনট্র্যাকটর আর রায় আবারও বাস্তবিক পক্ষে ইনিংসের সূচনা করলেন। ত্বজনেই খেলছিলেন আস্থার সঙ্গে, অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে, কিন্তু খেলা শেষ হবার কয়েক মিনিট আগে, যখন রায়-কনট্র্যাকটরের কাছ থেকে দীর্ঘ ইনিংসের আশা জেগে উঠেছে, কনট্র্যাকটর স্লিপে ক্যাচ তুলে বিদায় নিলেন। ভারতের রান ত্ব-উইকেটে ৬৭ ; আর ঠিক এই সময়েই অকুস্থলে নৈশপ্রহরী জয়সীমার প্রবেশ। স্মর্তব্য : এটা তাঁর দ্বিতীয় টেস্ট, এবং তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অনভিজ্ঞ।

চতুর্থদিন সকালে প্রথম আঘাত হানলেন বেনো—পর-পর আউট হলেন রায় ও গোপিনাথ। ভারতের রান চার উইকেটে ৭৮। নাদকার্নি সাহসের সঙ্গে আক্রমণ করলেন, কিন্তু লাঞ্চের ঠিক আগের মুহূর্তে লিণ্ডওয়ালের বল তাড়া ক'রে গেলেন নাদকার্নি ; ভারতের রান পাঁচ উইকেটে ১২৩।

লাঞ্চের পরে খেলা শুরু হ'তেই বোরদে পেছিয়ে গিয়ে ড্রাইভ করলেন ডেভিডসনকে, আর ভারতীয় ইনিংসে যেন নতুন রক্তের সঞ্চার হ'লো। চায়ের বিরতির সময় জয়সীমা আর বোরদে স্কোর টেনে নিয়ে গেছেন ২০৩ অবধি। চায়ের পরেই মেকিফের বলে বোরদে আউট। ছ-উইকেটে ২০৬। কেনি নামলেন—শীর্ণ ও রুগ্ন। তাঁর জ্বর, খেলতে ডাক্তারের মানা, ভারতীয় ইনিংসের সমাপ্তি সন্নিকট। কিন্তু দিনের শেষে ভারতের রান ছ-উইকেটে ২৪৩ ; জ্বোরো রুগী কেনি সম্ভবত খেলছেন তাঁর জীবনের সেরা ইনিংসটি।

শেষ দিন নব্বুই মিনিট ধ'রে এই জুটি ঠেকিয়ে গেলেন অস্ট্রেলিয়াকে। কিন্তু লাঞ্চের আগে পর-পর আউট হলেন জয়সীমা ও কেনি—ম্যাকাইয়ের বলে। ভারতের রান আট উইকেটে ২৯৫। ভারত তখন মাত্র ১৫৮ রান এগিয়ে—খেলা শেষ হতে বাকি ২১৫ নিনিট। রামচাঁদ আউট হলেন চটপট, কিন্তু শেষ উইকেটে দেশাই আর প্যাটেল যোগ করলেন ২৩ রান—ভারতের ইনিংস শেষ হ'লো ৩৩৯ রানে।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

† বুধি কুন্দেরান		ব. ডেভিডসন	০
নরিম্যন কনট্র্যাকটর	ক. ডেভিডসন	ব. বেনো	৩০
পঙ্কজ রায়	লেগ-বিফোর	ব. বেনো	৩৯
এম. এল. জয়সীমা		ব. ম্যাকাই	৭৪
সি. ডি. গোপিনাথ	ক. গ্রাউট	ব. বেনো	০
বাপু নাদকার্নি	ক. গ্রাউট	ব. লিণ্ডওয়াল	২৯
চান্দু বোরদে		ব. মেকিফ	৫০
রামনাথ কেনি	ক. গ্রাউট	ব. ম্যাকাই	৬২
* জি. এস. রামচাঁদ		ব. বেনো	৯
রমাকান্ত দেশাই	অপরাজিত		১৭
জাশু প্যাটেল	ক. বেনো	ব. ডেভিডসন	১২
অতিরিক্ত (বাই ১১, লেগ-বাই ৪, নো-বল ২)			১৭
			৩৩৯

পতন : ০ (কুন্দেরান); ৬৭ (কনট্র্যাকটর); ৭৮ (পঙ্কজ রায়); ৭৮ (গোপিনাথ); ১২৩ (নাদকার্নি); ২০৬ (বোরদে); ২৮৯ (জয়সীমা); ২৯৫ (কেনি); ৩১৬ (রামচাঁদ); ৩৩৯ (প্যাটেল)।

ডেভিডসন	৩৬.২	১৩	৭৬	২
মেকিফ	৩২	২	৪১	১
লিণ্ডওয়াল	২০	৩	৬৬	১
ম্যাকাই	২১	৭	৩৬	২
বেনো	৪৮	২৩	১০৩	৪

জয়ের জন্য চাই ২০৩, হাতে সময় ১৫৫ মিনিট। কিন্তু ম্যাকডনাল্ড ও ফ্যাভেল যেভাবে খেলার সূচনা করলেন, তাতে বোঝা গেলো অস্ট্রেলিয়া জয়ের জন্য চেষ্টা করতে রাজি নয়। অথচ তারা নাকি বিশ্বজয়ী দল! অনেকেই হয়তো ভাববেন, 'রাবার' যখন হাতে তখন অহেতুক ঝুঁকি নিয়ে তারা করতো কী। বলাই বাহুল্য, এটা দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন—এবং আশা করা যায়, অনেকেই হয়তো বেনোর নীতিতে সায় দেবেন না।

এ-কথা ঠিক যে, সিরিজ যখন শুরু হয়েছিলো, ভারতীয় দলের আস্থা

বা মনোবল কোথাও ছিলো না। কিন্তু কানপুরের জয়, আর কলকাতার এই ঐতিহাসিক প্রতিরোধ, বুঝিয়ে দিলো যে হাওয়া বদল আসন্ন। অন্তত গত বছরের বিশ্রী কেলেঙ্কারির গল্প থেকে এ-বছরের প্রতিরোধের গল্প একেবারেই আলাদা।

কিন্তু পরের বছর পাকিস্তান দলের ভারতসফরের সময় এই অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পাল্লা দেবার কাহিনীও প্রায় সুদূর ইতিহাস বলে মনে হ'লো!

অস্ট্রেলিয়া : দ্বিতীয় দফা

কলিন ম্যাকডনাল্ড	রান-আউট	নিক্ষেপক : জয়সীমা	৬
লেস ফ্যাভেল	অপরাজিত		৬২
নীল হার্ভে		ক. ও ব. কনট্র্যাকটর	৩৬
* রিচি বেনো	অপরাজিত		১০
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ৪, নো-বল ১)			৭
		দু-উইকেট	১২১

পতন : ২০ (ম্যাকডনাল্ড) ; ১০৪ (হার্ভে)।

দেশাই	১১	৪	১৮	০
রামচাঁদ	৩	২	৪	০
প্যাটেল	৭	১	১৫	০
নাদকার্নি	৭	৪	১০	০
বোরদে	১৩	১	৪৫	০
জয়সীমা	৬	২	১৩	০
কনট্র্যাকটর	৫	১	৯	১

১৭ ভারতে পাকিস্তান ১৯৬০-৬১

পঞ্চবার্ষিক পুনরাবৃত্তি—পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের ক্রিকেট দ্বন্দ্বকে হয়তো ঠিক এই ভাবেই বর্ণনা করা যায়। মানকড় সেই যে ৫৪-৫৫ সালে পাকিস্তানে রক্ষণাত্মক খেলার অবতারণা ক'রে এসেছিলেন, তারই পাল্লাদেয়া-শোধ তুলতেই যেন ফজল মামুদ তাঁর দল নিয়ে এলেন। অথচ পাকিস্তানের কাছ থেকে ভিন্ন-কিছু আশা ছিলো ঃ ১৯৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ছিলো পাকিস্তান ; আর যে-ওয়েস্ট-ইনডিজ দল ভারতীয় ক্রিকেটকে ঘায়েল ক'রে গিয়েছিলো ১৯৫৮-৫৯ সালে, তারাও পাকিস্তানের কাছে হার স্বীকার ক'রে গিয়েছে। তা ছাড়া পাকিস্তানের আছে নতুন খেলোয়াড়—সয়ীদ আমেদ, জাভেদ বার্কি, কিশোর মুস্তাক মহম্মদ আর ইনতিকাব আলম। আর ইমতিয়াজ, হানিফ, ফজল স্বয়ং এবং নাসিমুল গনি তো আছেনই। অথচ সব কটা টেস্টই আবার শেষ হ'লো অমীমাংসিত। সেই শম্বুকমন্থর ব্যাটিং, রক্ষণাত্মক ফিল্ড সাজানো, আক্রমণের নামেই আতঙ্ক—সব-কিছুই যেন পুরোনো টেস্ট-গুলোরই প্রতিচ্ছবি। এক হাতে যেমন তালি বাজে না, তেমনি কোনো টেস্ট-সিরিজের বিরক্তিকর একঘেয়েমির দায়িত্বও কেবল একদলের উপর বর্তায় না। আসলে ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেট খেলার কোনো মানেই হয়তো নেই ; রাজনৈতিক দ্বন্দ্বেরই এটা হয়তো রকমফের : খেলার চেয়ে ভিন্ন আর-কিছু। আর, তাছাড়া, আছেই গোদের উপর বিষফোঁড়া ; বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় পিচ—বোলারদের চক্ষুশূল, ব্যাটসম্যানের দুঃখদহন। তাতে বল না-খায় মোচড়, না-লাফায় অতর্কিতে, কিংবা ব্যাটসম্যানদের সুবিধের জন্যও যে দ্রুত বল আসবে, যাতে অনর্গল হাঁকিয়ে দেয়া যায় ক্রিকেটের সবরকম মার, ভারতের পিচ সে-রকমও নয়। সুতরাং সব মিলিয়ে ব্যাপারটা যা দাঁড়িয়েছিলো, তাতে ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের তহবিল ভরতে পারে বটে, কিন্তু দর্শকদের আনন্দের কিছু ছিলো না। ইতিহাসকে বোঝবার জন্যই এখানে মনে করা ভালো, এদেশে যখন ক্রিকেটের এভাবে সর্বনাশ হচ্ছে, তখন অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়েছেন ফ্রাঙ্ক ওরেল—তাঁর দুরন্ত ও নবজাগ্রত ক্যারিবিয়ান দল নিয়ে।

প্রথম টেস্ট : বম্বাই ; ডিসেম্বর ২, ৩, ৪, ৬ ও ৭ / ১৯৬০

পাকিস্তানের ব্যাটিং যে কি-রকম শক্তিশালী তার প্রমাণ পাওয়া গেলো যখন ফজল মামুদ টসে জিতে প্রথম টেস্টে ব্যাট বেছে নিলেন। দিনের শেষে পাকিস্তানের রান এক উইকেট খুইয়ে ২৪১। 'খুদে ওস্তাদ' ব'লে হানিফের যে-জগৎজোড়া খ্যাতি, তা যে মোটেই জনরব নয়, তার প্রমাণ পাওয়া গেলো যখন সব রকম বোলিংকেই তিনি সমান নৈপুণ্যের সঙ্গে মাঠের চারপাশে পাঠাতে শুরু করলেন। ইমতিয়াজের সঙ্গে প্রথম উইকেটে রান উঠলো ৫৫ : তারপর হানিফ আর সয়ীদ সারাদিন ধ'রে বিলম্বিত লয়ের যুগলবন্দী ধ্রুপদী গানের মতো তাঁদের শিল্পিতা প্রকাশ ক'রে গেলেন। সয়ীদের খেলা চোখ টেনে নেয়, ক্ষিপ্র তাঁর পায়ের ছন্দ, এগিয়ে-পেছিয়ে তিনি গুপ্তে, বোরদে, নাদকার্নির বলকে যেভাবে খেলছিলেন, তাতে এখানে যে কোনো প্রতিভার উন্মীলন ঘটছে, সে-বিষয়ে কারু কোনো সন্দেহ ছিলো না। বিশেষত তাঁর জোরালো অফড্রাইভ আর কভার ড্রাইভগুলো যেন ঘাস পুড়িয়ে দিয়ে সীমানার দিকে চ'লে যাচ্ছিলো।

দ্বিতীয় দিনে কিন্তু খেলার মোড় অতর্কিতে ঘুরে গেলো। দেশাই আর গুপ্তেই ক্রমে পরিস্থিতির নিয়ন্তা হ'য়ে উঠলেন—আরেক অদ্ভুত যুগলবন্দী। কোথায় হানিফ আর সয়ীদের হাতে ভারতীয় বোলিং ছত্রখান হ'য়ে যাবে, তার বদলে উলটে ৩৫০ রানে পাকিস্তানের প্রথম দফা নেমে গেলো। পালা-বদলের অব্যবহিত কারণ মঞ্জরেকারের ক্ষিপ্রতায় হানিফের রান-আউট হওয়া। হানিফ সবশুদ্ধ ৩৮০ মিনিট ব্যাট ক'রে ১৭টি বাউণ্ডারি সমেত ১৬০ রান করেছিলেন। পরক্ষণেই গুপ্তে লোপ্পা বলের টোপ ফেলে সয়ীদকে তাঁর দুর্গ থেকে বার ক'রে আনলেন। ৩৪৫ মিনিট ব্যাট ক'রে এগারোটা চার সহযোগে সয়ীদ করেছিলেন ১২১। সয়ীদ আউট হ'তেই ঝুপঝুপ ক'রে বাকি উইকেট-গুলো প'ড়ে গেলো।

পাকিস্তান : প্রথম দফা

হানিফ মহম্মদ	রান-আউট	নিক্ষেপক : মঞ্জরেকার	১৬০
‡ ইমতিয়াজ আহ্মেদ		ব. দেশাই	১৯
সয়ীদ আমেদ	স্টা. জোশি	ব. গুপ্তে	১২১
মুস্তাক মহম্মদ	লেগ-বিফোর	ব. গুপ্তে	৬

ওয়ালিস ম্যাথিয়াস	ক. নাদকার্নি	ব. দেশাই	০
জাভেদ বার্কি	লেগ-বিফোর	ব. গুপ্তে	৭
নাসিমুল গনি	ক. জোশি	ব. দেশাই	৪
* ফজল মামুদ	ক. জোশি	ব. গুপ্তে	১
মামুদ হুসেন	ক. দেশাই	ব. নাদকার্নি	২৩
মহম্মদ ফারুক	অপরাজিত		২
হাসিব আহসান	ক. কনট্র্যাকটর	ব. নাদকার্নি	০
অতিরিক্ত (বাই ৬, লেগ-বাই ১)			৭
			৩৫০

পতন : ৫৫ (ইমতিয়াজ) ; ৩০১ (হানিফ) ; ৩০২ (সয়ীদ) ; ৩০৩ (ওয়ালিস ম্যাথিয়াস) ; ৩১৮ (মুস্তাক) ; ৩১৯ (বার্কি) ; ৩২১ (ফজল) ; ৩৩১ (নাসিমুল গনি) ; ৩৪৯ (মামুদ হুসেন) ; ৩৫০ (হাসিব)।

দেশাই	৩৬	৭	১১৬	৩
সুরতি	৯	০	৩৭	০
উমরিগড়	৭	২	৪৬	০
নাদকার্নি	৩৭.৪	১৪	৭৫	২
গুপ্তে	৩১	১৫	৪৩	৪
বোরদে	৬	১	২৬	০
কনট্র্যাকটর	১	১	০	০

ভারতীয় ইনিংসের সূচনা করতে নামলেন কনট্র্যাকটর ও রায়, আর দিনের শেষে রান উঠলো কোনো উইকেট না-খুইয়ে ৫০। তৃতীয় দিন সকালেই কিন্তু বিপর্যয় : তিন বলের মধ্যে রায় ও বেগ আউট—ভারত দুই উইকেটে ৫৮। কনট্র্যাকটর 'পুনরাগত' মঞ্জরেকারের সঙ্গে ১২১ পর্যন্ত স্কোর টেনে নিয়ে গেলেন —তারপর তিনিও আউট হ'য়ে গেলেন মহম্মদ ফারুকের মিডিয়ামপেস বলে। ভারত তারপর সারাদিন ব্যাট করলো ; রক্ষণাত্মক, মন্থর, নির্জীব। তৃতীয় দিনের শেষে ভারতের রান তিন উইকেটে ২০৫। অর্থাৎ সারা দিনে, ৩৩০ মিনিটে,ভারত তিন উইকেট খুইয়ে রান তুলেছে মাত্র ১৫৫। দিনের শেষ ঘণ্টায় যখন বোলাররা অবসন্ন ও ফিল্ডাররা ক্লান্ত, তখন মাত্র ২৫ রান তুলেছেন মঞ্জরেকার ও উমরিগড়। সত্যি-যে অতি মন্থর গতিতে বল আসছিলো, উইকেটে

প্রাণের কোনো সাড়াই ছিলো না, আর এ-ধরনের উইকেটে সহজে দ্রুত গতিতে রান তোলা অসম্ভব। কিন্তু এই উইকেটেই পাকিস্তান প্রথম দিনে রান তুলেছিলো ২৪১ : ভারতের তুলনায় অতীব দ্রুত হারে, সন্দেহ নেই।

মঞ্জরেকার ও উমরিগড় যে দ্রুত রান তোলবার চেষ্টা না-ক'রে ভুল করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া গেলো মঙ্গলবার সকালেই। নতুন বল নিয়ে মামুদ হুসেন চমৎকারভাবে আক্রমণ করেছিলেন—এবং মঞ্জরেকার ও উমরিগড় দু'জনেই দু-রানের মধ্যে আউট হ'য়ে ফিরে এসেছিলেন। নাদকার্নি আর বোরদে অবশ্য ষষ্ঠ উইকেটে যোগ করেছিলেন ৮২, কিন্তু যখন সুরতি তাঁর প্রথম টেস্টে চটপট আউট হ'য়ে গেলেন, তখন ভারতের রান আট উইকেটে ৩০০—অর্থাৎ তখনও পাকিস্তানের প্রথম দফার রান থেকে ভারত ৫০ রান পেছিয়ে।

জোশি আর দেশাই সম্ভবত পুঁথিপড়া ব্যাটসম্যান নন ব'লেই উলটে আক্রমণ করলেন বোলারদের। তাঁদের অনেক মারই হয়তো কেতাবি ছিলো না, অনেক বারই হয়তো তাঁরা অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন, কিন্তু তাঁদের আনাড়ি এলোপাথাড়ি ব্যাট চালাবার জন্যেই দিনের শেষে ভারতের রান দাঁড়ালো আট উইকেটে ৩৯৬। শেষ দিনেও দেশাই আর জোশি পূর্ববৎ ব্যাট হাঁকড়ালেন, বিশেষত দেশাই। মাঝে-মাঝে যখন একেকটি নিখুঁত ড্রাইভ হাঁকাচ্ছিলেন দেশাই, তখন অবশ্য তাঁকে ব্যাটসম্যান ব'লেই মনে হচ্ছিলো, আর তেমন আনাড়ি ঠেকছিলো না। দেশাই যখন মামুদ হুসেনের বলে সরাসরি পরাস্ত হলেন, তখন ভারতের রান ন-উইকেটে ৪৪৯, আর তাতে দেশাইয়ের নিজের অবদান রগরগে ও তাকলাগানো ৮৫। কন্‌ট্র্যাকটর তখুনি ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা ক'রে দিলেন।

ভারত

পঙ্কজ রায়	ক. মামুদ হুসেন	ব. ফারুক	২৩
* নরিম্যান কনট্র্যাকটর	ক. বার্কি	ব. ফারুক	৬২
আব্বাস আলি বেগ	ক. হানিফ	ব. ফারুক	১
বিজয় মঞ্জরেকার		ব. মামুদ হুসেন	৭৩
পলি উমরিগড়	ক. বদলি	ব. মামুদ হুসেন	৩৩
চান্দু বোরদে	লেগ-বিফোর	ব. মামুদ হুসেন	৪১
বাপু নাদকার্নি	ক. বার্কি	ব. মামুদ হুসেন	৩৪

রুসি সুরতি	ক. নাসিমুল গনি	ব. ফারুক	১১
† পি. জি. জোশি	অপরাজিত		৫২
রমাকান্ত দেশাই		ব. মামুদ হুসেন	৮৫
সুভাষ গুপ্তে	ব্যাট করেননি		—
অতিরিক্ত (বাই ১৮, লেগ-বাই ৭, নো-বল ৯)			৩৪
		ন-উইকেটে ঘোষিত	৪৪৯

পতন : ৫৬ (পঙ্কজ রায়) ; ৫৮ (বেগ) ; ১২১ (কনট্রাকটর) ; ২০৬ (উমরিগড়) ; ২০৭ (মঞ্জরেকার) ; ২৮৯ (নাদকার্নি) ; ২৯৬ (বোরদে) ; ৩০০ (সুরতি) ; ৪৪৯ (দেশাই)।

মামুদ হুসেন	৫১.৪	১০	১২৯	৫
ফজল মামুদ	৬	২	৫	০
মহম্মদ ফারুক	৪৬	৭	১৩৯	৪
নাসিমুল গনি	৪১	১৯	৭৪	০
হাসিব আহসান	৩১	১০	৬৮	০
মুস্তাক মহম্মদ	১	১	০	০

পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস যখন শুরু হ'লো তখন খেলায় আর কিছুই অবশিষ্ট নেই—সবটাই যান্ত্রিক : নিছক নিয়মরক্ষা মাত্র। কিন্তু দেশাই কেবল ব্যাট হাঁকিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ক'রেই তুষ্ট ছিলেন না—এই বম্বাই থেকেই খুদে ওস্তাদ হানিফের সঙ্গে খুদে কার্তুজ দেশাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিলো। দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনাতেই দেশাইয়ের বল যখন হানিফকে অপসৃত করলো, তখনও স্কোরবোর্ডে আঁচড় পড়েনি। কিন্তু, ব্যস, আতশবাজির খেলা ওখানেই শেষ। ঐ পিচে পাকিস্তানকে চটপট নামিয়ে দেবার কোনো প্রশ্নই ছিলো না। পাকিস্তান চার উইকেটে ১৬৬ রান তুলতেই খেলা শেষ হ'য়ে গেলো।

এই বম্বাই টেস্ট থেকে একটা তথ্য খুবই স্পষ্ট বোঝা গেলো : দু-দলের শক্তিই প্রায় সমান-সমান। অতএব কোনো দুর্ধর্ষ, চমকে-দেয়া, ঝাঁকুনিলাগানো বোলিং ছাড়া এ-দু-দলের সংঘর্ষ থেকে ফলাফলের আশা করা বৃথা। অন্তত ভারত যদি দ্রুত হারে রান তোলবার চেষ্টা না-করে, তাহ'লে বড়ো-বড়ো রান হাঁকিয়েও কোনো লাভ নেই।

পাকিস্তান : দ্বিতীয় দফা

হানিফ মহম্মদ	ক. উমরিগড়	ব. দেশাই	০
† ইমতিয়াজ আহ্মেদ	ক. পঙ্কজ রায়	ব. নাদকার্নি	৬৯
সয়ীদ আমেদ	ক. ও	ব. গুপ্তে	৪১
মুস্তাক মহম্মদ	লেগ-বিফোর	ব. নাদকার্নি	১৯
ওয়ালিস ম্যাথিয়াস	অপরাজিত		৬
জাভেদ বার্কি	অপরাজিত		১৩
অতিরিক্ত (বাই ১৬, লেগ-বাই ১, নো-বল ১)			১৮
		চার উইকেটে	১৬৬

পতন : ০ (হানিফ); ৮০ (সয়ীদ); ১৪২ (ইমতিয়াজ); ১৪৭ (মুস্তাক)।

দেশাই	৮	২	২৭	১
সুরতি	৮	১	২১	০
নাদকার্নি	১৫	১০	৯	২
গুপ্তে	২৫	১০	৪৬	১
বোরদে	১৬	৪	২৫	০
কনট্র্যাকটর	৭	২	১৬	০
পঙ্কজ রায়	১	০	৪	০

দ্বিতীয় টেস্ট : কানপুর ; ডিসেম্বর ১৬, ১৭, ১৮ ২০ ও ২১/১৯৬০

গত বছর এই কানপুরেই অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিলো ভারত, অতএব কানপুর টেস্টের উপর প্রত্যাশা ছিলো যথেষ্ট। প্যাটেল অস্ট্রেলিয়া সিরিজের পরেই রামচাঁদের মতো অবসর নিয়েছেন বটে, কিন্তু দলে আছেন গুপ্তে, আর মুদিয়া। আর পঙ্কজ রায়ের জায়গায় দলে এসেছেন জয়সীমা—এবার গোড়াপত্তন-কারী ব্যাটসম্যান হিশেবে। আর জোশির জায়গায় এসেছেন, না, কুন্দেরান নন, নরেন তামানে।

কিন্তু পাকিস্তান যখন প্রায় দু-দিন ধ'রে ঢিমে তেতালায় ব্যাট ক'রে ৩৩৫ রান তুললো, তখন বোঝা গেলো এই টেস্টেরও কোনো নিষ্পত্তি হবে না। অথচ পাকিস্তানি ইনিংসের সূচনাতেই যখন ২৯ রানের মধ্যে হানিফ আর ইমতিয়াজ আউট হ'য়ে গিয়েছিলেন, তখন মনে হয়েছিলো ভারতীয় বোলাররাই বুঝি

খেলার গতি নিয়ন্ত্রণ করবেন। কিন্তু বার্কি যোগ দিলেন সয়ীদের সঙ্গে, আর আস্তে-আস্তে প্রতিষ্ঠিত হ'লো বলের উপর ব্যাটের প্রাধান্য। কনট্র্যাকটর একের পর এক বোলার বদল করলেন, কিন্তু তাতে সয়ীদের চমৎকার মারগুলো রোধ হ'লো না, বা বার্কির প্রতিরোধ টললো না। অফস্পিনার মুদিয়া পিচ থেকে কোনো সাহায্যই পাচ্ছিলেন না, গুপ্তের বল মনে হচ্ছিলো বিনীত, শিষ্ট, শোভন। জুটি ভাঙলেন দেশাই, ৯২তে, তাঁর চমৎকার আউটসুয়িঙ্গারে; সয়ীদের খোঁচা থেকে বলটি লুফে নিতে তামানে কোনো ভুল করেননি। কিন্তু এবার বার্কির জুটি হলেন প্রতিভাবান ম্যাথিয়াস, এবং দিনের শেষে এই দুজনে স্কোর টেনে দিয়ে গেলেন ১৭০ অবধি।

দ্বিতীয় দিনে দেশাই তাঁর তৃতীয় ওভারে আবার এই জুটিকে ভাঙলেন, যখন ম্যাথিয়াস তাঁর বলে সরাসরি পরাস্ত হলেন। তারপর ২৬৬ মিনিট উইকেটে থেকে বার্কি যখন ৭৯ করেছেন, তখন বোরদের চমৎকার ফিল্ডিংএ রান-আউট হ'য়ে ফিরে গেলেন। মুদিয়ার বলে মুস্তাককে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে লুফে নিলেন উমরিগড়। লাঞ্চের সময় পাকিস্তান ছ-উইকেটে ২৩৩।

যাঁরা ভেবেছিলেন পাকিস্তানি ইনিংসের সমাপ্তি সন্নিকট, তাঁরা ভুল করেছিলেন। অধিনায়ক ফজল আর নাসিমুল গনি ৯০ মিনিট ধ'রে ভারতীয় আক্রমণ প্রতিহত করলেন; তারপর ফজল আউট হ'তেই গনি সবেগে পালটা আক্রমণ চালালেন। আটটি বাউণ্ডারি সমেত তিনি ৭০ রান তুলে নিলেন ব'লেই পাকিস্তানের পক্ষে সেই দফায় ৩৩৫ রান তোলা সম্ভব হয়েছিলো।

পাকিস্তান : প্রথম দফা

হানিফ মহম্মদ	ক. কনট্র্যাকটর	ব. উমরিগড়	৫
† ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ		ব. গুপ্তে	২০
সয়ীদ আহ্‌মেদ	ক. তামানে	ব. দেশাই	৩২
জাভেদ বার্কি	রান-আউট	নিক্ষেপক : বোরদে	৭৯
ওয়ালিস ম্যাথিয়াস	লেগ-বিফোর	ব. দেশাই	৩৭
আলিমুদ্দিন	ক. নাদকার্নি	ব. উমরিগড়	২৪
মুস্তাক মহম্মদ	ক. উমরিগড়	ব. মুদিয়া	১৩
নাসিমুল গনি	অপরাজিত		৭০

* ফজল মামুদ	লেগ-বিফোর	ব. উমরিগড়	১৬
মামুদ হুসেন	ক. বোরদে	ব. উমরগড়	৭
হাসিব আহ্‌সান	ক. তামানে	ব. গুপ্তে	১৩
অতিরিক্ত (বাই ১৩, লেগ-বাই ৬)			১৯
			৩৩৫

পতন : ২১ (হানিফ) ; ২৯ (ইমতিয়াজ) ; ৯৩ (সয়ীদ) ; ১৭৪ (ম্যাথিয়াস) ; ১৭৭ (বার্কি) ; ২১৪ (মুস্তাক), ২৪০ (আলিমুদ্দিন) ; ২৯৩ (ফজল) ; ৩০৫ (মামুদ হুসেন) ; ৩৩৫ (হাসিব)।

দেশাই	৩৬	৬	৫৪	২
উমরিগড়	৫৫	২৩	৭১	৪
গুপ্তে	৪২·৪	১৪	৮৪	২
মুদিয়া	২২	৬	৬২	১
নাদকার্নি	৩২	২৪	২৩	০
বোরদে	৬	২	১৬	০
কনট্র্যাকটর	১	০	৬	০

দিনের শেষে পনেরো মিনিটে ভারত করেছিলো ১০। কনট্র্যাকটর ও তাঁর নতুন জুটি জয়সীমা তৃতীয় দিন সকালে ব্যাট করলেন কল্পনাতীতভাবে—লাঞ্চের আগে দু-ঘণ্টায় যোগ করলেন মাত্র ৩৪। কেন যে তাঁরা এত আস্তে ব্যাট করেছিলেন, বিশেষত সেটা যখন ছিলো খেলার তৃতীয় দিন এবং ভারতের প্রথম ইনিংস, তা বুঝে ওঠা শক্ত। কনট্র্যাকটর আউট হলেন লাঞ্চের একটু পরেই ; বেগ চেষ্টা করেছিলেন রানের হার দ্রুত করার জন্য, ঝাঁটা মারতে গিয়ে আউট হ'য়ে ফিরে এলেন ; মঞ্জরেকার নামবার পর রানের হার একটু বাড়লো—দিনের শেষে ভারতের রান দাঁড়ালো দু-উইকেটে ১৫৯, জয়সীমা অপরাজিত ৫৪, আর মঞ্জরেকার অপরাজিত ৩৬।

জয়সীমা-মঞ্জরেকার জুটি ভাঙলো নব্বুই রান যোগ হবার পর। কিন্তু ততক্ষণে খেলার বারোটা বেজে গিয়েছে ; চতুর্থ দিনের খেলা হচ্ছে, ভারত তিন উইকেটে ১৮২—প্রথম ইনিংসই শেষ হয়নি, এবং তখনও ভারত পাকিস্তান থেকে ১৫৩ পেছিয়ে। সুতরাং আস্ত খেলাটিই তখন কয়েকটি

দমদেয়া কলের পুতুলের অঙ্গসঞ্চালনে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থায় একমাত্র কৌতূহল ছিলো জয়সীমার সেঞ্চুরিকে জড়িয়ে। কিন্তু জয়সীমার আর সেঞ্চুরি হ'লো না—তাঁর ৯৯তে উমরিগড়ের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির জন্য তাঁকে রান-আউট হ'তে হ'লো। উমরিগড় অবিশ্যি পরে ৩৩৯ মিনিট ব্যাট ক'রে এগারোটি চার সহযোগে নিজে ১১৫ করেছিলেন, এবং সেটা উপার্জিত হয়েছিলো খেলার শেষদিন সকালে। উমরিগড় যে মিডিয়াম পেস ভালো খেলেন, স্পিনও মোটামুটি, কিন্তু সত্যিকার জোর বল নয়—তার প্রমাণ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পাঁচটি সেঞ্চুরি হাঁকানোতেই পাওয়া যায়। কিন্তু জয়সীমার নাম আবারও বিখ্যাত হ'য়ে গেলো—নিরেনব্বুইয়ের ধাক্কায় রান-আউট হবার জন্য নয়—বিশ্বের মন্থরতম ইনিংসগুলোর অন্যতম হিশেবে; জয়সীমা উইকেটে ছিলেন সবশুদ্ধ ৫০০ মিনিট। উমরিগড়ের আগমনে যে ব্যাটিংএর ধরন পালটেছিলো তা নয়—সারা দিনে ভারত যোগ করেছিলো মাত্র ১৫৩ অর্থাৎ আগের দিনের চেয়ে চার রান বেশি। উমরিগড় চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় ৬৮ ক'রে অপরাজিত রইলেন।

পঞ্চম দিন উমরিগড়ের সেঞ্চুরি হ'লো, ভারত সবাই আউট হ'য়ে ৩০৪। হাসিব আহসান পেলেন ১২১ রানে পাঁচ উইকেট; কিন্তু পাকিস্তানি বোলিং-এর প্রধান কৃতী সম্ভবত মামুদ হুসেন; প্রায় আগাগোড়া এক প্রান্ত থেকে তাঁর মিডিয়াম পেস বলে তিনি ান আটকে রেখেছিলেন। একটু খাটো লেংথের বল, অফ স্টাম্প বা তার বাইরে, যাতে ড্রাইভ করা সম্ভব না-হয়, অথচ লেংথ এত খাটো নয় যে স্কোয়ার-কাট করা যায়। পরিকল্পনাটি অবশ্যই লুকোবার চেষ্টা করা হয়নি—ফজল একদিকে রান আটকে রেখে অন্য দিকে আক্রমণ করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তবু এটা বুঝে-ওঠা শক্ত ভারতীয় ব্যাটস-ম্যানেরা কেন অতীব শিষ্ট ও বাধ্য ছেলের মতো ফজলের পাঠ অনুযায়ী শ্রুতিলিখন লিখতে রাজি হয়েছিলেন।

ভারত

* নরিম্যান কনট্র্যাকটর		ব. হাসিব	৪৮
এম. এল. জয়সীমা	রান-আউট	নিক্ষেপক : সয়ীদ	৯৯
আব্বাস আলি বেগ		ব. হাসিব	১৩
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. নাসিমুল গনি	ব. ফজল	৫৩
পলি উমরিগড়	ক. বার্কি	ব. মামুদ হুসেন	১১৫

চান্দু বোরদে	ক. ফজল	ব. নাসিমুল গনি	০
বাপু নাদকার্নি		ব. হাসিব	১৬
রমাকান্ত দেশাই		ব. হাসিব	১৪
† নরেন তামানে	ক. ম্যাথিয়াস	ব. হাসিব	৩
ভি. এম. মুদিয়া		ব. মামুদ হুসেন	১১
সুভাষ গুপ্তে	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত			৩৩
			৪০৪

পতন: ৭১ (কনট্র্যাকটর); ৯২ (বেগ); ১৮২ (মঞ্জরেকার); ২৫৮ (জয়সীমা); ২৬৩ (বোরদে); ২৯৪ (নাদকার্নি); ৩৩৪ (দেশাই); ৩৪২ (তামানে); ৪০৩ (উমরিগড়); ৪০৪ (মুদিয়া)।

মামুদ হুসেন	৪৪.৫	১৩	১০১	২
ফজল মামুদ	৩৬	১৪	৩৭	১
নাসিমূল গনি	৫৫	১৭	১০৯	১
হাসিব আহ্সান	৫৬	১৫	১২১	৫
মুস্তাক মহম্মদ	২	১	৩	০

খেলায় তখন আর কিছুই ছিলো না, কাজেই হানিফ, ইমতিয়াজ আর সয়ীদের দ্রুত পতনেও কোনো উত্তেজনার সঞ্চার হয়নি। বার্কি আর ম্যাথিয়াস অনায়াসে, সাবলীলভাবে, তাঁদের অপরাজিত জুটিতে চতুর্থ উইকেটে ৯৮ রান যোগ করেছিলেন। তাঁদের কৃতিত্ব অবশ্য এখানে যে বিপর্যয়ের সাময়িক শঙ্কা তাঁরা অল্পক্ষণের মধ্যেই সন্দেহাতীতভাবে দূর ক'রে দিতে পেরেছিলেন।

পাকিস্তান : দ্বিতীয় দফা

হানিফ মহম্মদ	ক. জয়সীমা	ব. মুদিয়া	১৯
† ইমতিয়াজ আহ্মেদ	ক. কনট্র্যাকটর	ব. মুদিয়া	১৬
সয়ীদ আমেদ		ব. গুপ্তে	৪
জাভেদ বার্কি	অপরাজিত		৪৮
ওয়ালিস ম্যাথিয়াস	অপরাজিত		৪৬
অতিরিক্ত (বাই ২, লেগ-বাই ৫)			৭
		তিন উইকেটে	১৪০

পতন : ৩১ (হানিফ) ; ৪২ (ইমতিয়াজ) ; ৪২ (সয়ীদ)।

দেশাই	৪	১	৩	০
উমরিগড়	৩	০	১০	০
মুদিয়া	১৮	৭	৪০	২
গুপ্তে	১৭	৬	২৯	১
নাদকার্নি	৭	৪	৬	০
বোরদে	১০	০	৩৬	০
জয়সীমা	৩	০	৫	০
মঞ্জরেকার	১	০	২	০
বেগ	১	০	২	০

তৃতীয় টেস্ট : কলকাতা ;
ডিসেম্বর ৩০, ৩১/১৯৬০ ও জানুয়ারি ১, ৩, ৪/১৯৬১

কলকাতার তৃতীয় টেস্টে ভারতীয় দলে আরো অদলবদল করা হ'লো : মুদিয়া ও বোরদের জায়গায় দলে ঢুকলেন সুরেন্দ্রনাথ ও মিলখা সিং। খেলার দিন সকালে কিন্তু মিলখা সিং অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় আবার বোরদে দলে ফিরে এলেন। পাকিস্তান দলে আলিমুদ্দিনের জায়গায় দলে ঢুকলেন ইনতিকাব আলম, যিনি আগের বছর টেস্টে প্রথম আবির্ভাবেই প্রথম বলে অস্ট্রেলিয়ার কলিন ম্যাকডনাল্ডকে আউট ক'রে দিয়ে বিশ্বরেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

আবারও টসে জিতলেন ফজল। কিন্তু ইডেন উদ্যানের চমৎকার উইকেটে প্রথম ব্যাট করতে পাবার সুযোগ কাজে খাটাবার আগেই সুরেন্দ্রনাথের বলে ইমতিয়াজ আউট হ'য়ে গেলেন : পাকিস্তানের রান মাত্র ১২। সয়ীদ আমেদ শুরু করেছিলেন চমৎকার : সাবলীল তাঁর খেলার ভঙ্গি, ক্ষিপ্র পা আর নমনীয় কিন্তু জোরালো কব্জি ; তিনি যখন সবে হাত খুলেছেন, দলের রান ৮৪ ও নিজের উপার্জন ৪১, তখন সুরেন্দ্রনাথ আবার আঘাত হানলেন। অন্যদিকে দেশাইয়ের বলে হানিফের অস্বস্তি ক্রমেই স্পষ্ট ফুটে উঠছিলো, বিশেষত দেশাইয়ের খাটো ঠোকা বলগুলিকে হানিফ কিছুতেই স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে খেলতে পারছিলেন না। অবশেষে দেশাই তাঁর লাফানো বলে হানিফকে ক্যাচ তুলতে বাধ্য করলেন : পাকিস্তান তিন উইকেটে ১৩৫, হানিফ ন-টা বাউণ্ডারি সহযোগে ৫৬। বার্কি, ম্যাথিয়াস, গনি—এঁরা যখন পর-পর আউট হ'য়ে গেলেন, তখন

পাকিস্তানের রান ছ-উইকেটে মাত্র ১৮৬। এই অবস্থায় কিশোর মুস্তাকের সঙ্গী হলেন তরুণ ইনতিকাব আলম। এঁরা দুজনে যে শক্ত হাতে প্রতিরোধ গ'ড়ে দাঁড়ালেন, তা-ই নয়, সপ্তম উইকেটে যোগ করলেন ৮৮ রান। দুজনেই পেরোলেন পঞ্চাশ; কিন্তু হঠাৎ দ্বিতীয় দিনে বোরদের বলে ঝুপঝুপ ক'রে উইকেট পড়তে শুরু করলো। শেষ চারটে উইকেটের মধ্যে বোরদে পেলেন তিনটে। পাকিস্তানের ইনিংস শেষ হ'লো ৩০১ রানে, দ্বিতীয় দিনে মধ্যাহ্ন ভোজের আধ ঘণ্টা পরে।

মুস্তাক আর ইনতিকাবের জুটি আস্ত খেলারই মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলো। তাঁরা যখন জোট বেঁধেছিলেন, তখন পাকিস্তান কোনঠাশা। কিন্তু ক্রমে তাঁদের খেলায় ফুটে উঠেছিলো স্বাচ্ছন্দ্য ও আস্থা। মুস্তাকের খেলার বাঁধুনি ধ্রুপদী: প্রতিরোধে অটুট, বলের ঠিক পেছনে গিয়ে দাঁড়ান; দেশাইয়ের খাটো লেংথের ঠোকা বলে অগ্রজ হানিফের মতো ভয় পান না, বিদ্যুৎবেগে ঘুরে গিয়ে সজোরে নাকের ডগা থেকে হুক হাঁকান। স্পিন বলে ক্রিজ ছেড়ে বেরোতে ভয়ডর নেই। আর কোন বল ছেড়ে দেয়া উচিত, কোন বল হাঁকানো উচিত—এ-সম্বন্ধে তাঁর বিচারবোধ প্রখর। পক্ষান্তরে, ইনতিকাবের ব্যাট করার ধরন রগরগে—প্রতিপক্ষের শিবিরে গিয়ে তিনি উলটে আক্রমণ করেন: অথচ তাঁর ব্যাটিংবিদ্যার ভিত মূল সূত্রগুলোকে কখনোই অস্বীকার করে না। তাঁদের এই সোৎসাহ চেষ্টার ফলে পাকিস্তানের স্কোর যে ফেঁপে উঠেছিলো তা-ই নয়—রানের হারও কানপুরের তুলনায় অনেক বেড়ে গিয়েছিলো।

পাকিস্তান: প্রথম দফা

হানিফ মহম্মদ	ক. বেগ	ব. দেশাই	৫৬
† ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ		ব. সুরেন্দ্রনাথ	৯
সয়ীদ আমেদ	ক. নাদকার্নি	ব. সুরেন্দ্রনাথ	৪১
জাভেদ বার্কি	লেগ-বিফোর	ব. বোরদে	৪৮
মুস্তাক মহম্মদ	ক. জয়সীমা	ব. বোরদে	৬১
ওয়ালিস ম্যাথিয়াস	ক. উমরিগড়	ব. দেশাই	৮
নাসিমুল গনি		ব. সুরেন্দ্রনাথ	০
ইনতিকাব আলম	ক. তামানে	ব. সুরেন্দ্রনাথ	৫৬
* ফজল মামুদ	লেগ-বিফোর	ব. বোরদে	৮

মামুদ হুসেন	ব. বোরদে	৪
হাসিব আহ্সান	অপরাজিত	১
অতিরিক্ত (বাই ৬, লেগ-বাই ৩)		৯
		৩০১

পতন : ১২ (ইমতিয়াজ) ; ৮৪ (সয়ীদ) ; ১৩৫ (হানিফ) ; ১৬৪ (বার্কি) ; ১৮৬ (ম্যাথিয়াস) ; ১৮৬ (গনি) ; ২৭৪ (মুস্তাক) ; ২৯৬ (ফজল) ; ২৯৬ (ইনতিকাব) ; ৩০১ (মামুদ হুসেন)।

দেশাই	৩৫	৩	১১৮	২
সুরেন্দ্রনাথ	৪৬	২০	৯৩	৪
উমরিগড়	৬	২	১৫	০
গুপ্তে	১৮	৬	৪১	০
বোরদে	১৬.২	৭	২১	৪
নাদকার্নি	৬	৫	৪	০

আকাশ ঘোলাটে, আবহাওয়া মেঘলা—এই অবস্থায় ভারতের ইনিংসের সূচনা হ'লো : কনট্র্যাকটর ও জয়সীমা চায়ের বিরতির আগে ৫৭ করলেন, কিন্তু দিনের খেলা যখন শেষ হ'লো, ভারতের রান দু-উইকেটে ৮৩ ; কনট্র্যাকটর আউট হবার পর বেগ রানের বেগ বাড়াবার চেষ্টা করছিলেন, তাঁর ছোট্ট আবেগময় ঝকঝকে ইনিংসটিতে তিনটি বাউণ্ডারি ছিলো—একটি কভারড্রাইভ, একটি সুইপ, আর একটি হুক—যা তাঁর ক্ষিপ্র নৈপুণ্য, চেষ্টাহীন স্বাচ্ছন্দ্য আর নিখুঁত সময়জ্ঞানকে বুঝিয়ে দিয়েছিলো, কিন্তু দিনের শেষ বলে ইনতিকাব আলমের কুটিল বল তাঁর ব্যাটের পাশ কাটিয়ে গিয়ে উইকেটে লাগলো।

পরের দিন, পয়লা জানুয়ারি, বিলিতি নববর্ষের দিনে রোদ উঠছিলো সকাল বেলায়, সত্যি, কিন্তু দিনের দ্বিতীয় বলে মামুদ হুসেনের বলে খোঁচা দিয়ে আউট হলেন জয়সীমা, পরের ওভারে উমরিগড় ক্যাচ দিলেন ইমতিয়াজকে : ভারত চার উইকেটে ৮৫। মঞ্জরেকার ও বোরদে পালটা আক্রমণের ব্যবস্থা করলেন ; বোরদের খেলায় যদিও একটা মরিয়া ভঙ্গি ছিলো, একটা দম-আটকানো ছিলাটান ভাব, মঞ্জরেকারের খেলা ছিলো আয়াসহীন, ছন্দোময়, পরিণত শিল্পিতার প্রতীক। ক্রমে অবস্থা যখন প্রায় আয়ত্তাধীন, ভারতের রান ১৪৫, ফজল মামুদের ইন-কাটার মঞ্জরেকারের ব্যাটকে ভেলকি দেখিয়ে উইকেট ভেঙে

দিয়ে গেলো! ইডেন উদ্যানের সবুজ সতেজ উইকেটে আর মেঘলা ভারি আবহাওয়ায় ফজল মামুদের বল তারপর অপ্রতিরোধ্য হ'য়ে উঠলো। নাদকার্নি আউট হলেন আসবামাত্র, উইকেটরক্ষকের হাতে ক্যাচ, ভারত ছ-উইকেটে ১৪৭। যদি শিকারিরূপক ব্যবহার করা যায় তো বলতে হয় পাকিস্তান রক্তের স্বাদে উৎফুল্ল, ফিল্ডাররা ক্রমেই গণ্ডি ছোটো ক'রে আনছেন—এমন সময় শুরু হ'লো গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি, যেন 'চাপা গলায় ফিশফিশ দুঃখের আলাপ'। বৃষ্টি যখন কমলো, তখন খেলা শুরু করা নিয়ে অধিনায়কদের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিলো: কনট্র্যাকটর খেলতে রাজি নন, কারণ আউটফিল্ড ভিজে, এবং সবাইকে অবাক করে দিয়ে আম্পারার সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায় ও সত্যাজি রাও ঘোষণা করলেন, আজ আর খেলা হবে না।

খেলা মঙ্গলবারেও সকালবেলায় বন্ধ রইলো: বৃষ্টি পড়েছিলো। যখন শুরু হ'লো তখন বোরদে আর দেশাই ৪৫ মিনিট ঠেকিয়ে রাখলেন পাকিস্তানকে, কিন্তু ফজলের বলে ভারতীয় ইনিংস যখন শেষ হ'লো, তখন ভারত পাকিস্তান থেকে ১২১ রান পেছিয়ে। ফজল পেয়েছেন ২৬ রানে পাঁচ উইকেট।

ভারত: প্রথম দফা

* নরিম্যান কনট্র্যাকটর		ব. ইনতিকাব আলম	২৫
এম. এল. জয়সীমা	ক. ম্যাথিয়াস	ব. মামুদ হুসেন	২৮
আব্বাস আলি বেগ		ব. ইনতিকাব আলম	১৯
বিজয় মঞ্জরেকার		ব. ফজল মামুদ	২৯
পলি উমরিগড়	ক. ইমতিয়াজ	ব. মামুদ হুসেন	১
চান্দু বোরদে	ক. ইমতিয়াজ	ব. ফজল মামুদ	৪৪
বাপু নাদকার্নি	ক. ইমতিয়াজ	ব. ফজল মামুদ	১
রমাকান্ত দেশাই		ব. হাসিব আহ্সান	১৪
† নরেন তামানে	ক. ইনতিকাব আলম	ব. ফজল মামুদ	০
আর. সুরেন্দ্রনাথ	অপরাজিত		৫
সুভাষ গুপ্তে		ব. ফজল মামুদ	০
অতিরিক্ত (বাই ১০, লেগ-বাই ৩, নো-বল ১)			১৪
			১৮০

পতন: ৫৯ (কনট্র্যাকটর); ৮৩ (বেগ); ৮৩ (জয়সীমা); ৮৫ (উমরিগড়);

১৪৫ (মঞ্জরেকার) ; ১৪৭ (নাদকার্নি) ; ১৭৪ (দেশাই) ; ১৭৫ (তামানে) ; ১৮০ (বোরদে) ; ১৮০ (গুপ্তে)।

মামুদ হুসেন	৩১	১২	৫৬	২
ফজল মামুদ	২৫·৩	১২	২৬	৫
ইনতিকাব আলম	২৪	১১	৩৫	২
নাসিমুল গনি	১২	৫	৩২	০
হাসিব আহ্‌সান	৭	১	১৭	১

চায়ের আগে ২৫ মিনিটে পাকিস্তান রান তুললো ৯। তারপর বিরতির আগে আরো নব্বুই মিনিটে যোগ করলো এক উইকেট খুইয়ে আরো ২১ রান। এই দেড় ঘণ্টার খেলার ধরন সত্যি রহস্যময়। জেতবার যাও সম্ভাবনা ছিলো, এই শম্বুকমন্থর রানের গতিতে তা ক্রমেই অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। অথচ পাকিস্তানের পক্ষে তখন ঝড়ের বেগে রান তোলা উচিত ছিলো। উইকেট খোয়ালেও কোনো লোকশান নেই, কারণ বেগতিক দেখলে পরে কুলুপ এঁটে দেয়া যাবে ; কিন্তু ইনিংস শুরু হয়েছে ১২১ রান তহবিলে জমা রেখে, খেলা শেষ হ'তে বাকি একদিন ও ১১৫ মিনিট—এই অবস্থায় রক্ষণাত্মক ক্রিকেটের কোনো মানে বুঝে-ওঠা মুশকিল। পঞ্চম দিন সকালেই সয়ীদ আউট হ'য়ে গেলেন—হানিফ আর বার্কি তাড়াতাড়ি রান তোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন, আর তার ফলে তৃতীয় উইকেটে ৮২ রান যোগ হবার পর বার্কি রান-আউট হ'য়ে গেলেন। তিন উইকেটে ১৪৬ রানে ফজল ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন। হানিফ রইলেন অপরাজিত ৬৩। খেলা শেষ হ'তে প্রায় তিন ঘণ্টা বাকি। অতএব পাকিস্তান, বলতেই হয়, খেলায় হারজিতের নিষ্পত্তি করতে চায়নি—না-হ'লে দ্বিতীয় দফায় পাকিস্তানের খেলার উদ্দেশ্যময় ও সুপরিকল্পিত হ'তো।

পাকিস্তান : দ্বিতীয় দফা

† ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ		ব. দেশাই	৯
হানিফ মহম্মদ	অপরাজিত		৬৩
সয়ীদ আমেদ	লেগ-বিফোর	ব. সুরেন্দ্রনাথ	১৩
জাভেদ বার্কি	রান-আউট	নিক্ষেপক : বেগ	৪২
ইনতিকাব আলম	অপরাজিত		১১
অতিরিক্ত (বাই ৩, লেগ-বাই ৫)			৮
		তিন উইকেটে ঘোষিত	১৪৬

পতন : ১৫ (ইমতিয়াজ) ; ৩৪ (সয়ীদ) ; ১১৬ (বার্কি) ।

দেশাই	১৬	৪	৩৭	১
সুরেন্দ্রনাথ	১৮	২	৫১	১
উমরিগড়	৭	২	১৪	০
গুপ্তে	১	১	০	০
নাদকার্নি	৭	১	৩৬	০

খেলায় যে হার-জিত হবার কোনোই সম্ভাবনা নেই, তা তো আনাড়িতেও বুঝতো। কিন্তু পাকিস্তানের দুই স্পিনার—হাসিব আর ইনতিকাব—যখন ১৭ রানের মধ্যে চারটে উইকেট ভাগাভাগি ক'রে নিলেন, তখন ভারতের রান চার উইকেটে ৬৫, আর খেলা শেষ হ'তে বাকি এক ঘণ্টা। আবারও মঞ্জরেকার ও বোরদের জুটি সব শঙ্কার অবসান ঘটালো। দুজনেই চমৎকার খেলেছিলেন—বিশেষত মঞ্জরেকার এগিয়ে পেছিয়ে যে-ভাবে স্পিনারদের ঘোর কুটিল ঘূর্ণ্যমান বলের মুখোমুখি হচ্ছিলেন, তা এখনও আদর্শ ব'লে গণ্য হ'তে পারে। তাঁর ক্ষিপ্রতা, স্বাচ্ছন্দ্য আর অভিনিবেশ সত্যি তারিফ করার মতো। মাথা নিচু, নাকের ডগা বলের উপর, কনুই মোরগঝুঁটির মতো উঁচু আর ব্যাটের হাতলে ডান হাত আলতো শিথিল—মঞ্জরেকারের খেলার বাঁধুনি ধ্রুপদী। আর তারই মধ্য থেকে তাঁর স্কোয়ারকাট আর কভারড্রাইভ মেঘের আড়াল থেকে বেরোনো রোদের ঝলকের মতো নির্গত হচ্ছিলো। যে-ভাবে দুই ফিল্ডারের মধ্যে বল ঠেলে দিয়ে তিনি রান নিচ্ছিলেন, তার মধ্যে প্রতিভাবানের স্বাক্ষর দৃশ্যমান হচ্ছিলো। পক্ষান্তরে, প্রথম ইনিংসের ব্যাটিংসাফল্যের পর, এবার বোরদের খেলায় আরো আস্থা, আর প্রভূত স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিলো। হয়তো তৃতীয় দিনে ও-ভাবে খেলা বন্ধ না-হ'লে পাকিস্তানের পক্ষে জয় অসম্ভব হ'তো না। কারণ সময় নেই—এই বোধটাও অনেক সময় আক্রমণকে সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত হ'তে দেয় না—বরং উলটো চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু তবু ঐ এক ঘণ্টায় মঞ্জরেকার ও বোরদে সিরিজের সবচেয়ে দ্রুত গতিতে গতিতে রান তুলেছিলেন—তাঁরা যোগ করেছিলেন এক ঘণ্টায় ৬২।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

* নরিম্যান কনট্র্যাকটর	ক. ফজল মামুদ	ব. হাসিব আহ্‌সান	১২
এম. এল. জয়সীমা	ক. ওয়ালিস ম্যাথিয়াস	ব. ইনতিকাব আলম	২৬
আব্বাস আলি বেগ		ব. হাসিব আহ্‌সান	১
বিজয় মঞ্জরেকার	অপরাজিত		৪৫
পলি উমরিগড়		ব. ইনতিকাব আলম	৪
চান্দু বোরদে	অপরাজিত		২৩
অতিরিক্ত (বাই ৩, লেগ-বাই ৯, নো-বল ৪)			১৬
		চার উইকেটে	১২৭

পতন : ৪৭ (জয়সীমা) ; ৪৭ (কনট্র্যাকটর) ; ৪৮ (বেগ) ; ৬৫ (উমরিগড়)।

মামুদ হুসেন	৮	৩	৯	০
ফজল মামুদ	১২	২	১৯	০
ইনতিকাব আলম	১৫	২	৩৩	২
হাসিব আহ্‌সান	১৪	৬	২৫	২
নাসিমুল গনি	২	১	৫	০
সয়ীদ আমেদ	১	০	২	০
মুস্তাক মহম্মদ	৩	১	৯	০
হানিফ মহম্মদ	১	০	৬	০
জাভেদ বার্কি	১	০	৩	০

চতুর্থ টেস্ট : মাদ্রাজ ; জানুয়ারি ১৩, ১৪, ১৫, ১৭ ও ১৮/১৯৬১

ফজল মামুদ আবারও টসে জিতলেন। আর সারাক্ষণ ব্যাট ক'রে পাকিস্তান প্রথম দিনে রান তুললো এক উইকেট খুইয়ে ২৩৫। সকালবেলায়, খেলার গোড়ার দিকে, পাকিস্তানি ব্যাটিং-এ ছিলো দ্বিধাসংকোচ ; বিশেষত হানিফ যখন দেশাইয়ের মুখোমুখি হচ্ছিলেন, তখন তাঁর অস্বস্তি প্রকট হচ্ছিলো। ঠুকঠুক ক'রে পিচ ঠোকা, অদৃশ্য জঞ্জাল সাফ করা, স্ট্যান্স নেবার আগে ব্যাটের হাতল ঘোরানো, আর দেশাই বল ঠুকে দিলেই দ্বিধা, সন্ত্রাস ও তাড়াহুড়োর ভঙ্গি—সবকিছু সকালবেলাটিকে উত্তেজনায় ভরিয়ে দিচ্ছিলো। কিন্তু হানিফ ছেড়ে দেবার পাত্র নন—কে না জানে তাঁর সেই গভীর মনোনিবেশের কাহিনী,

ব্রিজটাউনে ১৯৫৭-৫৮ সালে যখন গিলক্রিস্ট, অ্যাটকিনসন, সোবার্সের বিরুদ্ধে অটলভাবে যুঝে ৯৯৯ মিনিট ল'ড়ে ৩৩৭ রান করেছিলেন। এখানেও লাঞ্চ পর্যন্ত তিনি লেগে রইলেন, অসীম ধৈর্য ও অভিনিবেশের প্রতিমূর্তি হ'য়ে, লাঞ্চের সময় পাকিস্তানের রান বিনা উইকেটে ৭১।

ইমতিয়াজের কাছ থেকে বড়ো ইনিংসের প্রত্যাশা অবাস্তব ছিলো না কোনো দিনই। আর মাদ্রাজে হানিফ যখন অস্বস্তিতে ভুগছেন, তখন ইমতিয়াজের ব্যাট থেকে উইকেটের চারপাশে অনর্গল রান নিঃসৃত হচ্ছিলো।

কনট্র্যাকটর অনবরত বোলার বদল করলেন, কিন্তু ইমতিয়াজ পেরুলেন পঞ্চাশ, জুটির রান পেরুলো ১০০ ; হানিফেরও পঞ্চাশ হ'লো, দলের রান পেরুলো দেড়শো ; অবশেষে চায়ের বিরতি যখন সন্নিকট, এবং প্রথম উইকেটের জুটিতে রান উঠেছে ১৬২, পাকিস্তানের নতুন রেকর্ড, সুরেন্দ্রনাথের বলে কাট করতে গিয়ে হানিফ কুন্দেরানের হাতে ক্যাচ তুলে দিয়ে বিদায় নিলেন—হানিফের নিজের রান ৬২। সর্বসমেত ২২০ মিনিট উইকেটে ছিলেন হানিফ, আর হাঁকিয়েছিলেন সাতটি বাউণ্ডারি। আর এটাই বলা যায় তাঁর ইনিংসের বৈশিষ্ট্য যে দেশাইয়ের বলে আগাগোড়া অস্বস্তিতে কাটিয়েও তিনি কখনো হাল ছেড়ে দেননি।

সয়ীদ নামতেই ইমতিয়াজের সেঞ্চুরি হ'লো ; চায়ের সময় পাকিস্তানের রান এক উইকেটে ১৮৩, ইমতিয়াজ অপরাজিত ১০৪। চায়ের পরে সয়ীদ এমন-ভাবে ভারতীয় বোলিংকে আক্রমণ করলেন যে ইমতিয়াজ আড়ালে চ'লে গেলেন : খেলার নায়ক হ'য়ে উঠলেন সয়ীদ। তাঁর মারের জৌলুশে মাঠ আলো হ'য়ে উঠলো ; কনট্র্যাকটর ফিল্ড ছড়িয়ে দিয়েও রান আটকাতে পারছিলেন না। দিনের শেষে পাকিস্তানের রান এক উইকেটে ২৩৫, ইমতিয়াজ অপরাজিত ১২৩।

পরদিন আর মাত্র ১২ রান যোগ ক'রে ইমতিয়াজ দেশাইয়ের বলে আউট হ'য়ে চ'লে গেলেন। তারপর থেকে কেবল সয়ীদ আর সয়ীদ—বার্কি শুধু উইকেট আগলে রেখেই সন্তুষ্ট। সয়ীদকে ঠেকানো প্রায় অসম্ভব ; তিনি নিজে থেকে ইচ্ছে ক'রে আউট না-হ'লে তাঁকে যেন আউট করাই যাবে না। কারু বল তাঁর খেলায় কোনো প্রভাব ফ্যালেনি। দেশাই বা সুরেন্দ্রনাথ, গুপ্তে বা বোরদে—তাঁর ব্যাটের মুখোমুখি প'ড়ে সকলেরই সমান দুর্দশা। লাঞ্চের ঠিক আগটায় অবিশ্যি, অপরপক্ষে, বোরদের বলে কনট্র্যাকটরের হাতে ক্যাচ দিয়ে বার্কি বিদায় নিলেন। লাঞ্চের সময় পাকিস্তানের রান তিন উইকেটে ৩২৮।

চায়ের সময় সে-রান দাঁড়ালো পাঁচ উইকেটে ৪১৩। সয়ীদ আউট হলেন তাঁর অনিবার্য সেঞ্চুরির পরেই : দেশাই-কুন্দেরান জুটির শিকার। মোটমাট ২১৮ মিনিট উইকেটে থেকে দশটি বাউণ্ডারির সাহায্যে ১০৩ করেছিলেন সয়ীদ। ওয়ালিস ম্যাথিয়াস আউট হয়েছিলেন ৪৯ ক'রে : পরিচ্ছন্ন, ছন্দোময়, নিপুণ একটি ইনিংস—সয়ীদের ঝলশানির পাশেও তাঁর সৌষ্ঠব মলিন হয়নি। মুস্তাক বাকি সময় ভারতীয় বোলারদের নিয়ে ছেলেখেলা করলেন। দিনের শেষে পাকিস্তান আট উইকেটে ৪৪৮—মুস্তাক অপরাজিত ৪১।

নাসিমুল গনি, ইনতিকাব আলম বা ফজল মামুদ—কেউই কোনো সুবিধেই করতে পারেননি। তৃতীয় দিন সকালেঐ রানেই ফজল মামুদ ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা ক'রে দিলেন। পাকিস্তানের অবস্থা ক্রমেই উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো যখন ঐ ব্যাটিং-উইকেটে সারাদিনে ভারত রান তুললো চার উইকেটে ১৭৭। কিন্তু খেলার শেষ হ'তে বাকি মাত্র দু-দিন। অতএব ভারত যদি ফলো-অন করতে বাধ্য হয়, কেবল তবেই খেলার নিষ্পত্তি হ'তে পারে। কিন্তু ফলো-অন এড়াতে পারলে অন্য টেস্টগুলোর মতোই এ-টেস্টেও শেষ হবে বহ্বারম্ভ ও লঘু ক্রিয়া ক'রে। কারণ এই জমকালো ব্যাটিং-উইকেটে এই দুই সমশক্তিমান দল যে হঠাৎ ঝুপঝুপ ক'রে উইকেট খুইয়ে বসবে, তার কোনো সম্ভাবনা নেই।

ফজল অতএব ইনিংস ঘোষণা ক'রে সিরিজে অন্তত একবার আক্রমণ করবার একটা ভঙ্গিমা করেছিলেন।

পাকিস্তান : প্রথম দফা

হানিফ মহম্মদ	ক. কুন্দেরান	ব. সুরেন্দ্রনাথ	৬২
† ইমতিয়াজ আহমেদ		ব. দেশাই	১৩৫
সয়ীদ আমেদ	ব. কুন্দেরান	ব. দেশাই	১০৩
জাভেদ বার্কি	ক. কনট্র্যাকটর	ব. বোরদে	১৯
ওয়ালিস ম্যাথিয়াস	লেগ-বিফোর	ব. উমরিগড়	৪৯
মুস্তাক মহম্মদ	অপরাজিত		৪১
নাসিমুল গনি	ক. কুন্দেরান	ব. উমরিগড়	৫
ইনতিকাব আলম	ক. কুন্দেরান	ব. দেশাই	১৩
* ফজল মামুদ	ক. কুন্দেরান	ব. দেশাই	৪

মামুদ হুসেন	ব্যাট করেননি	—
হাসিব আহ্সান	ব্যাট করেননি	—
অতিরিক্ত (বাই ১২, লেগ-বাই ৩, নো-বল ২)		১৭
	আট উইকেটে ঘোষিত	৪৪৮

পতন: ১৬২ (হানিফ) ; ২৫২ (ইমতিয়াজ), ৩২২ (বার্কি) ; ৩৩৮ (সয়ীদ) ; ৪০৮ (ম্যাথিয়াস) ; ৪২০ (নাসিমুল গনি) ; ৪৪৪ (ইনতিকাব) ; ৪৪৮ (ফজল)।

দেশাই	২৮.৫	৪	৬৬	৪
সুরেন্দ্রনাথ	৩৮	১০	৯৯	১
গুপ্তে	৩০	৯	৯৭	০
উমরিগড়	৫৩	২৪	৬৪	২
বোরদে	৩৩	৪	১০৫	১

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের সময় ভারতের রান বিনা উইকেটে ৮১, কনট্র্যাকটর আর জয়সীমা আস্থায় আর স্বাচ্ছন্দ্যে ভরপুর। কিন্তু লাঞ্চের পরেই খেলার চেহারা পালটে গেলো, যখন একটা ফুলটসকে ঠ্যাঙাতে গিয়ে জয়সীমা আউট হলেন আর দাত্তু গায়কোয়াড় বোলারের হাতেই ক্যাচ তুলে দিলেন। কনট্র্যাকটর আর মঞ্জরেকার তক্ষুনি অতি সাবধানে খেলতে শুরু করলেন : গম্ভীর ও চিন্তিত মন্থর ক্রিকেট, কিন্তু সত্যিকার অস্বস্তি কোথাও নেই। ফজল অনবরত তাশ ফাটাবার মতো বোলার বদল করলেন, কিন্তু কারু উপরেই কোনো দাগ কাটতে পারলেন না। চায়ের সময় ভারতের রান দু-উইকেটে ১৪৬।

চায়ের পরে প্রথম বলেই ইনতিকাবের ডিগবাজি-খাওয়া দুর্দান্ত ক্যাচে কনট্র্যাকটর প্রস্থান করলেন। সবশুদ্ধু ২৪১ মিনিট ব্যাট করেছিলেন কনট্র্যাকটর, রান করেছিলেন ৮১, মনে হয়েছিলো সেঞ্চুরি অবধারিত ; কিন্তু ক্রিকেটে অবধারিত ব'লে কোনো কথা নেই—প্রতিটি বল নতুন ক'রে জট পাকায়, ধাঁধা জাগায়, বিপদ ঘনিয়ে তোলে। কিন্তু পাকিস্তানের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো আঘাত হানলেন হাসিব, যখন মঞ্জরেকারকে তিনি বোল্ড ক'রে দিলেন। অতএব চায়ের পর খেলা আরো মন্থর হ'য়ে পড়লো—উমরিগড় আর বোরদে রান তোলা নয়, উইকেট আগলে রাখাকেই শ্রেয় ব'লে মনে করলেন।

চতুর্থ দিনের খেলা নিধারিত সময়ের কুড়ি মিনিট আগে বন্ধ হ'লো : না,

বৃষ্টির জন্য নয়, খারাপ আলোর জন্যও নয়, বরং অতিরিক্ত আলোর জন্য। গ্যালারিতে আগুন লেগেছিলো, আর সারা দিনে ঐ একবারই উত্তেজনা ঝলশে উঠেছিলো। সে-সময়ে ভারতের রান ছিলো পাঁচ উইকেটে ৩৪৫। অর্থাৎ ৩১০ মিনিটে ভারত রান তুলেছিলো এক উইকেট খুইয়ে ১৬৮। সারা সকাল উমরিগড় আর বোরদে পাকিস্তানি আক্রমণে নাস্তানাবুদ হয়েছেন, ভ্যাবাচাকা খেয়েছেন, আর রান উঠেছে অতি ধীরে। লাঞ্চের পরে অবিশ্যি উমরিগড়ের হাত খুলেছিলো : একেবারে ভিন্ন চরিত্রের খেলা, যেন ডক্টর জিকল আর মিস্টার হাইডের নতুন সংস্করণ। উইকেটের চারপাশে মেরে তিনি সেঞ্চুরিতে পৌঁছলেন। বোরদে, অবশ্য, কখনোই হাত খোলেননি। দিনের শেষে তাঁর নিজের রান দাঁড়িয়েছিলো অপরাজিত ৫৮।

পঞ্চম দিনে বোরদে অবশ্য ধীরে-ধীরে হাত খুললেন, যখন বস্তুত খেলার বারোটা বেজে গিয়েছে। ৫৩৭ মিনিট ব্যাট ক'রে তিনি অবশেষে রান তুললেন অপরাজিত ১৭৭, তাতে ছিলো তেরোটা বাউণ্ডারি, এবং অবশেষে ন-উইকেটে ৫৩৯ রানে কনট্র্যাকটর ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন। খেলা শেষ হ'তে তখন অতি অল্প সময়ই বাকি ছিলো। নতুন-দিল্লিতে হল-গিলক্রিস্ট স্মিথ-সোবার্সের বলে সেই রোমাঞ্চকর সেঞ্চুরি ও ৯৬ রান করবার পর বোরদের হাত থেকে এই প্রথম একটা বড়ো ইনিংস বেরোলো—আস্ত খেলায় হয়তো এটাই ছিলো ভারতের একমাত্র সান্ত্বনা।

ভারত

এম. এল. জয়সীমা	ক. ইনতিকাব	ব. মামুদ হুসেন	৩২
* নরিম্যান কনট্র্যাকটর	ক. ইনতিকাব	ব. হাসিব	৮১
দাত্তু গায়কোয়াড়	ক. ও	ব. হাসিব	৯
বিজয় মঞ্জরেকার		ব. হাসিব	৩০
পলি উমরিগড়		ব. হাসিব	১১৭
চান্দু বোরদে	অপরাজিত		১৭৭
মিলখা সিং	ক. ফজল	ব. হাসিব	১৮
† বুধি কুন্দেরান		ব. হাসিব	১২
রমাকান্ত দেশাই	স্টা. ইমতিয়াজ	ব. নাসিমুল গনি	১৮

আর. সুরেন্দ্রনাথ	স্টা. ইমতিয়াজ	ব. নাসিমুল গনি	৬
বালু গুপ্তে	অপরাজিত		১৭
অতিরিক্ত (বাই ১০, লেগ-বাই ৭, নো-বল ৫)			২২
		ন-উইকেটে ঘোষিত	৫৩৯

পতনঃ ৮৪ (জয়সীমা) ; ১০২ (গায়কোয়াড়) ; ১৪৬ (কনট্র্যাকটর) ; ১৬৪ (মঞ্জরেকার) ; ৩৪১ (উমরিগড়) ; ৩৯৬ (মিলখা সিং) ; ৪১৬ (কুন্দেরান) ; ৪৪৭ (দেশাই) ; ৪৭৬ (সুরেন্দ্রনাথ)।

মামুদ হুসেন	৩৭	১২	৮৬	১
ফজল মামুদ	৪৩	২২	৬৬	০
হাসিব আহ্সান	৮৪	১৯	২০২	৬
ইনতিকাব আলম	১৭	৫	৪০	০
নাসিমুল গনি	৪৫	১২	১২৩	২

খেলার বাকি অর্থহীন সময়টুকুতে ইমতিয়াজ আর সয়ীদ রান তুললেন ৫৯। ক্রিকেট খেলা যে সব সময় রোমাঞ্চকর হবে, তেমন দাবি কেউ করে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই সব অর্থহীন ইনিংস ঘোষণারও কোনো সার্থকতা নেই। ভারতীয় ইনিংসে হাসিব আহ্সান বল করেছিলেন ৮৪ ওভার, এটাই হয়তো খেলার সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক তথ্য। এবং চারটে সেঞ্চুরি। এবং ইনতিকাবের চমকপ্রদ ক্যাচ লোফা। এবং দেশাই-হানিফের সংঘর্ষ। অথচ, এমন কতগুলো মুহূর্ত সত্ত্বেও, পুরো টেস্টটা, তবু, কিছুতেই একঘেয়েমির নালিশ এড়াতে পারে না।

পাকিস্তান : দ্বিতীয় দফা

† ইমতিয়াজ আহ্মেদ	অপরাজিত	২০
সয়ীদ আমেদ	অপরাজিত	৩৮
অতিরিক্ত (নো-বল ১)		১
	বিনা উইকেটে	৫৯

দেশাই	৩	০	১৪	০
সুরেন্দ্রনাথ	৩	২	৮	০
গুপ্তে	৫	০	১৯	০
জয়সীমা	৩	০	৮	০

মিলখা সিং	১	০	২	০
কনট্র্যাকটর	১	০	২	০
মঞ্জরেকার	২	০	৬	০

পঞ্চম টেস্ট : নতুন-দিল্লি ; ফেব্রুয়ারি ৮, ৯, ১১, ১২ ও ১৩/১৯৬১

সিরিজের শেষ টেস্ট শুরু হবে, কিন্তু তখনও 'রাবার' অনিশ্চিত। অতএব স্বভাবতই পঞ্চম টেস্টের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছিলো। এবং পাকিস্তান হারতে-হারতে বেঁচে গিয়েছিলো : জয়ের জন্য শেষ পর্যন্ত ভারতের উপর দায়িত্ব পড়েছিলো দশ মিনিটে ৭৪ রান হাঁকাবার। পাকিস্তান ফলো-অন ক'রে কেবল চারিত্রিক দৃঢ়তার ফলেই এ-টেস্টটি বাঁচাতে পেরেছিলো। বিশেষ ক'রে শেষ দিনের খেলা আগাগোড়াই ছিলো উত্তেজনায় ভরপুর। আস্ত পাকিস্তান দলকে অল্প রানে নামিয়ে দিতে পারলে ভারতের পক্ষে জেতা সম্ভব—অন্তত জয়ের জন্য যত রান চাই তা হাঁকাবার মতো সম্ভবপর সময় চাই তো হাতে—পক্ষান্তরে, পাকিস্তানের প্রধান দায়িত্ব ছিলো ভারতকে কোনো সময়ই না-দেয়া। আর পাকিস্তান সে-দায় সুষ্ঠুভাবেই শামলেছিলো।

অবশেষে টসে জিতেছিলেন কনট্র্যাকটর। আর দিল্লির মন্থর উইকেটে প্রথম ব্যাট করবার সুযোগ পেয়ে সারা দিনে ভারত রান তুলেছিলো দু উইকেটে ১৬৪। দিনের শেষে কনট্র্যাকটর ছিলেন অপরাজিত ৫৪, আর মঞ্জরেকার অপরাজিত ৬। পরে খেলার ধারা দেখে বোঝা গিয়েছিলো, প্রথম দিনে ভারত যদি দ্রুত রান তোলবার জন্য তৎপর হ'তো, তাহ'লে হয়তো পাকিস্তানের পক্ষে খেলা বাঁচানো সম্ভব হ'তো না—কিন্তু এ-সবই নিতান্ত অলস জল্পনা।

জয়সীমা শুরু করেছিলেন ভালোই, কিন্তু মহম্মদ ফারুকের ইনসুয়িঙ্গার তাঁকে ঘায়েল ক'রে দিলো। তারপরে সারা দিনের খেলার নায়ক রুসি সুরতি। এটা তাঁর জীবনের দ্বিতীয় টেস্ট : মাত্র দু-ঘণ্টা উইকেটে ছিলেন, সাতটা বাউণ্ডারি সমেত হাঁকিয়েছিলেন ৬৪ রান, কনট্র্যাকটরের সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটে যোগ করেছিলেন ১০৭ রান। ইনতিকাবের বলে সুরতির জমকালো কভার-ড্রাইভ ক্ষিপ্রতায় সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলো। ফজল মামুদের বলে ইমতিয়াজের হাতে ক্যাচ তুলে না-দিলে সুরতি সেদিন আরো-যে তুলকালাম কাণ্ড করতেন, তাতে সন্দেহ নেই।

স্টিভনসনের গল্পটা যে কনট্র্যাকটরেরও জানা আছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেলো, তাঁর দ্বিতীয় দিনের পড়ি-মরি খেলার ধরনে। কিন্তু একঘণ্টা ব্যাট করার পর মামুদ হুসেনের খাটো লেংথের লাফানো বল হুক করতে গিয়ে আহত হ'য়ে কনট্র্যাকটর চ'লে গেলেও উমরিগড় আর বোরদে এক ঘণ্টায় যোগ করেছিলেন ৪০ রান—সেই পর্যায়ের খেলায় তাকেই মনে হচ্ছিলো দ্রুত রান তোলার চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত।

বোরদে আউট হলেন জুটির রান ১০৭ হবার পর, ৩২৪-এ, ফারুকের বলে উইকেটরক্ষকের হাতে ক্যাচ তুলে। বোরদের ৪৫ রানে বাউণ্ডারি ছিলো সাতটি। কনট্র্যাকটর আবার ব্যাট করতে নামলেন বটে, কিন্তু এবার বেশিক্ষণ টিকলেন না। ৯২ রান ক'রে, সেঞ্চুরির মুখে দাঁড়িয়ে, কনট্র্যাকটর আউট হ'য়ে চ'লে গেলেন। সেঞ্চুরি অবশ্য করলেন উমরিগড়, ২৩২ মিনিটে বারোটি বাউণ্ডারি সমেত। দিনের শেষে পাঁচ মিনিটে মিলখা সিং রান করলেন অপরাজিত ১৯; দিনের শেষে ভারত পাঁচ উইকেট ৩৯৩, উমরিগড় অপরাজিত ১০৫।

তৃতীয় দিন সকালে ৭৫ মিনিটে ভারত যোগ করলো ৭০ রান; তাড়াতাড়ি রান তোলবার চেষ্টায় সকলেই উইকেট বিলিয়ে ফিরে এলেন।

ভারত : প্রথম দফা

এম. এল. জয়সীমা		ব. ফারুক	২৭
* নরিম্যান কনট্র্যাকটর	ক. ও	ব. ইনতিকাব	৯২
রুসি সুরতি	ক. ইমতিয়াজ	ব. ফজল	৬৪
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. ম্যাথিয়াস	ব. হাসিব	১৮
পলি উমরিগড়		ব. ফজল	১১২
চান্দু বোরদে	ক. ইমতিয়াজ	ব. ফারুক	৪৫
মিলখা সিং		ব. মামুদ হুসেন	৩৫
বাপু নাদকার্নি		ব. ফজল	২১
† বুধি কুন্দেরান	অপরাজিত		১২
রমাকান্ত দেশাই		ব. মামুদ হুসেন	৩
বামন কুমার		ব. মামুদ হুসেন	৬
অতিরিক্ত (বাই ৬, লেগ-বাই ১৩, নো-বল ৯)			২৮
			৪৬৩

পতন : ৪৩ (জয়সীমা); ১৫০ (সুরতি); ২০১ (মঞ্জরেকার); ৩২৪ (বোরদে); ৩৩৮ (কনট্র্যাকটর); ৪০১ (উমরিগড়); ৪৩৯ (মিলখা সিং); ৪৪১ (নাদকার্নি); ৪৫৩ (দেশাই); ৪৬৩ (কুমার)।

মামুদ হুসেন	৪০	৯	১১৫	৩
ফজল মামুদ	৩৮	৮	৮৬	৩
মহম্মদ ফারুক	২৯	২	১০১	২
হাসিব আহ্‌সান	১৮	৫	৫৭	১
ইনতিকাব আলম	৩৩	৬	৭৬	১

পাকিস্তানি ইনিংসের সূচনাতেই আঘাত হানলেন দেশাই : ঠুকে দিলেন বল, আর লেগট্র্যাপ থেকে সাবলীলভাবে লুফে নিলেন মিলখা সিং: অতএব হানিফের নিষ্ক্রমণ। পরক্ষণেই ফরোয়ার্ড শর্ট-লেগে ইমতিয়াজকে ফশকালেন বামন কুমার, দুর্ভাগা বোলারটি দেশাই। কিন্তু খেলার চেহারাটাই বদলে গেলো যখন কুমার তাঁর লেগ-স্পিন আর গুগলি নিয়ে আসরে নামলেন। প্রথম ওভারেই তাঁর গুগলিতে ঠকালেন ইমতিয়াজকে ; আর সয়ীদ আর বার্কি দুজনেই তাঁর বলে অনবরত নাস্তানাবুদ হ'তে লাগলেন। কিন্তু পরের উইকেটটা পেলেন নাদকার্নি : সয়ীদের নিষ্ক্রমণে পাকিস্তানের রান তিন উইকেটে ৭৮। নবাগত ম্যাথিয়াস অবিলম্বেই কুমারের গুগলিতে ধাঁধা দেখে ফিরে গেলেন। চায়ের সময় পাকিস্তান চার উইকেটে ১০০।

চায়ের পর কুমার একটানা বল ক'রে গেলেন। মুস্তাককেও তিনি পেতেন সেদিন, যদি মঞ্জরেকার মিড-উইকেটে ক্যাচটা না-ফশকাতেন। মুস্তাক কিন্তু তাঁর বিখ্যাত ভ্রাতার উলটো ধরনে দেশাইয়ের ঠোকা বলগুলোকে অনায়াসে জবরদস্ত হুক মারে সীমানা পার ক'রে দিচ্ছিলেন। বার্কি আর মুস্তাক একরোখাভাবে ভারতীয় আক্রমণ প্রতিহত ক'রে গেলেন—দিনের শেষে পাকিস্তান চার উইকেটে ১৫০।

চতুর্থ দিনের নায়ক মুস্তাক মহম্মদ। বার্কি-মুস্তাক জুটি ভেঙেছিলো লাঞ্চের আধঘণ্টা আগে, তারপর ইনতিকাবও লাঞ্চের আগেই আউট হ'য়ে গিয়েছিলেন। দুটি উইকেটেই পেয়েছিলেন দেশাই। মঞ্জরেকার স্লিপে দুর্দান্ত ক্যাচ নিয়ে আগের দিনের গাফিলি কাটাবার চেষ্টা করেছিলেন। পঞ্চম উইকেটে পাকিস্তান করেছিলো ১৩৬ রান—বার্কির ৬১ রানের মধ্যে ছিলো

বারোটা বাউণ্ডারি। বার্কির পরে কেবল কিশোর মুস্তাকই পাকিস্তানি ব্যাটিং আগলে রেখেছিলেন। ২০৫ মিনিটে উনিশটি বাউণ্ডারি সমেত মুস্তাক সেঞ্চুরি করেছিলেন; টেস্টে যাঁরা সেঞ্চুরি করেছেন পৃথিবীতে, তাঁদের মধ্যে মুস্তাকই কনিষ্ঠতম খেলোয়াড়; পরে আমরা দেখবো তাঁর বয়েস কুড়ি পেরোবার আগেই তিনি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে নটিংহামেও একটি চমকপ্রদ সেঞ্চুরি করেছেন। তাঁর খেলার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে খারাপ বল তাঁর কাছে সব সময়েই খারাপ বল—অতএব তাকে সবসময়েই সাজা দিতে হবে। মুস্তাক সেঞ্চুরি ক'রে আউট হবার পর চায়ের আগেই ২৮৬ রানে পাকিস্তানের ইনিংস শেষ হ'য়ে গেলো। বামন কুমার আগাগোড়া মাথা খাটিয়ে চমৎকার বল ক'রে পেলেন ৬৪ রান পাঁচ উইকেটে।

পাকিস্তান : প্রথম দফা

† ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ		ব. কুমার	২৫
হানিফ মহম্মদ	ক. মিলখা সিং	ব. দেশাই	১
সয়ীদ আমেদ	ক. উমরিগড়	ব. নাদকার্নি	৩৬
জাভেদ বার্কি	ক. মঞ্জরেকার	ব. দেশাই	৬১
ওয়ালিস ম্যাথিয়াস	ক. নাদকার্নি	ব. কুমার	১০
মুস্তাক মহম্মদ	ক. কুমার	ব. দেশাই	১০১
ইনতিকাব আলম		ব. দেশাই	০
* ফজল মামুদ	ক. নাদকার্নি	ব. কুমার	১৩
মামুদ হুসেন	লেগ-বিফোর	ব. কুমার	২০
হাসিব আহ্‌সান		ব. কুমার	৫
মহম্মদ ফারুক	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ৮, লেগ-বাই ১, ওয়াইড ১, নো-বল ৪)			১৪
			২৮৬

পতন : ১০ (হানিফ); ৬০ (ইমতিয়াজ); ৭৮ (সয়ীদ); ৮৯ (ম্যাথিয়াস); ২২৫ (বার্কি); ২২৯ (ইনতিকাব); ২৫৪ (ফজল); ২৬৫ (মুস্তাক); ২৮১ (হাসিব); ২৮৬ (মামুদ হুসেন)।

ফলো-অন করতে এসে পাকিস্তান দিনের শেষে রান তুললো বিনা উইকেটে

৫৭। পেশিতে টান পড়ায় দেশাই এক ওভার বল ক'রেই প্যাভিলিয়নে ফিরে যেতে বাধ্য হন, অতএব হানিফ-দেশাই সংঘর্ষ জ'মে ওঠবার স্থযোগ পায়নি। শেষদিন সকালে দেশাই নবোগুমে আক্রমণ শুরু করলেন, কিন্তু জয়সীমা হতে পেয়েও ইমতিয়াজকে না-লুফে ফেলে দিলেন। উইকেট অবশ্য দেশাই একটু পরেই পেলেন, সেটা হানিফের। তারপর ইমতিয়াজ আউট হলেন নাদকার্নির বলে—পাকিস্তান দু-উইকেটে ১০৭, ইমতিয়াজ ৫৩।

তার পরেই যেন পাকিস্তানের শিরদাঁড়া ভেঙে গেলো। একে-একে আউট হলেন বার্কি, ম্যাথিয়াস, সয়ীদ আর ইনতিকাব : পাকিস্তান ছ-উইকেটে ১৬৫। সময় চ'লে যাচ্ছে, উত্তেজনা তাই রুদ্ধশ্বাস। মুস্তাকের সঙ্গে ৪৫ মিনিট দুর্গ আগলে রইলেন অধিনায়ক ফজল। ততক্ষণে পাকিস্তান ভারতের রান পেরিয়ে গেছে : অর্থাৎ এখন পাকিস্তানের প্রতিটি রান এক-এক ক'রে জমা হবে, আর ভারতকে জিততে হ'লে তেমনি এক-এক ক'রে প্রতিটি রান করতে হবে। এবার দেশাই পেলেন মুস্তাককে—কিন্তু নতুন প্রতিরোধ গ'ড়ে দাঁড়ালেন হাসিব ও মামুদ হুসেন। চায়ের সময় পাকিস্তানের রান আট উইকেটে ১৯৭।

চায়ের পরে হাসিব কুমারের বলে প্রচণ্ড ছক্কা হাঁকাতেই খেলার ফলাফল নির্ধারিত হ'য়ে গেলো। নতুন বল নিয়ে দেশাই হাসিবকে বোল্ড ক'রে দিলেন বটে, কিন্তু মামুদ হুসেন একঘণ্টা ধ'রে ঠেকালেন ভারতকে—সাতটি চার হাঁকিয়ে ৩৫ রান ক'রে নাদকার্নির বলে মামুদ হুসেন যখন আউট হলেন, তখন তিনি পাকিস্তানের পরিত্রাতা। কারণ ভারতের হাতে সময় আছে মাত্র দশ মিনিট আর জয়ের জন্য চাই অসম্ভব ও কল্পনাতীত ৭৪।

পাকিস্তান : দ্বিতীয় দফা

† ইমতিয়াজ আহমেদ	লেগ-বিফোর	ব. নাদকার্নি	৫৩
হানিফ মহম্মদ		ব. দেশাই	৪৪
সয়ীদ আমেদ	ক. বদলি	ব. নাদকার্নি	৩১
জাভেদ বার্কি	ক. ও	ব. কুমার	৮
ওয়ালিস ম্যাথিয়াস	ক. বোরদে	ব. নাদকার্নি	২
মুস্তাক মহম্মদ	লেগ-বিফোর	ব. দেশাই	২২
ইনতিকাব আলম		ব. কুমার	১০
* ফজল মামুদ	লেগ-বিফোর	ব. দেশাই	১৮

মামুদ হুসেন		ব. নাদকার্নি	৩৫
হাসিব আহ্সান		ব. দেশাই	৬
মহম্মদ ফারুক	অপরাজিত		১৪
অতিরিক্ত (বাই ২, লেগ-বাই ৫)			৭
			২৫০

পতন: ৮৩ (হানিফ); ১০৭ (ইমতিয়াজ); ১২৬ (বার্কি); ১৩১ (ম্যাথিয়াস) ১৪২ (সয়ীদ); ১৬৫ (ইনতিকাব); ১৮৯ (ফজল); ১৯৬ (মুস্তাক); ২১২ (হাসিব); ২৫০ (মামুদ হুসেন)।

দেশাই	২৮	৫	১০৩	৫	২৭	৩	৮৮	৪
সুব্রতি	১১	১	৩৮	০	৭	০	৩৪	০
নাদকার্নি	৩৪	২৪	২৩	১	৫২.৪	৩৮	৪৩	৪
কুমার	৩৭.৫	২১	৬৪	৫	৩৬	১৭	৬৮	২
বোরদে	১০	৩	৩০	০	২	০	২	০
উমরিগড়	৫	১	১৪	০	৩	২	৮	০

ভারত : দ্বিতীয় দফা

এম. এল. জয়সীমা	অপরাজিত		১৪
† বুধি কুন্দেরান	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (নো-বল ১)			১
		বিনা উইকেটে	১৬

মামুদ হুসেন	১	০	৭	০
মহম্মদ ফারুক	১	০	৮	০

১৮ ভারতে ইংলণ্ড ১৯৬১-৬২

ঠিক দশ বছর পরে টেড ডেক্সটারের নেতৃত্বে এম. সি. সি. ভারত সফরে এলো। আর এই প্রথম বার নরি কন্ট্র্যাকটরের নেতৃত্বে ভারত কলকাতায় ও মাদ্রাজে ইংলণ্ডকে হারিয়ে 'রাবার' জিতে নিলো। সত্যি-যে ইংলণ্ড দলে কলিন কাউড্রে, টম গ্রেভনি, ফ্রেডি ট্রুম্যান আর ব্রায়ান স্ট্যাথাম অনুপস্থিত ছিলেন : সেই একবার জারডিনের নেতৃত্বে মোটামুটি ভালো দল এসেছিলো ভারতে, তারপর ইংলণ্ড কখনোই ভারতে তাদের সেরা দল পাঠায়নি ; কিন্তু ডেক্সটারের দলও নেহাৎ ফ্যালনা ছিলো না। ভারতে আসার আগে পাকিস্তানে টেস্ট খেলে এসেছিলো তারা, আর মোটামুটি ভাবে ইংলণ্ডের সব খেলোয়াড়ই তখন খেলায় সাড় খুঁজে পেয়েছিলেন। ভারত-পাকিস্তানের পিচে তাঁরা যে অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছেন তার প্রমাণ পাওয়া গেলো যখন বম্বাইয়ের ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্টেই তাঁরা আট উইকেটে ৫০০ (ঘোষিত) হাঁকালেন। অতএব সফরের সূচনা হয়েছিলো প্রবল আত্মবিশ্বাস ও আস্থার মধ্যে। কিন্তু ভারতীয় স্পিনাররা, বিশেষত সেলিম দুরানি, যাঁকে আমরা প্রথম টেস্ট খেলতে দেখেছিলুম বম্বাইতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে, ক্রমেই পুরো সফরের খেলায় তাঁর প্রাধান্য বিস্তার করলেন। তার মানে কিন্তু এই নয় যে একা দুরানিই ভারতকে জিতিয়ে দিয়েছিলেন ; ভারতীয় দলের সংহতি, 'সুপরিকল্পিত' আক্রমণ, আর আত্মবিশ্বাস উল্লেখযোগ্য-ভাবে টেস্টগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলো। সেদিক থেকে ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে কন্ট্র্যাকটরের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। পাকিস্তানের সঙ্গে খেলায় কন্ট্র্যাকটরের নেতৃত্বে অনেক সময় পরিকল্পনার অভাব ছিলো, অনেক সময়েই রক্ষণাত্মক ক্রিকেটের জন্য ভারতীয় খেলোয়াড়রা খেলার গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি ; হয়তো তার প্রধান কারণই ছিলো এই যে খেলা হচ্ছিলো। পাকিস্তানের সঙ্গে। আর পাকিস্তানের সঙ্গে খেলা সম্ভবত কখনোই নিছক খেলা থাকেনি। কিন্তু এবার কন্ট্র্যাকটরের নেতৃত্বে আগাগোড়া চিন্তা, কল্পনা ও এমনকি প্রেরণার ছাপ ছিলো। এক হিশেবে তিনিই ভারতীয় ক্রিকেটে দুরানিকে উপহার দিয়েছিলেন। আর উপহার দিয়েছিলেন আত্ম-বিশ্বাস, আক্রমণাত্মক মনোভাব ও পরিণত বুদ্ধি।

প্রথম টেস্ট : বম্বাই ; নভেম্বর ১১, ১২, ১৪, ১৫ ও ১৬/১৯৬১

ডেক্সটার টসে জিতে ব্যাট বেছে নিয়েছিলেন ; আর ঐ ব্যাটিং-উইকেটে রিচাডসন আর পুলার প্রথম ব্যাট করতে পাবার পূর্ণ স্থযোগ নিয়ে প্রথম উইকেটে হাঁকিয়েছিলেন নজির-তৈরি-করা ১৫৯ রান। অবশ্য খেলার গতিই পালটে যেতো, যদি ভারতীয় ফিল্ডাররা একের পর এক ক্যাচ না-ফশকাতেন। রিচার্ডসন ও পুলার—তুজনেই আউট হ'য়ে যেতেন, যখন ইংলণ্ডের রান কুড়িও ছোঁয়নি। তুর্ভাগা বোলার এ-ক্ষেত্রে আবারও দেশাই। রিচার্ডসন আবারও জীবন পেলেন, যখন তুরানির বলে বামন কুমার মিউ-উইকেটে তাঁকে ফেলে দিলেন, ইংলণ্ডের রান তখন ৪৭। তারপরে অবিশ্যি তুজনেই আর-কোনো স্থযোগ দেননি, এবং ক্রমে তুজনেরই হাত খুলে গিয়েছিলো। প্রথমে আউট হলেন পুলার : বোরদের নো-বল হাঁকিয়েছিলেন তিনি লং-অন বাউণ্ডারির উপর, পরের বলে আবার হাঁকড়াতে গিয়ে ক্রিজ থেকে বেরিয়ে এলেন—কুন্দেরান স্টাম্পড করতে ভুল করেননি। ১৭০ মিনিটে দশটি চার ও একটি ছক্কার সাহায্যে পুলার ৮৩ রান করেছিলেন।

রিচার্ডসন আউট হলেন সতেরো মিনিট পর : তাঁর নিজস্ব সংগ্রহ ছিলো ৭১ আর তাতে ছিলো সাতটি চার। চায়ের সময় ইংলণ্ডের রান তু-উইকেটে ২০৯। নতুন বল নিয়ে অবিলম্বেই রঞ্জানে মাইক স্মিথকে খোঁচা দিতে বাধ্য করলেন, অবশ্য মাইক স্মিথ কখনোই স্বস্তির সঙ্গে ব্যাট করেননি। ডেক্সটার নেমেই বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি ভিন্ন জাতের ব্যাটসম্যান। অন্য প্রান্তে ব্যারিংটন ছিলেন ধীর, মন্থর, কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্যময়। দিনের শেষে ইংলণ্ড তিন উইকেটে ২৮৮। সারা দিনে ছ-জন বোলার দিয়ে কনট্রাক্টর আক্রমণ সাজাবার চেষ্টা করেছেন ; রঞ্জানে ও দেশাই বল করছেন বুদ্ধিমান ও স্থচিন্তিত ; কৃপাল সিং ছিলেন লেংথে অটুট, নিশানায় নিভুর্ল ; তুরানির বাঁ-হাঁতি স্পিন মনে করিয়ে দিচ্ছিলো বিন্নু মানকড়কে : চতুর, কৌশলী আর টিটকিরি-দেয়া বল তাঁর—ব্যাটসম্যানকে সব সময়েই আহ্বান করছিলো পরিবর্তমান ফ্লাইটের পালটা উত্তর খুঁজতে।

ব্যারিংটন-ডেক্সটারের চতুর্থ উইকেটের যোগসাজসে রান উঠেছিলো ১৬১, আর তাতে ডেক্সটারের অবদান ছিলো ৮৫। ডেক্সটারের জোরালো ও প্রচণ্ড মারগুলো যেন সারা মাঠে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো ; তাঁর এগারোটি বাউণ্ডারির বেশির ভাগই ছিলো সজোর ড্রাইভ, আর ক্রিজের তুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে এসে

ভারতীয় স্পিনারদের মুখোমুখি হ'তে তিনি একটুও ইতস্তত করছিলেন না। দুরানির সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব খুবই উপভোগ্য হচ্ছিলো, যদিও শেষকালে দুরানির লোপ্পা বলই তাঁকে ঠকালো। ইংলণ্ড চার উইকেটে ৩৮৯।

সঙ্গে-সঙ্গে খেলার মোড় ঘুরে গেলো। পর-পর তিনটে উইকেট পড়লো ৬৯ রানের মধ্যে। চায়ের পর আউট হলেন টোনি লক। রঞ্জানের বলে ডেভিড অ্যালেনকে লুফে কুন্দেরান ইনিংসের পঞ্চম শিকারটিকে হস্তগত করলেন: এখনও এটাই ভারতীয় উইকেটরক্ষকের কৃতিত্বের সেরা নজির। ব্যারিংটন ৪২০ মিনিটে পনেরোটি বাউণ্ডারি সমেত অপরাজিত ১৫১ করলেন। তাঁর খেলা ডেক্সটারের পাশে নিষ্প্রভ মনে হ'তে পারে, মনে হ'তে পারে যান্ত্রিক ও মন্থর। কিন্তু এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে তাঁর নিখুঁত কেতাবি খেলাকেই ভারতীয়রা সবচেয়ে ডরাচ্ছিলেন। সেই ১৯৫৯ সালের সিরিজে ব্যারিংটন বার-বার ব্যাটিং বিপর্যয় সামলেছেন—পরে আমরা দেখবো এই সফরেও ব্যারিংটন যতক্ষণ ঠেকাবেন, ততক্ষণ ইংলণ্ডের কোনো বিপদ ঘনাবে না। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে সাফল্য লাভ করলেন বসন্ত রঞ্জানে। দেশাই গোড়ার দিকে ভালো বল করছিলেন, কিন্তু পরে তলপেটের পেশিতে টান পড়ায় তাঁর বলের ছন্দ ও তাল কেমন যেন কেটে গিয়েছিলো।

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

পিটার রিচার্ডসন	ক. কুন্দেরান	ব. বোরদে	৭১
জিওফ পুলার	স্টা. কুন্দেরান	ব. বোরদে	৮৩
কেন ব্যারিংটন	অপরাজিত		১৫১
মাইক স্মিথ	ক. কুন্দেরান	ব. রঞ্জান	৩৬
* টেড ডেক্সটার		ব. দুরানি	৮৫
বব বারবার	স্টা. কুন্দেরান	ব. বোরদে	১৯
† জন মারে	ক. বদলি	ব. রঞ্জানে	৮
ডেভিড অ্যালেন	ক. কুন্দেরান	ব. রঞ্জানে	০
টোনি লক		ব. রঞ্জানে	২৩
ডেভিড স্মিথ	ব্যাট করেননি		—
টোনি ব্রাউন	ব্যাট করেননি		—
অতিরিক্ত (বাই ৭, লেগ-বাই ১৫, নো-বল ২)			২৪
		আট উইকেটে ঘোষিত	৫০০

পতন ; ১৫৯ (পুলার) ; ১৬৪ (রিচার্ডসন) ; ২২৮ (মাইক স্মিথ) ; ৩৮৯ (ডেক্সটার) ; ৪৩৪ (বারবার) ; ৪৫৮ (মারে) ; ৪৫৮ (অ্যালেন) ; ৫০০ (লক)।

দেশাই	৩২	৩	৮৫	০
রঞ্জানে	২১	২	৭৬	৪
কৃপাল সিং	৩৩	৯	৬৪	০
কুমার	২৭	৮	৭০	০
দুরানি	৩০	৫	৯১	১
বোরদে	৩০	৫	৯০	৩

টোনি ব্রাউনের বাউন্সারে চোট পেয়ে জয়সীমা অপসৃত হবার পর আর-কোনো অঘটন ঘটলো না, ভারত দিনের খেলা শেষ করলে কোনো উইকেট না-খুইয়ে ৪২। পরের দিন সকালে কনট্র্যাকটর আউট হলেন অফস্পিনার ডেভিড অ্যালেনের বলে। জয়সীমা আবার খেলতে নেমেই প্রবল বেগে ইংলণ্ডের স্পিনারদের আক্রমণ করলেন। অন্য প্রান্তে মঞ্জরেকারের খেলা ছিলো ছিমছাম, চিক্কণ-শোভন, ঝকঝকে। কিন্তু দলের রান যখন ১২১, তখন মঞ্জরেকার বারবারের খাটো লেংথের বল সোজা টোনি লকের হাতে স্কোয়ারলেগে তুলে দিলেন। মিলখা সিং তাঁর দু-রানের জন্য চল্লিশ মিনিট অস্বস্তিতে কাটিয়ে ফিরে গেলেন। ভারত তিন উইকেটে ১৪০। চায়ের পর জয়সীমাকে যখন দুর্ধর্ষভাবে ব্যারিংটন লুফে নিলেন তখন জয়সীমার উপার্জন ছিলো এগারোটি বাউণ্ডারি সমেত ৫৬। কিন্তু দুরানি নেমেই শুরু করলেন তাঁর স্বাধীন, বেপরোয়া, খোলামেলা ব্যাটিং। সবরকম মার আছে দুরানির হাতে ; লেটকাট থেকে শুরু ক'রে ড্রাইভ ও পুল সমেত হুক পর্যন্ত—ব্রাউনকে দুরানির দারুণ হুক যখন বিশাল ছক্কার আকারে সীমানা পার ক'রে দিলে, তখন বোরদেও আক্রমণে তৎপর হলেন। দিনের শেষে ভারতের রান চার উইকেটে ২৫৫—দুরানি ও বোরদে ইংলণ্ডের মস্ত রানকে কোনো পরোয়া না-ক'রে অনর্গল রান তুলছেন।

পঞ্চম উইকেটে ১৫৮ মিনিটে রান উঠেছিলো ১৪২ : তাতে দুরানির দান ছিলো দুটি ছক্কা ও দশটি চার সমেত ৭১। যেটা তাঁর তৃতীয় ছক্কা হ'তো, মিড-অফ বাউণ্ডারির কাছে লম্ফমান বারবারের হাতে সেটাই তাঁর পতন ঘটালো। পরক্ষণেই ডেভিড স্মিথের বলে আউট হলেন বোরদে : তাঁর উপার্জন ন-টি

বাউণ্ডারি সমেত ৬৯। দলের রান ছ-উইকেটে ৩৪১। এর পরে কেবল কৃপাল সিংই একা প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করলেন – কিন্তু টোনি লকের বলে ঝুপঝুপ ক'রে বাকি উইকেটগুলো প'ড়ে গেলো। ভারত সবাই আউট হ'য়ে ৩৯০ – ইংলণ্ডের থেকে ১১০ রান পেছিয়ে।

ভারত : প্রথম দফা

* নরিম্যান কন্‌ট্র্যাকটর		ব. অ্যালেন	১৯
এম. এল. জয়সীমা	ক. ব্যারিংটন	ব. ডেক্সটার	৫৬
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. লক	ব. বারবার	৬৮
মিলখা সিং	ক. ব্রাউন	ব. অ্যালেন	২
চান্দু বোরদে		ব. ডেভিড স্মিথ	৬৯
সেলিম দুরানি	ক. বারবার	ব. অ্যালেন	৭১
কৃপাল সিং	অপরাজিত		৩৮
† বুধি কুন্দেরান	লেগ-বিফোর	ব. লক	৫
রমাকান্ত দেশাই	ক. রিচার্ডসন	ব. লক	১
বসন্ত রঞ্জানে	ক. বারবার	ব. লক	১৬
বামন কুমার		ব. লক	০
অতিরিক্ত (বাই ৩৩, লেগ-বাই ৪, নো-বল ৮)			৪৫
			৩৯০

পতন : ৮০ (কন্‌ট্র্যাকটর) ; ১২১ (মঞ্জরেকার) ; ১৪০ (মিলখা সিং) ; ১৭৩ (জয়সীমা) ; ৩১৫ (দুরানি) ; ৩৪১ (বোরদে) ; ৩৫৬ (কুন্দেরান) ; ৩৫৮ (দেশাই) ; ৩৮৩ (রঞ্জানে) ; ৩৯০ (কুমার)।

ডেভিড স্মিথ	৩১	১২	৫৪	১
ব্রাউন	১৯	২	৬৪	০
ডেক্সটার	১২	৪	২৫	১
বারবার	২২	৫	৭৪	১
লক	৪৫	২২	৭৪	৪
অ্যালেন	৩৯	২১	৫৪	৩

পুলার অসুস্থ ব'লে রিচার্ডসনের সঙ্গে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা

করতে নামলেন বারবার। চায়ের আগে ইংলণ্ডের রান উঠলো অনায়াস ও তৎপর ৪২। বারবার চমৎকার শুরু করেছিলেন—রান-আউট না-হ'লে তিনি হয়তো ভারতীয় স্পিনারদের লেংথ একেবারে তছনছ ক'রে দিতেন। তবু প্রথম উইকেটে ৭৪ রান কখনোই তাচ্ছিল্য করার মতো নয়—বিশেষত দুরানি যেভাবে তুলকালাম কাণ্ড শুরু করলেন, তাতে প্রথম উইকেটের স্বাচ্ছন্দ্য ক্রমেই বিপুল ব'লে প্রতিভাত হচ্ছিলো। রিচার্ডসন আর মাইক স্মিথ আউট হলেন পর-পর; দুরানির বলে মোটেই স্বস্তি মিলছে না—ব্যারিংটন ঠ'কে গিয়ে দুরানির হাতেই ক্যাচ তুলে দিলেন, তখন ব্যারিংটনের রান মাত্র ৯, কিন্তু দুরানি বলের উড়াল গতি বুঝতে না-পেরে ক্যাচ ফশকালেন। ব্যারিংটন তারপর সেই যে গুটিয়ে গেলেন—নিরেট, নিশ্চিত ও আস্থাশীল—সেটাই বরং ভয়ের কারণ হ'য়ে উঠলো। দুরানি-ডেক্সটার সংঘর্ষ এমনকি 'লর্ড এডওয়ার্ডকেও' বাধ্য করলো সাবধানি মন্থর ক্রিকেট খেলতে। দিনের শেষে ইংলণ্ড তিন উইকেটে ১২৭—ব্যারিটংন অপরাজিত ৩৪, ডেক্সটার অপরাজিত ১৬।

শেষ দিনের সকালবেলায় খেলার গুরুত্ব ছিলো যথেষ্ট। ইংলণ্ডকে যে কেবল ঝড়ের বেগে রান তুলতে হবে তা-ই নয়, খেলায় জিততে হ'লে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় ভারতকে নামিয়ে দেবার মতো উজ্জীবন্ত বোলিংও দরকার হবে। কিন্তু রঞ্জানে আর দেশাই যে পর-পর ডেক্সটার ও মারেকে আউট ক'রে দিলেন, তা-নয়, তাঁরা রানও আটকে রাখলেন। বিশেষত কনট্র্যাকটর ফিল্ড সাজিয়েছিলেন চতুর ও কৌশলী। ৭৫ মিনিট ব্যাট ক'রে পাঁচ উইকেটে ১৮৪ রানে ডেক্সটার নামকাওয়াস্তে ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন। ব্যারিংটন রইলেন অপরাজিত ৫২।

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় দফা

পিটার রিচার্ডসন	ক. কৃপাল সিং	ব. দুরানি	৪৩
বব বারবার	রান-আউট	নিক্ষেপক : দুরানি	৩১
কেন ব্যারিংটন	অপরাজিত		৫২
মাইক স্মিথ		ব. দুরানি	০
* টেড ডেক্সটার	ক. বদলি	ব. রঞ্জানে	২৭
† জন মারে		ব. দেশাই	২

টোনি লক	অপরাজিত	২২
অতিরিক্ত (বাই ৩, লেগ-বাই ৪)		৭
	পাঁচ উইকেটে ঘোষিত	১৮৪

পতন : ৭৪ (বারবার) ; ৯৩ (রিচার্ডসন) ; ৯৩ (মাইক স্মিথ) ; ১৪৪ (ডেক্সটার) ; ১৪৭ (মারে)।

দেশাই	১৩	২	৩৯	১
রঞ্জানে	১৩	১	৫৩	১
কৃপাল সিং	১৪	৩	৩৩	০
দুরানি	১১	১	২৮	২
বোরদে	৭	১	২৪	০

২৪৫ মিনিটে ২৯৫ রান করলে জিতবে, এই অবস্থায় খেলতে নেমেই ভারতীয় ইনিংসের ভিত ধ্ব'সে পড়লো। ডেভিড স্মিথের বলে অ্যালেন যখন কন্‌ট্র্যাকটরকে লুফে নিলেন ভারতের রান তখন মাত্র ৫। মঞ্জরেকারও তক্ষুনি আউট হতেন, কিন্তু পুলারের বদলে ফিল্ড করছিলেন পারফিট, তিনি ক্যাচ ফশকালেন।

মঞ্জরেকার ব্যরিংটনের মতোই, তার পরে আর-কোনো সুযোগ দেননি, বরং ভারতীয় ইনিংসকে তিনিই আগলে রেখেছিলেন। দ্বিতীয় উইকেটে জয়সীমা-মঞ্জরেকার যোগ করেছিলেন ১৩১ রান। জয়সীমা যখন আউট হলেন তখন বিপর্যয়ের ভয় দূর হয়েছে, হয়তো দ্রুত হারে রান তুললে ভারত জিতেও যেতে পারে। কিন্তু তারপর হঠাৎ খেলার মোড় ঘুরে গেলো—পর-পর আউট হলেন মঞ্জরেকার, মিলখা সিং ও দুরানি। চেষ্টাহীন স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে মঞ্জরেকার ৮৪ রান করেছিলেন—পরিশীলিত আর পরিণত, সৌষ্ঠবসুন্দর আর ছিমছাম। কিন্তু দুরানি যখন আউট হলেন, তখন খেলা শেষ হ'তে বাকি ২০ মিনিট, আর দলের রান পাঁচ উইকেটে ১৬২। অতএব বাকি কুড়ি মিনিট বোরদে ও কৃপাল সিং সাবধানে কাটিয়ে দিলেন। ভারতের মাটিতে পর-পর সাতটি টেস্ট শেষ হ'লো অমীমাংসিত।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

এম. এল. জয়সীমা	ক. ব্রাউন	ব. মাইক স্মিথ	৫১
* নরিম্যান কন্‌ট্র্যাকটর	ক. অ্যালেন	ব. ডেভিড স্মিথ	১
বিজয় মঞ্জরেকার	লেগ-বিফোর	ব. লক	৮৪
মিলখা সিং	ক. অ্যালেন	ব. রিচার্ডসন	১২
চান্দু বোরদে	অপরাজিত		১২
সেলিম দুরানি	ক. ও	ব. রিচার্ডসন	০
কৃপাল সিং	অপরাজিত		১৩
অতিরিক্ত (বাই ৩, লেগ-বাই ২, নো-বল ২)			৭
		পাঁচ উইকেটে	১৮০

পতন : ৫ (কন্‌ট্র্যাকটর) ; ১৩৬ (জয়সীমা) ; ১৪০ (মঞ্জরেকার) ; ১৬২ (মিলখা সিং) ; ১৬২ (দুরানি)।

ডেভিড স্মিথ	৭	২	১৮	১
ব্রাউন	৫	০	১৫	০
ডেক্সটার	৪	০	১৫	০
বারবার	১৩	২	৪২	০
লক	১৬	৯	৩৩	১
অ্যালেন	১১	৫	১২	০
ব্যারিংটন	৩	০	১৮	০
মাইক স্মিথ	৮	৩	১০	১
রিচার্ডসন	৬	৩	১০	২

দ্বিতীয় টেস্ট : কানপুর ; ডিসেম্বর ১, ২, ৩, ৫ ও ৬/১৯৬১

কানপুরে দ্বিতীয় টেস্টের জন্য ভারতীয় দলে একাধিক রদবদল হ'লো। দলে ঢুকলেন উমরিগড় ও সুভাষ গুপ্তে, বাদ গেলেন কুমার ও মিলখা সিং। দেশাই আর কুন্দেরানের বদলে স্থান পেলেন নবাগত সরদেশাই ও ইনজিনিয়ার। পাকিস্তানের সঙ্গে তৃতীয় টেস্টের পর গুপ্তেকে বসিয়ে দেয়া হয়েছিলো, এবার দলে ঢুকে তিনি প্রথম দফায় ৯০ রানে ৫ উইকেট পেলেন, আর উমরিগড় হাঁকালেন অপরাজিত ১৪৭—অর্থাৎ পর-পর তিনটি টেস্টে তিনি সেঞ্চুরি করলেন।

কনট্র্যাকটর টসে জিতে জয়সীমার সঙ্গে ইনিংসের সূচনা করতে নেমেছিলেন। যখন সবে কনট্র্যাকটরের খেলা জ'মে উঠেছে, তখন অতর্কিতে ব্যারি নাইটের বল তাঁকে পরাস্ত করলো—ভারত এক উইকেটে ৪১। মঞ্জরেকার নামতেই খেলা আরো পরিশীলিত ও সুঠাম হ'য়ে উঠলো। দ্বিতীয় উইকেটে জয়সীমা-মঞ্জরেকার যোগ করেছিলেন ১০৯ রান। এক সময়ে ডেভিড অ্যালেনের বলে তাঁদের দম আটকে যাবার উপক্রম হয়েছিলো সত্যি, কিন্তু অনেকক্ষণ থমকে থাকার পর শেষটায় জয়সীমা প্রবল বেগে পাল্টা আক্রমণ চালালেন। মঞ্জরেকারও অবিলম্বে জয়সীমার অনুসরণ করলেন, আর রানের হার দ্রুততর হ'য়ে উঠলো। জয়সীমার হাত যখন ক্রমেই খুলছে, আগের বলেই তিনি লং-অফে লকের বলে ছক্কা হাঁকিয়েছেন, এমন সময় লকের অপেক্ষাকৃত মন্থর বলে তিনি লকের হাতেই লোপ্পা ক্যাচ তুলে নিষ্ক্রান্ত হলেন। চায়ের সময় ভারতের রান দু-উইকেটে ১৫০।

চায়ের পরে ক্রমেই মঞ্জরেকার তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে উন্মীলিত হ'তে লাগলেন, কিন্তু দুরানি—আশ্চর্য—কেমন অদ্ভুতভাবে গুটিয়ে রইলেন। বম্বাইতে দুরানি ঝড়ের মতো ফেটে পড়েছিলেন, কিন্তু এখানে কেবল উইকেট আগলে রেখেই যেন তুষ্ট। মঞ্জরেকারের সেঞ্চুরির যখন মাত্র চার রান বাকি, তখন অঘটন ঘটলো: ডেভিড অ্যালেনকে লেটকাট করতে গেলেন, বল একটু লাফালো, নাইট স্লিপে তাঁকে লুফে নিলেন। ২১৫ মিনিট ব্যাট ক'রে ১০টি বাউণ্ডারির সাহায্যে মঞ্জরেকার ৯৬ করেছিলেন। বম্বাইতে হঠাৎ ৮৪তে তাঁর উইকেট পড়েছিলো, এখানে ৯৬তে—অথচ দু-জায়গাতেই সেঞ্চুরি তাঁর প্রাপ্য ছিলো। উমরিগড় নেমেই আলোর জন্য আবেদন করলেন, নির্ধারিত সময়ের আগেই দিনের খেলা শেষ হ'লো : ভারত তখন তিন উইকেটে ২০৯।

উমরিগড়ের একরোখা ইনিংসের জন্যই দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারতের রান দাঁড়ালো সাত উইকেটে ৪৩৭। উমরিগড় আগের দিন অপরাজিত ১২ করে-ছিলেন, দ্বিতীয় দিনের শেষে তাঁর রান ছিলো অপরাজিত ১৩২। এর চেয়ে ঢের ভালো ব্যাট করেছেন উমরিগড় আগে ; তাঁর এই ইনিংসকে প্রধানত রক্ষণাত্মক ব'লেই বর্ণনা করা ভালো। সকাল বেলায় হঠাৎ দুরানিকে বম্বাইয়ের সেই রগরগে ব্যাটস্‌ম্যান হিশেবে উদ্ভাসিত হ'তে দেখা গেলো : অন্তত দুরানি যতক্ষণ উইকেটে ছিলেন, উমরিগড়ের খেলায় কোনো সাড়াই ছিলো না ; কেমন যেন তালকানা খেলার ধরন, কেমন যেন ছন্দোহীন। কিন্তু ২৬১ রানের মাথায়

দুরানি আউট হবার পর উমরিগড় তাঁর বিচিত্র ইনিংসটি খেললেন : মাঝে-মাঝে একেকটি জোরালো মার, প্রধানত লেগের দিকে, বাকি সময় কেতাবি ধরনে কেবল বল ঠেকানো। বোরদে আর সরদেশাই—বিশেষত সরদেশাই—তাঁর প্রথম আবির্ভাবে ভালোই খেলেছিলেন, কিন্তু কৃপাল সিং কোনো স্থবিধে করতে পারেননি।

তৃতীয় দিন সকালবেলায় ভারি রোলার চালালেন কনট্র্যাকটর, উদ্দেশ্যে উইকেট যাতে ভেঙে যায়! উমরিগড় আর ইনজিনিয়ার ব্যাট করলেন আরো ৪৫ মিনিট—ভারতের রান যখন আট উইকেটে ৪৬৭, তখন কনট্র্যাকটর ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন। উমরিগড় রইলেন অপরাজিত ১৪৭, তাতে ছিলো ষোলোটা চার। ইংলণ্ডের বোলাররা অবিশ্রান্ত চেষ্টা ক'রেও পিচ থেকে প্রাণের কোনো সাড়া আদায় করতে পারেননি। অথচ ঘাসহীন উইকেট দেখে কেবলই মনে হচ্ছিলো অচিরেই বুঝি তাতে স্পিন ধরবে।

ভারত

এম. এল. জয়সীমা	ক. রিচার্ডসন	ব. লক	৭০
* নরিম্যান কনট্র্যাকটর		ব. নাইট	১৭
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. নাইট	ব. অ্যালেন	৯৬
সেলিম দুরানি	ক. লক	ব. ডেক্সটার	৩৭
পলি উমরিগড়	অপরাজিত		১৪৭
চান্দু বোরদে		ব. ডেক্সটার	২১
দিলীপ সরদেশাই	হিট-উইকেট	ব. লক	২৮
কৃপাল সিং		ব. নাইট	৭
† ফারুক ইনজিনিয়ার	স্টা. মারে	ব. লক	৩৩
বসন্ত রঞ্জানে	ব্যাট করেননি		—
স্থভাষ গুপ্তে	ব্যাট করেননি		—
অতিরিক্ত (বাই ২, লেগ-বাই ৭, নো-বল ২)			১১
		আট উইকেটে ঘোষিত	৪৬৭

পতন : ৪১ (কনট্র্যাকটর) ; ১৫০ (জয়সীমা) ; ১৯৩ (মঞ্জরেকার) ; ২৬১ (দুরানি) ; ২৯৩ (বোরদে) ; ৩৬৮ (সরদেশাই) ; ৪১৪ (কৃপাল সিং) ; ৪৬৭ (ইনজিনিয়ার)।

ডেভিড স্মিথ	৪৪	১১	১১১	০
নাইট	৩৬	১১	৮০	২
ডেক্সটার	৩১	৫	৮৪	২
লক	৪৪	১৫	৯৩	৩
অ্যালেন	৪৩	১৭	৮৮	১

ঐ নিষ্প্রাণ উইকেট কিন্তু গুপ্তে আর বোরদের বলে আশ্চর্যভাবে সাড়া দিয়ে উঠলো। সত্যি-যে ইংলণ্ড চিরকালই লেগস্পিনের সামনে ভির্মি খায়, কিন্তু গুপ্তে আর বোরদের কৃতিত্বকেও মোটেই অস্বীকার করবার জো নেই। পরে আমরা দ্বিতীয় দফায় ইংলণ্ডের ব্যাট করা দেখে বুঝবো যে, উইকেট থেকে গুপ্তে, বোরদে বা দুরানি তেমন-কোনো সাহায্যই পাননি। তা যদি হ'তো, তবে ইংলণ্ডের পক্ষে এ-টেস্ট থেকে রেহাই পাওয়া কিছুতেই সম্ভব হ'তো না—বিশেষত ফলো-অন করার পর। কনট্র্যাকটর চমৎকার চাল চেলেছিলেন ; ভারি রোলার চালাবার মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া যে যথেষ্টই ঘটেছিলো, তার প্রমাণ পাওয়া গেলো, যখন দিনের খেলা শেষ হবার আগে ১৬২ রানে ইংলণ্ডের আটটি উইকেট প'ড়ে গেলো। একই ধরনের দুজন বোলারকে একসঙ্গে দু-দিক থেকে বল করিয়েও তিনি কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন ; অনেক সময় পণ্ডিতদের নিয়মকানুনকে সজোর থাপ্পর কষালে ভালোই কাজ দেয়। কব্জির মোচড়ে বলকে ঘুরিয়ে গুপ্তে খেলার সুর বেঁধে দিয়েছিলেন। ব্যারিংটনকে যে-গুগলিটিতে তিনি অপসারিত করেছিলেন, ব্যারিংটন তার আগাগোড়া কিছুই বুঝতে পারেননি। যখন গুপ্তে পর-পর পাঁচটি উইকেট পেলেন, তখন অনেকেই ভেবেছিলো চার বছর আগে তিনি যেভাবে এই মাঠে ওয়েস্ট-ইনডিজকে নাস্তানাবুদ করেছিলেন, বুঝি তারই পুনরাবৃত্ত হয়। ইংলণ্ডের প্রাথমিক ব্যাটসম্যানদের মধ্যে কেবল পুলারের ৪৬ রানই চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচায়ক ছিলো। পুলারের অবশ্য সুবিধে ছিলো এই-যে তিনি ন্যাটা ব্যাটসম্যান, কাজেই গুপ্তের বল তাঁর অফস্পিন হ'য়ে যাচ্ছিলো।

ন্যাটা ব্যাটসম্যানদের কাছে যে গুপ্তে-বোরদের লেগস্পিন ততটা কার্যকর নয়, তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলো চতুর্থ দিন সকালে, যখন বারবার আর লক—দু'জনেই বাঁ হাতে ব্যাট করেন—নবম উইকেটে ৮১ রান যোগ করলেন। তাঁরা যে ভারতীয় আক্রমণকে দীর্ঘ সময় ঠেকিয়েছিলেন, তা-ই নয়, তাঁরা

এটাও দেখিয়েছিলেন কেমন ক'রে স্পিন বল খেলতে হয়। এক সময় মনে হয়েছিলো এই জুটি বুঝি ফলো-অন বাঁচিয়ে দেবে। কিন্তু অবশেষে লককে ঠকালেন দুরানি—তাঁর অপেক্ষাকৃত মন্থর ও টিটকিরিদেয়া লোপ্পা বলে লক ক্যাচ তুলে দিলেন। লক তাঁর ৪৯ রানে আটটি বাউণ্ডারি হাঁকিয়েছিলেন। পরক্ষণেই রঞ্জানের বলে ডেভিড স্মিথ আউট হ'য়ে গেলেন। ইংলণ্ডের ২৪৪ রানের মধ্যে বব বারবার রইলেন ৬৯ অপরাজিত, কিন্তু তাঁর এই ৬৯ রান ছিলো অনেক সেঞ্চুরির চেয়েও ঢের বেশি দামি।

ফলো-অন করতে নেমে রিচার্ডসন-পুলার—দুজনেই বাঁহাতি—চমৎকারভাবে গোড়াপত্তন করলেন। প্রথম উইকেটে রান উঠলো ৯৪। শুধু তাই নয় চায়ের পরে নব্বুই মিনিটে পুলার-ব্যারিংটন যোগ করলেন ৬৮ রান। আউট হবার আগে রিচার্ডসন ঝকঝকে ব্যাট করেছিলেন। কিন্তু পুলার ব্যাট করেছিলেন আরো জমকালো ভঙ্গিতে—তেরোটি চার সহযোগে তাঁর সেঞ্চুরি এসেছিলো ২৬৫ মিনিটে। দিনের শেষে ইংলণ্ড এক উইকেটে ২০৯—তার মধ্যে ব্যারিংটন তখনও আছেন ৪৭ অপরাজিত।

অসাধারণ ও অপ্রত্যাশিত কোনো বোলিং না-হ'লে এ-টেস্ট যে অমীমাংসিত শেষ হবে তাতে কোনো সন্দেহ ছিলো না। এক সময় মনে হ'লো বুঝি তা-ই হবে, বুঝি ইংলণ্ড ভির্মি খেলো, যখন পুলার আর মাইক স্মিথ ১১ রানের মধ্যে আউট হ'য়ে গেলেন। কিন্তু ব্যারিংটন আর ডেক্সটার তারপর এমনভাবে ব্যাট করতে শুরু করলেন, যে, অবিলম্বেই খেলার ফলাফল নির্ধারিত হ'য়ে গেলো। এই জুটি শুরু হয়েছিলো পরাজয়ের পক্ষচ্ছায়ায়, কিন্তু তবু তাঁরা রক্ষণাত্মক ক্রিকেটের অবতারণা করেননি। যদিও তাঁদের জয়ের কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না, এবং যদিও তাঁরা জানতেন আর একটি-দুটি উইকেট পড়লেই ইংলণ্ডের অবস্থা সঙিন হ'য়ে পড়বে, তবু তাঁরা সেদিন যেন ব্যাটিং-বিদ্যার প্রদর্শনী খুলেছিলেন। উইকেটের দু-ধারে একের পর এক রাজকীয় ড্রাইভ হাঁকালেন ডেক্সটার, আর কে না জানে একটু মার খেলেই স্পর্শাতুর গুপ্তের লেংথ ভেঙে তছনছ হ'য়ে যায়। ডেক্সটার যখন ড্রাইভ করেন, তখন তাঁর ব্যাটের পরাবর্তন শেষ হবার আগেই বল পৌঁছে যায় সীমানার ওপারে। তাঁদের এই ২০৬ রানের জুটি ভাঙলো অতর্কিতে, যখন 'ভবঘুরে য়িহুদি' কেন ব্যারিংটন রান-আউট হ'য়ে গেলেন। ততক্ষণে ব্যারিংটনের রান ১৭২। সবশুদ্ধ ৪০৬ মিনিট ব্যাট করেছিলেন ব্যারিংটন, হাঁকিয়েছিলেন ২৬টি চার। অর্থাৎ

মারের সৌকর্যে তিনিও পেছিয়ে ছিলেন না। কিন্তু ডেক্সটার খেয়ালি ও সংরক্ত, পক্ষান্তরে ব্যারিংটন নব-ধ্রুপদী ও প্রথাসিদ্ধ। একজন যখন নতুন-নতুন মার রচনা করার কথা ভাবেন, আরেকজন তখন বইয়ের বিদ্যে মুখস্থ আওড়ান —না কি 'ব্যাটস্থ' করেন? একজন প্রতিভাবান, আর একজন পণ্ডিত। সেইজন্যই ব্যারিংটনের খেলার নিরেট বাঁধুনিকেই বেশি ভয় ছিলো ভারতীয়দের।

ডেক্সটারও সেঞ্চুরি করেছিলেন, শেষ মুহূর্তে ছিলেন অপরাজিত ১২৬, আর ইংলণ্ডের রান ছিলো পাঁচ উইকেটে ৪৯৭। কিন্তু সব সত্ত্বেও পূর্ণ বিক্রমে যেভাবে ইংলণ্ডের ব্যাটিংসৌকর্য সেদিন প্রকাশিত হয়েছিলো, তার পিছনে প্রথম দফায় বব বারবারের প্রেরণাময় অপরাজিত ইনিংসটিকে কিন্তু কিছুতেই ভুলে-যাওয়া চলবে না।

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

পিটার রিচার্ডসন	ক. ইনজিনিয়ার	ব. গুপ্তে	২২
জিওফ পুলার	ক. সরদেশাই	ব. গুপ্তে	৪৬
কেন ব্যারিংটন		ব. গুপ্তে	২১
মাইক স্মিথ	ক. ও	ব. গুপ্তে	০
* টেড ডেক্সটার	ক. কৃপাল সিং	ব. গুপ্তে	২
বব বারবার	অপরাজিত		৬৯
† জন মারে		ব. বোরদে	২
ব্যারি নাইট	ক. ও	ব. বোরদে	১২
ডেভিড অ্যালেন	ক. ইনজিনিয়ার	ব. বোরদে	১২
টোনি লক	ক. ও	ব. দুরানি	৪৯
ডেভিড স্মিথ	লেগ-বিফোর	ব. রঞ্জানে	০
অতিরিক্ত (বাই ৬, লেগ-বাই ২, নো-বল ১)			৯
			২৪৪

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় দফা

পিটার রিচার্ডসন	ক. উমরিগড়	ব. বোরদে	৪৮
জিওফ পুলার	ক. কনট্র্যাকটর	ব. দুরানি	১১৯
কেন ব্যারিংটন	রান-আউট	নিক্ষেপক : জয়সীমা	১৭২

মাইক স্মিথ	লেগ-বিফোর	ব. গুপ্তে	০
* টেড ডেক্সটার	অপরাজিত		১২৬
বব বারবার	রান-আউট	নিক্ষেপক : দুরানি	১০
† জন মারে	অপরাজিত		৯
(বাই ৪, লেগ-বাই ৭, নো-বল ২)			১৩

পাঁচ উইকেটে ৪৯৭

পতন : প্রথম দফা—২৯ (রিচার্ডসন) ; ৮২ (ব্যারিংটন) ; ৮৭ (মাইক স্মিথ) ; ৯৫ (ডেক্সটার) ; ১০০ (পুলার) ; ১০৪ (মারে) ; ১২৮ (নাইট) ; ১৬২ (অ্যালেন) ; ২৪৩ (লক) ; ২৪৪ (ডেভিড স্মিথ)। দ্বিতীয় দফা—৯৪ (রিচার্ডসন) ; ২২৩ (পুলার) ; ২৩৪ (মাইক স্মিথ) ; ৪৪০ (ব্যারিংটন) ; ৪৫৯ (বারবার)।

রঞ্জানে	২১·৩	৯	৩৮	১	১৮	১	৬১	০
উমরিগড়	৬	১	১১	০	১৯	৬	৫৩	০
গুপ্তে	৪০	১২	৯০	৫	৩৩	৮	৮৯	১
কৃপাল সিং	১	০	৫	০	৩৬	৭	৭৮	০
দুরানি	১৬	৬	৩৬	১	৫৩	১৫	১৩৯	১
বোরদে	২২	৬	৫৫	৩	১৬	৪	৪৪	১
জয়সীমা	—	—	—	—	৬	১	৮	০
কনট্র্যাকটর	—	—	—	—	২	০	৯	০
সরদেশাই	—	—	—	—	১	০	৩	০

তৃতীয় টেস্ট : নতুন-দিল্লি ; ডিসেম্বর ১৩, ১৪, ১৬ ১৭ ও ১৮/১৯৬১

দিল্লি টেস্টে ভারতীয় দলে আবার অদলবদল হ'লো ; সরদেশাই ও রঞ্জানের জায়গায় দলে এলেন পাতৌদির তরুণ নবাব মনসুর আলি খান আর দেশাই। পাতৌদির নবাব ক্রিকেট খেলা শিখেছেন বিলেতে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়ক ; অল্পদিন আগেই মোটর দুর্ঘটনায় একটা চোখ খুইয়েছেন। কিন্তু চোখ খোয়াবার আগে তাঁর ব্যাটিংপ্রতিভা কিংবদন্তির আকারে বিশ্বে ছড়িয়েছিলো ; কারু-কারু মতে যুদ্ধের পরে এ-রকম ব্যাটসম্যান নাকি আর দেখা যায়নি। তারপর হঠাৎ এই দুর্ঘটনা ; সুতরাং তিনি এখন

কীভাবে খেলেন, তা নিয়ে ক্রিকেটরসিকদের মধ্যে জল্পনার অবধি ছিলো না। পাতৌদি নিজে পরে তাঁর আত্মজীবনীতে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন, যখন তাঁকে টেস্টে অন্তর্ভূক্ত করা হয়, তখন তিনি ব্যাট করতে নেমে অনেক সময়েই দুটি ক'রে বল দেখতেন! পরে যখন 'কনট্যাকট লেন্স' বা সংলগ্ন পরকলা প'রে তিনি একটু ধাতস্থ হয়েছেন তখনও ইনিংসের গোড়ায় ইয়র্কার বা আগাগোড়া ইনিংসেই ঝোলানো লোপ্পা বলে অসুবিধে বোধ করেছেন। তাঁর স্ট্যান্স, চোখের জন্যই, অনেকটা খোলা; তাতে স্বভাবতই কোনো-কোনো স্ট্রোক তাঁকে বদল করতে হয়েছে।

পাতৌদির ব্যাটিংপ্রতিভার অনেকটাই স্বজ্ঞাপ্রসূত, যদিও তার মূলভিত্তি ধ্রুপদী। এই অর্থে ধ্রুপদী যে ব্যাট করবার প্রাথমিক সূত্রগুলো তিনি কখনোই অবহেলা করেননি—বলের লাইনে গিয়ে দাঁড়ান, নজর থাকে বলের উপর। কিন্তু তবু তাঁর ব্যাট করবার ভঙ্গি সংরক্ত ও খেয়ালি। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা, বিপক্ষের শিবিরে গিয়ে আক্রমণ চালানো, অদম্য আত্মসম্মান—এ-সবই পরে ভারতীয় ক্রিকেট তাঁকে অনন্য ও প্রেরণাময় ক'রে রেখেছিলো। বিপুল অসুবিধের মধ্যেও যে-ভাবে তিনি বার-বার তাঁর নিজের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করেছেন, তাতে তাঁর কাহিনী অনেকটা গল্পের বইয়ের অদ্ভুতকর্মা নায়কদের মতোই বোধ হবে। এর পর থেকে দশ বছর ধ'রে আমরা বার-বার দেখবো এই 'আপাত-উদাসীন' মানুষটি ভারতীয় ক্রিকেটের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু দিল্লিতে ১৩ই ডিসেম্বর জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে পাতৌদি অবিশ্যি মাত্রই তেরো রান করেছিলেন, যদিও তাতে ছিলো তিনটি চমকপ্রদ বাউণ্ডারি।

ফিরোজশাহ্‌ কোটলার ব্যাটিংউইকেটে টসে জিতে কনট্র্যাকটর জয়সীমারা সঙ্গে গোড়াপত্তন করেছিলেন চমৎকার। প্রথম উইকেটে রান উঠেছিলো ১২১; লকের বলে পুলারের হাতে ক্যাচ তুলে না-দিলে কনট্র্যাকটর হয়তো খেলার ধারাই বদলে দিতেন। কয়েক মাস আগে দিল্লিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে কনট্র্যাকটর সেই যে মাথায় চোট পেয়েছিলেন, তারপর এই প্রথম তাঁর হাত খুলেছিলো। জয়সীমা অবিশ্যি প্রথম থেকেই ইংলণ্ডের বোলিংকে আক্রমণ করেছিলেন, তাঁর সেঞ্চুরি হ'লো অবশেষে মঞ্জরেকারের সান্নিধ্যে। চায়ের সময় ভারতের রান এক উইকেটে ১৯৩ ও জয়সীমার অবদান তাতে অপরাজিত ১২৬। চায়ের পরেই অবশ্য ডেভিড স্মিথের মন্থরতর বলে

জয়সীমা বোলারের হাতেই ক্যাচ দিয়ে প্রস্থান করলেন। মোটমাট ২৪৯ মিনিট উইকেটে ছিলেন জয়সীমা—১২৭ রানের মধ্যে হাঁকিয়েছিলেন চোদ্দটা চার ও দুটি মহীয়ান ছক্কা। পাতৌদি তিনটি ঝকঝকে চার মেরে হঠাৎ ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে আউট হ'য়ে ফিরে গেলেন, দিনের খেলা শেষ হবার একটু আগে। দিনের শেষে ভারতের রান তিন উইকেটে ২৫৩; মঞ্জরেকার পরিশীলিত খেলে অপরাজিত ৬১, আর উমরিগড় অপরাজিত ৮।

উমরিগড় অবিশ্যি পরদিন বেশিক্ষণ টেকেননি, কিন্তু মঞ্জরেকার ডানে-বাঁয়ে চমকপ্রদ সব মার মেরে সেঞ্চুরি করলেন, আগের দুটি টেস্টে দু-দুবার তিনি সেঞ্চুরির মুখে পৌঁছে অপ্রত্যাশিতভাবে আউট হয়েছিলেন। তাঁর সেঞ্চুরি এলো ২৩৮ মিনিটে, পনেরোটা চারের সাহায্যে। লাঞ্চের সময় ভারতের রান চার উইকেটে ৩৩৭, মঞ্জরেকার অপরাজিত ১২০। মঞ্জরেকার ও বোরদে আরো ৭১ রান যোগ ক'রে যখন তাঁদের জুটির রান ১৩২-এ দাঁড় করিয়েছেন, তখন একটি শোচনীয় ব্যাটিং বিপর্যয় হ'লো; ৫৮ রানের মধ্যে বাকি ছ-টা উইকেট প'ড়ে গেলো। উইকেটগুলো ভাগবাঁটোয়ারা ক'রে নিলেন নাইট ও অ্যালেন। মঞ্জরেকার রইলেন অপরাজিত। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এর আগে সর্বোচ্চ রান হাঁকিয়েছিলেন বিনু মানকড়—১৯৫২ সালের সেই বিখ্যাত লর্ডস টেস্টে, পরে যা 'মানকড়ের টেস্ট' ব'লেই আখ্যাত হয়েছিলো: মঞ্জরেকার সে-রান পেরিয়ে গিয়ে নতুন নজির স্থাপন করলেন। ডেক্সটার বলেছেন, 'কেমন ক'রে দীর্ঘ সময় ধ'রে ব্যাট করতে হয়, কীভাবে শিল্পীর মতো সাজিয়ে নিতে ও রচনা করতে হয় ইনিংস, তা আমি শিখেছিলুম মঞ্জরেকারের কাছে নতুন-দিল্লিতে। আমি জীবনে একবারই কেবল ডবোল সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছি; ভারত থেকে মঞ্জরেকারকে ব্যাট করতে না-দেখতুম, তাহ'লে কখনোই করাচিতে আমি দুশো রান পেরোতে পারতুম না। মঞ্জরেকার কেবল অনন্য শিল্পী নন, তিনি প্রতিভাবান ও সৃষ্টিশীল শিক্ষকও।'

ভারত

এম. এল. জয়সীমা	ক. ও	ব. ডেভিড স্মিথ	১২৭
* নরিম্যান কনট্র্যাকটর	ক. পুলার	ব. লক	৩৯
বিজয় মঞ্জরেকার	অপরাজিত		১৮৯
পাতৌদির নবাব		ব. অ্যালেন	১৩

পলি উমরিগড়	লেগ-বিফোর	ব. অ্যালেন	২২
চান্দু বোরদে		ব. বারবার	৪৫
সেলিম ছুরানি		ব. অ্যালেন	১৮
† ফারুক ইনজিনিয়ার	লেগ-বিফোর	ব. অ্যালেন	১
কৃপাল সিং	রান-আউট	নিক্ষেপক : বারবার	২
রমাকান্ত দেশাই	লেগ-বিফোর	ব. নাইট	৫
সুভাষ গুপ্তে		ব. নাইট	০
অতিরিক্ত (বাই ৩, লেগ-বাই ১, নো-বল ১)			৫
			৪৬৬

পতন : ১২১ (কনট্র্যাকটর) ; ১৯৯ (জয়সীমা) ; ২৪৪ (পাতৌদি) ; ২৭৬ (উমরিগড়) ; ৪০৮ (বোরদে) ; ৪৪৩ (ছুরানি) ; ৪৫১ (ইনজিনিয়ার) ; ৪৫৫ (কৃপাল সিং) ; ৪৬২ (দেশাই) ; ৪৬৬ (গুপ্তে)।

ডেভিড স্মিথ	৩০	১১	৬৬	১
নাইট	২৫·৪	৪	৭২	২
অ্যালেন	৪৭	১৮	৮৭	৪
বারবার	২৫	৩	১০৩	১
ডেক্সটার	২	০	১১	০
লক	৪০	১৫	৮৩	১
ব্যারিংটন	৯	১	৩৯	০

স্কোরবোর্ডে যখন রান মাত্র ২, রিচার্ডসনকে আউট ক'রে দিয়ে দেশাই ভারতীয় আশাকে ফাঁপিয়ে তুললেন। দিনের শেষে ইংলণ্ডের রান ছিলো এক উইকেটে ২১। কিন্তু দ্বিতীয় উইকেট পড়লো পরদিন চায়ের বিরতির একটু আগে। এবং ততক্ষণে পুলার ও ব্যারিংটন দ্বিতীয় উইকেটে ১৬৪ রান যোগ ক'রে নতুন নজির সৃষ্টি করেছেন। পুলারের ৮৯ রানের মধ্যে ছিলো তেরোটি বাউণ্ডারি। মাইক স্মিথ কানপুরে দু-ইনিংসেই গোল্লা ক'রে 'চশমা' প'রে ছিলেন, এবারও কিছুক্ষণ অস্বস্তির মধ্যে কাটিয়ে ঠিক চায়ের আগে আউট হ'য়ে গেলেন। বাকি সময়টা ব্যারিংটন আর ডেক্সটার অনায়াসেই কাটিয়ে দিলেন : দিনের শেষে ইংলণ্ডের রান দাঁড়ালো তিন উইকেটে ২৫৬। ব্যারিংটন এ-টেস্টেও আগের দুটি টেস্টের মতো সেঞ্চুরি হাঁকালেন। সবশুদ্ধু তিনি ব্যাট

করেছিলেন ২৯৪ মিনিট, আর তাঁর অপরাজিত ১১৩-র মধ্যে ছিলো তেরোটা কেতাবমাফিক চার।

বোঝাই যাচ্ছে, এ-টেস্টও শেষ হ'তো অমীমাংসিত। অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটতো কি না, তা অবশ্য জানবার কোনো উপায় নেই। কারণ শেষ দুটি দিন দিল্লির অপ্রত্যাশিত অকাল বৃষ্টিতে ভেসে গেলো—এবং খেলাটি অমীমাংসিত হিশেবে পরিত্যক্ত হ'লো।

ইংলণ্ড

পিটার রিচার্ডসন	লেগ-বিফোর	ব. দেশাই	১
জিওফ পুলার	ক. মঞ্জরেকার	ব. কৃপাল সিং	৮৯
কেন ব্যারিংটন	অপরাজিত		১১৩
মাইক স্মিথ		ব. গুপ্তে	২
* টেড ডেক্সটার	অপরাজিত		৪৫
বব বারবার	ব্যাট করেননি		—
† জন মারে	ব্যাট করেননি		—
ব্যারি নাইট	ব্যাট করেননি		—
ডেভিড অ্যালেন	ব্যাট করেননি		—
টোনি লক	ব্যাট করেননি		—
ডেভিড স্মিথ	ব্যাট করেননি		—
অতিরিক্ত			৬
		তিন উইকেটে	২৫৬

পতন: ২ (রিচার্ডসন) ; ১৬৬ (পুলার) ; ১৭৭ (মাইক স্মিথ)।

দেশাই	২৮	৪	৫৭	১
জয়সীমা	১১	২	২৮	০
গুপ্তে	৩৬	১৪	৭৮	১
দুরানি	১৩	৩	৩৮	০
কৃপাল সিং	১২	৪	২৭	১
বোরদে	১০	৪	১৯	০
উমরিগড়	৪	১	৩	০

চতুর্থ টেস্ট : কলকাতা ;

ডিসেম্বর ৩০, ৩১/১৯৬১ ও জানুয়ারি ১, ৩ ও ৪/১৯৬২

কে জানতো দিল্লির টেস্টটি সুভাষ গুপ্তের শেষ টেস্ট হবে? কলকাতা টেস্টের আগের দিন গুপ্তে আর কৃপাল সিং ভারতীয় দল থেকে বরখাস্ত হলেন: কারণ অবশ্য ক্রিকেট নয়—অন্য-কিছু। এবং এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আবারও প্রমাণ ক'রে দিলো কর্মকর্তাদের রক্ষণশীল মনোভাব—যেন ক্রিকেট খেলোয়াড়রা সবাই উড়োনচণ্ডি ছেলেমানুষ, আর ক্রিকেট বোর্ড তাঁদের খাণ্ডারনি জাঁদরেল মা-বাপ: রাতে দেরি ক'রে বাড়ি ফিরলে খাওয়া বন্ধ। অতএব গুপ্তের মতো লেগ-স্পিনারের আন্তর্জাতিক ক্রীড়াজীবনের সমাপ্তি হ'লো তাঁর খেলার নৈপুণ্য প'ড়ে যাবার জন্য নয়, ক্রিকেট কর্তাদের ক্ষমতার অপব্যবহারে। গুপ্তে অবশ্য তারপর ওয়েস্ট-ইনডিজে বসবাস করতে গেলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর কৃতিত্বের খতিয়ান দাঁড়ালো এই রকম: ৪,৪০২ রানে ১৪৯ উইকেট। কৃপাল সিং অবশ্য এর পরে খুচরো দু-একটা টেস্ট খেলবেন: তাঁকে কখনোই নিয়মিত দলে নেয়া হয়নি, যদিও টেস্ট-ক্রিকেটে প্রথম আবির্ভাবেই তিনি অপরাজিত সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন।

গুপ্তে আর কৃপাল সিং-এর জায়গায় দলে ঢুকলেন বিজয় মেহরা আর রঞ্জানে। মেহরা সেই সতেরো বছর বয়সে নিউ-জিলাণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলেছিলেন: তারপর এই। এবার মেহরাই কনট্র্যাকটরের নতুন জুটি হলেন। মেহরা অবিশ্যি এই সুযোগের চমৎকার সদ্ব্যবহার করলেন। খেলার সূচনা করতে এসে তিনি উইকেটে ছিলেন সবশুদ্ধ, ২১৩ মিনিট, রান করেছিলেন ৬২, তাতে ছিলো ন-টি চার। পাতৌদির সঙ্গে তৃতীয় উইকেটে তিনি যোগ করেছিলেন ৬৪। তাঁর যে শুধু প্রতিরোধই ভালো, তা নয়, তাঁরা নানা স্ট্রোকে আস্থারও ছাপ ছিলো। মেহরা অবশ্যই প্রতিভা নন, কিন্তু তাঁর ধৈর্য আর জেদ তারিফ করার যোগ্য।

কনট্র্যাকটর পর-পর তৃতীয়বার টসে জিতে ব্যাট বেছে নিলেন। আর এই টসে জেতার ফলেই ভারত কলকাতায় জিতেছিলো: উইকেটে প্রথম দিনেই যখন স্পিন ধরলো তখনই বোঝা গেলো যে এই উইকেটে ইংলণ্ডের পক্ষে চতুর্থ ইনিংসে নিরাপদে কাটানো সম্ভব নয়। তাছাড়া ইংলণ্ড দলে পুলার অনুপস্থিত—তাঁর পেশিতে টান ধরেছিলো। তাঁর জায়গায় দলে ঢুকেছিলেন

এরিক রাসেল। আর তারফলেও ইংলণ্ডের ব্যাটিং অপেক্ষাকৃত দুর্বল হ'য়ে পড়েছিলো।

ভারতের গোড়াপত্তন কিন্তু মোটেই সুবিধের হয়নি। কনট্র্যাকটর যখন অতর্কিতে ডেভিড স্মিথের বলে আউট হলেন, ভারতের রান মাত্র ৬। মঞ্জরেকার শুরু করেছিলেন প্রতিশ্রুতিময়, কিন্তু লক আর অ্যালেন বল করতে আসবামাত্র বল ঘুরতে লাগলো—যদিও খুব আস্তে-আস্তে, তবু বোঝা গেলো এই উইকেটে রান তোলা সহজ হবে না। মঞ্জরেকার আউট হলেন অ্যালেনের বলে, ভারত দু-উইকেটে ৫০। পাতৌদি নেমেই বোলারদের প্রাধান্য খর্ব করতে তৎপর হ'য়ে উঠলেন। সহজেই বোঝা গেলো, ব্যাট করছেন এমন-একজন ক্রিকেটার, যিনি ঠিক সাধারণদের মধ্যে পড়েন না—অন্যদের চেয়ে একেবারেই আলাদা। তাঁর পায়ের ক্ষিপ্রতা, অন্যদের চেয়ে দেরিতে স্ট্রোক করবার ক্ষমতা (বা, বলা যায়, অন্যদের চেয়ে তাড়াতাড়ি বল চেনবার স্বজ্ঞাপ্রসূত ক্ষমতা, যার ফলে স্ট্রোক করবার জন্য তিনি বেশি সময় পান), তাঁর সময়জ্ঞান, স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন মুচমুচে মার—তাঁকে অসামান্য ব'লে চিনিয়ে দিলো। যখন তাঁর ও মেহ্‌রার জুটি জ'মে উঠেছে, সেই সময় মেহ্‌রার ঝাঁটামার শেষ হ'লো প্রথম স্লিপের ক্যাচে। চায়ের সময় ভারতের রান তিন উইকেটে ১৬২।

চায়ের পরে উমরিগড় এমনই সংহারমূর্তি ধারণ করলেন যে তিনি যদি আরেকটুক্ষণ উইকেটে থাকতেন, তাহ'লে ইংলণ্ডের আক্রমণ তছনছ হ'য়ে যেতো। তাঁর ৩৬ রানের মধ্যে ছিলো আটটা চার, উইকেটে ছিলেন মাত্র এক ঘণ্টা। কিন্তু পুনরাবির্ভূত ডেভিড অ্যালেন পর-পর পাতৌদি ও উমরিগড়কে ক্যাচ তুলতে বাধ্য করলেন। পাতৌদি আউট হলেন লকের দুর্ধর্ষ ক্যাচে—মাত্র ছ-সাত ফিট দূরে দাঁড়িয়েছিলেন লক, স্কোয়ারলেগে, বল তীব্র গতিতে বাউণ্ডারির দিকে যাচ্ছিলো, হয়তো ইঞ্চিখানেকও উপরে হবে না; মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন লক, পাক খেয়ে যখন উঠে দাঁড়ালেন বল তখন তাঁর হাতের মুঠোয়। পাতৌদির ৬৪ রানের মধ্যে ছিলো এগারোটা চার। দিনের শেষে ভারতের রান পাঁচ উইকেটে ২২১—ব্যাট করছেন জয়সীমা ও বোরদে।

দ্বিতীয় দিনের ক্রিকেট আগাগোড়া উত্তেজনায় ভরা ছিলো। লাঞ্চের পরে আরো-এক ঘণ্টা ব্যাট ক'রে ভারত সবাই আউট হ'য়ে রান তুলেছিলো

৩৮০। জয়সীমা, বোরদে ও দুরানি যে কেবল অল্পবিস্তর রান করেছিলেন, তা নয়—তাঁদের মারের জৌলুশে খেলার চরিত্রটাই যেন বদলে গিয়েছিলো। গত বছরও পাকিস্তানের সঙ্গে খেলায় ভারতের ব্যাট করার ভঙ্গি ছিলো রক্ষণশীল। রানের হার ছিলো অতি মন্থর। কিন্তু এই এক বছরে কনট্র্যাকটরের নেতৃত্বে ইতিমধ্যেই সুফল ফলতে শুরু করেছিলো। অন্তত ব্যাট করার ভঙ্গি দেখে এটা বোঝা যাচ্ছিলো ব্যাটসম্যানরা সব সময়েই বোলারদের প্রাধান্য খর্ব করতে বদ্ধপরিকর। হাজারের আমল থেকে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা যে-শিকল প'রে ছিলেন, সেটা প্রধানত মানসিক ব'লেই (এমন নয় যে এই রক্ষণশীলতার কোনোই কারণ ছিলো না : টেস্টে এতবার ভারতের ব্যাটিংবিপর্যয় হয়েছে যে খেলোয়াড়দের হয়তো আড়ষ্ট ও ত্রস্তভাবে ব্যাট করা ছাড়া উপায় ছিলো না) তাকে কাটিয়ে উঠতে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের দেরি হবে সত্যি, কারণ মনোভাব রাতারাতি পালটায় না। কনট্র্যাকটর যে-কাজ শুরু করেছিলেন, পরে আমরা দেখবো পাতৌদি তা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু এখানে ব'লে রাখা ভালো : উজ্জ্বল ক্রিকেট মানে আনতাবড়ি ও আনাড়ি ব্যাট হাঁকানো নয়, প্রতিমিনিটে রান-তোলা নয়, খেলার অবস্থা অনুযায়ী বিপক্ষের সম্মুখীন হওয়া। যখন উইকেটে স্পিন ধরেছে, বা সবুজ ঘাসে বল লাফাচ্ছে, আর দ্রুত উইকেট পড়েছে পর-পর, তখন নিশ্চয়ই পরাক্রান্ত ও উদ্দীপ্ত প্রতিপক্ষকে ঠেকানো, প্রতিরোধ করাই সত্যিকার উজ্জ্বল ক্রিকেট। সেদিন কলকাতায় উইকেটের ও খেলার অবস্থা অনুযায়ী ভারতের পক্ষে দ্রুত রান তোলবার চেষ্টা করাই ছিলো স্বাভাবিক। পরে দ্বিতীয় দফায় ঐ উইকেটে রান তোলা আরো শক্ত হবে ; আর ইংলণ্ডকে হারাতে হ'লে তারা যখন চতুর্থ ইনিংস খেলবে তখন তাদের সামনে রাখতে হবে বড়ো রানের ব্যবধান। জয়সীমা, বোরদে ও দুরানির ব্যাট করার ভঙ্গিতে একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনার ছাপ ছিলো। নেতা হিশেবে এটাই কনট্র্যাকটরের সবচেয়ে বড়ো অবদান।

জয়সীমা আউট হয়েছিলেন ভারতের রান যখন ৩৫৯, লাঞ্চের সময় রান ছিলো ছ-উইকেটে ৩১০। লাঞ্চের আগে দু-ঘণ্টায় ৮৯ রান আগেকার টেস্টগুলোর সঙ্গে তুলনামূলকভাবে দ্রুত রান তোলার নজির। লাঞ্চের পর দুরানি সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির জন্য বোরদে রান আউট হ'য়ে গেলেন। বোরদে দশটি বাউণ্ডারির সাহায্যে ৬৮ রান করেছিলেন। বোরদে আউট হ'তেই,

দুরানি, গ্লানি কাটাবার জন্যই হয়তো, এমনভাবে লক ও অ্যালেনকে আক্রমণ করলেন যে তাঁর মারগুলো মাঠে গমগম করতে লাগলো। দুরানি ফরোয়ার্ডও খেলেন, ব্যাকফুটেও খেলেন। তাঁর মারে আছে শৈলী, স্পর্শাতুরতা, পরিশীলন, আছে পরাক্রান্ত সুষমা। সেদিন তাঁর কভারড্রাইভে বার-বার ইংলণ্ডের ফিল্ডিং পরাস্ত হয়েছিলো। কিন্তু পেছিয়ে খেলতে গিয়ে হঠাৎ অ্যালেনের বলে দুরানি আউট হ'য়ে গেলেন। তাঁর ৪৩ রানের মধ্যে ছিলো আটটি চার। শেষের দিকে দেশাইও কিছু রান করেছিলেন। ডেভিড অ্যালেন, গ্লস্টারশিয়রের অফস্পিনার, জিম লেকারের উত্তরসাধক, পেলেন ৬৭ রানে পাঁচ উইকেট। তিনি যে ইংলণ্ডের সবচেয়ে সফল বোলার, তার কারণ এই নয় যে তিনি পাঁচটি উইকেট পেয়েছেন। ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা বার-বার তাঁর বলের সম্মোহন কাটাতে গিয়ে উইকেট খুইয়েছেন—কখনোই তাঁর উপর পুরোদস্তুর প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। ভারতীয় দলে কোনো অফস্পিনার নেই ; আছেন বটে উমরিগড়, দ্রুত অফব্রেক করেন, তবে তাঁকে, বলাই বাহুল্য, কখনও প্রথম সারির অফস্পিনার বলা যাবে না। আর বোরদের লেগ-ব্রেকও কিছুতেই সুভাষ গুপ্তের অভাব পূরণ করতে সক্ষম নয় : গুপ্তে-কৃপাল সিংয়ের অভাব পূরণ করতে যাঁর আবির্ভাব হ'লো তিনি দুরানি। অধিনায়ক কনট্র্যাকটরের আরেকটি অবদান : তিনিই খেয়ালি দুরানিকে চমৎকারভাবে তুরুপের টেক্কা হিশেবে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন।

ভারত: প্রথম দফা

* নরিম্যান কনট্র্যাকটর		ব. স্মিথ	৪
বিজয় মেহ্‌রা	ক. পারফিট	ব. লক	৬২
বিজয় মঞ্জরেকার		ব. অ্যালেন	২৪
পাতৌদির নবাব	ক. লক	ব. অ্যালেন	৬৪
পলি উমরিগড়	ব. স্মিথ	ব. অ্যালেন	৩৬
এম. এল. জয়সীমা	ক. মিলম্যান	ব. স্মিথ	৩৭
চান্দু বোরদে	রান-আউট	নিক্ষেপক : ব্যারিংটন	৬৮
সেলিম দুরানি		ব. অ্যালেন	৪৩
† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. পারফিট	ব. লক	১২
রমাকান্ত দেশাই	অপরাজিত		১৩

বসন্ত রঞ্জানে	ক. বারবার	ব. অ্যালেন	৭
অতিরিক্ত (বাই ২, লেগ-বাই ৫, নো-বল ৩)			১০
			৩৮০

পতন: ৬ (কনট্রাকটর); ৫০ (মঞ্জরেকার); ১১৪ (মেহরা); ১৮৫ (পাতৌদি); ১৯৪ (উমরিগড়); ২৫৯ (জয়সীমা); ৩১৪ (বোরদে); ৩৫৫ (ইনজিনিয়ার); ৩৫৭ (দুরানি); ৩৮০ (রঞ্জানে)।

ডেভিড স্মিথ	৩১	১০	৬০	২
নাইট	১৮	৩	৬১	০
ডেক্সটার	২৯	৭	৮৩	০
অ্যালেন	৩৪	১৩	৬৭	৫
লক	৩৬	১৯	৬৩	২
বারবার	৩	০	১৭	০
রাসেল	৫	০	১৯	০

সেদিন বাকি আড়াই ঘণ্টার মধ্যে ভারত ৯১ রানে ইংলণ্ডের তিন-তিনজন ব্যাটসম্যানকে আউট ক'রে দিলে। সেটা হয়তো চার উইকেটে হ'তো, যদি বদলি খেলোয়াড় কস্তুরীরঙ্গন দুরানির বলে পারফিটকে লুফতে পারতেন—তখন পারফিট মাত্র ১০ করেছিলেন। দিনের শেষে ইংলণ্ড তিন উইকেটে ১০৭—ব্যাট করেছেন ডেক্সটার ও পারফিট।

ইংলণ্ডের ইনিংসের সূচনাতেই রঞ্জানের ইনসুয়িঙ্গারে বিল রাসেল ঘায়েল। চায়ের সময় ইংলণ্ডের রান এক উইকেটে ৩৮—ব্যাট করছেন রিচার্ডসন ও ব্যারিংটন। ব্যারিংটন যেন দলের নোঙর, রিচার্ডসন সবসময়েই রান করতে তৎপর। তাছাড়া তাঁরা চমৎকারভাবে খুচরো রান 'চুরি' ক'রে নিচ্ছিলেন। এমন সময়, ইংলণ্ডের রান যখন ৬৪, বল করতে এলেন দুরানি। ব্যারিংটন কাট করতে গিয়ে তাঁর বঙ্কিম বলটিকে উইকেটে টেনে আনলেন। পারফিট দুরানির প্রথম বলেই ক্যাচ তুলে রেহাই পেলেন—পরেও দুরানির বলেই তিনি দ্বিতীয়বার ক্যাচ তুলে অব্যাহতি পাবেন। কিন্তু কনট্রাকটর বোরদের বলে রিচার্ডসনকে লুফতে ভুলকরেননি : ইংলণ্ড তিনউইকেটে ৯১। ডেক্সটার এসেই দুরানির বলে দ্বিধাগ্রস্ত বোধ করলেন, তারপর আলোর জন্য আবেদন করলেন। আম্পায়াররা ওভারটি শেষ হ'তেই খেলা বন্ধ ক'রে দিলেন।

দুরানি আর বোরদের চমৎকার বোলিং জুটিই লাঞ্চের আধঘণ্টা পরে ইংলণ্ডের ইনিংসের অবসান ঘটালো—ইংলণ্ড ২১২ রানে সবাই আউট। দুরানি পেলেন ৪৭ রানে ৫ উইকেট, আর বোরদে ৬৪ রানে ৪। উইকেটে স্পিন ধরছে বটে, কিন্তু তখনও আস্তে-আস্তে। তাঁরা উইকেট থেকে আহামরি কিছু সাহায্য পাননি। আসলে অনবরত তাঁরা ফ্লাইট পালটেছেন, বলের গতি পালটেছেন ; দুরানি বাহুর সঙ্গে-সঙ্গে মোচড় দিয়ে বল টেনে এনেছেন উইকেটে, আর লেংথ বজায় রেখেছেন আগাগোড়া।

ইংলণ্ডের ইনিংস পুরোপুরি নির্ভর ক'রে ছিলো ডেক্সটারের উপর। বিপর্যয়ের মাঝখানে তিনি যে কেবল আস্থার সঙ্গে অবিচল দাঁড়িয়েছিলেন তা নয়—তাঁর রাজকীয় ড্রাইভের মহিমা ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছিলো। সবশুদ্ধ ২৫০ মিনিট ব্যাট করেছিলেন ডেক্সটার, ৫৭ রানের মধ্যে হাঁকিয়েছিলেন আটটি তীব্র চার। দুরানির সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব পরম উপভোগ্য হয়েছিলো—একমাত্র তিনিই দুরানির অগ্রগতি রোধ করবার চেষ্টা করেছিলেন—তবু দুরানিই সেদিন ছিলেন প্রভু। কিন্তু তিনি আউট হলেন লাঞ্চের পরে বোরদের তৃতীয় বলে। তারপর আর দুরানিকে ঠেকাবার মতো সে-দলে কেউ ছিলো না।

ইংলণ্ড: প্রথম দফা

পিটার রিচার্ডসন	ক. কনট্র্যাকটর	ব. বোরদে	৬২
এরিক রাসেল		ব. রঞ্জানে	১০
কেন ব্যারিংটন		ব. দুরানি	১৪
পিটার পারফিট	ক. বদলি (প্রসন্ন)	ব. বোরদে	২১
* টেড ডেক্সটার		ব. বোরদে	৫৭
বব বারবার		ব. বোরদে	১২
ব্যারি নাইট	স্টা. ইনজিনিয়ার	ব. দুরানি	১২
ডেভিড অ্যালেন		ব. দুরানি	১৫
† জেফ মিলম্যান	ক. ইনজিনিয়ার	ব. দুরানি	০
টোনি লক	অপরাজিত		২
ডেভিড স্মিথ		ব. দুরানি	০
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ২, নো-বল ৪)			৭
			২১২

পতন: ২৬ (রাসেল) ; ৬৯ (ব্যারিংটন) ; ৯১ (রিচার্ডসন) ; ১৩০ (পারফিট) ; ১৫৫ (বারবার) ; ১৮১ (নাইট) ; ২০৩ (ডেক্সটার) ; ২০৯ (মিলম্যান) ; ২১২ (অ্যালেন) ; ২১২ (ডেভিড স্মিথ)।

দেশাই	১০	১	৩৪	০
রঞ্জানে	২১	৩	৫৯	১
দুরানি	২৩·২	৮	৪৭	৫
বোরদে	২৫	৮	৬৫	৪

প্রথম ইনিংসে ব্যাট করবার সময় মেহ্‌রা আঙুলে চোট পেয়েছিলেন ; এক্স-রে ক'রে দেখা গেলো আঙুল ভেঙে গিয়েছে। তাই ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে নামলেন কনট্র্যাকটরের সঙ্গে জয়সীমা। ইনিংসের সূচনা হ'লো তুলকালাম : কুড়ি মিনিটে পঁচিশ রান। ডেক্সটার তক্ষুনি লক ও লেকারকে আহ্বান করলেন। কনট্র্যাকটর যদিও অ্যালেনের বলে চট ক'রে স্টাম্পড হলেন, জয়সীমা ব্যাট করতে লাগলেন যেন শনিবারের প্রদর্শনী খেলার নেমেছেন। লকের বলে ছক্কা হাঁকালেন জয়সীমা, কিন্তু পরে অবশ্য লকই তাঁকে লোপ্পা বলের টোপ ফেলে আউট ক'রে দিলেন। চায়ের সময় ভারতের রান দু-উইকেটে ৫৫।

চায়ের পরে মঞ্জরেকার ও পাতৌদি ব্যাট করলেন পরিকল্পনা মতো : খেলার বাকি দু-দিনের উপর, মেহরা জখম : অতএব এ-অবস্থায়, যখন ভারত মাত্র ২২৩ রান এগিয়ে, এবং উইকেট স্পিনে আরো সাড়া দিচ্ছে, তখন ভারতের অবস্থা অভেদ্য করবার জন্যই তাঁরা সাবধানে খেলতে শুরু করলেন। মঞ্জরেকার অবিশ্যি আউট হলেন, স্টাম্পড, কিন্তু দিনের শেষে পাতৌদি আর ইনজিনিয়ার রইলেন অপরাজিত—ভারত তিন উইকেটে ১০৬।

চতুর্থ দিন সকালে পাতৌদির ব্যাট করার ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেলো আক্রমণের নির্দেশ জারি হয়েছে। অ্যালেনের প্রথম ও পঞ্চম বল—স্কোয়ার-কাট ও লেটকাট ক'রে—পাতৌদি আগের দিনের চব্বিশের সঙ্গে আরো আট রান যোগ করলেন। তারপরেই নাটকীয়ভাবে খেলার মোড় ঘুরে গেলো : ভারতের ১১৯ রানে পর-পর আউট হ'য়ে ফিরে গেলেন ইনজিনিয়ার, পাতৌদি ও দুরানি। উমরিগড় আর বোরদে অবশ্য আবার বোলারদের প্রাধান্য খর্ব করতে চেষ্টা করলেন : আধঘণ্টায় যোগ করলেন ২৯ রান, জোরালো মারের সঙ্গে-সঙ্গে

চমৎকার সব খুচরো রান নিচ্ছিলেন তাঁরা। একঘণ্টায় যোগ হ'লো ৫৫ রান: কিন্তু দলের রান যখন ১৯২, অ্যালেনের বলে উমরিগড় পুরোপুরি পরাস্ত হ'য়ে ফিরে এলেন। লাঞ্চের সময় ভারতের রান সাত উইকেটে ২২৯। লাঞ্চের পরে ৪০ মিনিটে ভারতীয় ইনিংস গুটিয়ে গেলো: সব শেষে আউট হলেন বোরদে, এ-ইনিংসে তাঁর রান ৬১। শেষ সময়ে পট্টি বাঁধা হাতে মেহ্‌রা তাঁকে বেশ কিছুক্ষণ সান্নিধ্য দিয়েছিলেন।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

এম. এল. জয়সীমা		ব. লক	৩৬
নরিম্যান কনট্র্যাকটর	স্টা. মিলম্যান	ব. অ্যালেন	১১
বিজয় মঞ্জরেকার	স্টা. মিলম্যান	ব. লক	২৭
পাতৌদির নবাব	ক. মিলম্যান	ব. লক	৩২
† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. মিলম্যান	ব. অ্যালেন	৯
পলি উমরিগড়		ব. অ্যালেন	৩৬
সেলিম দুরানি	ক. পারফিট	ব. লক	০
চান্দু বোরদে	ক. ব্যারিংটন	ব. অ্যালেন	৬১
রমাকান্ত দেশাই	ক. পারফিট	ব. নাইট	২৯
বসন্ত রঞ্জানে	ক. লক	ব. নাইট	০
বিজয় মেহ্‌রা	অপরাজিত		৭
অতিরিক্ত (বাই ২, লেগ-বাই ১, নো-বল ১)			৪
			২৫২

পতন: ৩৯ (কনট্র্যাকটর); ৫৫ (জয়সীমা); ১০২ (মঞ্জরেকার); ১১৯ (ইনজিনিয়ার); ১১৯ (পাতৌদি); ১১৯ (দুরানি); ১৯২ (উমরিগড়); ২৩৩ (দেশাই); ২৩৩ (রঞ্জানে); ২৫২ (বোরদে)।

স্মিথ	৩	০	৫	০
নাইট	৭	২	১৮	২
লক	৪৬	১৫	১১১	৪
অ্যালেন	৪৩·২	১৬	৯৫	৪
বারবার	২	০	৯	০

ভারত ফিল্ড করতে নামলো দুজন পরিবর্ত ফিল্ডসম্যান নিয়ে: প্রসন্ন ও কস্তুরীরঙ্গন। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে কনট্র্যাকটরের আঙুল থেঁৎলে গিয়েছে। জিততে হ'লে ৪৯০ মিনিটে ইংলণ্ডকে রান করতে হবে—চতুর্থ ইনিংসে—৪২১। অবশ্যই সে-সম্ভাবনা কম। প্রশ্ন: ইংলণ্ড এই আট ঘণ্টা দশ মিনিট ভারতকে ঠেকাতে পারবে কি না। ভয় সবচেয়ে ব্যারিংটনকে: তিনি যদি একদিকে শিকড় গেঁড়ে বসেন, তাহ'লে ভারতের জয়ের সম্ভাবনা সুদূর।

আবারও রঞ্জানে ইনিংসের সূচনাতেই রাসেলকে ফিরিয়ে দিলেন। আর তারপরেই ব্যারিংটনের প্রচণ্ড হুকটা স্কোয়ারলেগে লুফে নিলেন দুরানি: ইংলণ্ড দু-উইকেটে ২৭। ডেক্সটার নেমেই তাঁর মহামহিম ড্রাইভ হাঁকালেন, যেন পাহাড়তলির কুঁকড়োর মতো বলতে চাইলেন 'অব তক হাম জিন্দা হায়।' চায়ের সময় ইংলণ্ডের রান দু-উইকেটে ৫৭।

খেলা রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে উঠলো চায়ের পর: কে জিতবে—বল, না ব্যাট। ডেক্সটার আবারও প্রমাণ করলেন যে তিনি অসামান্য। কিন্তু দিনের শেষে এসে বারবারকে হারালেন ডেক্সটার। ইংলণ্ডের চার উইকেটে ১২৫ রানের মধ্যে তিনি রইলেন অপরাজিত ৬১।

খেলা বাঁচাতে হ'লে এখনও আস্ত একটা দিন ব্যাট করতে হবে ইংলণ্ডকে, হাতে আছে ছ-উইকেট, আর তাদের মধ্যে একজন—স্বয়ং ডেক্সটার। ডেক্সটার-পারফিট দিন শুরু করলেন সাবধানে; দুরানির সঙ্গে ডেক্সটারের সংঘর্ষ আবারও উত্তেজনায় ভ'রে গেলো। কুড়ি মিনিট পরে দুরানির অতর্কিত দ্রুত বলটি বাহুর সঙ্গে ভিতরে ঢুকে পড়লো: ডেক্সটার আউট।

কিন্তু পারফিট আর ব্যারি নাইট এবার কঠিন প্রতিরোধ গ'ড়ে তুললেন। একরোখা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ইনিংস খেললেন তাঁরা। কিন্তু দুরানি-বোরদে ও উমরিগড়ের বলে অবশেষে লাঞ্চের ৮০ মিনিট পরে ইংলণ্ডের শেষ উইকেট প'ড়ে গেলো। দুরানির বলে শেষ ব্যাটসম্যান ডেভিড স্মিথকে লুফে নিলেন মঞ্জরেকার: ২৮৭ রানে ইংলণ্ডের পরাজয় হ'লো: কলকাতায় অবশেষে এই প্রথম টেস্ট জিতলো ভারত।

ভারতের সাফল্য কিন্তু অপ্রত্যাশিত ছিলো না। কানপুরে ভারত যখন ইংলণ্ডকে ফলো-অন করতে বাধ্য করেছিলো, আর দিল্লিতে তারপর হাঁকিয়েছিলো ৪৬৬, তখনই বোঝা গিয়েছিলো এ-সিরিজে ভারতেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে। কলকাতায় কোনো দলেই কেউ সেঞ্চুরি হাঁকাননি; কিংবা ভারতীয়

দলে অনুপস্থিত ছিলেন গুপ্তের মতো অভিজ্ঞ ও পরিণত বোলার। দুরানির উত্থান তাই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহারে। তাছাড়া এ-খেলায় দলের সংহতি ও সামগ্রিক সমঝোতাও ভারতীয় ক্রিকেটের অন্তর্লীন ক্ষমতার সুষ্ঠু প্রকাশ ঘটিয়েছিলো। নেতৃত্বের মধ্যে ছিলো চিন্তা ও কল্পনার ছাপ; খেলার পরিস্থিতি অনুযায়ী সোজাসরলভাবে খেলোয়াড়রা সাড়া দিয়েছেন। আর, কলকাতায় ভারতের জয়লাভের প্রধান ও সহজ কারণ—খেলার সব বিভাগেই সামগ্রিক-ভাবে ভারতীয় দল ভালো খেলেছিলো।

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় দফা

পিটার রিচার্ডসন		ব. উমরিগড়	৪২
এরিক রাসেল		ব. রঞ্জানে	৯
কেন ব্যারিংটন	ক. দুরানি	ব. দেশাই	৩
* টেড ডেক্সটার	লেগ-বিফোর	ব. দুরানি	৬২
বব বারবার	ক. জয়সীমা	ব. দুরানি	৬
পিটার পারফিট	লেগ-বিফোর	ব. উমরিগড়	৪৬
ব্যারি নাইট	অপরাজিত		৩৯
ডেভিড অ্যালেন	ক. মঞ্জরেকার	ব. দেশাই	৭
† জেফ মিলম্যান		ব. রঞ্জানে	৪
টোনি লক	রান-আউট	নিক্ষেপক : পাতৌদি	১
ডেভিড স্মিথ		ব. দুরানি	২
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ১১)			১২
			২৩৩

পতন : ২০ (রাসেল); ২৭ (ব্যারিংটন); ৯২ (রিচার্ডসন); ১০১ (বারবার); ১২৯ (ডেক্সটার); ১৯৫ (পারফিট), ২০৮ (অ্যালেন); ২১৭ (মিলম্যান); ২২৪ (লক); ২৩৩ (স্মিথ)।

দেশাই	১৭	৪	৩২	২
রঞ্জানে	১৪	৩	৩১	২
দুরানি	৩৩.২	১৬	৬৬	৩
বোরদে	২১	১০	৪৬	০
উমরিগড়	৩০	১০	৪৬	২

পঞ্চম টেস্ট : মাদ্রাজ ; জানুয়ারি ১০, ১১, ১৩, ১৪ ও ১৫ / ১৯৬২

কলকাতার পর মাদ্রাজ : এক সাফল্যের পর আরেক সাফল্য। ভারত আবার ইংলণ্ডকে হারিয়ে দিলো। দশ বছর আগে চীপক মাঠে ইংলণ্ডকে প্রথম হারিয়ে দিয়েছিলো ভারত—এবার অবশ্য খেলা হ'লো করপোরেশন স্টেডিয়ামে।

ভারতীয় দলে আবার দুটি অদলবদল হ'লো : মেহ্‌রা ও রঞ্জানের জায়গায় দলে এলেন বাপু নাদকার্নি ও এরাপল্লি প্রসন্ন। প্রসন্ন পরে যে কেবল ভারতবর্ষেরই শ্রেষ্ঠ অফস্পিনার রূপেই স্বীকৃত হবেন, তা নয়—লেকার, টেফিল্ড ও গিবসের মতো সর্বকালের সেরা অফস্পিনারদের অন্যতম ব'লে গণ্য হবেন। অথচ দেখা যাবে পরে নির্বাচকেরা তাঁর প্রতি বহুক্ষেত্রেই সুবিচার করেননি। এটাই তাঁর প্রথম টেস্ট, প্রথম খেললেন মাদ্রাজে। ইংলণ্ড দলে রাসেলের জায়গায় মাইক স্মিথ পুনর্বাহাল হলেন। পুলার তখনও সেরে ওঠেননি।

টেস্টের প্রথম দিনটি উত্তেজনায় ভরপুর ছিলো। ভারতীয় ব্যাটিংবিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখা গিয়েছিলো সেদিন। সারা দিনে ভারত রান করেছিলো সাত উইকেটে ২৯৬। পাতৌদির ১০৩ মহীয়ান ব্যাটিং-এর নিদর্শন ব'লে গণ্য হবে : নানা কারণে এই মাদ্রাজ টেস্ট ভারতীয় ক্রিকেট উল্লেখযোগ্য। এর পরে ভারত শোচনীয়ভাবে বহুবার হারবে সত্যি, কিন্তু এক হিশেবে এই টেস্টেই ভারতের ভীরু, সন্ত্রস্ত, রক্ষণাত্মক ক্রিকেটের অবসান। এবং পাতৌদির এই প্রথম টেস্ট-সেঞ্চুরি সেদিক থেকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ব'লে গুরুত্বপূর্ণ। স্পিন-ধরা উইকেটে লক-অ্যালেনের বলে সাতটি উইকেট পড়েছিলো সত্যি, কিন্তু তারই মধ্যে পাতৌদি আর কনট্র্যাকটর অবতারণা করেছিলেন চমকপ্রদ ব্যাটিং। পাতৌদির প্রত্যেকটি মারে ছিলো ছিপছিপে সুকুমার সতেজ ভঙ্গি, কিন্তু তাঁর প্রতিরোধ ছিলো সাবধানি অথচ সৌষ্ঠবে ভরা। ইংলণ্ডের স্পিনের উত্তরে তিনি অবতারণা করেছিলেন চমকপ্রদ সুইপ ও রুদ্ধশ্বাস পুল : সেই সঙ্গে আরো ছিলো কভারড্রাইভ, স্ট্রেটড্রাইভ, স্কোয়ারকাট। আর সব রকম মারেই সমান স্বাচ্ছন্দ্য। বিশেষত কাছের ফিল্ডারের মাথার উপর দিয়ে তুলে-তুলে মেরে তিনি ইংলণ্ডের ফিল্ডিং ছত্রভঙ্গ ক'রে দিয়েছিলেন। হয়তো সত্যি নয়, কিন্তু কে না জানে সেই বিখ্যাত গল্প : যখন হাজারেকে তাঁর বিরল ছক্কাটির জন্য তারিফ করা হ'লো, তখন তিনি নাকি ক্ষোভ ক'রে বলেছিলেন, মারটি

ঠিক মতো হয়নি—কারণ উঁচু দিয়ে গিয়েছে। কনট্র্যাকটর আর পাতৌদি কিন্তু সেদিন সেই গল্পটির দমবন্ধ-করা প্রভাব কাটিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটকে নতুন মুক্তির সন্ধান দিয়েছিলেন। পাতৌদি পরে তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, 'আমি যখন দ্বিতীয় উইকেট পড়বার পর অধিনায়কের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলুম তখন স্কোরবোর্ডে ৭৪ রান, আর স্পিনার টোনি লক, ডেভিড অ্যালেন ও বব বারবার উইকেটে মন্থরভাবে বল ঘোরাচ্ছেন। মনে পড়ে, আমি অধিনায়ককে বলেছিলুম, "নরি, এ-দেশে কেউ উঁচু দিয়ে বল তুলে মারতে ছাখেনি—এসো, আমরা চেষ্টা করি!" আর আমরা তাই করেছিলুম, ফিল্ডসম্যানের মাথার উপর দিয়ে বল গলিয়ে যেখানে-সেখানে পাঠাতে লাগলুম আমরা, আর তাতে কৃতকার্যও হলুম। লাঞ্চের পর প্রথম ঘণ্টায় আমরা যোগ করেছিলুম ৮২, আর আমরা যখন ৯৫ মিনিটে ১০৪ করলুম, তখন বব বারবারের বলে নরি ৮৬ ক'রে বোল্ড হ'য়ে গেলেন। আমি আরো চল্লিশ মিনিট ব্যাট ক'রে ব্যারি নাইটের বলে টোনি লকের হাতে ধরা পড়বার আগে ১০৩ রান করেছিলুম—আর তাতে দিলো দুটি ছক্কা ও ষোলটি চার' : এই স্মৃতিকথা সেদিনকার ঘটনার যথার্থ প্রতিচ্ছবি ব'লেই তার ইঙ্গিতময়তার জন্য উল্লেখযোগ্য।

পর-পর চতুর্থ বার কনট্র্যাকটর টসে জিতেছিলেন বটে, কিন্তু ভারতীয় ইনিংসের গোড়াপত্তন সুবিধের হয়নি। ২৭ রানে নাইটের বলে আউট হয়েছিলেন জয়সীমা, আর ৭৪-এ পারফিটের বলে লকের হাতে ধরা পড়েছিলেন মঞ্জরেকার। আর লাঞ্চের সময় ভারতের রান ছিলো দু-উইকেটে ৮৫। কিন্তু চায়ের আগে কনট্র্যাকটর-পাতৌদির ঐতিহাসিক জুটি ভাঙবার পরেই উমরিগড়ও আউট হ'য়ে গেলেন। চায়ের সময় ভারতের রান ছিলো চার উইকেটে ২২১, পাতৌদি (৯০) ব্যাট করেছেন বোরদের সঙ্গে।

সেঞ্চুরি ক'রেই পাতৌদি আউট হ'য়ে গেলেন। ঝড়ের বেগে ২১ রান ক'রে বিদায় নিলেন দুরানি। শেষ উইকেট পড়লো বোরদের।

আগের দিন সন্ধেয় অপরাজিত ছিলেন নাদকার্নি ও ইনজিনিয়ার। দ্বিতীয় দিন সকালে ইনজিনিয়ার এমনভাবে ব্যাট করলেন যেন ঝড়ের হাওয়া ব'য়ে গেলো—নাদকার্নিও তাঁর নিজস্ব ধরনে ইনজিনিয়ারের অনুসরণ করলেন। অষ্টম উইকেটে যোগ হ'লো ১০১—তাতে ইঞ্জিনিয়ারের অবদান ৬৫। লাঞ্চের সময় ভারতের রান ন-উইকেটে ৪০৮। লাঞ্চের কুড়ি মিনিট পরে ভারতের শেষ উইকেট পড়লো ৪২৯-এ। ভারতীয় ইনিংসের পরমায়ু ছিলো ৪৭০

মিনিট। নাদকার্নি ১৬৬ মিনিট ব্যাট ক'রে দশটি চার সহযোগে তাঁর ৬৩ রান উপার্জন করেছিলেন। আর তিনটি উইকেটের বিনিময়ে অ্যালেনকে রান দিতে হয়েছিলো ১১৬।

ভারত : প্রথম দফা

	এম. এল. জয়সীমা		ব. নাইট	১২
*	নরিম্যান কনট্র্যাকটর		ব. বারবার	৮৬
	বিজয় মঞ্জরেকার	ক. লক	ব. পারফিট	১৩
	পাতৌদির নবাব	ক. লক	ব. নাইট	১০৩
	পলি উমরিগড়	ক. মিলম্যান	ব. অ্যালেন	২
	চান্দু বোরদে		ব. লক	৩১
	সেলিম দুরানি		ব. অ্যালেন	২১
	বাপু নাদকার্নি		ব. অ্যালেন	৬৩
†	ফারুক ইনজিনিয়ার		ব. ডেক্সটার	৬৫
	রমাকান্ত দেশাই	লেগ-বিফোর	ব. বারবার	১৩
	এরাপল্লি প্রসন্ন	অপরাজিত		৯
	অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ৬)			১০
				৪২৮

পতন : ২৭ (জয়সীমা); ৭৪ (মঞ্জরেকার); ১৭৮ (কনট্র্যাকটর); ১৯৩ (উমরিগড়); ২৪৫ (পাতৌদি); ২৭৩ (দুরানি); ২৭৭ (বোরদে); ৩৭৮ (ইনজিনিয়ার), ৩৯৮ (দেশাই); ৪২৮ (নাদকার্নি)।

ডেভিড স্মিথ	৯	১	২০	০
নাইট	১৪	২	৬১	২
লক	৪০	১৩	১০৬	১
অ্যালেন	৫১·৩	২০	১১৬	৩
পারফিট	১১	২	২২	১
বারবার	১৪	০	৭০	২
ডেক্সটার	৫	০	২২	১

ইনিংসের স্থচনাতেই রিচার্ডসনকে হারিয়েছিলো ইংলণ্ড, কিন্তু ৪১এ

ব্যারিংটনের নিষ্ক্রমণ হ'লো অপ্রত্যাশিত : দুরানির বলটি তিনি বোলারদের মাথার উপর দিয়ে সচেতনভাবেই হাঁকিয়েছিলেন, কিন্তু মঞ্জরেকার দৌড়ে এলেন সীমানা থেকে, এক দুর্ধর্ষ ক্যাচে ব্যারিংটনের অবসান হ'লো। চার রান পরেই বোরদের লোপ্পা ঝোলানো বলে আউট হলেন ডেক্সটার। ইংলণ্ড তিন উইকেটে ৪৫। চায়ের পর প্রথম ওভারেই বোরদে ঠিক একই ধরনের বলে বারবারকে পেলেন লেগ-বিফোর: ইংলণ্ড চার উইকেটে ৫৪। কিন্তু মাইক স্মিথ আর পিটার পারফিট সাবধানে খেলে ভাঙন রোধ করলেন: দিনের শেষে ইংলণ্ডের রান দাঁড়ালো চার উইকেটে ১০৮।

তৃতীয় দিনে কিন্তু ইংলণ্ড অপ্রত্যাশিতভাবে অবস্থা অনেকটা আয়ত্তে আনলো ; এইজন্য অপ্রত্যাশিত যে, ব্যারিংটন-ডেক্সটার-রিচার্ডসন-বারবার আউট, মাইক স্মিথ আগের টেস্টগুলোয় কোনোই সুবিধে করতে পারেননি, বাকি সবাই এ-রকম চাপের মধ্যে খেলতে অভ্যস্ত নন। বিশেষত দিনের সূচনাতেই যখন পারফিট আউট হ'য়ে গেলেন, তখন কেউ ভাবেনি ইংলণ্ড এই বিপর্যয় শামলাতে পারবে। কিন্তু সহ-অধিনায়ক মাইক স্মিথ দুর্দান্ত খেললেন : ভারতীয় স্পিনারদের কুটিল ও টিটকিরিপ্রবণ বলের উত্তরে চমকপ্রদভাবে তিনি ব্যবহার করলেন সুইপ, তারপর ক্রমেই যখন তাঁর হাত খুলছিলো তখন আচমকা দুরানির বলে উমরিগড়ের হাতে ক্যাচ দিয়ে তিনি প্রস্থান করলেন। তাঁর এই ৭৩ রান অনেক সেঞ্চুরির চেয়েও মূল্যবান ব'লে গণ্য হবে। অথচ সহ-অধিনায়ক হওয়া সত্ত্বেও কলকাতায় ফর্ম নেই ব'লে দল থেকে বাদ পড়েছিলেন। তারপর আউট হলেন ব্যারি নাইট। লাঞ্চের সময় ইংলণ্ড সাত উইকেটে ২১১। তখনও ফলো-অন বাঁচাতে ১৮ রান চাই। অ্যালেন আর লক আউট হলেন পর-পর দু-বলে : হ্যাট্রিকের মুখে নামলেন ডেভিড স্মিথ, ফলো-অন বাঁচাতে তখনও ৩ রান বাকি। ডেভিড স্মিথ যে কেবল হ্যাট্রিক ঠেকালেন তা নয়—দুটি ছক্কা ও তিনটি চার সমেত ৩৪টি রান করলেন তিনি ঝড়ের বেগে। শেষ উইকেটে মিলম্যানের সঙ্গে ৫৫ রান যোগ করবার পর শেষ পর্যন্ত নাদকার্নির বলে আউট হলেন স্মিথ : মিলম্যান অসীম ধৈর্য ও অভিনিবেশের সঙ্গে খেলে শেষ-তক অপরাজিত র'য়ে গেলেন। দুরানির ৬ উইকেট আবারও তাঁর উদীয়মান প্রতিভার ছাপ হ'য়ে রইলো।

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

পিটার রিচার্ডসন	ক. কনট্র্যাকটর	ব. দেশাই	১৩
বব বারবার	লেগ বিফোর	ব. বোরদে	১৬
কেন ব্যারিংটন	ক. মঞ্জরেকার	ব. দুরানি	২০
* টেড ডেক্সটার		ব. বোরদে	২
মাইক স্মিথ	ক. উমরিগড়	ব. দুরানি	৭৩
পিটার পারফিট	ক. প্রসন্ন	ব. দুরানি	২৫
ব্যারি নাইট	ক. নাদকার্নি	ব. দুরানি	১৯
ডেভিড অ্যালেন		ব. দুরানি	৩৪
† জেফ মিলম্যান	অপরাজিত		৩২
টোনি লক	ক. বোরদে	ব. দুরানি	০
ডেভিড স্মিথ		ব. নাদকার্নি	৩৪
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ১২)			১৩
			২৮১

পতন : ১৮ (রিচার্ডসন) ; ৪১ (ব্যারিংটন) ; ৪৫ (ডেক্সটার) ; ৫৪ (বারবার) ; ১৩৪ (পারফিট) ; ১৮০ (মাইক স্মিথ) ; ১৮৯ (ব্যারি নাইট) ; ২২৬ (অ্যালেন) ; ২২৬ (লক) ; ১৮১ (ডেভিড স্মিথ)।

দেশাই	১২	১	৫৬	১
জয়সীমা	৫	০	১৮	০
দুরানি	৩৬	৯	১০৫	৬
বোরদে	৩০	৯	৫৮	২
প্রসন্ন	৯	২	২০	০
উমরিগড়	১২	৬	১১	০
নাদকার্নি	৬.১	৬	০	১

১৪৭ রান এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে ভারত রান করলো তিন উইকেটে ৬৫। কনট্র্যাকটরের ব্যাটের কানায় লেগে পারফিটের হাতে গিয়ে ঢুকলো ডেভিড স্মিথের বল—কনট্র্যাকটর পা বাড়িয়ে বলটা ঠেকাতে চেয়েছিলেন। ভারত এক উইকেটে ১৫। তারপর চায়ের পরেই লকের বলে জয়সীমাকে লুফে নিলেন মিলম্যান : ভারত দু-উইকেটে ৩০।

পাতৌদি আউট হলেন স্কোয়ারলেগে ক্যাচ তুলে: ঘূর্ণ্যমান বলটিকে তিনি সুইপ করতে গিয়েছিলেন। ভারত তিন উইকেটে ৫০। মঞ্জরেকার ও উমরিগড় বাকি সময়টুকু সাবধানে খেলে কাটিয়ে দিলেন।

রবিবারের আস্ত সকাল জুড়ে লক আর অ্যালেনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটস-মানদের জীবনপণ লড়াই চললো। একপ্রান্তে কেবল অটুট রইলেন ধ্রুপদী মঞ্জরেকার—পরিশীলিত, শোভন, অসামান্য। আর অন্য প্রান্তে পর-পর আউট হলেন উমরিগড়, দেশাই, বোরদে, দুরানি, নাদকার্নি। মঞ্জরেকার আউট হলেন নবম। দলের রান তখন ১৫৮। তাঁকে অবশ্য কোনো বোলারের পক্ষেই আউট করা সম্ভব হ'তো না—যদি-না অদ্ভুতভাবে তিনি রান আউট হতেন। অ্যালেনের একটি ওভারের পঞ্চম বল তিনি ঠেলে দিয়ে রান নেবার জন্য ক্রিজ ছেড়ে বড্ড বেশি দূর এগিয়ে এসেছিলেন। ক্ষিপ্র অ্যালেন তক্ষুনি মিলম্যানের কাছে বল পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু শেষ উইকেটে ইনজিনিয়ার ও প্রসন্ন প্রায় প্রতি বলে রান তোলবার চেষ্টা করলেন। লক শেষ পর্যন্ত অবশ্য প্রসন্নকে আউট ক'রে ইনিংসের সমাপ্তি টানলেন: ভারত সবাই আউট হ'য়ে ১৯০। লক যে চমৎকার বল করেছিলেন ৬৫ রানে ছ-উইকেট কেবল তার সামান্য সাক্ষী।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

* নরিম্যান কনট্র্যাকটর	ক. পারফিট	ব. ডেভিড স্মিথ	৩
এম. এল. জয়সীমা	ক. মিলম্যান	ব. লক	১০
বিজয় মঞ্জরেকার	রান-আউট	নিক্ষেপক: অ্যালেন	৮৫
পাতৌদির নবাব	ক. মাইক স্মিথ	ব. লক	১০
পলি উমরিগড়	ক. ও	ব. অ্যালেন	১১
রমাকান্ত দেশাই	ক. পারফিট	ব. লক	১২
চান্দু বোরদে	ক. ডেক্সটার	ব. পারফিট	৭
সেলিম দুরানি	ক. মিলম্যান	ব. লক	৯
বাপু নাদকার্নি	ক. পারফিট	ব. লক	১
† ফারুক ইনজিনিয়ার	অপরাজিত		১৫
এরাপল্লি. প্রসন্ন	ক. ডেক্সটার	ব. লক	১৭
অতিরিক্ত (বাই ৬, লেগ-বাই ৪)			১০
			১৯০

পতন : ১৫ (কনট্র্যাকটর) ; ৩০ (জয়সীমা) ; ৫০ (পাতৌদি) ; ৮০ (উমরিগড়) ৯৯ ; (দেশাই) ; ১২২ (বোরদে) ; ১৪৬ (দুরানি) ; ১৫০ (নাদকার্নি) ; ১৫৮ (মঞ্জরেকার) ; ১৯০ (প্রসন্ন)।

ডেভিড স্মিথ	৭	০	১৫	১
নাইট	৪	০	১২	০
লক	৩৯.৩	১৬	৬৫	৬
অ্যালেন	৩৩	১১	৬৪	১
পারফিট	১১	৩	২৪	১

৩৩৭ রান পেছিয়ে থেকে ইংলণ্ড আবার শোচনীয়ভাবে ইনিংসের সূচনা করলো। রিচার্ডসন আবারও গোড়াতেই আউট হলেন। বারবার আউট হলেন ৩২-এ। তারপরে লেগ-স্লিপে নাদকার্নি যখন দুর্ধর্ষভাবে ডেক্সটারকে লুফে নিলেন, ইংলণ্ডের রান তখন হতাশ ও বিমর্ষ ৪১। এ-অবস্থা থেকে তাদের উদ্ধারের কোনো আশাই ছিলো না। ব্যারিংটন রগরগে খেলে ৪৮ রান করলেন, তাতে ছিলো আটটি চার। পঞ্চম আউট হলেন প্রথম ইনিংসের নায়ক মাইক স্মিথ : ইংলণ্ডের রান তখন মাত্র ৯০। পারফিট আর নাইট দিনের শেষ পর্যন্ত উইকেট আগলে রাখলেন: চতুর্থ দিনের শেষে ইংলণ্ড পাঁচ উইকেটে ১২২।

প্রথম ইনিংসে ভারত অত রানে এগিয়ে থাকবার সঙ্গে-সঙ্গেই খেলার ফলাফল নির্ধারিত হ'য়ে গিয়েছিলো। বিশেষত মাদ্রাজের স্পিনধরা উইকেটে চতুর্থ দফায় ব্যাট করা সহজ ছিলো না। শেষ দিনে তাই খেলা যখন শুরু হ'লো তখন একটাই কৌতূহল: কতক্ষণ ইংলণ্ড ভারতীয় স্পিনারদের ঠেকিয়ে রাখবে। পারফিট আর নাইট মরণপণ ক'রে লড়ছিলেন—কিন্তু দুরানি-বোরদে-প্রসন্নর বল তাঁদের সাধ্যের অতিরিক্ত হ'লো। একঘণ্টা পর নাইট আউট হলেন ইনজিনিয়ারের হাতে ক্যাচ তুলে। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই আউট হলেন পারফিট। দুরানি তখন ৬৭ রানে চার উইকেট নিয়েছেন। লাঞ্চের পাঁচ মিনিট আগে প্রসন্ন পেলেন মিলম্যানকে: প্রসন্নর প্রথম টেস্ট উইকেট ইংলণ্ডের রান দাঁড় করালো আট উইকেটে ২০২। লাঞ্চের পরে দ্বিতীয় বলেই আউট হলেন অ্যালেন—তারপর বোরদে যখন লকের উইকেট পেলেন, তখন ভারতের জয় হ'লো ১২৮ রানে। কলকাতার জয় যে অপ্রত্যাশিত বা অদ্ভুত বা অস্বাভাবিক

ছিলো না, যোগ্যতর দলেরই জয় হয়েছিলো, মাদ্রাজের এই বিজয় সেই সত্যকেই অধোরেখ ক'রে গেলো। নতুনভাবে ভারতীয় দলকে গ'ড়ে তোলবার জন্য কনট্র্যাকটর বারংবার তাই ধন্যবাদের যোগ্য।

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় দফা

পিটার রিচার্ডসন	ক. জয়সীমা	ব. দেশাই	২
বব বারবার		ব. দুরানি	২১
কেন ব্যারিংটন	লেগ-বিফোর	ব. নাদকার্নি	৪৮
* টেড ডেক্সটার	ক. নাদকার্নি	ব. বোরদে	৩
মাইক স্মিথ	ক. বোরদে	ব. দুরানি	১৫
পিটার পারফিট	ক. কনট্র্যাকটর	ব. দুরানি	৩৩
ব্যারি নাইট	ক. ইনজিনিয়ার	ব. দুরানি	৩৩
ডেভিড অ্যালেন	ক. উমরিগড়	ব. বোরদে	২১
† জেফ মিলম্যান	ক. কনট্র্যাকটর	ব. প্রসন্ন	১৪
টোনি লক	ক. নাদকার্নি	ব. বোরদে	১১
ডেভিড স্মিথ	অপরাজিত		২
অতিরিক্ত (বাই ২, লেগ-বাই ৪)			৬
			২০৯

পতন : ২ (রিচার্ডসন) ; ৩২ (বারবার) ; ৪১ (ডেক্সটার) ; ৮৬ (ব্যারিংটন) ; ৯০ (মাইক স্মিথ) ; ১৫৫ (নাইট) ; ১৬৪ (পারফিট) ; ১৯৪ (মিলম্যান) ; ২০২ (অ্যালেন) ; ২০৯ (লক)।

দেশাই	৪	০	১৬	১
উমরিগড়	৬	১	১২	০
দুরানি	৩৪	১২	৭২	৪
বোরদে	২৫·৩	৮	৫৯	৩
প্রসন্ন	১১	৩	১৯	১
নাদকার্নি	১২	৩	২৫	১

১৯ ভারত বনাম ওয়েস্ট-ইনডিজ : ১৯৬২

সত্যি-যে ১৯৫৮-৫৯ সালে জেরি আলেকজাণ্ডারের ওয়েস্ট-ইনডিজ দলের কাছে ভারত শোচনীয়ভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিলো, তারপর আরো শোচনীয় হয়েছিলো ভারতের ১৯৫৯-র ইংলণ্ড সফর। কিন্তু দেশে ফিরে এসেই যখন ভারতীয় দল রিচি বেনোর বিশ্বজয়ী অস্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গে যোগ্য টক্কর দিলে, তখন সবাই আশা করেছিলো, এবার বুঝি ভারতীয় দলের পুনরুত্থান ঘটলো। পাকিস্তানের সঙ্গে পরের বছর যখন পর-পর পাঁচটি টেস্ট রক্ষণাত্মকভাবে অমীমাংসিত শেষ হ'লো—একঘেয়ে ও বিরক্তিকর একটি টেস্ট-সিরিজ—তখন কতগুলো তথ্য আবার স্পষ্টভাবে চোখে পড়লো। মন্থর ও নিষ্প্রাণ পিচ, কেবলমাত্র স্পিন বলের উপর নির্ভর ক'রে টেস্ট খেলতে নামার অবিবেচনা (সত্যি-যে, দেশাই পাকিস্তানি ব্যাটসম্যানদের অনেক সময়েই অস্বস্তিতে ফেলেছিলেন, কিন্তু ভারতীয় আক্রমণ পিচের জন্যই হোক বা সত্যিকার ফাস্টবোলারের অভাবের জন্যই হোক প্রধানত স্পিনারদের উপরই নির্ভর ক'রে গ'ড়ে উঠেছিলো), আর দলাদলি ও যুদ্ধোত্তর কালের রক্ষণাত্মক মনোভাব—এই সব মিলে পঞ্চাশের দশকে ভারতীয় ক্রিকেটের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হ'য়ে উঠেছিলো। পালাবদল ঘটলো কনট্র্যাকটরের নেতৃত্বে। সত্যি-যে পুরোনো দিনের বাঁধন কাটাতে তাঁকে একটা আস্ত সিরিজ লড়তে হয়েছে। তাছাড়া, পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের ক্রিকেট তো কেবল খেলার মাঠেই ঘটতো না। কিন্তু ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ২-০ খেলায় জয় এই আশাই জাগিয়েছিলো যে ভারতীয় ক্রিকেট বুঝি অবশেষে পরিণত ও প্রাপ্তবয়স্ক হ'লো।

এই অবস্থায় ক্যারাবিয়ন সফরে গিয়ে যখন পাঁচটি টেস্টে শোচনীয়ভাবে হেরে ভারত সব খুইয়ে ফিরে এলো, তখন সমর্থকদের হতাশা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিলো, তা অনুমান করতে কোনো জবরদস্ত গোয়েন্দা লাগাতে হয় না। অথচ সফর শুরু হয়েছিলো কিন্তু চমৎকারভাবে। প্রথম টেস্টের আগে সবগুলো খেলাতেই ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ব্যাট থেকে অনর্গল রান নির্গত হচ্ছিলো। ত্রিনিদাদ কোল্টের বিরুদ্ধে তরুণ সরদেশাই করেছিলেন ১১৬, 'দ্বিতীয় মঞ্জরেকার'—এই অভিধা জুটেছিলো তাঁর। দুরানি ও বোরদের বলে ক্যারাবিয়নের ব্যাটসম্যানরা এমন থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন যে অনুমান করতে দেরি হয়নি যে তাঁদের বিরুদ্ধে রান তোলা ওয়েস্ট-ইনডিজের পক্ষে সহজ হবে না।

কিন্তু প্রথম টেস্টের আগে চোট জখমের পরিমাণ বিস্ফারিত হ'য়ে উঠেছিলো: জয়সীমা, পাতৌদির নবাব, বিজয় মেহ্‌রা—এঁরা সবাই আহত হওয়ায় দলের মনোবল অনেকখানিই ভেঙে গিয়েছিলো।

তাছাড়া, মনে রাখা উচিত, নবজাগ্রত ওয়েস্ট-ইনডিজের নেতা তখন ফ্রাঙ্ক ওরেল। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৬০-৬১ সালে অস্ট্রেলিয়ায় কিংবদন্তি রচনা ক'রে এসেছে ওয়েস্ট-ইনডিজ। ১৯৫৮-৫৯ সালে হাণ্ট, কানহাই, হল ছিলেন টেস্ট দলে প্রায় নবাগত—এখন তাঁরা যে কেবল অভিজ্ঞ ও পরিণতই হয়েছেন, তা নয়—ওরেলের প্রেরণায় তাঁদের খেলা আরো উদ্দীপ্ত প্রাণবন্ত ও উদ্দেশ্যময় হ'য়ে উঠেছে।

কিন্তু যে-ঘটনার প্রভাব ভারতের পক্ষে সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী ও শোচনীয় হয়েছিলো, তা হ'লো তৃতীয় টেস্টের আগে বারবেডোজের খেলায় চার্লি গ্রিফিথের বলে যখন কনট্র্যাকটর মাথায় আঘাত পেলেন। মৃত্যুই হ'তো, একটু এদিক-ওদিক হ'লে। একাধিকবার মস্তিষ্কের ব্যবচ্ছেদ করতে হ'লো : রক্ত দিলেন ফ্রাঙ্ক ওরেল, গুলাম আমেদ। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচলেন বটে কনট্র্যাকটর, কিন্তু এ-ঘটনা ভারতীয় শিবিরে যে বিষম প্রভাব ফেলেছিলো, তা আর অপসারিত হ'লো না। অধিনায়কের এভাবে জীবনসংশয় হবার পর ভারতীয় ক্রিকেটের নেতৃত্ব বর্তালো সহ-অধিনায়ক পাতৌদির তরুণ নবাবের উপর। টেড ডেক্সটারের বই থেকে এইপ্রসঙ্গে কিছু অংশ তুলে দেয়া যাক : '১৯৬২তে নরি কনট্র্যাকটরের সঙ্গে আমার একবার দেখা হয়েছিলো, সে-কথা আমি কোনোদিন ভুলবো না। কনট্র্যাকটর বেড়াতে এসেছিলেন, পান করতে-করতে আমাকে এই ভীষণ গল্পটা শোনালেন তিনি। "ওয়েস্ট ইনডিজ সফরে আমি ভারতের অধিনায়ক ছিলুম। বারবেডোজে খেলতে যাবার আগে ফ্রাঙ্ক ওরেল আমাকে গ্রিফিথসম্বন্ধে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন। 'গ্রিফিথ কেন ?' আমি জিগেশ করেছিলুম, 'আপনাদের সব ফাস্টবোলাররাই তো ভাবে আমাদের কোনো সাহস নেই, আর বেধড়ক আক্রমণ করে। এদের মধ্যে গ্রিফিথ আলাদা কিসে ?' ওরেল বলেছিলেন, 'ও ছুঁড়ে বল করে, তাই লক্ষ্য রেখো।' বারবেডোজের খেলাতেই গ্রিফিথের খাটো লেংথের বলে কনট্র্যাকটর মরণাপন্ন আঘাত পেয়েছিলেন। কনট্র্যাকটর বলেছিলেন সংকটের খবর পেয়ে ওরেল বিমানে উড়ে এসেছিলেন তাঁর শয্যার পাশে—হতাশ মরিয়া মানুষ যেমন আগে থেকেই জানে কী হবে, আর ভয়ে কাঁপে—

যদি তার সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপারটিই সত্যি হ'য়ে যায়। কনট্র্যাকটর বেঁচে গিয়েছিলেন সে-বার, যদিও মাথায় এনামেলের পাত সেই ঘটনার স্মারক হ'য়ে রইলো। আমার সঙ্গে দেখা করতে আসার সময় তিনি সস্ত্রীক এসেছিলেন, কারণ হঠাৎ-হঠাৎ-অন্যমনস্ক ও এলোমেলো হ'য়ে যেতেন তিনি—সে-সময় তাঁর স্ত্রী তাঁর দেখাশুনো করতেন।' কনট্র্যাকটরের অসীম মনোবল ও সাহসের সাক্ষী পরবর্তী ঘটনার কথা ডেক্সটার উল্লেখ করেননি : এর পরেও প্রথম শ্রেণীর খেলায় কনট্র্যাকটর ইনিংসের সূচনা করতে নেমেছেন; সেঞ্চুরি করেছেন, তাঁর চমৎকার খেলার জন্য ১৯৬৮ সালের অস্ট্রেলিয়াগামী ভারতীয় দলে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করবারও কথা উঠেছিলো। কিন্তু তবু সেই এনামেলের পাত আর মাঝে-মাঝে এলোমেলো হ'য়ে-যাওয়া—বারবেডোজের সেই ১৯৬২ সালের ১৬ই মার্চের স্মারক হ'য়ে আছে। ডেক্সটারের মতে অবশ্য ওয়েস্ট-ইনডিজের চেস্টার ওয়াটসন আর চার্লি স্টেয়ার্সও ছুঁড়ে বল করতেন। তাঁদের সঙ্গে টেস্ট খেলার বিবরণের সময় আমাদের দেখা হবে। তার আগে পাতৌদির বই থেকে একটু অংশ লক্ষ্য করা যাক।

'ভারতীয় ক্রিকেটের কাহিনীতে ১৬ই মার্চ ১৯৬২ একটি কালো দিন ব'লে চিরকাল মনের মধ্যে হানা দেবে।....আমার ধারণা, আমি সাধারণত স্নায়ুকাতর ব্যাটসম্যান নই, কিন্তু সেদিন ব্রিজটাউনে স্টাম্পের সামনে কুঁজো হ'য়ে দাঁড়িয়ে চার্লি গ্রিফিথের প্রথম বলের মুখোমুখি হ'য়ে আমি সত্যি ভয় পেয়েছিলুম। ওয়েস্ট-ইনডিজের স্বাভাবিক তপ্ত দিন, কেনসিংটন পার্ক এরিনার ছোট্ট খোলা মাঠে হাজার দশেক আস্তিন-গোটানো দর্শক জড়ো হয়েছে, তালগাছে বা ও-রকম কোনো উঁচু জায়গায় ঝুলছে আরো অনেকে, মাঠের বাইরে। এর আগে এই 'মৈত্রী' সফরে কতবার শুনেছি দর্শকের কোলাহল ও প্রাণখোলা হাসি—কিন্তু এখন মনে হচ্ছিলো এই গুঞ্জনের আরো-কোনো অর্থ আছে হয়তো। জয়ের গন্ধ পেয়ে তপ্ত উত্তেজিত ওয়েস্ট-ইনডিনিয়ানরা যেন আমাদের রক্তের জন্য চ্যাঁচাচ্ছে। আশা করি আমার ভয় বাইরে থেকে দেখা যায়নি। প্রকাশ্যে জনসাধারণের মধ্যে ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির উৎসারণে আমার বিশ্বাস নেই। আনন্দ কিংবা চোখের জলের মতো ভয়ও অতি ব্যক্তিগত সামগ্রী—নিজের ঘরেই তার প্রকাশ ঘটুক। অন্তত ক্রিকেট মাঠে তার স্থান নেই। এক্ষেত্রে, আপনারা অবশ্য দেখতে পাবেন, ঘটনাচক্র ছিলো অসাধারণ।

'বারবেডোজের সঙ্গে ভারতীয় একাদশের খেলার দ্বিতীয় দিনের অপরাহ্ণ : নিঃসংশয়ে টেস্টদলের বাইরে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দল এবং বেশির ভাগ টেস্ট দলকে হারাবার ক্ষমতা রাখে এ-দল।

'বারবেডেজের প্রথম দফায় ৩৯৪ রানের উত্তরে আমরা তখন ১৫ রানে তিন উইকেট হারিয়েছি। দলের তরুণ সহ-অধিনায়ক হিশেবে আমি তীক্ষ্ণভাবেই এটা অনুভব করছিলুম যে এমন একজন কাউকে চাই যে আমাদের ব্যাটিং-এ স্থায়িত্বের সন্ধান দেবে।

'এখন যখন গ্রিফিথ রান-আপ নিতে হেঁটে যাচ্ছেন, আমি কিছুতেই আমার মন থেকে আগেকার ঘটনাগুলোকে মুছে ফেলতে পারছিলুম না।

'টেড ডেক্সটারের ইংলণ্ড দলকে হারিয়ে ভারতীয় দল যে-সম্ভ্রম আদায় করেছিলেন, সফরে এ পর্যন্ত তার যোগ্য কিছু করা যায়নি—অথচ আমাদের এ-সফরটি মোটেই "বালখিল্যদের বিদেশভ্রমণ" ছিলো না।

'এই খেলার জন্য আমাদের বিশেষ ভাবনা ছিলো। যাঁরাই সম্প্রতি বারবেডোজে ক্রিকেট খেলে গেছেন, তাঁরা সবাই আমাদের চার্লি গ্রিফিথের কাছ থেকে বিপদ আসতে পারে ব'লে হুঁশিয়ার ক'রে দিয়েছেন। প্রকাণ্ড এই ফাস্ট বোলারের বল করার ভঙ্গি "অস্বাভাবিক"। ভয়ংকর বেগে তার ফলেই, নাকি, অপ্রত্যাশিত ভাবে তিনি বল ঠুকে তুলতে পারেন।

'খেলার শুরু থেকেই প্রত্যেকে ভারতীয় চক্ষু গ্রিফিথের উপর আঠার মতো আটকে ছিলো। প্যাভিলিয়নের অলিন্দ থেকে—সেটা ছিলো বোলারের ঠিক পিছনে—আমরা তাঁর বল করার দস্তুর ভালোভাবেই দেখতে পাচ্ছিলুম। আর এটা আমাদের বুঝতে দেরি হয়নি যে হুঁশিয়ারিগুলো মোটেই অতিশয়োক্তি বা অতিরঞ্জন নয়—গ্রিফিথের কোনো-কোনো বল করার রীতি সত্যি অদ্ভুত আর তা থেকে ব্যাটসম্যানের বিপদ ঘটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

'একটু আগেই আমাদের অধিনায়ক নরি কনট্র্যাকটর গ্রিফিথের খাটো লেংথের বলের মুখে পড়েছিলেন, অপ্রত্যাশিতভাবে সেটা লাফিয়ে উঠেছিলো। নরি ব্যাট চালাবার কোনো সময় পাননি, কেবল শেষ মুহূর্তে কাঁধ নামাবার চেষ্টা করেছেন। এমনকি ড্রেসিংরুমের দূরত্ব থেকেও আমরা সেই ভীষণ শব্দ শুনতেও পেয়েছিলুম যখন বলটা গিয়ে তাঁর মাথায় লাগলো।

'এই একটি বলকে নিয়ে তারপরে অন্তহীন আলোচনা হয়েছে। কেউ-কেউ ভজাবার চেষ্টা করেছেন বলটা নাকি স্টাম্পের চেয়ে উঁচুতে ওঠেনি। কাছে

থেকে স্বচক্ষে এই ঘটনা দেখেছি ব'লে এই ইঙ্গিতকে আমি সম্পূর্ণ অসত্য ব'লে নাকচ ক'রে দিতে পারি।

'কনট্র্যাকটর পাঁচ ফিট ন-ইঞ্চি। যখন আঘাত পেয়েছিলেন তখন তিনি ব্যাট চালাবার চেষ্টা করেননি, সোজা খাড়া ছিলেন। সত্যি বলতে, শেষ মুহূর্তে যখন তিনি রক্তিম গোলাটিকে দেখতে পান তার আগে তাঁর কোনো পেশি পর্যন্ত নড়েনি। বলটাকে দেখেই আত্মরক্ষার চেষ্টায় মাথাটি তিনি ডান কাঁধে ঝুঁকিয়েছিলেন। না-হ'লে বলটি মাথায় না-লেগে তাঁর ঘাড়ে লাগতো।

'আরো মনে রাখতে হবে কনট্র্যাকটর তখন পরিশীলিত ও দক্ষ টেস্ট ব্যাটসম্যান—তাঁকে সহজে ঠকানো মুশকিল—এবং অতি দ্রুত বলেও ভয় খাবার মানুষ নন। [কে না জানে ভাঙা পাঁজর নিয়ে ইংলণ্ডে লর্ডস-এ তিনি একটি রগরগে ইনিংস খেলেছিলেন ১৯৫৯ সালে আর তাঁর বিরুদ্ধে বল করেছিলেন ট্রুম্যান, স্ট্যাথাম ও মস।]

'মনে আছে আমার বন্ধু জয়সীমার দিকে ফিরে আমি তখন আর্ত ও স্তম্ভিত স্বরে বলেছিলুম, "জয়, দেখেছো কী সাংঘাতিক কাণ্ড!"

'আমরা তাকিয়ে দেখেছিলুম আমাদের অধিনায়ক মাটিতে ডুবে গেলেন। বারবেডোজের খেলোয়াড়রা সাহায্য করতে ছুটে এলেন, কেউ-কেউ তাঁকে ধরাধরি ক'রে নিয়ে আসছিলেন। আমাদের খেলোয়াড়রাও সাহায্যের জন্য ছুটে গিয়েছিলেন।

'গোড়ায় কেউ বোঝেনি কনট্র্যাকটরের আঘাত কতটা মারাত্মক। পরে তিনি যখন ড্রেসিংরুমের কোনায় ব'সে আছেন, কার যেন চোখে পড়লো তাঁর নাক-কান দিয়ে রক্ত ঝরছে। ম্যানেজার গুলাম আমেদ হাসপাতালে ফোন করলেন, "এক্ষুনি অ্যাম্বুলেন্স পাঠান।"

'খেলা চলতে লাগলো। একটু পরে মঞ্জরেকার, তিনি প্রকরণের দিক থেকে আমার মতে আমার সময়কার ভারতের সেরা ব্যাটসম্যান, এবং, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ও ক্ষিপ্র হুক করতে পারেন, গ্রিফিথের কাছ থেকে ঠিক অবিকল একটি বল পেলেন, যার জুড়ি বলটি কনট্র্যাকটরকে মাটিতে পেড়ে ফেলেছে।

'শেষ মুহূর্তে মাথা সরিয়ে নেয়ায় বলটা মঞ্জরেকারের নাক থেঁৎলে দিলো। নরির বতো তিনিও যে অবসর নেবেন, তাতে কোনো সংশয় ছিলো

না। আস্তে-আস্তে ড্রেসিংরুমে ফিরে তিনি শান্তস্বরে বললেন : "আমি অন্ধ হ'য়ে গেছি। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না!" আবহাওয়া তখন এমন ছিলা-টান যে মনে হচ্ছে ব্যাট করতে যাওয়া মানেই জল্লাদের কুঠারের অপেক্ষায় থাকা।

'কুড়ি মিনিট পরে, সকলের আশ্বস্তি জাগিয়ে, মঞ্জরেকার আবিষ্কার করলেন যে তিনি একটু-একটু দেখতে পাচ্ছেন। আমি যখন জয়সীমার সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছিলুম, মঞ্জরেকার আমাকে শুভেচ্ছা জানালেন।

'বারো মাসও হয়নি এক মোটর দুর্ঘটনায় আমি ডান চোখ খুইয়েছি। কিন্তু যে-চোখটিতে তখনও আমি দেখতে পাই সেটি স্পষ্ট দেখতে পেলো চার্লি গ্রিফিথ আমার দিকে হেস্তনেস্ত করার ভঙ্গিতে ছুটে আসছেন।

'ক্রিজের পাশে এসে লাফিয়ে নামলেন গ্রিফিথ, বুকটা সোজা, বাঁ পা বাইরে বেরিয়ে। হাত নামলো নিচে—তারপর আর-কিছু না। আগাগোড়া কিছুই দেখিনি আমি বলটা, যদিও কেমন ক'রে যেন আন্দাজ করেছিলুম যে এটা লাফানো বল নয়। ভাগ্যি ভালো, বলটা উইকেটের বাইরে দিয়ে গিয়েছিলো।

'গ্রিফিথের পরের দুটো বলও আমি কিছুই দেখিনি। কিন্তু চতুর্থ বলটাকে দেখেছিলুম এক ঝলক। মনে হচ্ছিলো মিড-অফ থেকে আসছে বলটা। আমার উইকেট বাঁচাবার জন্য আমি কিছুই করতে পারিনি।'

উদ্ধৃতি আরো দীর্ঘ করা যেতো। কিন্তু কী দরকার। এটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে অনুমান করার যাচ্ছে কিসের ছায়ায় ভারতীয় ক্রিকেটাররা ঐ সফরে খেলেছিলেন। পাঁচটি টেস্টেই হার—এতে আমরা মোটেই খুশি হইনি সত্যি, কিন্তু আমরা এ-ক্ষেত্রে অন্তত কোনো ভুল করবো না, যদি বলি যে হারের জন্য আমাদের ক্রিকেটাররা ষোল আনা দায়ী ছিলেন না, বরং তৎসত্ত্বেও তাঁদের ক্রিকেট মাঝে-মাঝেই ঝলশে উঠেছে: ওয়েস্ট-ইনডিজের দর্শকদের মুখে-মুখে ঘুরছে দুরানি, সুরতি, ইনজিনিয়ার, নাদকার্নি, উমরিগড়ের নাম। সফরের শেষে ফ্রাঙ্ক ওরেল বলেছেন, ভারত তাঁদের এক মুহূর্তের জন্যও স্বস্তি দেয়নি—এমন প্রবল চাপের মধ্যে তাঁরা অস্ট্রেলিয়া সফরেও খেলেননি। ভারতীয় দলের প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনা, ওরেলের মনে হয়েছিলো, অপরিসীম। সফরের সূচনায় পর-পর দুর্ঘটনাগুলো না-ঘটলে সিরিজের ফলাফল হয়তো মোটেই এ-রকম হ'তো না।

প্রথম টেস্ট : পোর্ট অভ স্পেন, ত্রিনিদাদ ; ফেব্রুয়ারি ১৬, ১৭ ১৯ ও ২০/১৯৬২

প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট-ইনডিজ দলে তিনজন নতুন খেলোয়াড় সুযোগ পেয়েছিলেনঃ উইকেটরক্ষক জ্যাকি হেনড্রিকস, চৌকশ খেলোয়াড় উইলি রডরিগজ আর ফাস্ট বোলার চার্লি স্টেয়ার্স। হেনড্রিকস ও রডরিগজ ৫৮-৫৯ সালে ভারত সফরে এসেছিলেন, কিন্তু কোনো টেস্ট খেলেননি। স্টেয়ার্স নতুন উঠছেন। খেলা শুরু হবার দিন সকালেও সন্দেহ ছিলো গ্যারি সোবার্স শেষ পর্যন্ত খেলতে পারবেন কি না: কিন্তু শোফিল্ড শিল্ডের খেলা শেষ ক'রে হুড়মুড় ক'রে, শেষ মুহূর্তে, আড়াই হাজার মাইল বিমানভ্রমণ ক'রে, অ্যাডে-লাইড থেকে এসে হাজির হলেন তিনি, এবং কোনো বিশ্রাম না-নিয়েই মাঠে নেমে পড়লেন। ওয়াটসন, স্টেয়ার্স ও হল—ওয়েস্ট-ইনডিজ দলের তিনজন ফাস্ট-বোলার সূচনাতেই খেলাটা এমনভাবে কুক্ষিগত ক'রে নিলেন যে টসে জিতেও কনট্র্যাকটর বিশেষ সুবিধে করতে পারলেন না। হলের দ্বিতীয় ওভারে খাটো লেংথের ঠোকা বলের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে মেহ্‌রা ধরা পড়লেন হেনড্রিকসের দস্তানায় ; ভারত এক উইকেট খুইয়ে ৭। তারপর থেকে আস্ত সিরিজটাতেই ভারতীয় খেলোয়াড়দের অনবরত খাটো লেংথের ঠোকা বলের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে, যদিও বারবেডোজের খেলায় কনট্র্যাকটরের জীবন সংশয় হবার পর থেকে বাউন্সারগুলোর তীব্রতা অনেকটা ক'মে এসেছিলো। হলের সেই ওভারেই কনট্র্যাকটর মাথায় চোট পেলেন এবং আরো দুটি বল ভীমবেগে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে নতজানু কনট্র্যাকটরের মাথার উপর দিয়ে চ'লে গেলো। কনট্র্যাকটরের খেলার ছন্দ কেটে গেলো: ফলে একটু পরেই যখন স্লিপে সোবার্স যখন তাঁকে লুফে নিলেন তখন বিস্মিত হবার কিছু ছিলো না। লাঞ্চের আগেই মঞ্জরেকার ও উমরিগড় প্যাভিলিয়নে ফিরে এলেন: ভারতের রান তখন চার উইকেটে মাত্র ৪৯। মঞ্জরেকার ও উমরিগড় ছিলেন দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও পরিণত খেলোয়াড়: ওয়েস্ট-ইনডিজের বিরুদ্ধেই টেস্টে প্রথম নির্বাচিত হ'য়ে উমরিগড়ের উত্থান, ১৯৫৩ সালের ক্যারাবিয়ন সফরে তিনি ৫৬০ হাঁকিয়েছিলেন টেস্টে, আর মঞ্জরেকারের পরিশীলিত খেলার সৌষ্ঠবে ১৯৫৩ সালে ক্যারাবিয়ন মুগ্ধ হয়েছিলো। কিন্তু মঞ্জরেকার স্টেয়ার্সের বল নিজের উইকেটে টেনে আনলেন, আর ওয়াটসনের বলে দ্বিধাগ্রস্ত উম রগড়—দ্রুত বলে

তিনি চিরকালই তাই—দেখলেন বল এসে ব্যাটের কানায় লাগলো। লাঞ্চের তিন মিনিট আগে বৃষ্টি নামলো, খেলা সাময়িকভাবে স্থগিত, কিন্তু ততক্ষণে ভারতীয়দলের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছে। টেড ডেক্সটারের মতে অবশ্য স্টেয়ার্স ও ওয়াটসন দুজনেরই বল করার ভঙ্গি শাস্ত্রবিরোধী: তাঁরা দুজনেই নাকি ছুঁড়ে বল করেন। কিন্তু আম্পায়াররা তাঁদের বল করার ভঙ্গিতে সন্দেহজনক কিছু ছাখেননি।

বৃষ্টির জন্য সারা দিনে মোট আড়াই ঘণ্টা খেলা হয়নি। দিনের শেষে ভারতের রান দাঁড়িয়েছিলো ছ-উইকেটে ১১৩। মধ্যে সরদেশাই আর বোরদে সাহসের সঙ্গে কিছুক্ষণ বিপর্যয় ঠেকাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কেউই তেমন বেশিক্ষণ টেঁকেননি।

স্থরতি আর দুরানি—দুজনেই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান—দিনের শেষে অপরাজিত ছিলেন। পরদিনে সকালবেলায় তাঁরা ফাস্টবোলারদের পালটা আক্রমণ করলেন, দেখালেন যে আক্রমণের যোগ্য উত্তর উলটে আক্রমণ করা: এই জুটিতে যোগ হ'লো চনমনে ও ঝলমলে ৮১ রান। অবশেষে সোবার্স নিজের বলেই ঝাঁপিয়ে প'ড়ে দুরানিকে লুফে নিলেন। দুরানির এই সংরক্ত ও সতেজ ৫৬ রান অর্জিত হয়েছিলো ১৩৮ মিনিটে—আটটি চার সহযোগে। হল, স্টেয়ার্স, ওয়াটসন—কাউকেই তিনি রেয়াৎ করেননি। তাঁর হুক কিংবা স্কোয়ারকাটে ব্যাটের পরাবর্তন শেষ হবার আগেই বল পৌঁছে গিয়েছে সীমানায়। আর তাঁর কভারড্রাইভ ছিলো শিল্পিতায় ও আস্থায় স্বাচ্ছন্দ্যময়। নাদকার্নি রান-আউট হ'য়ে যেতেই এবার স্থরতি মারমূর্তি ধারণ করলেন। হেনড্রিকস আহত হ'য়ে মাঠ ছেড়ে চ'লে যাওয়ায় উইকেট রাখছিলেন ক্যানি স্মিথ, কোলি স্মিথের ভ্রাতা: আর রডরিগজ নেমেছিলেন বদলি খেলোয়াড়। ইনজিনিয়ারকে তিনি দর্শনীয়ভাবে লুফে নিলেন। লাঞ্চের আগেই মাত্র ২০৩ রানে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হ'য়ে গেলো: স্থর্তি আউট হ'লেন সকলের শেষে, সোবার্সের বলে স্টাম্পড। তাঁর ৫৭ রানের মধ্যে ছিলো ছটা বাউণ্ডারি।

ভারত : প্রথম দফা

* নরিম্যান কনট্র্যাকটর	ক. সোবার্স	ব. হল	১০
বিজয় মেহরা	ক. হেনড্রিকস	ব. হল	০

বিজয় মঞ্জরেকার		ব. স্টেয়ার্স	১৯
দিলীপ সরদেশাই	ক. সলোমন	ব. স্টেয়ার্স	১৬
পলি উমরিগড়	ক. সোবার্স	ব. ওয়াটসন	২
চান্দু বোরদে	ক. গিবস	ব. স্টেয়ার্স	১৬
সেলিম দুরানি	ক. ও	ব. সোবার্স	৫৬
রুসি সুরতি	স্টা. স্মিথ	ব. সোবার্স	৫৭
বাপু নাদকার্নি	রান-আউট	নিক্ষেপক : ওরেল	২
T ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. বদলি (রডরিগজ)	ব. গিবস	৩
রমাকান্ত দেশাই	অপরাজিত		৪
অতিরিক্ত (বাই ১১, লেগ-বাই ৫, নো-বল ২)			১৮
			২০৩

পতন: ৭ (মেহরা); ৩২ (কনট্র্যাকটর); ৩৮ (মঞ্জরেকার); ৪৫ (উমরিগড়); ৭৬ (বোরদে) ; ৮৯ (সরদেশাই) ; ১৭০ (দুরানি) ; ১৮৬ (নাদকার্নি) ; ১৯৪ (ইনজিনিয়ার); ২০৩ (সুরতি)।

হল	২০	৬	৩৮	২
ওয়াটসন	১২	৪	২০	১
স্টেয়ার্স	১৮	১	৬৫	৩
গিবস	১৪	৪	৩৪	১
সোবার্স	৯.৩	১	২৮	২

বৃষ্টির মধ্যে থেমে-থেমে খেলা হয়েছে, অসুস্থ তালিকায় নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় একাধিক, সূচনাতেই হল, ওয়াটসন ও স্টেয়ার্স অনবরত বাম্পার নিক্ষেপ করেছেন, ভারতের খেলোয়াড়দের কেউ-কেউ চুম্বকের মতো অফ-স্ট্যাম্পের বহির্গামী বলে আকৃষ্ট হয়েছেন, ওয়াটসন ও স্টেয়ার্সকে ঠিক 'বিশুদ্ধ' ও 'শাস্ত্রসম্মত' ফাস্ট বোলার বলা যায় না—এ-সব তথ্য মনে রাখলে শেষ অবধি ভারতের রান যে দুশো পেরিয়েছিলো তা কেবল দুরানি ও সুরতির সাহস, দৃঢ়তা ও দায়িত্বজ্ঞানই প্রমাণ করে। আর যুদ্ধোত্তর বিশ্বক্রিকেটের সেরা দল তখন ওয়েস্ট-ইনডিজ (ওরেল অবশ্যি বিনীতভাবে বলেছিলেন তাঁর দল 'যুদ্ধোত্তর ওয়েস্ট-ইনডিজের সেরা দল') ওরেলের সুচিন্তিত ও প্রেরণাময় নেতৃত্বে যে-দলের মনোবল তখন গগনচুম্বী, সে-দল কিন্তু ভারতের স্পিনারদের বলে সহজেই

নাজেহাল হ'য়ে গেলো। ওয়েস্ট-ইনডিজ তখন আক্রমণাত্মক, দ্রুত, উজ্জ্বল ক্রিকেটের প্রবক্তা ; কিন্তু ভারত যখন নিজেদের ব্যাটিংবিপর্যয় সত্ত্বেও হুড়মুড় ক'রে খেলার মধ্যে ঢুকে পড়লো—যার জন্য সমস্ত সাধুবাদ পাবেন বিশেষ ক'রে তুরানি ও বোরদে—তখন তাদের খেলাই ক্রমশ মন্থর, নিস্তেজ ও বুকচাপা হ'য়ে উঠেছিলো।

প্রথম আঘাত হেনেছিলেন দেশাই : তাঁরই বলে ক্যামিস্মিথ (কোলি স্মিথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) ধরা পড়লেন উমরিগড়ের হাতে। তারপরে ২৪ রান ক'রে কানহাই বোরদের ব'লে পুরোপুরি হার মেনে বোরদেরই হাতে লোপ্পা ক্যাচ তুলে দিয়েছিলেন। হান্ট ও সোবার্স সাবধানে দেখেশুনে খেলে খেলার মোড় ফেরাবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু জুটির রান যখন ৬৯, তখন উমরিগড়ের বলে সোবার্সের উইকেট ভেঙে গেলো, আর তুরানির বলে সুরতি লুফে নিলেন ওরেলকে—ওরেল, এমনকি, কোনো রান করবার সুযোগই পাননি। দিনের খেলা শেষ হবার আগে, শেষ ওভারে, তুরানির বলে বোরদে যখন মাটিতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে গড়াতে-গড়াতে নৈশপ্রহরী স্টেয়ার্সকে লুফে নিলেন, তখন ওয়েস্ট-ইনডিজের রান ৬ উইকেটে ১৪৮। তুরানির সুনিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তমান ফ্লাইট ও বোরদের লোভ-দেখানো লোপ্পা ঝোলানো বল আগাগোড়া ব্যাটস-ম্যানদের অস্বস্তির মধ্যে আটকে রেখেছিলো। আর ফিল্ডিং ছিলো দুর্ধর্ষ, ঠিক ১৯৫৩ সালের ভারতীয় দলের ফিল্ডিংএর মতোই ক্ষিপ্র ও উজ্জীবন্ত।

ওয়েস্ট-ইনডিজের অবস্থা তখন কোনঠাশা ; তার দুটি কারণ : এক, হেনড্রিক্স উইকেট রাখবার সময় আঙুল ভেঙে ফেলেছেন, এই খেলায় তাঁর পুনরায় অংশ নেবার বিরুদ্ধে ডাক্তারের কঠোর ফতোয়া ছিলো ; দুই, ওয়েস্ট-ইনডিজকে ব্যাট করতে হবে চতুর্থ ইনিংসে, অতএব প্রথম ইনিংসের খেলায় বেশি রান করতে না-পারলে তাদের সমূহ বিপদ।

দলের সংকট দেখে ডাক্তারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য ক'রে সলোমনের সঙ্গে পরদিন ব্যাট করতে নামলেন হেনড্রিক্স। শুধু তাই নয়, ভারতীয় আক্রমণকে বশীভূত ও পরাস্ত ক'রে তিনি যখন বিদায় নিলেন, তখন ওয়েস্ট-ইনডিজের রান ২৮৭। প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার জন্য ওয়েস্ট-ইনডিজ তাঁর কাছে চিরঋণী হ'য়ে থাকবে : সত্যি-যে আগের দিন স্পিন বলে ওয়েস্ট-ইনডিজ ভির্মি খেয়েছে, তবু সেদিন সকালবেলায় দেশাইকে দিয়ে যদি বল করানো হ'তো তাহ'লে হয়তো হেনড্রিক্সের এই বীরত্ব নিরর্থক হ'য়ে পড়তো : হেনড্রিক্স

আঙুলে চোট পেয়েছিলেন ব'লেই দেশাইয়ের খাটো লেংথের উৎক্ষিপ্ত বল অনেক কার্যকর হ'তো। কই, ভারতীয় খেলোয়াড়রা জখম হবার পরও কেউ তো ছেড়ে দেয়নি। কনট্র্যাক্টরকে তো হল আউট করেছিলেন বারংবার বাম্পারে আঘাত দিয়ে-দিয়ে।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : প্রথম দফা

কনরাড হাণ্ট	ক. ও	ব. দুরানি	৫৮
ক্যামি স্মিথ	ক. উমরিগড়	ব. দেশাই	১২
রোহন কানহাই	ক. ও	ব. বোরদে	২৪
গ্যারি সোবার্স		ব. উমরিগড়	৪০
* ফ্রাঙ্ক ওরেল	ক. স্থরতি	ব. দুরানি	০
জো সলোমন	ক. ইনজিনিয়ার	ব. দেশাই	৪৩
চার্লি স্টেয়ার্স	ক. বোরদে	ব. দুরানি	৪
† জ্যাকি হেনড্রিক্স	ক. দুরানি	ব. বোরদে	৬৪
ল্যান্স গিবস	ক. দুরানি	ব. উমরিগড়	০
ওয়েস হল	অপরাজিত		৩৭
চেস্টার ওয়াটসন	ক. কনট্র্যাকটর	ব. দুরানি	০
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ৩)			৭
			২৮৯

পতন : ১৩ (স্মিথ) ; ৬৭ (কানহাই) ; ১৩৬ (সোবার্স) ; ১৩৯ (ওরেল) ; ১৪০ (হাণ্ট) ; ১৪৮ (স্টেয়ার্স) ; ২১২ (সলোমন) ; ২১৭ (গিবস) ; ২৮৭ (হেনড্রিক্স) ; ২৮৯ (ওয়াটসন)।

দেশাই	১৩	৩	৪৬	২
উমরিগড়	৩৫	৮	৭৭	২
দুরানি	৩৫·২	৯	৮২	৪
বোরদে	২৫	৪	৬৫	২
নাদকার্নি	৩	২	১	০
স্থরতি	২	০	১১	০

ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গেই বৃষ্টি নামলো : চায়ের

বিরতির ২০ মিনিট আগেই খেলা বন্ধ। ততক্ষণে অবশ্য ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের সূত্রপাতেই সমাপ্তির ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে : হলের প্রথম বলেই কনট্র্যাকটরের উইকেট ছিটকে গেছে, দ্বিতীয় বলে মঞ্জরেকার হিট-উইকেট, এবং সরদেশাই টিকেছিলেন মাত্র ছু-বল : পর-পর তিনজন ব্যাটসম্যান যখন এক ওভারেই প্যাভিলিয়নে ফিরে এলেন, স্কোরবোর্ডে তখম মাত্র ৮ রান। হল মাত্র ছু-রানের বিনিময়ে এই তিনটে উইকেট দখল করেছিলেন। চতুর্থ উইকেট পড়েছিলো ৩৫এ, স্টেয়ার্সের বলে মেহ্‌রা সরাসরি পরাস্ত। দেয়ালের লিখন তখন স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে। তবু সেদিনকার খেলা যখন শেষ হ'লো, ভারত চার উইকেটে ৪৯।

পরের দিন লাঞ্চের আধঘণ্টা আগেই খেলা শেষ হ'য়ে গেলো। অত সময়ও লাগতো না, যদি-না উমরিগড় বোরদের জুটির সামান্য ২১ রান পরাজয়কে কিঞ্চিৎ বিলম্বিত করতো। মাত্র ৯৮ রানের মধ্যেই ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস' নেমে গেলো। বৃষ্টি ও রোদের পরম্পরায় তখন উইকেটে দারুন স্পিন নিচ্ছিলো ঃ সোবার্স ও গিবসের স্পিনবলই পুরো কাজ হাঁশিল ক'রে গেলো। ওয়েস্ট-ইনডিজকে দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে হ'লো নামে মাত্র—১৩ রান তুলতে তাদের লাগলো ১০ বল ; বস্তুত কোনো উইকেট না-খুইয়ে তারা ১৫ রান তুলেছিলো। দশ উইকেটে ভারতের শোচনীয় হার : এই ফলাফল যতই মন-খারাপ করা হোক না কেন, জল্পনা করতে মজা লাগে, চতুর্থ ইনিংসে এই উইকেটে যদি ওয়েস্ট-ইনডিজকে দেড়শো রানও তুলতে দেয়া হ'তো, তবে কী হ'তো। কিন্তু বাস্তব আর জল্পনার মধ্যখানে যে অতলস্পর্শী খাদ, কবে তা লাফিয়ে পেরোবে ভারত ?

ভারত: দ্বিতীয় দফা

* নরিম্যান কনট্র্যাকটর		ব. হল	৬
বিজয় মেহ্‌রা		ব. স্টেয়ার্স	৮
বিজয় মঞ্জরেকার	হিট-উইকেট	ব. হল	০
দিলীপ সরদেশাই	ক. স্মিথ	ব. হল	২
পলি উমরিগড়	ক. বদলি (রডরিগজ)	ব. সোবার্স	২৩
চান্দু বোরদে		ব. সোবার্স	২৭
সেলিম ছুরানি	ক. ওরেল	ব. সোবার্স	৭

রুসি সুরতি	ক. বদলি (রডরিগজ)	ব. সোবার্স	০
বাপু নাদকার্নি	অপরাজিত		১২
† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. ও	ব. গিবস	২
রমাকান্ত দেশাই	ক. কানহাই	ব. গিবস	২
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৪, ওয়াইড ১, নো-বল ৪)			৯
			৯৮

পতন : ৬ (কনট্র্যাকটর) ; ৬ (মঞ্জরেকার) ; ৮ (সরদেশাই) ; ৩৫ (মেহরা) ৫৬ (উমরিগড়) ; ৭০ (দুরানি) ; ৭০ (সুরতি) ; ৯১ (বোরদে) ; ৯৭ (ইনজিনিয়ার) ; ৯৮ (দেশাই)।

হল	৮	৩	১১	৩
ওয়াটসন	৪	২	৬	০
স্টেয়ার্স	৮	৪	২০	১
গিবস	৭·৫	১	১৬	২
সোবার্স	১৫	৭	২২	৪
ওরেল	৮	২	১৪	০

ওয়েস্ট-ইনডিজ : দ্বিতীয় দফা

কনরাড হান্ট	অপরাজিত	১০
ক্যামি স্মিথ	অপরাজিত	৪
অতিরিক্ত (নো বল ১)		১
	বিনা উইকেটে	১৫

দেশাই	১	০	৫	০
সুরতি	০·৪	০	৯	০

দ্বিতীয় টেস্ট : কিংসটন, জ্যামেকা ; মার্চ ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১২/১৯৬২

দ্বিতীয় টেস্টে জয়সীমা দলে ঢুকলেন ; কিন্তু পাতৌদির নবাব জ্যামেকার বিরুদ্ধে ঝলমলে ৮৪ রান করবার পর আবার আকস্মিকভাবে আহত হ'য়ে অপসৃত—ঐ খেলাতেও তিনি আর অংশ নিতে পারেননি। জ্যামেকার বিরুদ্ধে কনট্র্যাকটর চমৎকার খেলে ১৩৯ রান করেছিলেন, ঠিক তাঁর সেরা ফর্মার খেলা ;

আর অফ-স্পিনার প্রসন্নর বলে আগাগোড়া অন্ধের মতো হাৎড়েছিলেন জ্যামেকার ব্যাটসম্যানেরা, ফলে তিনিও দলে ঢুকলেন। এদিকে সরদেশাই আর মেহ্‌রা অসুস্থ হ'য়ে প'ড়ে ম্যানেজার গুলাম আমেদের দুশ্চিন্তা বাড়াচ্ছেন।

ওয়েস্ট-ইনডিজ দলে অদলবদল হ'লো তিনটি : ক্যামি স্মিথের বদলে ইস্টন ম্যাকমরিস, হেনড্রিক্‌সের জায়গায় মেনডনকা আর ওয়াটসনের জায়গায় রডরিগজকে—রডরিগজকে গত টেস্টে শেষ পর্যন্ত দ্বাদশ ব্যক্তি করা হয়েছিলো এবং তিনি দারুণ ফিলডিং করেছিলেন।

কনট্র্যাকটর পুনর্বার টসে জিতে ব্যাট বেছে নিলেন, কিন্তু হলের বলে তিনিই প্রথম বিদায় নিলেন মেনডনকার দস্তানায় ধরা প'ড়ে : ভারত এক উইকেটে ১৪। লাঞ্চের আগেই একে-একে নিষ্ক্রমণ হ'লো সুরতি, জয়সীমা ও মঞ্জরেকারের : লাঞ্চের সময় ভারতের রান চার উইকেটে ৮৯। সত্যি-যে সুরতি ও জয়সীমা বারে-বারে হলের বলে লাঞ্ছিত হয়েছেন ; তা সত্ত্বেও মানতেই হবে, তাঁরা ব্যাট করেছিলেন নির্ভীকভাবে। যদি অফস্টাম্পের বাইরের বল আগুনের দিকে পতঙ্গের মতো তাড়া না-ক'রে যেতেন, তাহ'লে তাঁরা হয়তো ব্যাটিং-এর ভিত শক্ত ক'রে গড়তে পারতেন। মঞ্জরেকার আউট হয়েছিলেন গিবসের বলে, লেগট্র্যাপে ক্যাচ তুলে—অথচ দু-মাস আগেই ডেক্সটারের দলের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন ৫৮৬ রান।

এই সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও উমরিগড় বা বোরদে বিনাযুদ্ধে নতিস্বীকার করতে রাজি ছিলেন না। ক্রমশ তাঁরা অবস্থা আয়ত্তে নিয়ে এলেন ; না হল, না গিবস—কারু বলেই তাঁদের অস্বস্তি ছিলো না: এমন সময় উমরিগড়ের নিজের রান যখন ৫০, আর জুটির রান ৯৪, আম্পায়ারের ভ্রান্ত নির্দেশের ফলে উমরি-গড়কে প্যাভিলিয়নে ফিরে যেতে হ'লো! সোবার্সের বলে লেগ-বিফোর দেয়া হ'লো তাঁকে, অথচ উমরিগড় বলটা ব্যাটে খেলেছিলেন। এমন জলজ্যান্ত বিভ্রম দর্শকদের ধিক্কারধ্বনি জাগালো বটে, কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হ'য়ে গেছে।

বোরদের খেলার ধরন মনে পড়িয়ে দিলো ১৯৫৯ সালের দিল্লি টেস্ট, যখন হল-গিলক্রিস্টের বলের বিরুদ্ধে তিনি সেঞ্চুরি ও ৯৬ রান হাঁকিয়েছিলেন। তেমনি স্পর্ধিত ও সতেজ ইনিংস, তেমনি তারুণ্যময় : তেমনিভাবে হুক করলেন, কাটলেন, ড্রাইভ হাঁকালেন, পুল করলেন ; দুরানির সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী জুটিতে যোগ করলেন ৫১ রান ; নাদকানির সঙ্গে জুটিতে তাঁর রান এগুলো সেঞ্চুরির

দিকে : এমন সময় দ্বিতীয় নতুন বলে আবার উৎক্ষিপ্ত ও বিপজ্জনক আক্রমণ রচনা করলেন হল ও স্টেয়ার্স। ১৮৬ মিনিটে বোরদে যখন তেরোটি চার মেরে ৯৩ রান করেছেন, তখন হলের ও প্রচণ্ড ইনস্যুয়িঙ্গার তাঁর প্রতিরোধ ভেঙে দিয়ে গেলো। এর পরেই নাদকার্নির পাঁজরে লাগলো হলের প্রচণ্ড বল ; কিন্তু নাদকার্নি ইনজিনিয়ারের সঙ্গে জোট বেঁধে দুর্গ আগলালেন, দিনের শেষে ভারতের রান দাঁড়ালো সাত উইকেটে ২৮০। লাঞ্চের সময় যখন ভারতের রান ছিলো চার উইকেটে ৮৯, তখন কিন্তুএ-অবস্থা আদপেই কল্পনাও করা যায়নি।

পরদিন সকালবেলায় নাদকার্নি-ইনজিনিয়ার জুটি প্রবল বেগে রচনা করলো পালটা আক্রমণ : ২৫ মিনিটে ৪০ রান উঠলো। ওরেল আবার হলের হাতে বল তুলে দিয়েও এই সহাস্য রানবন্যাকে আটকাতে পারলেন না। কিন্তু জুটির রান যখন ৯৪, আর দলের রান ৩৫৭, ইনজিনিয়ার ক্রিজ ছেড়ে মারতে বেরিয়ে এসে বলের লাইন হারিয়ে ফেললেন। কিন্তু তাঁর এই ৫৩ রান লম্বা হাতলের ব্যাট থেকে নির্গত হয়নি : ক্রিকেটের যাবতীয় মার ছিলো তাতে আর ছিলো তারুণ্যের দীপ্তি ও প্রাণের ফুর্তি। শেষ উইকেটে প্রসন্ন দৃঢ়তা দেখালেন, ফলে আরো ৩৭ রান যোগ হ'লো ; নাদকার্নি রইলেন অপরাজিত ৭৮—টেস্টে এটাই তখন দাঁড়িয়েছিলো তাঁর সবচেয়ে বড়ো রানের নজির। এর আগে ইংলণ্ডে ৫৯ সালে আহত অবস্থায় নাদকার্নি ওভাল টেস্টে সাহসে ভরা ৭৬ রান করেছিলেন।

ভারত : প্রথম দফা

এম. এল. জয়সীমা	ক. গিবস	ব. স্টেয়ার্স	২৮
* নরিম্যান কনট্র্যাকটর	ক. মেনডনকা	ব. হল	১
রুসি সুরতি	লেগ-বিফোর	ব. সোবার্স	৩৫
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. সোবার্স	ব. গিবস	১৩
পলি উমরিগড়	লেগ-বিফোর	ব. সোবার্স	৫০
চান্দু বোরদে		ব. হল	৯৩
সেলিম দুরানি	লেগ-বিফোর	ব. হল	১৭
বাপু নাদকার্নি	অপরাজিত		৭৮
† ফারুক ইনজিনিয়ার	স্টা. মেনডনকা	ব. গিবস	৩৫

রমাকান্ত দেশাই	ক. গিবস	ব. সোবার্স	০
এরাপল্লি প্রসন্ন	ক. মেনডনকা	ব. সোবার্স	৬
অতিরিক্ত (বাই ১৪, লেগ-বাই ৫, নো-বল ২)			২১
			৩৯৫

পতন : ১৪ (কনট্র্যাকটর) ; ৪৪ (জয়সীমা) ; ৭৯ (মঞ্জরেকার) ; ৮৯ (স্থরতি) ; ১৮৩ (উমরিগড়) ; ২৩৪ (দুরানি) ; ২৬২ (বোরদে) ; ৩৫৭ (ইনজিনিয়ার) ; ৩৫৮ (দেশাই) ; ৩৯৫ (প্রসন্ন)।

হল	২৮	৪	৭৯	৩
স্টেয়ার্স	২৩	৪	৭৬	১
ওরেল	৯	১	৩৫	০
গিবস	৩৩	৯	৬৯	২
সোবার্স	৩৯	৮	৭৫	৪
রডরিগজ	৭	০	৩৭	০
সলোমন	২	০	৩	০

ভারতের ৩৯৫ রানের প্রত্যুত্তরে ব্যাট করতে নেমে ১৬ রানের মধ্যেই ওয়েস্ট-ইনডিজ যখন কনরাড হাণ্টকে হারিয়ে বসলো, তখন ঐ রানকে বেশ অতিকায় ব'লেই মনে হয়েছিলো। কিন্তু কানহাই নেমেই এমনভাবে সবেগে ভারতীয় বোলিংকে আক্রমণ করলেন যে সারা দিনে আর-কোনো উইকেট তো পড়লোই না, বরং রানও উঠলো অত্যন্ত দ্রুত হারে। কানহাই-এর অপরাজিত ৭৫ রান তিন বছর আগেকার কলকাতা টেস্টের সেই ২৫৬ রানের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলো। পরের দিন লাঞ্চের সময় ওয়েস্ট-ইনডিজের রান এক উইকেটে ২৬২। ভারতীয় ফিল্ডিং ছিলো চাবুকের মতো, দুরানি-প্রসন্ন-নাদকার্নির বল কেবল মাপা লেংথেইছিলো না, ছিলো স্থচতুর ও স্থচিন্তিত কৌশলী ও কুটিল, যদিও উইকেট থেকে আদপেই কোনো সাহায্য তাঁরা পাচ্ছিলেন না।

লাঞ্চের পর ভারত আবার হুড়মুড় ক'রে খেলার মধ্যে ঢুকে পড়লো। কানহাই আর ম্যাকমরিস নতুন ক'রে হাত জমাবার আগেই পর-পর আউট হ'য়ে গেলেন। দ্বিতীয় উইকেটে এই জুটির ২৫৫ রান ভারতের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইনডিজের নতুন নজির তৈরি করেছিলো। ম্যাকমরিস তাঁর ১২৫-এর জন্য

উইকেটে ছিলেন ৩৪২ মিনিট, বাউণ্ডারি হাঁকিয়েছিলেন এগারোটি। আর কানহাই ২৯৮ মিনিটে উনিশটি চার সহযোগে করেছিলেন ১৩৮। এই বড়ো জুটি ভেঙে যাবার পর ব্রডরিগজ আর সলোমন ও চটপট আউট হ'য়ে গেলেন : ২২ রানের মধ্যে চারটে উইকেট প'ড়ে গেলো, ওয়েস্ট-ইনডিজ বুঝি বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। সোবার্স আর ওরেল ব্যাট করছেন। সোবার্স যখন মাত্র ২, তখন প্রসন্নর বলে ইনজিনিয়ার তাঁকে লুফতে পারলেন না। সোবার্সের মতো ব্যাটসম্যানের কাছ থেকে একাধিক সুযোগ আশা করা অবাস্তব, বিশেষত ব্যাটসম্যানদের সহায়ক এ-রকম উইকেটে, অতএব দিনের শেষে ওয়েস্ট-ইনডিজের রান দাঁড়ালো পাঁচ উইকেটে ৩৯৮। পর-পর চারটে উইকেট প'ড়ে যাবার পরে সোবার্স নেমেই সুযোগ দিয়েছিলেন, পুনরুদ্দীপ্ত ভারতীয় বোলিংএর বিরুদ্ধে সোবার্স ও ওরেল তাই অত্যন্ত মন্থরভাবে ব্যাট করছিলেন। কখনোই তাঁরা পুরোপুরি স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে ব্যাট করেননি। বিশেষ ক'রে প্রসন্ন আর দুরানির বলে তাঁদের আড়ষ্টতা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো। ঐ চারটে উইকেটের মধ্যে তিনটেই পেয়েছিলেন প্রসন্ন—এবং সোবার্সকেও পেতেন, ক্যাচ না-ফশকালে।

পরের দিন সোবার্স-ওরেল জুটির রান যখন ১১০, তখন ওরেল দুরানির বলে ইয়র্কড হলেন। অতঃপর সোবার্স ও মেনডনকা সপ্তম উইকেটে যোগ করলেন আরো ১২৭। সেঞ্চুরির পরেই সোবার্স ঝড়ের মতো ফেটে পড়েছিলন টেস্টে এটা তাঁর দ্বাদশ সেঞ্চুরি, এবং ভারতের বিরুদ্ধে চতুর্থ। ঝালট তাঁর প্রসন্নর উপরই বেশি ছিলো : এবার প্রসন্নকে তিনি এক ওভারে তিন বার বিপুল ছক্কার আকারে মাঠ পার ক'রে দিলেন। ১৫২ রানের মধ্যে চারটে ছক্কা ছাড়া ছিলো আরো এগারোটি চার। দুরানির বলে অবশেষে লঙ-অফে দেশাই তাঁকে লুফে না-নিলে অবস্থা আরো শোচনীয় হ'তো, সন্দেহ নেই। মেনডনকা আর স্টেয়ার্স অষ্টম উইকেটে যোগ করেছিলেন ৭৪ রান। অবশেষে আট উইকেটে ৬৩১ রানে ওরেল দান ছেড়ে দিলেন। অথচ ইনজিনিয়ার তখন সোবার্সের সেই ক্যাচটি না-ফশকালে হয়তো খেলার গতিই পুরোপুরি বদলে যেতো।

ওয়েস্ট-ইনডিজ

কনরাড হাণ্ট	ক. কনট্র্যাকটর	ব. দেশাই	৯
ইস্টন ম্যাকমরিস		ব. প্রসন্ন	১২৫
রোহন কানহাই	ক. উমরিগড়	ব. প্রসন্ন	১৩৮
উইলি রডরিগজ	ক. উমরিগড়	ব. প্রসন্ন	৩
গ্যারি সোবার্স	ক. দেশাই	ব. দুরানি	১৫৩
জো সলোমন	রান-আউট	নিক্ষেপক : সুরতি	৯
* ফ্রাঙ্ক ওরেল		ব. দুরানি	৫৮
† আই. মেনডনকা		ব. নাদকার্নি	৭৮
চার্লি স্টেয়ার্স	অপরাজিত		৩৫
ওয়েস হল	ব্যাট করেননি		—
ল্যান্স গিবস	ব্যাট করেননি		—
অতিরিক্ত (বাই ৭, লেগ-বাই ১৫, ওয়াইড ১)			২৩
		আট উইকেটে ঘোষিত	৬৩১

পতন : ১৬ (হাণ্ট) ; ২৭১ (কানহাই) ; ২৮২ (ম্যাকমরিস) ; ২৯৩ (রডরিগজ) ; ৩২০ (সলোমন) ; ৪৩০ (ওরেল) ; ৫৫৭ (সোবার্স) ; ৬৩১ (মেনডনকা)।

দেশাই	২০	৬	৮৪	১
সুরতি	১৯	২	৭৩	০
বোরদে	৩১	৬	৯৩	০
দুরানি	৭০	১৪	১৭৩	২
নাদকার্নি	২৫·৪	৯	৫৭	১
প্রসন্ন	৫০	১৪	১২২	৩
কনট্র্যাকটর	২	০	৬	০

ইনিংস পরাজয় এড়াতে হ'লে ২৩৬ রান চাই। কিন্তু হল যেভাবে আবার ভারতীয় ইনিংসের মেরুদণ্ড ভেঙে দিলেন, তাতে ওয়েস্ট-ইনডিজকে আবার ব্যাট করাবার আশা সুদূর পরাহত মনে হ'লো। স্কোরবোর্ডে ৫০ রান উঠতে-না-উঠতেই প্যাভিলিয়নে ফিরে এলেন জয়সীমা, কনট্র্যাকটর ও সুরতি। অবস্থা হয়তো আরো খারাপ হ'তো, কিন্তু নাদকার্নিকে আগে

নামানো হ'লো এবং নাদকার্নি ও উমরিগড় দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বিপর্যয় রোধ করার চেষ্টা করলেন ; দিনের শেষে রান হ'লো তিন উইকেটে ৮৩।

যতক্ষণ উমরিগড় ও নাদকার্নি ছিলেন, ততক্ষণ ভরশা ছিলো। কিন্তু উমরিগড় যখন হঠাৎ লোপ্পা ক্যাচ তুলে বেরিয়ে এলেন, তখন দেয়াললিপির পাঠ সুস্পষ্ট। অবশ্য ইনজিনিয়ার আর দেশাই নবম উইকেটে তুলকালাম কাণ্ড বাঁধিয়েছিলেন, যেভাবে তাঁরা ৪৮ রান যোগ করেছিলেন, তাতে মনে হয়েছিলো হয়তো ওয়েস্ট-ইনডিজকে আবার ব্যাট করতে হবে। কিন্তু ২১৮ রানের মাথায় তীব্র জ্ব'লে-ওঠা ইনজিনিয়ার হলের বলে ড্রাইভ করতে গিয়ে বলের লাইন হারিয়ে ফেললেন এবং ইনিংস ও ১৮ রানে ভারত হেরে গেলো।

৪৯ রানে ৬ উইকেট দখল ক'রে ওয়েস হল প্রমাণ করলেন যে, এখনও তিনিই, ৫৮-৫৯ সালের মতোই, ভারতীয়দের বিভীষিকা। এই জলজ্যান্ত আতঙ্ক যতদিন বর্তমান, ততদিন ওয়েস্ট-ইনডিজকে ঠেকাবার চেষ্টা বারে-বারে ব্যর্থ হবে ; জয় ও পরাজয়ের মাঝখানে তিনিই দাঁড়িয়ে। তাঁর বলের তীব্র গতি, তাঁর বাউন্সারের ভীষণ উৎক্ষেপ, তাঁর সুয়িঙ্গের দুর্দম মোচড়, আর তাঁর ছন্দোময় সৌষ্ঠবময় বল করার ভঙ্গি তাঁকে জগতের শ্রেষ্ঠ ফাস্টবোলারদের অন্যতম ক'রে তুলেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতার জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাটসম্যানেরা নিজেরাই দায়ী। যেভাবে বাইরের বল হাঁকাতে গিয়ে বারে-বারে তাঁরা উইকেট বিলিয়ে দিয়েছেন, তার কোনো কৈফিয়ৎ নেই। যাঁরা বলেন, ফাস্ট বলে ভারতের ব্যাটসম্যানেরা ভয় পান, তাঁরা সত্যি প্রতিবেদন দেন না। বারে-বারে এ-টেস্টে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা ফাস্ট বলের তীব্র আঘাত সহ্য করেছেন। তাঁদের কোনো-কোনো হুক বা কাট বা ড্রাইভ সারা মাঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু তাঁরা নিজেদের পতন ডেকে এনেছেন প্রধানত বাইরের বলকে তাড়া ক'রে গিয়ে। এই অভ্যাস ত্যাগ করতে না-পারলে ভারতীয়দের পক্ষে সম্ভবত কখনোই ওয়েস্ট-ইনডিজের প্রাথমিক আক্রমণের ধকল কাটিয়ে-ওঠা সম্ভব হবে না।

কনট্র্যাকটর ব্যাটিং-অর্ডার পালটে দিয়ে খেলা বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন। সেইজন্যেই মঞ্জরেকারকে পাঠানো হয়েছিলো আট নম্বরে, নাদকার্নিকে নিয়ে-আসা হয়েছিলো চার নম্বরে। যদি সাত উইকেট হাতে নিয়ে পঞ্চম দিনটি সারাক্ষণ তাঁরা কাটিয়ে দিতে পারতেন, তবে খেলা বাঁচানো যেতো। কিন্তু

উমরিগড় সকালবেলা দায়িত্বহীন ক্যাচটা তুলে দিতেই খেলাটা আয়ত্তের বাইরে চ'লে গেলো।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

* নরিম্যান কনট্র্যাকটর		ব. হল	৯
এম. এল. জয়সীমা		ব. হল	১১
রুসি সুরতি	লেগ-বিফোর	ব. হল	২৬
বাপু নাদকার্নি	ক. মেনডনকা	ব. গিবস	৩৫
পলি উমরিগড়	ক. সোবার্স	ব. গিবস	৩২
সেলিম দুরানি		ব. গিবস	০
চান্দু বোরদে	ক. ম্যাকমরিস	ব. হল	০
বিজয় মঞ্জরেকার	লেগ-বিফোর	ব. সোবার্স	১৯
† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. হাণ্ট	ব. হল	৪০
রমাকান্ত দেশাই	ক. মেনডনকা	ব. হল	২০
এরাপল্লি প্রসন্ন	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত (বাই ১৮, লেগ-বাই ৪, নো-বল ২, ওয়াইড ১)			২৫
			২১৮

পতন : ১৬ (জয়সীমা); ৪৬ (কনট্র্যাকটর); ৫০ (সুরতি); ১১৬ (উমরিগড়); ১৩৭ (দুরানি); ১৩৮ (নাদকার্নি); ১৪১ (বোরদে); ১৫৭ (মঞ্জরেকার); ২০৫ (দেশাই; ২১৮ (ইনজিনিয়ার)।

হল	২০.৫	৫	৪৯	৬
স্টেয়ার্স	১০	০	২৫	০
ওরেল	১০	১	২৬	০
গিবস	২৬	৮	৪	৩
সোবার্স	১৭	৩	৪১	১
রডরিগজ	১	০	৮	০
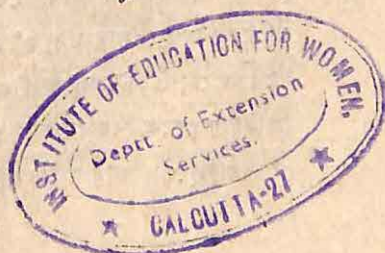
তৃতীয় টেস্ট : ব্রিজটাউন, বারবেডোজ ;
মার্চ ২৩, ২৪, ২৬, ২৭ ও ২৮/১৯৬২

তৃতীয় টেস্টের আগেই ঘটেছিলো বারবেডোজ দুর্ঘটনা। আমরা আবার পাতৌদির স্মৃতিকথা স্মরণ করতে পারি : 'দিনের শেষে স্কোরবোর্ড দেখালো যে আমরা ছ-উইকেটে ৮০ রান করেছি। জয়সীমা ও ইনজিনিয়ারের সাহসী জুটি না-হ'লে আমরা হয়তো আরো বিপদে পড়তুম। অধিনায়কের অবস্থা কী রকম জানবার জন্য আমরা হোটেলে ফিরে অপেক্ষা করছিলুম। কোনো খবর নেই দেখে আস্ত দল সোজা হাসপাতালেই যাবে ব'লে স্থির করলো। "এখন তো ওঁকে দেখতে পাবেন না, উনি আছেন অস্ত্রোপচারের টেবিলে, অ্যানাসথেটিক দেয়া হয়েছে", আমাদের বলা হ'লো। অপারেশন থিয়েটারের নিচের তলায় একটি ঘরে অপেক্ষা করবার অনুমতি দেয়া হ'লো আমাদের। সেখানে চুপচাপ ব'সে আছি, এমন সময় আমরা নরির গলা শুনতে পেলুম স্পষ্ট। গুজরাতিতে তিনি একের পর এক গাল দিয়ে যাচ্ছেন। ভাগ্যি যে খুব কম ওয়েস্ট-ইনডিয়ানই গুজরাতি জানতো।

'তার পর আবার সব চুপচাপ। আর সেই স্তব্ধতার মধ্যে চন্দ্র বোরদে শুনতে পেলেন বাইরে প্যাঁচা ডাকছে। আমাদের দেশে প্যাঁচার ডাক হ'লো অলুক্ষুণে, অমঙ্গলের পূর্বাভাস। যখন একজন ডাক্তার আমাদের ঘরে ঢুকে বললেন, "খারাপ খবর আছে", তখনআমাদের বুক শুকিয়ে গিয়েছিলো। একটু থেমে ডাক্তার বললেন, "এই সাংঘাতিক অপারেশনের জন্য রক্ত চাই....আমরা চাই আপনারা আপনাদের অধিনায়কের জন্য রক্ত দিন।"

'বোরদে, উমরিগড়, নাদকার্নি—দলের জ্যেষ্ঠ খেলোয়াড়দের মধ্যে এঁদের রক্তের সঙ্গেই কনট্র্যাকটরের রক্তের জাতের মিল আছে। তাঁরা সবাই সাগ্রহে রক্ত দিতে এগিয়ে এলেন। আর এলেন সার ফ্রাঙ্ক ওরেল—তিনি অনেক দূর থেকে বিমানে উড়ে এসেছেন। আরেকজনও সেখানে ছিলেন, অত্যন্ত চিন্তিত, ও বিচলিত, তিনি চার্লি গ্রিফিথ।

'কনট্র্যাকটরের মাথা ফেটে গিয়েছে। প্রথমে একটা সাংঘাতিক জটিল মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচার করা হ'লো, আর তাতেই তিনি প্রাণে বেঁচেছিলেন। এর পরে আরো-একটা অতিজটিল অস্ত্রোপচার দরকার হ'লো—সেটা সম্পন্ন করলেন ত্রিনিদাদ থেকে বিমানে আগত একজন বিশেষজ্ঞ। মাথায় রক্তের দানা জমাট বেঁধে যাচ্ছিলো, আর তাতে মস্তিষ্কে দারুণ চাপ পড়ছিলো।

'নরি কনট্র্যাকটর সে-যাত্রা প্রাণে বেঁচেছিলেন, তাঁর কাছেই পুরো কাহিনী জানা যাবে—অবশ্য তিনি যদি তা বলতে গররাজি না-হন। কিন্তু সেই মরণাপন্ন দুর্ঘটনার সাক্ষী আছে তাঁর মাথায়, এনামেলের পাত ; বলাই বাহুল্য, তারপরে তিনি আর টেস্ট খেলেননি।

'মঞ্জরেকার, অবশ্য, আহত হ'য়েও ঐ খেলার দ্বিতীয় ইনিংসে একটি মহীয়ান সেঞ্চুরি করেছিলেন। সংগ্রামী চেতনার পরিচায়ক হিশেবে, আমি বলতে বাধ্য যে, এর চেয়ে মহত্তম কোনো সেঞ্চুরি ক্রিকেটমাঠে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি।'

এই অবস্থার মধ্যেই কনট্র্যাকটরের অনুপস্থিতিতে ভারতীয় দলের নেতৃত্বের ভার এসে পড়লো পাতৌদির তরুণ নবাব মনসুর আলি খানের উপর। প্রসন্ন এবার আহতদের তালিকায়, দলে অন্তর্ভূত হলেন সরদেশাই। আর ওয়েস্ট-ইনডিজ দলে মেনডনকা ও রডরিগজের জায়গায় ঢুকলেন ডেভিড ও অ্যালফ ভ্যালেণ্টাইন।

সিরিজে প্রথমবার টসে জিতলেন ওরেল, কিন্তু তবু তিনি ভারতকে ব্যাট করতে আহ্বান ক'রে ক্রিকেটের পণ্ডিতদের চমকে দিলেন। ভারতীয় দলের মনোবল তখন কোন পাতাল স্পর্শ করেছে, ওরেলের তা অজানা ছিলো না। তাছাড়া ব্রিজটাউনের দ্রুত ও সজীব উইকেটে ভারতীয়রা ঐ অবস্থায় দ্রুত বল কেমন খেলবেন, তাও তিনি আন্দাজ করতে পারছিলেন। তাই মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করবার জন্যই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

ইনিংসের সূচনা করতে এসে জয়সীমা ও সরদেশাই যখন ৪৫ মিনিটে ৫০ রান সংগ্রহ করলেন, তখন মনে হয়েছিলো ওরেলকে বুঝি তাঁর সিদ্ধান্তের জন্য পস্তাতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো সেটা ছিলো ওরেলেরই দিন : তিনি যে নিজে বল করতে এসে ১২ রানে দুটি উইকেট পেলেন, তা নয়, ইনজিনিয়ার ও মঞ্জরেকারকে তিনি যেভাবে লুফে নিলেন, তাতে বোঝা গেলো তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের কোনো সমালোচনা শুনবেন না ব'লেই বদ্ধপরিকর। মাত্র ২৫৮ রানে একদিনেই ভারতীয় দলের সবাই আউট হ'য়ে গেলো। মাঝ-খানের ব্যাটসম্যানরা ব্যর্থ না-হ'লে অবশ্য রান সংখ্যা অনেক ভালো হ'তো : আবার, ঘুরিয়ে এ-কথাও বলা যায় যে, শেষ দিকের ব্যাটসম্যানেরা পুরোপুরি ব্যর্থ হ'লে এই রান করাও সম্ভব হ'তো না।

প্রথম উইকেটে সংগ্রহ হয়েছিলো ৫৬ ; আর তার মধ্যে জয়সীমারই দান

ছটি চার সহযোগে ৪১। চমৎকার খেলছিলেন জয়সীমা, কিন্তু যথারীতি তাঁর পতন হ'লো হলের আউটসুয়িঙ্গার তাড়া করতে গিয়ে। সরদেশাই ও স্তুরতি ২০ রান যোগ করবার পর সরদেশাইয়ের সজোর পুলটির অবসান হ'লো ম্যাকমরিসের হাতে: ভারত দু-উইকেটে ৭৬। যখন মঞ্জরেকার ও উমরিগড়ের পতন হ'লো, তখন বিপর্যয়ের বাকি নেই: ভারত পাঁচ উইকেটে ১১২।

পাতৌদির স্পর্ধিত ও ঝলশানো ব্যাট অবস্থাকে আবার কিছুটা আয়ত্তে আনলে—বোরদের সঙ্গে মিলে পাতৌদি যোগ করেছিলেন ৪১। পরবর্তী সব ব্যাটসম্যানই কিছু-না-কিছু রান করবার চেষ্টা করেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে গেছেন দুরানি। তাঁর সাহসে ভরা, তেজে ভরা, সৌষ্ঠবেভরা অপরাজিত ৪৮ রানের মধ্যে ছিলো আটটি বাউণ্ডারি।

ওয়েস্ট-ইনডিজ দিনের শেষে ব্যাট করতে নেমে বিনা উইকেটে রান তুললো ৫।

ভারত: প্রথম দফা

এম. এল. জয়সীমা	ক. অ্যালান	ব. হল	৪১
দিলীপ সরদেশাই	ক. ম্যাকমরিস	ব. গিবস	৩১
রুসি স্তুরতি	লেগ-বিফোর	ব. ওরেল	৭
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. ওরেল	ব. হল	৮
পলি উমরিগড়	ক. অ্যালান	ব. হল	৮
* পাতৌদির নবাব	ক. ও	ব. ভ্যালেণ্টাইন	৪৮
চান্দু বোরদে	ক. অ্যালান	ব. সোবার্স	১৯
† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. ওরেল	ব. সোবার্স	১২
বাপু নাদকার্নি		ব. স্টেয়ার্স	২২
সেলিম দুরানি	অপরাজিত		৪৮
রমাকান্ত দেশাই		ব. ওরেল	১২
অতিরিক্ত (নো-বল ২)			২
			২৫৮

পতন: ৫৬ (জয়সীমা); ৭৬ (সরদেশাই); ৮৩ (স্তুরতি); ৮৯ (মঞ্জরেকার) ১১২ (উমরিগড়); ১৫৩ (পাতৌদি); ১৭১ (বোরদে); ১৮৬ (ইনজিনিয়ার) ২৩০ (নাদকার্নি); ২৫৮ (দেশাই)।

হল	২২	৪	৬৪	৩
স্টেয়ার্স	১১	০	৮১	১
ওরেল	৭·১	৩	১২	২
গিবস	১৬	৭	২৫	১
ভ্যালেণ্টাইন	১৭	৭	২৮	১
সোবার্স	১৬	২	৪৬	২

দ্বিতীয় দিন সারা সময় ব্যাট ক'রে ওয়েস্ট-ইনডিজ যোগ করলো ২৫৮ রান, অর্থাৎ দিনের শেষে ওয়েস্ট্-ইনডিজের রান দাঁড়ালো চার উইকেটে ২৬৩। হাণ্ট আর ম্যাকমরিস মন্থর খেলে প্রথম উইকেটে করলেন ৬৭ রান, তারপর বাকি সময়টুকু 'রাজার মতো' খেললেন কানহাই। হাণ্টের সঙ্গে মিলে তিনি যোগ করলেন ৮৫ রান, আর সোবার্সের সঙ্গে জোট বেঁধে ৪০ মিনিটে ৫০ রান। সবশুদ্ধ, ১২৯ মিনিটে তিনি একাই হাঁকালেন ৮৯ রান : তিনটি ছক্কা ও বারোটা চার সমেত। সুরতি তড়িৎবেগে বল ছুঁড়ে উইকেট ভেঙে না-দিলে কানহাই শেষ পর্যন্ত কী করতেন কে জানে! অথচ এত রান তাঁর করবার কথা ছিলো না : তাঁর রান যখন ২৬, তখন স্লিপে নাদকার্নি তাঁকে দুরানির বলে ফেলে দিয়েছিলেন। সোবার্সও অব্যাহতি পেয়েছিলেন ৩০ রানের মাথায় : সুরতির বলে ক্যাচ তুলেছিলেন, কিন্তু দুরানি লুফতে পারেননি। ফিল্ডিং-এর ঐ বিচ্যুতি-গুলো না-ঘটলে খেলার ধরন সম্পূর্ণ অন্য রকম হ'তো, কারণ দুরানি, সুরতি ও বোরদে সারাক্ষণ অত্যন্ত চতুরভাবে নির্ভুল লেংথে বল করছিলেন, শুধু বদলে যাচ্ছিলো বলের ফ্লাইট আর গতি। আর পাতৌদি, সুরতি ও বোরদের ফিল্ডিং চোখ ঝলশে দিচ্ছিলো। কিন্তু ও-দুটি ফশকানো ক্যাচ খেলার পরবর্তী ধারার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিলো।

তৃতীয় দিন সকালে নৈশপ্রহরী গিবস চট ক'রে আউট হ'য়ে গেলে ওরেলের সহায়তায় ষষ্ঠ উইকেটে ৯৬ রান যোগ করেছিলেন সলোমন। রানের হার আগাগোড়াই ছিলো মন্থর : লাঞ্চের আগে দু-ঘণ্টায় মাত্র ৫৮ রান যোগ হয়েছিলো। পুরো সিরিজেই ওয়েস্ট-ইনডিজ ভারতের চেয়ে আস্তে রান তুলেছিলো—এই তথ্যটা মনে রাখলে ভারতীয় স্পিনারদের প্রতিভা অনুধাবন করা যাবে। লাঞ্চের পরে ওরেলের খেলা দেখে সেই পুরোনো দিনের স্নিগ্ধ সুকুমার শিল্পীটিকে মনে প'ড়ে গেলো। সলোমন অবশ্য শেষ অবধি আর সেঞ্চুরি

বলতে পারেননি : দুরানির বলে দেশাই তাঁকে লং-অফে লুফে নিয়েছিলেন, যখন তাঁর রান ৯৬। দিনের শেষে ওয়েস্ট-ইনডিজ সেদিন আট উইকেটে ৪২৭। ওরেল এত আস্তে খেলেছিলেন যে শেষ সত্তর মিনিটে তিনি মাত্র সাত রান করতে পেরেছিলেন। সলোমনও তাঁর ৯৬ রানের জন্য উইকেটে ছিলেন ৩৭৮ মিনিট, আর তিনি বাউণ্ডারি হাঁকিয়েছিলেন এগারোটি।

চতুর্থ দিনে খেলা শুরু হ'তেই উমরিগড় ওরেলকে আউট ক'রে দিলেন। কিন্তু অ্যালান আর ভ্যালেন্টাইন শেষ উইকেটে লম্বা হাতল ব্যবহার ক'রে আরো কিছু শস্তা রান কুড়িয়ে নিলেন। শেষ উইকেট যখন পড়লো, অ্যালান তখনও ৪০ ক'রে অপরাজিত।

ওয়েস্ট-ইনডিজ প্রথম দফায় মোটমাট ২১৭ রান এগিয়ে রইলো। ওরেলের ঐ মন্থর ইনিংসটি আসলে যেন দেয়ালের মতো ভারতীয় চেষ্টাকে প্রতিহত করেছিলো। সবটাই ছিলো তাঁর পরিকল্পনার অন্তর্ভূত : যাতে ভারতের এই স্পিনারদের কাছে শেষ ইনিংসে বেশি রান করতে না-হয়, এই জন্যই তিনি আর সলোমন দীর্ঘ সময় উইকেট আঁকড়ে প'ড়ে ছিলেন। ক্যারিবিয়নের ক্রিকেটের কথা ভাবলেই যাঁদের চোখে নিশ্চিন্ত খোলামেলা ও শনিবারের প্রদর্শনী খেলার হুড়মুড় প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে, ওরেলের এই ইনিংস তারই বিরুদ্ধে নিরেট প্রতিবাদ। তাঁর খেলা ছিলো উদ্দেশ্যময়, সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত। খেলার অবস্থা বুঝে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, বিভিন্ন ধরনের খেলার অবতারণা করেছিলেন তিনি। পরের টেস্টেই আমরা দেখবো রানের হার রুদ্ধশ্বাস, মারগুলো ঝাঁঝালো ও মুচমুচে, কারণ খেলার ঐ অবস্থায় ও-রকম ক্রিকেটই দরকার ছিলো। তাছাড়, দুরানির বল তিনি ভালো ক'রে পড়তে চাচ্ছিলেন : এ-পর্যন্ত আগাগোড়া দুরানির বল ওয়েস্ট-ইনডিজকে অস্বস্তি দিয়েছে। তাঁর বলের বিরুদ্ধে তাঁরা রান করেছেন সত্যি, কিন্তু কখনোই সত্যি-বলতে তাঁর উপর পুরোপুরি প্রভুত্ব বিস্তার করা যায়নি।

ওয়েস্ট-ইনডিজ

কনরাড হাণ্ট	ক. ইনজিনিয়ার	ব. সুরতি	৫৯
ইস্টন ম্যাকমরিস	ক. ইনজিনিয়ার	ব. দুরানি	৩৯
রোহন কানহাই	রান-আউট	নিক্ষেপক : সুরতি	৮৯
গ্যারি সোবার্স	ক. ইনজিনিয়ার	ব. নাদকার্নি	৪২

জো সলোমন	ক. দেশাই	ব. দুরানি	৯৬
ল্যান্স গিবস		ব. বোরদে	৭
* ফ্রাঙ্ক ওরেল		ব. উমরিগড়	৭৭
চার্লি স্টেয়ার্স	ক. উমরিগড়	ব. নাদকার্নি	৭
ওয়েস হল	লেগ-বিফোর	ব. উমরিগড়	৩
† ডেভিড অ্যালান	অপরাজিত		৪০
অ্যালফ ভ্যালেন্টাইন		ব. বোরদে	৪
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৫, নো-বল ৭)			১২
			৪৭৫

পতন: ৬৭ (ম্যাকমরিস); ১৫২ (হাণ্ট); ২২৬ (কানহাই); ২৫৫ (সোবার্স); ২৮২ (গিবস); ৩৭৮ (সলোমন); ৩৯৪ (স্টেয়ার্স); ৩৯৯ (হল); ৪৫৪ (ওরেল); ৪৭৫ (ভ্যালেন্টাইন)।

দেশাই	১৯	৭	২৫	০
সুরতি	২৯	৬	৮০	১
দুরানি	৪৫	১৩	১২৩	২
নাদকার্নি	৬৭	২৮	৯২	২
বোরদে	৩১.৩	৪	৮৯	২
জয়সীমা	১	০	৬	০
উমরিগড়	৪৯	২৭	৪৮	২

জয়সীমা যখন প্যাভিলিয়নে ফিরে এলেন, স্কোরবোর্ডে তখনও কোনো আঁচড় পড়েনি। কিন্তু দ্বিতীয় উইকেটে সরদেশাই ও সুরতির দৃঢ়তার ফলেই দিনের শেষে ভারতের রান দাঁড়ালো দু-উইকেটে ১০৪। সব রকম বলের বিরুদ্ধেই তাঁরা আস্থার সঙ্গে খেলেছিলেন, আর তার চেয়েও বড়ো কথা, তাঁরা উলটে আক্রমণ করনেও পেছ-পা হননি। সুরতির হাতে হরেক রকমের মার আছে, আর তিনি দ্রুত রান তোলার পক্ষপাতী। আর সরদেশাই যেন মঞ্জরেকারের মতোই ক্রিকেট শাস্ত্রের বইয়ের পাতা থেকে উঠে এসেছেন— নিখুঁত খেলেন, অনায়াসে ও অবলীলাক্রমে; হাতেও প্রচুর মার; তুলনায় একটু মন্থর। স্টেয়ার্সের বলে সুরতি আবারও লেগ-বিফোর হ'য়ে যখন ফিরে এলেন, তখন তিনি হাত খুলে মারতে শুরু করেছিলেন। আর, আম্পায়ারের এই রায়

যে নির্ভুল নয় তার কারণ প্যাডে লাগবার আগে বলটা তাঁর ব্যাটে লেগেছিলো। সুরতি আউট হবার পর বাকি সময়টুকু মঞ্জরেকার ও সরদেশাই অত্যন্ত সাবধানে খেলে কাটিয়ে দিলেন।

পঞ্চম দিনে লাঞ্চ পর্যন্ত এই জুটি ভাঙেনি, যদিও দু-ঘণ্টায় তাঁরা যোগ করেছিলেন মাত্র ৪৫ রান। ঠিক যেন ওরেলেরই বাধ্য ও বশম্বদ ছাত্র—তাঁরই পন্থা এঁরা অবিকল অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু লাঞ্চের অব্যবহিত পরেই খেলা বাঁচাবার এই পরিকল্পনা এক তীব্র ঝাঁকুনিতে ভেস্তে গেলো। আর মাত্র ৩৮ রান যোগ হ'লো ভারতের, আর চায়ের আগেই পর-পর আটটা উইকেট প'ড়ে গেলো। ভারতীয় দলের এই বিপর্যয়ের হেতু কিন্তু ফাস্টবল নয় : হেতুটি হলেন হাসিখুশি ছিপছিপে ল্যান্স গিবস, সেই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা অফস্পিনার। ৫৩·৩ ওভার বল করেছিলেন তিনি, ৩৭ ওভারে কোনো রান দেননি, আর মাত্র ৩৮ রান দিয়ে পেয়েছিলেন আটটি উইকেট : লেগট্রাপে ছিলেন সোবার্স, ওরেল ও হাণ্ট, আর তাঁর সম্বল ছিলো বহু ব্যবহৃত জীর্ণ একটি বল। সেদিন সারাক্ষণ গিবস বল করেছিলেন প্রেরণার বশবর্তী হ'য়ে। সত্যি যে পিচ সাড়া দিচ্ছিলো, কিন্তু সে তো ভ্যালেণ্টাইন বা সোবার্সের বলেও দিয়েছিলো। নিপুণভাবে তিনি মিশিয়ে ছিলেন অফস্পিনের সঙ্গে লেগব্রেকে ও টপস্পিনার, ফ্লাইট বদলেছিলেন অবিরাম, আর তাঁর অতর্কিত দ্রুত বলটি ছিলো দেশাইয়ের বলের মতোই দ্রুত। তাঁর এই উদ্দীপ্ত বলের বিরুদ্ধে সরদেশাই ও মঞ্জরেকার কী ক'রে যে এতক্ষণ যুঝেছিলেন, পরেকার কাণ্ড দেখে সে-কথা ভাবতেই অবাক লাগে।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

এম. এল. জয়সীমা	লেগ-বিফোর	ব· স্টেয়ার্স	০
দিলীপ সরদেশাই	ক· সোবার্স	ব· গিবস	৬০
রুসি সুরতি	লেগ-বিফোর	ব· স্টেয়ার্স	৩৬
বিজয় মঞ্জরেকার	ক· ওরেল	ব· গিবস	৫১
* পাতৌদির নবাব	ক· সোবার্স	ব· গিবস	০
চান্দু বোরদে	ক· ওরেল	ব· গিবস	১০
পলি উমরিগড়	ক· অ্যালান	ব· গিবস	০
† ফারুক ইনজিনিয়ার	স্টা· অ্যালান	ব· গিবস	৮

সেলিম দুরানি	ক. হান্ট	ব. গিবস	৫
বাপু নাদকার্নি	অপরাজিত		২
রমাকান্ত দেশাই	ক. সোবার্স	ব. গিবস	১
অতিরিক্ত (বাই ৮, লেগ-বাই ৩, ওয়াইড ২, নো-বল ১)			১৪
			১৮৭

পতন : ০ (জয়সীমা); ৬০ (সুরতি); ১৫৮ (সরদেশাই); ১৫৯ (মঞ্জরেকার); ১৫৯ (পাতৌদি); ১৭৪ (বোরদে); ১৭৭ (উমরিগড়); ১৭৭ (ইনজিনিয়ার); ১৮৩ (দুরানি); ১৮৭ (দেশাই)।

হল	১০	৩	১৭	০
স্টেয়ার্স	১৮	৮	২৪	২
ওরেল	২৭	১৮	১৬	০
গিবস	৫৩.৩	৩৭	৩৮	৮
ভ্যালেন্টাইন	২৯	১৯	২৬	০
সোবার্স	১৭	১০	১৪	০
সলোমন	২৯	১৭	৩৩	০
কানহাই	২	১	৫	০

চতুর্থ টেস্ট : পোর্ট-অভ-স্পেন, ত্রিনিদাদ ; এপ্রিল ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৯/১৯৬২

দেড় মাস আগে পোর্ট-অভ-স্পেনে যখন প্রথম টেস্ট শুরু হয়েছিলো, তখন ভারতীয় দল ছিলো উৎসুক ও উৎসাহী, উচ্চাশাসম্বল ও উদ্দীপ্ত। কিন্তু এই ছ-সপ্তাহে সব আশা-ভরসা গিয়েছে, অধিনায়ক এখনও বাঁচবেন কিনা জানা নেই, এবং তিনটি টেস্টেই হার হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্ট—আমরা আমরা এতক্ষণে দেখেছি—অমীমাংসিত হ'তে-হ'তে শেষ পর্যন্ত ভারতের পরাজয়ে অবসিত হয়েছে ; প্রথম টেস্টেও প্রধানত দ্বিতীয় দফায় শোচনীয় ব্যাটিং-এর জন্য ভারতের হার হয়েছিলো। এটা ঠিক যে, ওয়েস্ট ইনডিজকে খুব একটা স্বস্তি না-দিলেও কোনো টেস্টেই ভারতের জয়লাভের কোনো সম্ভাবনা ছিলো না। কিন্তু সফরের শেষে, ফলাফল দেখে, দুই দলের মধ্যে যে- ব্যবধান চোখে পড়ে, বাস্তব ক্ষেত্রে তা কিন্তু আদৌ তেমন নয়। ব্যবধান প্রধানত এই-খানেই যে, ওয়েস্ট-ইনডিজের ছিলো ওয়েস হল ও তাঁর সমব্যবসায়ীরা : আর ভারতের মাটিতে নিসার-অমর সিংএর পর ও-ধরনের ব্যক্তিত্বের চাষ আর

কখনোই হয়নি। তার দায়িত্ব, ষোলো আনাই, অথবা তারও বেশি, ক্রিকেট পরিচালকদের। চতুর্থ টেস্টের জন্য ভারতীয় দল যখন আবার পোর্ট-অভ-স্পেনে এসে পৌঁছলো, তখন সিরিজের নিষ্পত্তি হ'য়ে গিয়েছে ব'লে সেই অর্থে কোনো আকর্ষণ ছিলো না—কিন্তু, তবু, ওয়েস্ট-ইনডিজের দর্শকদের কল্পনায় দুরানি, সুরতি, বোরদে, নাদকার্নি ও পাতৌদি প্রগাঢ় ছাপ ফেলেছিলেন ব'লেই এ-টেস্টও যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিলো।

এই খেলাতেও ভারতকে হারতে হয়েছিলো সত্যি, কিন্তু এ-খেলার পর ত্রিনিদাদের লোকেরা ভক্ত হ'য়ে উঠেছিলো—না, ওয়েস্ট-ইনডিজের কারু নয়, দুজন ভারতীয় খেলোয়াড়ের। একজন, দুরানি। দ্বিতীয় দফায় প্রথম উইকেট প'ড়ে যাবার পর, ভারত যখন ফলো-অন করছে, দুরানি এসে ওয়েস্ট-ইনডিজের আক্রমণকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ক'রে দিয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় জন, উমরিগড়। ওয়েস্ট-ইনডিজের প্রথম দফায় ১০৭ রানে তিনি পেয়েছিলেন পাঁচটি উইকেট ; আর দুই দফায় রান করেছিলেন ৫৬ ও অপরাজিত ১৭২। ঐ ১৭২ রান করার সময় তাঁর পেশিতে টান পড়েছিলো, বেশির ভাগ সময়ই তাঁকে খেলতে হয়েছিলো রানার নিয়ে ; কিন্তু ভারতীয় ইনিংসের সমাপ্তির পর, ক্লান্ত উমরিগড় যখন প্যাভিলিয়নে ফিরে আসছিলেন, সমস্ত দর্শক একযোগে উঠে দাড়িয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ১৯৫২ সালের লর্ডস টেস্ট যেমন 'মানকড়ের টেস্ট' ব'লে বিখ্যাত হ'য়ে আছে, তেমনি এই টেস্টও 'উমরিগড়ের টেস্ট' ব'লে স্মরণীয় হ'য়ে রইলো।

আবারও টসে হারলেন পাতৌদি। হাণ্ট ও ম্যাকমরিস প্রথম উইকেটে তুললেন ৫০ রান। স্লিপে নাদকার্নি দুরানির বলে ম্যাকমরিসের সহজ ক্যাচটি ফেলে দেবার পর উমরিগড় হাণ্টকে সরাসরি পরাস্ত করলেন। নাদকার্নির এই ফশকানো ক্যাচ মস্ত কাঁটার মতো বিঁধলো, যখন ম্যাকমরিস কানহাইয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটে যোগ করলেন ১১৯ রান। নাদকার্নি অবশ্য তারপরে নিজের বলে ম্যাকমরিসকে ভুল করতে বাধ্য করলেন এবং সরদেশাই ক্যাচটা ফশকালেন না, তবু এই বিচ্যুতির জন্য ভারতকে বড্ড বেশি দাম দিতে হ'লো। তারপর ১৭৪এ দুরানি নিজের বলে নিজেই সীমুর নার্সকে লুফে নিলেন। কানহাই তখন তাঁর সহজাত অননুকরণীয় ভঙ্গিতে সেঞ্চুরির দিকে ধাবমান। কানহাই সেঞ্চুরি করলেন ১৫৫ মিনিটে, আর তার মধ্যে ছিলো দুটি ছক্কা ও এগারোটি চার।

রান দুশো পেরুতেই পাতৌদি নতুন বল নিলেন এবং তৎক্ষণাৎ জয়সীমার বলে সোবার্স লেগ-বিফোর। অবিলম্বে কানহাইও উমরিগড়ের বলে লেগ-বিফোর হ'য়ে নিস্ক্রান্ত হলেন। তারপর আউট হলেন মেনডনকা। শেষ সময়টুকু নৈশ প্রহরী গিবসের সহযোগিতায় রডরিগজ প্রতিরোধ ক'রেই কাটিয়ে দিলেন। দিনের শেষে রান উঠলো ছ-উইকেটে ২৬৮।

পরদিন গিবস আউট হলেন ২৯২তে। তারপর একা ওরেলই পুরোনো বিক্রমে খেলতে লাগলে। রডরিগজ বিদায় নিয়েছিলেন তিনটি চার ও একটি ছক্কা সহযোগে ৫০ রান হাঁকিয়ে। স্টেয়ার্স বেশিক্ষণ টেঁকেননি। দশম উইকেটে কিন্তু হল-ওরেল জুটিতে তৈরি হ'লো নতুন নজির—অপরাজিত ৯৮ রানের জুটি। লম্বা হাতল চালিয়ে হল ৫০ করতেই ন-উইকেটে ৪৪৪ রানে ওরেল ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা ক'রে দিলেন।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : প্রথম দফা

কনরাড হাণ্ট		ব. উমরিগড়	২৮
ইস্টন ম্যাকমরিস	ক. সরদেশাই	ব. নাদকার্নি	৫০
রোহন কানহাই	লেগ-বিফোর	ব. উমরিগড়	১৩৯
সীমুর নার্স	ক. ও	ব. দুরানি	১
গ্যারি সোবার্স	লেগ-বিফোর	ব. জয়সীমা	১৯
উইলি রডরিগজ		ব. উমরিগড়	৫০
† আই. মেনডনকা		ব. উমরিগড়	৩
ল্যান্স গিবস	লেগ-বিফোর	ব. নাদকার্নি	১৫
* ফ্রাঙ্ক ওরেল	অপরাজিত		৭৩
চার্লি স্টেয়ার্স	ক. সুরতি	ব. উমরিগড়	১২
ওয়েস হল	অপরাজিত		৫০
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৪)			৪
		ন-উইকেটে ঘোষিত	৪৪৪

পতন : ৫০ (হাণ্ট); ১৬৯ (ম্যাকমরিস); ১৭৪ (নার্স); ২১২ (সোবার্স); ২৫৮ (কানহাই); ২৬৫ (মেনডনকা); ২৯২ (গিবস); ৩১৬ (রডরিগজ); ৩৪৬ (স্টেয়ার্স)।

সুরতি	২৬	৪	৮১	০
জয়সীমা	১৮	৪	৬১	১
উমরিগড়	৫৬	২৪	১০৭	৫
দুরানি	১৮	৪	৫৪	১
বোরদে	২৩	৪	৬৮	০
নাদকার্নি	৩৫	১৪	৬৯	২

হলের প্রথম ওভারেই সরদেশাই আর সুরতি প্যাভিলিয়নে ফিরে এলেন; স্কোরবোর্ডে তখনও কোনো আঁচড় পড়েনি। আর এই প্রথম ওভারটি পরবর্তী ব্যাটসম্যানদের যেন স্তম্ভিত ক'রে রাখলো। অবশেষে জয়সীমা, মঞ্জরেকার ও মেহরাও যখন পর-পর বিদায় নিলেন, তখন ভারতের রান পাঁচ উইকেটে ৩০।

এই শোচনীয় সূচনা থেকে কোনো দলের পক্ষেই সহজে সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। বাকি উইকেটগুলোও সেদিন হয়তো হলের বলে কুটোর মতো উড়ে যেতো, যদি-না প্রবীণ উমরিগড়ের সঙ্গে তরুণ পাতৌদি সেদিন ঠাণ্ডা মাথায় রুখে দাঁড়াতেন। সেই বিপর্যস্ত অবস্থায় অপরিসীম নৈপুণ্যের সঙ্গে খেলে তাঁরা দিনের শেষে রান তুললেন পাঁচ উইকেটে ৬১।

ফলো-অন করতে হ'লো বটে, কিন্তু সকালবেলায় পাতৌদি ও উমরিগড়ের খেলা ভারতীয় ক্রিকেটকে যেন পাতাল থেকে উদ্ধার ক'রে আনলো। স্পর্ধায় ও দুঃসাহসে ভরা ঝকঝকে ৯৪টি রান যোগ করেছিলো এই জুটি; উমরিগড় করেছিলেন ৫৬, আর পাতৌদি ৪৭। তারপর বোরদে, তাঁদেরই অনুসরণে, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে করলেন জেদি ও একরোখা ৪২—ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হ'লো ১৯৭ রানে—এক সময়ে যে-রান মনে হয়েছিলো অসম্ভাব্য প্রত্যাশা।

ভারত : প্রথম দফা

দিলীপ সরদেশাই		ব. হল	০
এম. এল. জয়সীমা	ক. মেনডনকা	ব. হল	১০
রুসি সুরতি	ক. নার্স	ব. হল	০
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. মেনডনকা	ব. হল	৪

বিজয় মেহরা		ব. হল	১৪
পলি উমরিগড়	স্টা. মেনডনকা	ব. সোবার্স	৫৬
* পাতৌদির নবাব	ক. সোবার্স	ব. রডরিগজ	৪৭
চান্দু বোরদে	ক. নার্স	ব. রডরিগজ	৪২
সেলিম দুরানি	ক. ওরেল	ব. রডরিগজ	১২
বাপু নাদকার্নি	ক. রডরিগজ	ব. সোবার্স	১
† বুধি কুন্দেরান	অপরাজিত		৪
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ৪, নো-বল ২)			৭
			১৯৭

পতন : ০ (সরদেশাই) ; ০ (সুরতি) ; ৯ (মঞ্জরেকার) ; ২৫ (জয়সীমা) ; ৩০ (মেহরা) ; ১২৪ (পাতৌদি) ; ১৪৪ (উমরিগড়) ; ১৬৯ (দুরানি) ; ১৭৫ (নাদকার্নি) ; ১৯৭ (বোরদে) ।

হল	৯	৩	২০	৫
স্টেয়ার্স	৮	১	২৩	০
গিবস	১৯	৫	৪৮	০
সোবার্স	২৫	৬	৪৮	২
রডরিগজ	১৯.৩	২	৫১	৩

ফলো-অন করতে নেমেও একই দশা। জয়সীমা যথারীতি অফস্টাম্পের বাইরের বলকে পতঙ্গের মতো আলিঙ্গন ক'রে আত্মাহুতি দিলেন ; এক উইকেটে ১৯। সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে এই অবস্থায় অকুস্থলে প্রবেশ করলেন সেলিম দুরানি ; আর পাতৌদির নেতৃত্বের প্রথম কল্পনাময় প্রকাশ ঘটলো ব্যাটিং-অর্ডারের আমূল পরিবর্তনে। মেহরা কেবল দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ করছিলেন, কিন্তু দুরানি প্রথম বল থেকেই আক্রমণ করলেন। সতেজ, সংরক্ত, কল্পনায় ভরা একেকটি মার বেরিয়ে এলো তাঁর ব্যাট থেকে, আর হল-স্টেয়ার্স-রডরিগজ তাঁর সামনে কুটোর মতো উড়ে গেলেন! ওরেল নানাভাবে নানা ধরনে বারবার আক্রমণ বিন্যাস করলেন, কিন্তু জুটির রান দ্রুতবেগে শত রান পেরিয়ে গেলো। অবশেষে ১৬৩ রানের মাথায় প্রত্যাবর্তিত হল যখন মেহরার প্রতিরোধ ভেঙে দিলেন, ততক্ষণে সুনির্বাচিত মারের সাহায্যে মেহরা সংগ্রহ করেছেন ৬২। দিনের শেষে ভারত দু-উইকেটে ১৮৬।

হুরানি আগের দিন ৯১ ক'রে অপরাজিত ছিলেন—কিন্তু সেঞ্চুরিতে পৌছবার আগেই তিনি মঞ্জরেকার ও পাতৌদিকে হারালেন। ভারত চার উইকেটে ১৯২। হুরানিও সেঞ্চুরি ক'রেই বিদায় নিলেন, কিন্তু ততক্ষণে, পর-পর তিনটি উইকেট প'ড়ে গেলেও, উৎকর্ষের শিখরস্পর্শী তাঁর এই ইনিংস ভারতীয় দলকে, নতুন প্রেরণার সন্ধান দিয়েছে। এক ধরনের কাঁচা, কড়া, উদ্দাম শক্তিতে ভরপুর তাঁর মারগুলো একই সঙ্গে ছিলো আশ্চর্যভাবে আত্মস্থ, কমনীয় ও অনায়াস। ১৯৪ মিনিটে চোদ্দটি বাউণ্ডারি সমেত এই দীপ্ত ইনিংসটি তিনি উপহার দিয়েছিলেন। হুরানির প্রস্থানের পরেই ঝলশে উঠলেন উমরিগড়; ৭৭ মিনিটে করলেন ৪২ রান, কিন্তু ততক্ষণে তিনি স্বরতিকে হারিয়েছেন। বোরদের সহযোগিতায় যোগ করলেন ৪২ রান, কিন্তু সরদেশাই আউট হলেন 'চশমা' প'রে; নাদকার্নি যখন অকুস্থলে প্রবেশ করলেন, ভারতের রান আট উইকেটে ২৭৮।

লাঞ্চের পরে উমরিগড়ের ইনিংসটি এক অস্থির ও প্রবল মহিমায় ঝলশে উঠলো। উমরিগড় যখন অবহেলাভরে ও অবলীলাক্রমে হল সোবার্স ও গিবসকে মাঠের চারপাশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, তখন নাদকার্নি—সেই রোগা, ঢ্যাঙা, অলবড্যে মানুষটি—অটুট ব্যাটে নিজের উইকেট আগলে রাখলেন। হল নতুন বলে যেই দুরন্ত বাউন্সার নিক্ষেপ করলেন, উমরিগড়ের বিদ্যুৎগর্ভ হুক বলটিকে সীমানা পার ক'রে দিয়ে সেঞ্চুরি উপার্জন করলো। বারোটা চার সমেত মাত্র ১৫৬ মিনিটে এই সেঞ্চুরি করেছিলেন উমরিগড়—তাঁর জীবনের শেষ, ও সেরা, টেস্টসেঞ্চুরি।

কিন্তু জুটির রান যখন ৯৩, হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে নাদকার্নি রান-অউট হ'য়ে গেলেন। নিজে মাত্র ২৩ রান করেছিলেন নাদকর্নি, কিন্তু যেভাবে উমরিগড়ের পাশে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, তার তুলনা সচরাচর মেলে না। শেষ উইকেটে নামলেন কুন্দেরান; আরো দীপ্যমান ৫১ রান যোগ হ'লো, আর সেখানে কুন্দেরানের দান মাত্র ৪। উমরিগড় সেদিন কেমনভাবে খেলেছিলেন, তা এই তথ্যগুলোই ব'লে দেয়। অবশেষে গিবসের বলে কুন্দেরানকে লুফে নিলেন রডরিগজ, উমরিগড় রইলেন অপরাজিত ১৭২। যখন ফিরে এলেন প্যাভিলিয়নে, একযোগে সবাই দণ্ডায়মান।

হুরানির সাড়া-জাগানো ইনিংসটিরই সম্প্রসারণ ছিলো উমরিগড়ের এই খেলা। ২৪৭ রান পিছনে থেকে ফলো-অন করতে নেমে ভারত যেমনভাবে এই ইনিংসে লড়েছিলো, তার তুলনা সচরাচর মেলে না।

পুরো সিরিজে এই একবারই ভারত এক ইনিংসে চারশোর উপর রান করেছিলো। আর সেঞ্চুরিও হয়েছিলো শুধু এই তুটিই। ভারতীয় ব্যাটিং-এর হৃত সম্ভ্রম ফেরাবার জন্য তাই এই ইনিংসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যদিও এ-টেস্টে ভারত হেরেছিলো, তবু যেহেতু বিনাশর্তে বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেনি, সেজন্যে লজ্জার বা ক্ষোভের কিছু নেই। প্রথম দফায় শোচনীয় পাঁচ উইকেটে ৩০ রান থেকে যেভাবে দ্বিতীয় ইনিংসের প্রবল সুন্দর দীপ্ত ব্যাটিং-এর অবতারণা হয়েছিলো, তার নাটকীয়তা আগাগোড়া দর্শকদের রুদ্ধশ্বাস ক'রে রেখেছিলো।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

এম. এল. জয়সীমা	ক. মেনডনকা	ব. স্টেয়ার্স	১৫
বিজয় মেহরা		ব. হল	৬২
সেলিম তুরানি	ক. রডরিগজ	ব. সোবার্স	১০৪
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. নার্স	ব. সোবার্স	১৩
* পাতৌদির নবাব	ক. কানহাই	ব. সোবার্স	১
পলি উমরিগড়	অপরাজিত		১৭২
রুসি সুরতি	ক. মেনডনকা	ব. গিবস	২
চান্দু বোরদে	ক. সোবার্স	ব. গিবস	১৩
দিলীপ সরদেশাই	ক. ওরেল	ব. গিবস	০
বাপু নাদকার্নি	রান-আউট	নিক্ষেপক : কানহাই	২৩
† বুধি কুন্দেরান	ক. রডরিগজ	ব. গিবস	৪
অতিরিক্ত (বাই ৯, লেগ-বাই ৩, নো-বল ১)			১৩
			৪২২

পতন : ১৯ (জয়সীমা) ; ১৬৩ (মেহরা) ; ১৯০ (মঞ্জরেকার) ; ১৯২ (পাতৌদি) ; ২২১ (তুরানি) ; ২৩৬ (সুরতি) ; ২৭৮ (বোরদে) ; ২৭৮ (সরদেশাই) ; ৩৭১ (নাদকার্নি) ; ৪২২ (কুন্দেরান)।

হল	১৮	৩	৭৪	১
স্টেয়ার্স	১০	২	৫০	১
গিবস	৫৩·১	১৮	১১২	৪

সোবার্স	৪৭	১৪	১১৬	৩
রডরিগজ	৯	১	৪৭	০
ওরেল	৩	০	১০	০

১৭৬ রান করলে জিতবে—এই অবস্থায় ওয়েস্ট-ইনডিজের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হ'লো। সেদিন বাকি সময়টুকু খেলে কোনো উইকেট না-খুইয়ে হাণ্ট ও ম্যাকমরিস করলেন ২৩। পরদিন, মন্থর, কিন্তু নিশ্চিত, ভঙ্গিতে খেলে লাঞ্চের সময় তাঁরা রান তুললেন ৮৬; কিন্তু এরই মধ্যে দু-দুবার দুরানির বলে ম্যাকমরিস ক্যাচ তুলেও অব্যহতি পেলেন। মধ্যাহ্নবিরতির পরেই দুরানি যখন পর-পর ম্যাকমরিস, হাণ্ট ও কানহাইয়ের উইকেট দখল ক'রে নিলেন, তখন ফশকানো ক্যাচ দুটি মনোকষ্টকে আরো বাড়িয়ে দিলে।

সোবার্স ও নার্স এই সাময়িক সংকটকে ধীরে-ধীরে জয় করলেন; এমনভাবে তাঁরা দুজনে প্রতিরোধ করলেন যে আর কোনো উইকেট পড়লো না; ওয়েস্ট-ইনডিজ জয়ী হ'লো সাত উইকেটে।

ওয়েস্ট-ইনডিজের জয় সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ ছিলো না, সত্যি। ভারত তাদের কোনো অসম্ভব প্রস্তাব করেনি—৩৭০ মিনিটে মাত্রই ১৭৬ রান করতে আহ্বান করেছিলো। কিন্তু, তবু মনে হয়, ক্যাচগুলো না-ফশকালে তাদের এই জয় হয়তো অত সহজ হ'তো না।

কিন্তু ক্রিকেট তো এই রকমই। অপ্রত্যাশিতে ভরা। নাটকীয়তায় ভরা। অথচ তারই মধ্যে কতগুলো সূত্র (না কি শর্ত?) আছে, যা অপরিবর্তনীয়—যার একটা হ'লো: লোফা ক্যাচই ম্যাচ জেতায়।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : দ্বিতীয় দফা

কনরাড হাণ্ট	ক. কুন্দেরান	ব. দুরানি	৩০
ইস্টন ম্যাকমরিস		ব. দুরানি	৫৬
রোহন কানহাই	ক. নাদকার্নি	ব. দুরানি	২০
সীমুর নার্স	অপরাজিত		৪৬
গ্যারি সোবার্স	অপরাজিত		১৬
অতিরিক্ত (বাই ৩, লেগ-বাই ১, নো-বল ৪)			৮
		তিন উইকেটে	১৭৬

পতন : ৯৩ (ম্যাকমরিস); ১০০ হাণ্ট); ১৩২ (কানহাই)।

সুরতি	২১	৭	৪৮	০
জয়সীমা	৪	১	৫	০
উমরিগড়	১৬	৮	১৭	০
ছুরানি	৩১	১৩	৬৪	৩
বোরদে	১	১	০	০
নাদকার্নি	২৮	১৩	৩৪	০

পঞ্চম টেস্ট : কিংসটন, জ্যামেকা

এপ্রিল ১৩, ১৪, ১৬, ১৭ ও ১৮/১৯৬২

কিংসটনে পরের টেস্টে জয়লাভ ক'রে ওয়েস্ট-ইনডিজ প্রমাণ করলে যে তারা এখন বিশ্বের সেরা দল। দলে অনেক অদলবদল হ'লো ; ফিরে এলেন সলোমন, ভ্যালেণ্টাইন ও অ্যালান, আর স্টেয়ার্সের জায়গায় দলে ঢুকলেন নবাগত লেস্টার কিং। ভারতীয় দলে পরিবর্তন হ'লো মাত্র একটাই ; সরদেশাইরের জায়গায় দলে ঢুকলেন বসন্ত রঞ্জানে।

ওরেল যখন পুনর্বার টসে জিতে ব্যাট বেছে নিলেন, তখন সবাই ভেবেছিলো পূর্ববর্তী কিংসটন টেস্টে তারা যেমন আট উইকেটে ৬৩১ রান তুলেছিলো, তেমনি একটা-কিছু বড়ো স্কোর হবে। কিন্তু খেলা শুরু হবামাত্র রঞ্জানে তাঁর উপস্থিতি প্রমাণ করলেন, যখন মাত্র ২ রানের মাথায় তিনি হাণ্টকে কুন্দেরানের দস্তানায় অর্পণ করলেন। তারপর ওয়েস্ট-ইনডিজের রান যখন ৬৪, তখন ম্যাকমরিস আর সলোমন ছুরানির বলে পর-পর পরাস্ত হলেন। কানহাই পালটা আক্রমণের চেষ্টা করতেই রঞ্জানের মন্থরতর বলে তাঁর অবসান হ'লো। তখুনি যদি আরেকটা উইকেট পড়তো, পুরো খেলাটা ভারতের করতলগত হ'য়ে যেতো। কিন্তু সোবার্সের প্রথম অফড্রাইভটাই সারা মাঠে গমগম ক'রে উঠলো। তারপরে যতক্ষণ সোবার্স উইকেটে রইলেন ততক্ষণ একদিকে জমকালো ব্যাটিং-এর প্রদর্শনী চলতে লাগলো, আর অন্যদিকে নিয়মিত পড়তে লাগলো উইকেট। অবশেষে ২৫৩ রানের মাথায় স্বয়ং সোবার্স শেষ আউট হলেন, কিন্তু ততক্ষণে দুটি ছক্কা ও তেরোটি চার সহযোগে তিনি ১০৪ রান

সংগ্রহ ক'রে নিয়েছেন—একা ভারতেরই বিরুদ্ধে তাঁর পঞ্চম টেস্ট সেঞ্চুরি। কিংসটনের আগের টেস্টেও প্রসন্নর বলে 'জীবন' পাবার পর সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন, রোধ করেছিলেন দলের বিপর্যয়। এখানেও দল যখন কোণঠাশা, তখন তাঁর হাত থেকে দৃঢ় টগবগে সুন্দর এই সেঞ্চুরিটি নির্গত হ'লো। পক্ষান্তরে ৭২ রানে চার উইকেট দখল ক'রে রঞ্জানে প্রমাণ করলেন যে তাঁকে এতদিন ভুলে-থাকা খুব-একটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। ৫৮-৫৯ সালেও ওয়েস্ট-ইনডিজ যে তাঁর বলে অস্বস্তি বোধ করেছিলো, তা তো আমরা আগেই লক্ষ করেছি।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : প্রথম দফা

কনরাড হাণ্ট	ক. কুন্দেরান	ব. রঞ্জানে	১
ইস্টন ম্যাকমরিস	লেগ-বিফোর	ব. দুরানি	৩৭
রোহন কানহাই	ক. ও	ব. রঞ্জানে	৪৪
জো সলোমন		ব. দুরানি	০
গ্যারি সোবার্স	ক. মঞ্জরেকার	ব. রঞ্জানে	১০৪
* ফ্রাঙ্ক ওরেল	লেগ-বিফোর	ব. রঞ্জানে	২৬
ওয়েস হল	ক. কুন্দেরান	ব. নাদকার্নি	২০
† ডেভিড অ্যালান	ক. বদলি	ব. বোরদে	১
ল্যান্স গিবস	লেগ-বিফোর	ব. নাদকার্নি	৩
লেস্টার কিং		ব. নাদকার্নি	০
অ্যালফ ভ্যালেণ্টাইন	অপরাজিত		৭
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ২, নো-বল ৪)			১০
			২৫৩

পতন : ২ (হাণ্ট); ৬৪ (ম্যাকমরিস); ৬৪ (সলোমন); ৯৩ (কানহাই); ১৪০ (ওরেল); ১৭৪ (হল); ২০১ (অ্যালান); ২১৮ (গিবস); ২১৮ (কিং); ২৫৩ (সোবার্স)।

রঞ্জানে	১৯.২	২	৭২	৪
সুরতি	৬	০	২৫	০
নাদকার্নি	১৭	৩	৫০	৩

দুরানি	১৮	৬	৫৬	২
বোরদে	১২	২	৩৩	১
জয়সীমা		০	৭	০

পুরো সিরিজের মধ্যে সবচেয়ে কম রানে এ-টেস্টে ওয়েস্ট-ইনডিজকে নামিয়ে দিয়েও ব্যাট করতে এসে ভারতীয়রা পুরো ব্যাপারটা গুবলেট ক'রে ফেললে। দিনের শেষে ভারতের রান পাঁচ উইকেটে ৩৭; আর, আশ্চর্য, এই বিপর্যয়ের যিনি হোতা, তিনি হল নন, তিনি টেস্ট-ক্রিকেটে নবাগত, জ্যামেকার লেস্টার কিং। হল যদি এই ধ্বংসের হেতু হতেন, তাহ'লে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেবার সুযোগ থাকতো। কিন্তু স্কোরবোর্ডে যখন মাত্র ২৬ রান, ততক্ষণে প্যাভিলিয়নে ফিরে এসেছেন জয়সীমা, মেহরা, মঞ্জরেকার, দুরানি ও বোরদে। মাত্র ছ-ওভারে কুড়ি রান দিয়ে এই উইকেটগুলো পেয়েছিলেন কিং। আর-কোনো বোলার বোধহয় কখনও এ-রকম ছ-টি ওভার নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে উদিত হননি। দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু হ'তে-না-হ'তেই আগের দিনের অপরাজিত ব্যাটসম্যান পাতৌদিও প্রস্থান করলেন; ভারত ছ-উইকেটে ৪০। অন্য প্রান্তে ছিলেন নাদকার্নি, নৈশপ্রহরী; তার রোগা শরীর ধনুকের ছিলার মতো টান-টান হ'য়ে রইলো। সুরতির সঙ্গে মিলে তিনি অবস্থা ফেরাবার চেষ্টা করলেন: ৭০ মিনিটে এই দুই ন্যাটা ব্যাটসম্যান যোগ করলেন ৭২টি রুদ্ধশ্বাস রান—আর এর মধ্যে গিবসের বলে সুরতির আলগোছে হাঁকানো ছক্কাটি প্রতিরোধের দুর্দান্ত প্রতীক ব'লেই বিশেষভাবে স্মরণীয়। অবশেষে গিবসই অবশ্য সুরতিকে পেলেন; নামলেন উমরিগড়; কাঁধের ব্যথা, পায়ের পেশিতে টান—এই জন্যই যে তিনি যে কেবল পরে নামলেন, তা নয়—আগাগোড়া একজন 'রানার' নিয়ে খেললেন। নাদকার্নি আর উমরিগড় স্কোর টেনে নিয়ে গেলেন ১৭১ পর্যন্ত—কিন্তু একবার এই জুটি ভেঙে যেতেই ১৭৮ রানে ভারতীয় ইনিংসের অবসান হ'য়ে গেলো। নাদকার্নি ১৬৭ মিনিটে চমৎকার ৬১টি রান ক'রে প্রমাণ করলেন যে তাঁর ব্যাট হাতে দাঁড়াবার ভঙ্গি আড়ষ্ট ও ন্যুজ হ'তে পারে, কিন্তু দৃঢ়তায় বা প্রতিরোধে তিনি মোটেই আড়ষ্ট নন। তাঁর এই ৬১-র মধ্যে ছিলো পাঁচটি চার ও একটি ছক্কা। উমরিগড়ের খেলাতে চতুর্থ টেস্টের সেই অবিস্মরণীয় ইনিংসের ঝিলিক দেখা যাচ্ছিলো—আহত ব'লেই অবশেষে গিবস তাঁকে পেলেন লেগ-বিফোর: পা বাড়িয়ে খেলতে তাঁর অনবরত কষ্ট হচ্ছিলো।

ভারত : প্রথম দফা

এম. এল. জয়সীমা	ক. সোবার্স	ব. কিং	৬
বিজয় মেহরা	ক. অ্যালান	ব. কিং	৮
সেলিম দুরানি	ক. অ্যালান	ব. কিং	৬
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. সলোমন	ব. কিং	০
* পাতৌদির নবাব	ক. কানহাই	ব. হল	১৪
চান্দু বোরদে	ক. হল	ব. কিং	০
বাপু নাদকার্নি		ব. গিবস	৬১
রুসি সুরতি		ব. গিবস	৪১
পলি উমরিগড়	লেগ-বিফোর	ব. গিবস	৩২
† বুধি কুন্দেরান	ক. ম্যাক্‌মরিস	ব. ভ্যালেন্টাইন	২
বসন্ত রঞ্জানে	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৬, নো-বল ২)			৮
			১৭৮

পতন : ১১ (জয়সীমা); ২২ (মেহরা); ২২ (মঞ্জরেকার); ২৬ (দুরানি); ২৬ (বোরদে); ৪০ (পাতৌদি); ১১২ (সুরতি); ১৭১ (উমরিগড়); ১৭৮ (কুন্দেরান); ১৭৮ (নাদকার্নি)।

হল	১১	৩	২৬	১
কিং	১৯	৪	৪৬	৫
ওরেল	৫	০	৮	০
গিবস	১৪.২	২	৩৮	৩
ভ্যালেন্টাইন	১২	৪	৩২	১
সোবার্স	৬	১	২০	০

৭৫ রান পেছিয়ে থাকলে কী হবে, সুরতি হুড়মুড় ক'রে ভারতকে আবার খেলার মধ্যে নিয়ে এলেন, যখন মাত্র ১ রানের মাথায় পর-পর হাণ্ট ও সলোমনকে তিনি ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। সলোমন দু-ইনিংসেই গোল্লা ক'রে চশমা পরলেন ; আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় কিং-এর অভ্যুদয় যেমন চমকে দিয়েছিলো, সুরতির এই সূচনাও তেমনি হ'লো। বিপর্যয় ঠেকালেন সোবার্স ও ম্যাকমরিস। কিন্তু ওয়েস্ট-ইনডিজের রান যখন ৭৫, তখন সোবার্স নিজস্ব ৫০ রানের মাথায়

সুরতির বলেই কুন্দেরানের হাতে ধরা পড়লেন। সোবার্সের এ-ইনিংস ছিলো আগের ইনিংসটিরই জমকালো সম্প্রসারণ : ৫০-এর মধ্যে ন-টা চার হাঁকিয়ে-ছিলেন তিনি—শেষ পাঁচটা মারই ছিলো বাউণ্ডারি। এর পরেই বোরদের বলে ঝাঁটা চালাতে গিয়ে ম্যাকমরিস নিজের উইকেট ভেঙে ফেললেন, আর দুরানি পর-পর দু-বলে ফিরিয়ে দিলেন অ্যালান আর গিবসকে। ওয়েস্ট-ইনডিজ ছ-উইকেটে ১৩৮, ওরেল আছেন অপরাজিত ৩২। পরদিন খেলা শুরু হ'তেই কিং যখন দুরানির বলে অপসৃত হলেন, কানহাই এসে যোগ দিলেন : পেশিতে টান পড়েছিলো ব'লে কানহাই আগে ব্যাট করতে আসতে পারেননি—এবার হাণ্টকে 'রানার' নিয়ে তিনি খেলতে নামলেন। ঐ অবস্থাতেও কানহাই খেললেন, যেমন তিনি সচরাচর খেলেন। যখন রঞ্জানের বলে তিনি আউট হলেন, ওয়েস্ট-ইনডিজের রান ২৩৪। ওরেল, সমাপ্তি আসন্ন দেখে, শতপূর্তির জন্য বোরদের বলে চমৎকার দুটি ছক্কা হাঁকালেন ; নিখুঁত সময়জ্ঞান থেকে উত্থিত হ'য়ে মসৃণভাবে বল দুটি যেন সীমানার বাইরে উড়ে গেলো। কিন্তু, মাত্র দু-রানের জন্য, তাঁর সেঞ্চুরি হ'লো না—২৮৩ রানে ওয়েস্ট-ইনডিজের দ্বিতীয় ইনিংস যখন শেষ হ'লো, তিনি রইলেন ৯৮ অপরাজিত।

ওয়েস্ট-ইনডিজ : দ্বিতীয় দফা

কনরাড হাণ্ট	ক. কুন্দেরান	ব. সুরতি	০
ইস্টন ম্যাকমরিস	হিট-উইকেট	ব. বোরদে	৪২
জো সলোমন		ব. সুরতি	০
গ্যারি সোবার্স	ক. কুন্দেরান	ব. সুরতি	৫০
* ফ্রাঙ্ক ওরেল	অপরাজিত		৯৮
† ডেভিড অ্যালান	লেগ-বিফোর	ব. দুরানি	২
ল্যান্স গিবস	লেগ-বিফোর	ব. দুরানি	০
লেস্টার কিং	ক. নাদকার্নি	ব. দুরানি	১৩
রোহন কানহাই		ব. রঞ্জানে	৪১
ওয়েস হল	লেগ-বিফোর	ব. রঞ্জানে	১০
অ্যালফ ভ্যালেণ্টাইন	লেগ-বিফোর	ব. নাদকার্নি	৭
অতিরিক্ত (বাই ৮, লেগ-বাই ৫, নো-বল ৭)			২০
			২৮৩

পতন : ১ (হাণ্ট) ; ১ (সলোমন) ; ৭৫ (সোবার্স) ; ১১৮ (ম্যাকমরিস) ; ১৩৮ (অ্যালান) ; ১৩৮ (গিবস) ; ১৫৪ (কিং) ; ২৩৪ (কানহাই) ; ২৪৮ (হল) ; ২৮৩ (ভ্যালেণ্টাইন)।

রঞ্জানে	২৮	৩	৮১	২
স্থুরতি	১৮	৩	৫৬	৩
নাদকার্নি	৯	৩	১৩	১
দুরানি	১২	৩	৪৮	৩
বোরদে	২১	৫	৬৫	১

জয়ের জন্য শেষ ইনিংসে চাই ৩৫৭। কিন্তু স্থচনা হ'লো 'যথারীতি' শোচনীয়। কিং-এর বলে লেগ-বিফোর হ'য়ে চটপট ফিরে এলেন জয়সীমা ও দুরানি। মেহরা ও বোরদে কোনোরকমে দিনের বাকি সময়টা ঠেকালেন : দিনের শেষে ভারত দু-উইকেটে ৩৭।

পরদিন মেহরা দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর উইকেট আগলে দাঁড়ালেন, আর বোরদে আক্রমণ করলেন সবেগে। মনে হয়েছিলো, এঁরা বুঝি বুনিয়াদটা শক্ত ক'রে গড়বেন। কিন্তু সোবার্স পর-পর মেহরা, বোরদে ও পাতৌদিকে ফিরিয়ে দিয়ে খেলাটা ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন : ভারত পাঁচ উইকেটে ৮৬।

তখনও খেলা শেষ হ'তে দেড়দিন বাকি। মঞ্জরেকার ও উমরিগড় তবু ছাড়লেন না। তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে দেয়ালে পিঠে ঠেকিয়ে লড়তে লাগলেন। রানের হার শম্বুকমন্থর, কিন্তু দলের ও-অবস্থায় রানের চেয়েও আত্মরক্ষাই বেশি জরুরি। দিনের শেষে ভারতের রান দাঁড়ালো পাঁচ উইকেটে ১৭১।

পরদিন অবশ্য লাঞ্চের সতেরো মিনিট পরেই খেলা শেষ ও ১২৩ রানে ভারতের হার। সকাল বেলায় মঞ্জরেকার সোবার্সের বলে লেগ-বিফোর হ'য়ে ফিরে যাবার পর স্থরতি আর উমরিগড়ই প্রতিরোধের যা-কিছু চেষ্টা করলেন। উমরিগড় কাঁধের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলেন, তবু দাঁতে দাঁত চেপে জীবনের শেষ টেস্ট-ইনিংসে তিনি প্রতিরোধ গ'ড়ে দাঁড়ালেন। অন্যদিকে স্থরতি আক্রমণ করলেন স্বভাবসিদ্ধ ছটফটে ও চঞ্চল ভঙ্গিতে। ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে-পেছিয়ে গিবস ও সোবার্সের সব কৌশলের জবাব দিচ্ছিলেন স্থরতি, ছক্কা মারতেও ভোলেননি ; অবশেষে সোবার্সের লোপ্পা বলের টোপ তাঁকে ক্রিজ থেকে টেনে

আনলো, বলের রেখা হারিয়ে ফেললেন স্থরতি, এবং অ্যালান চটপট বাকি কাজটি সেরে দিলেন।

স্থরতির প্রস্থানের পরেই বাকি উইকেটগুলো পর-পর ধ্বংসে পড়লো—সিরিজের সব-কটা টেস্টেই হার মেনে ভারত ১৯৫৯ সালের ইংলণ্ড সফরের পুনরাবৃত্তি করলে। অথচ....ওরেলের কথা তুলে বলা যায়....ভারতীয় দল বাস্তবিক পৃথিবীর সেরা দল হ'য়ে ওঠবার ক্ষমতা রাখে, যদি হলের দুর্ধর্ষ গতির ভয়টা কাটিয়ে ওঠে—না, ভয় নয়, যদি তারা আউটস্থুয়িঙ্গার বলকে ওভাবে তাড়া ক'রে গিয়ে উইকেট না-খোয়ায়। এই সফরেই তারা, এই দুর্বলতাটুকু কাটিয়ে উঠতে পারলে, ওয়েস্ট-ইনডিজকে কাবু ক'রে ফেলতে পারতো।

ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই নানা সময়ে এই সফরে তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন : বিশেষ ক'রে দুরানি, স্থরতি, নাদকার্নি। প্রসন্নর মধ্যেও বিশ্বের সেরা অফ-স্পিনারের গুণগুলি বর্তমান। হয়তো সফরের গোড়া থেকেই অনবরত চোট জখম পেয়ে-পেয়ে তাঁদের মনোবল অনেকটাই ভেঙে পড়েছিলো। আর বারবেডোজের দুর্ঘটনা তো আগাগোড়া এক অলুক্ষুণে ও ছমছমে কালো ছায়া ফেলে ছিলো।

তাছাড়া, ওয়েস্ট-ইনডিজ দল হিশেবে তখন বিশ্বের সেরা দল। ওরেলের প্রেরণাময় নেতৃত্ব বিভিন্ন দ্বীপের খেলোয়াড়দের এক সংহত শক্তিকে পরিণত করেছিলো। কানহাই, সোবার্স, হল, গিবস, ওরেল—এঁরা যে-কোনো দলের আগাপাশতলা বদলে দিতে পারেন। পোর্ট-অভ-স্পেনের চতুর্থ টেস্ট যদি হয় উমরিগড়ের টেস্ট, তাহ'লে কিংসটনের পঞ্চম টেস্ট সোবার্সের। দুই দফায় তিনি রান করেছিলেন ১০৪ ও ৫০, আর ভারতের দ্বিতীয় দফায় পেয়েছিলেন ৬৫ রানে পাঁচ উইকেট। তেমনিভাবে ব্রিজটাউন টেস্টে হল পেয়েছিলেন ৭৯ রানে তিন ও ৪৯ রানে ছ-উইকেট। আর কানহাই প্রতিটি টেস্টেই রান করেছেন তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে—৭ ইনিংসে দুটি সেঞ্চুরি সমেত রান করেছেন ৪৯৫। পক্ষান্তরে ওরেল, দলের প্রয়োজনমতো, সব সময়েই তাঁর শিল্পীর ব্যাট নিয়ে ঠেকিয়েছেন ভারতীয় স্পিনারদের। বিশেষত শেষ তিন টেস্টে পর-পর রান করেছেন ৭৭, ৭৩*, ২৬ ও ৯৮*। এবং দলের দিকে তাকিয়ে কখনও তাঁর খেলা ছিলো মন্থর, নিরেট, গম্ভীর, কখনও মসৃণ চিক্কণ লাবণ্যময়।

ঘটনাচক্র এই যে, ডেক্সটারের দলকে হারিয়ে দিয়ে ভারতকে প্রায় পর মুহূর্তেই ক্যারিবিয়নে বিশ্বের সেরা দলের বিরুদ্ধে লড়তে যেতে হয়েছিলো।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

এম. এল. জয়সীমা	লেগ-বিফোর	ব. কিং	৬
বিজয় মেহরা	ক. অ্যালান	ব. সোবার্স	৩৯
সেলিম দুরানি	লেগ-বিফোর	ব. কিং	৪
চান্দু বোরদে		ব. সোবার্স	২৬
* পাতৌদির নবাব		ব. সোবার্স	৪
বিজয় মঞ্জরেকার	লেগ-বিফোর	ব. সোবার্স	৪০
পলি উমরিগড়		ব. হল	৬০
রুসি সুরতি	স্টা. অ্যালান	ব. সোবার্স	৪২
বাপু নাদকার্নি	ক. অ্যালান	ব. হল	০
† বুধি কুন্দেরান		ব. হল	১
বসন্ত রঞ্জানে	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত (বাই ১১, লেগ-বাই ১, নো-বল ১)			১৩
			২৩৫

পতন : ১৫ (জয়সীমা) ; ২১ (দুরানি) ; ৭৭ (মেহরা) ; ৮০ (বোরদে) ; ৮৬ (পাতৌদি) ; ১৩৫ (মঞ্জরেকার) ; ২১৮ (সুরতি) ; ২১৯ (নাদকার্নি) ; ২৩০ (কুন্দেরান) ; ২৩৫ (উমরিগড়)।

হল	২০.৫	৩	৪৭	৩
কিং	১৩	৩	১৮	২
গিবস	২৫	২	৬৬	০
ভ্যালেন্টাইন	১৪	৯	২৮	০
সোবার্স	৩২	৯	৬৫	৫

২০ ভারতে ইংলণ্ড ১৯৬৪

টেড ডেক্সটারের ইংলণ্ডদলকে হারিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যে ভারত
'নতুন' শক্তি ব'লে গণ্য হচ্ছিলো, তার নজির তখনকার খবরকাগজ। 'গার্ডিয়ান'
লিখেছিলো : 'জয় হয়েছে যোগ্য দলের : তাঁরা ব্যাটে-বলে-ফিল্ডিং-এ
[ইংলণ্ডের চেয়ে] অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। খেলায় যে হার-
জিতের নিষ্পত্তি হয়েছে, সেটাই তো প্রমাণ যে খেলা হয়েছিলো আক্রমণাত্মক—
ব্যক্তি-খেলোয়াড় ভেবে-চিন্তে ঝুঁকি নিয়েছেন দলের জন্য ; আর ভারতীয়
ক্রিকেটে যে এতকাল দলের কথা না-ভেবে কেবল নিজের জন্য খেলা হ'তো,
যা এতকাল ভারতীয় ক্রিকেটের অগ্রগতির পথে ছিলো মস্ত প্রতিবন্ধক, এই
সিরিজের খেলা সেই ঐতিহ্যকে অনেকটাই মুছে দিয়েছে।' আর আলেক্স
ব্যানিস্টার 'ডেইলি মেল'-এ লিখেছিলেন : 'ইংলণ্ডের যে-দলটি তখন সেরা
ছিলো, তাকে উৎখাত ক'রে, এবং তিন বছর আগে বেনোর অস্ট্রেলীয় দলের
পূর্ণ শক্তিকে পরাস্ত ক'রে, ভারত [অবশেষে] নতুন ও উচ্চতর স্থান
দখল করেছে।'

কিন্তু চার মাসের মধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেট ক্যারিবিয়নে সবদিক থেকে সব
অর্থে মার খেয়ে ফিরে এলো। শীতকাল কাটলো বিপর্যস্ত দলটির মনোবল আবার
গ'ড়ে তুলতে। আর তার পরের বছর, ১৯৬৪ সালের শীতকালে, মাইক
স্মিথের নেতৃত্বে ইংলণ্ড এ-দেশে এলো দু-মাসের সংক্ষিপ্ত সফরে, 'রাবার'
পুনরুদ্ধারের আশায় ; ঐ দু-মাসেই তাঁরা পাঁচটি টেস্টে অংশ নিলে।

প্রথমে ইংলণ্ডের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছিলন কলিন কাউড্রে। কিন্তু
শেষ মুহূর্তে সফরকারী দল থেকে তিনি বাদ প'ড়ে গেলেন—ওয়েস্ট-ইনডিজের
বিরুদ্ধে ১৯৬৩র লর্ডস টেস্টে তাঁর হাত ভেঙে গিয়েছিলো, সেটা তখনও
পুরোপুরি সারেনি। ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের সে-বার সফরের থেকে শেষ-
তক অসুখ-বিশুখ তাড়া ক'রে বেরিয়েছিলো। বম্বাইতে দ্বিতীয় টেস্টে,
শেষ পর্যন্ত, তারা যে-দল খেলতে নামিয়েছিলো, তাতে ছিলেন চারজন
ফাস্টবোলার (ভারতের মাটিতে যাদের সাফল্যের সম্ভাবনা সামান্যই), দু-জন
উইকেটরক্ষক, একজন স্পিনার, চারজন ব্যাটসম্যান, আর বদলি খেলোয়াড়
হিশেবে ফিল্ড করেছিলেন হনুমন্ত সিং—তিনি তখনও ভারতীয় দলে আসেননি!
ঐ অবস্থায় মাইক স্মিথ যে শেষ পর্যন্ত খেলা বাঁচাতে পেরেছিলেন, তার জন্য

তিনি বিস্তর তারিফ পাবেন। কিন্তু এভাবে যেহেতু চলে না, সেইজন্য কাউড্রে (ও তাঁর সঙ্গে পিটার পারফিট) ইংলণ্ড থেকে উড়ে এলেন। কলকাতা ও দিল্লিতে কাউড্রের সেঞ্চুরি দুটি, আর কানপুরে পারফিটের সেঞ্চুরি, খেলা বাঁচাবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিলো।

যথারীতি ইংলণ্ড তাদের সেরা দল পাঠায়নি। দলে না ছিলেন ট্রুম্যান-স্ট্যাথাম না ছিলেন ডেক্সটার। ব্যাটিং অবশ্য নিতান্ত তাচ্ছিল্য করার মতো ছিলো না, কিন্তু স্পিন বলের জন্য তাদের পুরোপুরি নির্ভর করতে হয়েছিলো ফ্রেড টিটমাসের উপর। টিটমাস অবিশ্যি দলকে নিরাশ করেননি, সফরে আগাগোড়া চমৎকার বল করেছেন, কিন্তু উইকেট থেকে তিনি তেমন-কোনো সাড়া পাননি ব'লে ভারতীয় দলকে পুরোপুরি কখনও কব্জা করতেও পারেননি। অপর দিকে, ভারতের আক্রমণও, সেই একই কারণে, অর্থাৎ উইকেটের নিষ্প্রাণ মন্থরতায়, কোনো টেস্টেই দু-দুবার ইংলণ্ডকে অল্প রানে নামিয়ে দিতে পারেনি। অতএব আবারও পর-পর পাঁচটি টেস্ট অমীমাংসিত শেষ হ'লো, যেমন হয়েছিলো পাকিস্তান সিরিজে।

প্রথমে পাতৌদি কেবল দুটি টেস্টের জন্য অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন ; পরে অবিশ্যি পুরো সিরিজেই তিনি ভারতের নেতৃত্ব করেছিলেন। পাঁচটি টেস্টেই টসে জিতে তিনি ইংলণ্ডের জ্যাকসন, অস্ট্রেলিয়ার কলিন্‌স ও ওয়েস্ট-ইনডিজের গডার্ডের মতো বিরল ভাগ্যবানদের অন্যতম হ'য়ে উঠেছিলেন। কিন্তু মুদ্রাভাগ্য ছাড়াও তিনি যেভাবে খেলা পরিচালনা করেছিলেন, তাতে তাঁর কল্পনা, চিন্তা ও আক্রমণাত্মক মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছিলো। নাইডু, অমরনাথ, কনট্র্যাকটর এবং তারপর পাতৌদি—বলতেই হয়, এঁরাই ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিশেবে নৈপুণ্য ও কল্পনার পরিচয় দিয়েছিলেন।

ফিল্ড সাজানো, বোলার বদল, কার পর কে ব্যাট করতে নামবেন—পরিচালনার সব বিভাগেই তিনি প্রখর আক্রমণাত্মক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। বার-বার তিনি ভারতীয় ইনিংস ঘোষণা ক'রে খেলার নিষ্পত্তি করতে চেয়েছেন। কানপুরে শেষ টেস্টে টসে জিতে তিনি যখন মাইক স্মিথকে ব্যাট করতে আহ্বান করলেন, তখন সবাই চমকে উঠেছিলো। উইকেট ছিলো চমৎকার, আর এমনও নয় যে তিনি ভেবেছিলেন বিপক্ষকে কানপুরে অল্প রানে নামিয়ে দেয়া যাবে। কিন্তু খেলার যাতে নিষ্পত্তি হয়, কেবল সে-কথা ভেবেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। প্রথম টেস্টগুলোয় তিনি যখন

ইংলণ্ডকে শেষ ইনিংসে যুক্তিসংগত রান করতে আহ্বান করছিলেন, ইংলণ্ড বার-বার চ্যালেঞ্জ প্রত্যাখ্যান করেছিলো। তাই কানপুরে, পাতৌদি ভেবেছিলেন, যদি ইংলণ্ড ভারতকে ওভাবে ২৫০ মিনিটে ২৮০ রান করতে আহ্বান করে, তবে·······কিন্তু আমরা দেখবো কানপুরে ব্যাপারটা অন্য রকম হ'য়ে উঠবে।

প্রথম টেস্ট : মাদ্রাজ ; জানুয়ারি ১০, ১১, ১২, ১৪ ও ১৫/১৯৬৪

প্রথম দিনের খেলা ছিলো বিশেষ ক'রে কুন্দেরানের সাফল্যেরই কাহিনী। দিনের শেষে ভারতের রান যখন দু-উইকেটে ২৭৭, তখন কুন্দেরানের অবদান অপরাজিত ১৭০। ভারতের দুটি উইকেটই পেয়েছিলেন টিটমাস : পিচ থেকে তিনি কোনো সাড়াই পাননি। কিন্তু তাঁর ছিলো অসীম অধ্যবসায় ও ধৈর্য, ঠাণ্ডা মাথায় অক্লান্তভাবে মাপা লেংথে তিনি বল ক'রে গেছেন।

অবশ্য তিনি কুন্দেরানকেই হয়তো পেতেন, যদি-না ৯৭-তে তাঁর বলে ক্যাচ না-ফশকাতো। লারটারের বলে এর আগেই ডিপফাইন-লেগে আরেকটা ক্যাচ তুলেছিলেন কুন্দেরান, যখন তাঁর রান ছিলো ৭৭, কিন্তু বোলাস সে-বার লুফতে পারেননি। অস্ট্রেলিয়ার লেফ ফ্যাভেলের মতোই কুন্দেরান দলে ঢুকেছিলেন শেষ মুহূর্তে ইনজিনিয়ার হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় ; এবং সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে সেই সুযোগের তিনি পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন : ইনজিনিয়ার, আমরা দেখবো, পুরো সিরিজে খেলবার আর সুযোগই পাবেন না। ফ্যাভেলও মাদ্রাজে একই মাঠে ১৯৫৯ সালে শেষ মুহূর্তে দলে ঢুকে সেঞ্চুরি করেছিলেন।

কুন্দেরানের এই রগরগে ইনিংসের পাশে সরদেশাইয়ের ৬৫ রান কিন্তু মোটেই নিষ্প্রভ বা নিস্তেজ ছিলো না। ধ্রুপদী শৈলীর খেলা তাঁর, অবিকল ছাপা-বই-থেকে-ওঠানো, অথচ তা মোটেই কোনো যান্ত্রিক প্রতিলিপি নয়। তাঁর ড্রাইভ, স্কোয়ারকাট ও পুল, তাঁর ক্ষিপ্র পদচ্ছন্দ, তাঁর সুবিবেচনা কুন্দেরানের সংরক্ত ইনিংসের পাশে ভারতীয় ব্যাটিংএর প্রশান্ত সৌন্দর্যকে উদ্ঘাটিত করেছিলো। দ্বিতীয় উইকেটে তাঁরা যখন ১৪৩ রান যোগ করেছিলেন, তখন মনেই হয়নি যে ইংলণ্ড দলে কোনো প্রথম শ্রেণীর বোলার আছেন।

দ্বিতীয় দিনে যাঁরা ভেবেছিলেন কুন্দেরান মানকড়ের ২৩১ রান পেরিয়ে গিয়ে সর্বোচ্চ ভারতীয় ব্যক্তিগত স্কোরের নজির রাখবেন, তাঁদের হতাশ ক'রে

কুন্দেরান ১৯২তে আউট হ'য়ে গেলেন। অবশ্য তিনি মঞ্জরেকারের অপরাজিত ১৮৯ রান পেরিয়ে গিয়ে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ স্কোরের অতীব ক্ষণস্থায়ী নজির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলা মঞ্জরেকারের ১০৮ রানকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠেছিলো। সেই পুরোনো মঞ্জরেকার—পরিশীলিত ও শাস্ত্রিক, ছন্দোময়, সৌষ্ঠবে-ভরা, উৎকর্ষের প্রতিভূ। যদি-বা তাঁর রানের হার কখনও মন্থর ঠেকে থাকে, জয়সীমার ছক্কা ও চারে ভরা ঝোড়ো ৫১ রান মোটমাট দলের রানের হার বিলম্বিত হ'তে দেয়নি। সে-জন্যেই চায়ের সময় সাত উইকেটে ৪৫৭ রানে পাতৌদি ভারতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করতে পেরেছিলেন।

ভারত : প্রথম দফা

বিজয় মেহরা	ক. পার্কস		ব. টিটমাস	১৭
† বুধি কুন্দেরান			ব. টিটমাস	১৯২
দিলীপ সরদেশাই			ব. টিটমাস	৬৫
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. স্মিথ		ব. নাইট	১০৮
* পাতৌদির নবাব		লেগ-বিফোর	ব. টিটমাস	০
সেলিম দুরানি		লেগ-বিফোর	ব. টিটমাস	৮
এম. এল. জয়সীমা		লেগ-বিফোর	ব. উইলসন	৫১
কৃপাল সিং		অপরাজিত		২
চান্দু বোরদে		অপরাজিত		৮
বাপু নাদকার্নি		ব্যাট করেননি		—
বসন্ত রঞ্জানে		ব্যাট করেননি		—
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ৫)				৬
			সাত উইকেটে ঘোষিত	৪৫৭

পতন : ৮৫ (মেহরা); ২২৮ (সরদেশাই); ৩২৩ (কুন্দেরান); ৩২৩ (পাতৌদি); ৩৪৩ (দুরানি); ৪৩১ (মঞ্জরেকার); ৪৪৭ (জয়সীমা)।

লারটার	১৯	২	৬২	০
নাইট	২৭	৭	৭৩	১
উইলসন	২৪	৬	৬৭	১
টিটমাস	৫০	১৪	১১৬	৫

মরটিমোর	৩৮	৭	১১০	০
ব্যারিংটন	৪	০	২৩	০

রঞ্জানে যখন ইংলণ্ডের ইনিংসের সূচনাতেই মাইক স্মিথকে আউট ক'রে দিলেন তখন সবাই ভেবেছিলো ইংলণ্ডের পক্ষে ভারতীয় আক্রমণ শামলে-ওঠা মুশকিল হবে। কিন্তু পর-পর যখন ক্যাচ ফশকালো, তখন আস্তে-আস্তে ইংলণ্ডের আত্মবিশ্বাস ফিরে এলো—যদিও দিনের খেলা শেষ হবার আগেই ফিল শার্পও আউট হ'য়ে গিয়েছিলেন। দিনের শেষে ইংলণ্ড দু-উইকেটে ৬৬।

তৃতীয় দিন সারা সময় ব্যাট ক'রে ইংলণ্ড আরো দু-উইকেট খুইয়ে আর মাত্র ১৭২ যোগ করেছিলো। যে-ভাবেই তাকানো যাক না কেন, এদিনকার খেলাকে টেস্ট-ক্রিকেট ব'লে স্বীকার করতে লজ্জা হয়। বোলাস আর ব্যারিংটন প্রায় সারাদিন ব্যাট ক'রে চতুর্থ উইকেটে যোগ করেছিলেন ১১৯ রান। তারপর খেলা শেষ হবার তিন মিনিট আগে দুরানির বলে বোলাস আউট হয়েছিলেন লেগ-বিফোর।

আজ কাগজে-কলমে পরিসংখ্যানের দিকে তাকিয়ে কেউ-কেউ ভাবতে পারেন যে ভারতীয় বোলারদের ভয়ে তাঁরা কাঁপছিলেন। হয়তো সত্যিই কাঁপছিলেন, কিন্তু সেই কাঁপুনি স্বতোৎসার, কোনো বাইরের কারণের উপর নির্ভর করেনি। নাদকার্নি প্রায় কলের পুতুলের মতো ১১৪ মিনিট অক্লান্তভাবে বল করেছিলেন এবং একটাও রান দেননি। শেষ অবধি নাদকার্নির বলের খতিয়ান দাঁড়িয়েছিলো এই রকম: ৩২-২৭-৫-০। অথচ দুরানি, নাদকার্নি, বোরদে, কৃপাল সিং—উইকেট থেকে কোনো সাড়াই পাননি। হয়তো ভারতীয় স্পিনারদের প্রতিভা বোলাস-ব্যারিংটনের পক্ষে বড্ড বেশি হয়েছিলো, কিন্তু তবু তাঁদের ঐ মন্থর ব্যাটিং-এর কোনো কৈফিয়ৎই নেই।

চতুর্থ দিনে লাঞ্চের সময় ইংলণ্ডের রান উঠলো চার উইকেটে ২৩৫ থেকে আট উইকেটে ২৮৭। খেলা শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গেই দুরানির দ্রুত বলটি নাইটকে ইয়র্কড ক'রে দিলো। পরক্ষণেই বোরদে আউট ক'রে দিলেন ব্যারিংটনকে। যেন সুতোর ডগায় ঝুলিয়ে টেনে দিয়েছিলেন তিনি বল—ব্যারিংটন পা বাড়িয়ে খেলতে গিয়ে দেখলেন বল তখনও এসে পৌঁছোয়নি: সহজ লোপ্পা ক্যাচটি হস্তগত করতে বোরদেকে কোনো বেগ পেতে হয়নি।

১৯৬১-৬২তেও ব্যারিংটনই ছিলেন ভারতীয় বোলারদের সবচেয়ে ভয়ের

কারণ। রোববার দিন তাঁর গম্ভীর বুকচাপা ইনিংসটি যেন বোলারদের পিষ্ট ক'রে দিয়েছিলো। এবার ব্যারিংটন আউট হ'য়ে যেতেই ভারতীয় বোলারদের ঠেকানো গেলো না। বিস্মিত পার্কসকে অপেক্ষাকৃত দ্রুত বলে সরাসরি পরাস্ত ক'রেই বোরদে নিজের বলে লুফে নিলেন মরটিমোরকে। লাঞ্চের পর পাতৌদি দুর্ধর্ষ ক্যাচ লুফে টিটমাসকে আউট ক'রে দিলেন। সব শেষে আউট হলেন মিকি স্টুয়ার্ট : তিনি তখনও অসুস্থ, রানার নিয়ে খেলতে নেমেছিলেন। আউট হবার আগে চমৎকার দুটি লেটকাট করেছিলেন স্টুয়ার্ট, কিন্তু বোরদের বলে তিনি অবিলম্বেই স্টাম্পড হ'য়ে গেলেন। লাঞ্চের এক ঘণ্টা পরেই ইংলণ্ড ৩১৭ রানে সবাই আউট হ'য়ে গেলো।

রান মোটে ৩১৭ হ'লে কী হবে, ইংলণ্ড উইকেট জুড়ে বসেছিলো ৬০০ মিনিট। আর এই রান তারা সংগ্রহ করেছিলো ১১৪৪ বলে। বোরদেই বোলার হিশেবে সবচেয়ে সাফল্য লাভ করলেন : ৮৮ রানে পেলেন পাঁচ উইকেট। কিন্তু হ'লে কী হবে—খেলার তখন বাকি মাত্র ৫০০ মিনিট—আর ভারত প্রথম দফায় মাত্র ১৪০ রান এগিয়ে আছে। ইংলণ্ড ফলো-অন বাঁচিয়ে এক অর্থে খেলাটাকেও বাঁচালো। ইংলণ্ডের দিক থেকে সেজন্য অবশ্য বোলাস-ব্যারিংটনের ঐ একঘেয়ে ও বিরক্তিকর ব্যাটিং ছিলো আত্মরক্ষার উপায়।

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

ব্রায়ান বোলাস	লেগ-বিফোর	ব. দুরানি	৮৮
* মাইক স্মিথ	ক. কুন্দেরান	ব. রঞ্জানে	৩
ফিল শার্প	লেগ-বিফোর	ব. বোরদে	২৭
ডন উইলসন	ক. মঞ্জরেকার	ব. দুরানি	৪২
কেন ব্যারিংটন	ক. ও	ব. বোরদে	৮০
ব্যারি নাইট		ব. দুরানি	৬
† জিম পার্কস		ব. বোরদে	২৭
ফ্রেড টিটমাস	ক. পাতৌদি	ব. কৃপাল সিং	১৪
জন মরটিমোর	ক. ও	ব. বোরদে	০
মিকি স্টুয়ার্ট	স্টা. কুন্দেরান	ব. বোরদে	১৫
জে. ডি. এফ. লারটার	অপরাজিত		২
অতিরিক্ত (বাই ৬, লেগ-বাই ৫, নো-বল ২)			১৩
			৩১৭

পতন : ১২ (স্মিথ) ; ৪৯ (শার্প) ; ১১৬ (উইলসন) ; ২৩৫ (বোলাস) ; ২৫১ (নাইট) ; ২৬৩ (ব্যারিংটন) ; ২৮৭ (পার্কস) ; ২৮৭ (মরটিমোর) ; ৩১৪ (টিটমাস) ; ৩১৭ (স্টুয়ার্ট)।

রঞ্জানে	১৬	২	৪৬	১
জয়সীমা	৭	৩	১৬	০
বোরদে	৬৭'৪	৩০	৮৮	৫
দুরানি	৪৩	১৩	৯৭	৩
নাদকার্নি	৩২	২৭	৫	০
কৃপাল সিং	২৫	১০	৫২	১

পাতৌদির নির্দেশে ছিলো, প্রথম বল থেকেই তাড়াতাড়ি রান তুলতে হবে। কুন্দেরান শুরু করলেন প্রথম ইনিংসের মতোই—হুক, কাট আর ড্রাইভ শুধু কানফাটানো আওয়াজই করছিলো না, রানও তুলছিলো দ্রুত হারে। চায়ের আগে ৫০ মিনিটে রান উঠলো ৪৬, যদিও মাইক স্মিথ ফিল্ড সাজিয়েছিলেন রক্ষণাত্মক।

চায়ের পরেই অবশ্য টিটমাস কুন্দেরানকে পেলেন লেগ-বিফোর। পাতৌদি ব্যাটিং-অর্ডার পালটে দিয়েছিলেন : জয়সীমাকে ঠেকানো গেলো না, কিন্তু দ্রুত রান তুলতে গিয়ে সরদেশাই আর দুরানি উইকেট ছুঁড়ে দিয়ে এলেন। মঞ্জরেকার, কোনো রান করার আগেই, অদ্ভুতভাবে রান-আউট হলেন : পাতৌদির স্ট্রেটড্রাইভ লারটারের হাতে লেগে বোলারের উইকেটে এসে লেগেছিলো ; মঞ্জরেকার তখন ক্রিজের বাইরে ছিলেন। দিনের শেষে ভারতের রান ছ-উইকেটে ১১৬, ব্যাট করছেন পাতৌদি ও কৃপাল সিং।

শেষ দিনে পাতৌদি কখন ইনিংস ঘোষণা করেন, সেটাই ছিলো কৌতূহলের বিষয়। ব্যাটে কে কত রান করেন, সেটা মোটেই জরুরি নয়। প্রায় ৫৪ মিনিটে কৃপালসিং, পাতৌদি ও নাদকার্নির উইকেটের বিনিময়ে ৩৬ রান যোগ হবার পর পাতৌদি ন-উইকেটে ১৫২ রানে ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন। জিততে হ'লে ইংলণ্ডকে ২৬৩ মিনিটে ২৯৩ রান করতে হবে। মোটেই অযৌক্তিক চ্যালেঞ্জ নয়। পাতৌদি আগাগোড়া আক্রমণাত্মক পরিচালনায় ঐ নির্জীব উইকেটে খেলা জিইয়ে রাখবার চেষ্টা করছিলেন।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

† বুধি কুন্দেরান	লেগ-বিফোর	ব. টিটমাস	৩৮
বিজয় মেহরা	রান-আউট	নিক্ষেপক : উইলসন	২৬
এম. এল. জয়সীমা		ব. টিটমাস	৩৫
সেলিম দুরানি	ক. পার্কস	ব. মরটিমোর	৩
দিলীপ সরদেশাই	স্টা. পার্কস	ব. মরটিমোর	২
* পাতৌদির নবাব	ক. বোলাস	ব. মরটিমোর	১৮
বিজয় মঞ্জরেকার	রান-আউট	নিক্ষেপক : লারটার	০
কৃপাল সিং		ব. উইলসন	১০
চান্দু বোরদে	অপরাজিত		১১
বাপু নাদকার্নি	ক. পার্কস	ব. টিটমাস	৭
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ২)			২
		ন-উইকেটে ঘোষিত	১৫২

পতন : ৫৯ (কুন্দেরান) ; ৭৭ (মেহরা) ;৮২ (দুরানি) ; ১০০ (সরদেশাই) ; ১০৪ (জয়সীমা) ; ১০৬ (মঞ্জরেকার) ; ১২৫ (কৃপাল সিং) ; ১৩৫ (পাতৌদি) ; ১৫২ (নাদকার্নি)।

লারটার	১১	৩	৩৩	০
নাইট	৭	১	২২	০
উইলসন	৪	২	২	১
টিটমাস	১৯.৫	৪	৪৬	৪
মরটিমোর	১৫	৩	৪১	২
ব্যারিংটন	২	০	৬	০

ইংলণ্ডকে জিততে হ'লে ২১০ মিনিটে ২৬০ রান তুলতে হবে—লাঞ্চের সময় খেলার অবস্থা এই। এক ঘণ্টায় ইংলণ্ড ৩৩ রান হাঁকিয়েছে। এই দেখেও যাঁরা ভেবেছিলেন ইংলণ্ড জয়ের চেষ্টায় উৎসুক, তাঁরা ভুল ভেবেছিলেন। কারণ লাঞ্চের পর প্রথম ঘণ্টার দু-উইকেট খুইয়ে ৭২ রান তুললেও দ্বিতীয় ঘণ্টায় তারা রান তুলেছিলো আরো দু-উইকেটের বিনিময়ে মাত্র ২৫। পাতৌদি ফিল্ড সাজিয়েছিলেন আক্রমণাত্মক—ঘিরে ধরেছিলেন মরটিমোর ও টিটমাসকে। চায়ের সময় ইংলণ্ডের রান : চার উইকেটে ১৩৪।

চায়ের পর এক ঘণ্টা ধ'রে কৃপাল সিং তাঁর অফস্পিনে উইকেট থেকে সাড়া পাবার চেষ্টা ক'রে যাচ্ছিলেন। পেলেন বটে অবশেষে টিটমাসের উইকেট, কিন্তু তখন খেলার পরিণাম সম্বন্ধে আর কোনোই সন্দেহ নেই।

বোরদের নাকি কাঁধে ব্যথা, তাই তিনি বল করতে পারেননি। পাতৌদির নিশ্চয়ই আগাগোড়া ব্যর্থ ও হতাশ লেগেছে। ইংলণ্ড কোনো কালেই লেগ-স্পিনে স্বস্তি বোধ করে না—কিন্তু দলে বোরদে ছাড়া কোনো লেগ-স্পিনার নেই। স্পিনার আছেন দুরানি আর নাদকার্নি—বাঁ-হাতি স্পিনার, আর কৃপাল সিং—অফস্পিনার। খেলা অবশেষে তাই অনিবার্যভাবে অমীমাসিত শেষ হ'লো।

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় দফা

* মাইক স্মিথ	ক. কুন্দেরান	ব. নাদকার্নি	৫৭
ব্রায়ান বোলাস	স্টা. কুন্দেরান	ব. বোরদে	২২
† জিম পার্কস	ক. কুন্দেরান	ব. নাদকার্নি	৩০
ব্যারি নাইট	ক. কুন্দেরান	ব. কৃপাল সিং	৭
জন মরটিমোর	অপরাজিত		৭৩
ফ্রেড টিটমাস		ব. কৃপাল সিং	১০
ফিল শার্প	অপরাজিত		৩১
অতিরিক্ত (বাই ৬, লেগ-বাই ২, নো-বল ৩)			১১
		পাঁচ উইকেটে	২৪১

পতন : ৬৭ (বোলাস); ১০৫ (স্মিথ); ১২০ (পার্কস); ১২৩ (নাইট); ১৫৫ (টিটমাস)।

রঞ্জানে	২	০	১৪	০
জয়সীমা	৪	২	৮	০
দুরানি	২১	৮	৬৪	০
বোরদে	২২	৭	৪৪	১
কৃপাল সিং	২৬	৭	৬৬	২
নাদকার্নি	৬	৪	৬	২
মঞ্জরেকার	৩	০	৩	০
মেহরা	১	০	২	০

পাতৌদি	১	০	৯	০
সরদেশাই	১	০	১৪	০

দ্বিতীয় টেস্ট : বম্বাই ; জানুয়ারি ২১, ২২, ২৩, ২৫ ও ২৬/১৯৬৪

বম্বাইয়ে প্রথম তিন দিনের খেলা দেখে মনে হয়েছিলো হয়তো হার-জিতের নিষ্পত্তি হবে, কিন্তু শেষ দু-দিনে পুরো খেলাটা আবার মাদ্রাজেরই পুনরাবৃত্তিতে রূপান্তরিত হ'লো। বিশেষত চতুর্থ দিনে বিকেলে পাতৌদি যখন ৮ উইকেটে ২৪৯ রানে ইনিংস ঘোষণা ক'রে ইংলণ্ডকে ৩৫০ মিনিটে ৩১৭ রান করতে আহ্বান করেছিলেন, তখন ইংলণ্ড কিছুতেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি। মাদ্রাজে তবু শেষ দিনে ইংলণ্ড একবার দ্রুত রান তোলবার জন্য করেছিলো—কিন্তু বম্বাইতে তার কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত দেখা যায়নি।

ভারতের প্রথম ইনিংস শুরু হয়েছিলো এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে। এক সময় স্কোর ছিলো ছ-উইকেটে ৯৯, কিন্তু বোরদে আর দুরানি সেদিন অসমাপ্ত সপ্তম উইকেটে যোগ করেছিলেন ১২৬, দিনের শেষে ভারতের রান দাঁড়িয়েছিলো ছ-উইকেটে ২২৫। এই সংগ্রামী জুটিতে দুরানির দান ছিলো অপরাজিত ৭৩। তিনি যখন নেমেছিলেন তখন ভারতীয় ইনিংসের ভিৎ ধ্ব'সে গিয়েছে—কোনো দুর্দান্ত বোলিংএর জন্য নয়—মেহরা আর মঞ্জরেকার ছাড়া আর-কেউই ভালো বলে আউট হননি, আউট হয়েছিলেন দায়িত্বহীন ব্যাটিংএর জন্য। কিন্তু দুরানি, বোরদের সঙ্গে জোট বেঁধে, দলকে শোচনীয় পতনের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে এনেছিলেন।

লাঞ্চের মধ্যেই মাত্র ৫৮ রানে চারটে উইকেট হারিয়েছিলো ভারত। সেই অবস্থা থেকে পাতৌদি আর জয়সীমা লাঞ্চের সময় স্কোর টেনে নিয়ে এসেছিলেন ৭১-এ। লাঞ্চের পরে পাতৌদি নাইটের বল চোখঝলশানোভাবে পুল ক'রে ভাবী আতশবাজির ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু ইঙ্গিতেই তার পরিসমাপ্তি : নাইটের বলেই দ্বিধাগ্রস্তভাবে স্কোয়ারকাট করতে গিয়ে পাতৌদি যখন ফিরে এলেন, দলের রান তখন পাঁচ উইকেটে ৭৫। জয়সীমা আর বোরদে ছিটকিনি লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু যখন জয়সীমার আস্থা ফিরে আসছে টিট্মাসের খাটো বলটি তিনি সোজা মিড-উইকেটে প্রাইসের হাতে তুলে দিলেন। এই সময়েই দুরানি প্রবিষ্ট হলেন অকুস্থলে। আর ব্র্যাবোর্ন

স্টেডিয়াম রুদ্ধশ্বাসে দেখলো তাঁর ঝাঁঝালো ব্যাটিং। উইকেটের সামনে-পিছনে সব রকম মার ঝলশে উঠলো—সত্যিকার মার, পরিশীলিত কিন্তু উদ্দাম।

পরদিন ১০৫ মিনিটে ৭৫ রান যোগ ক'রে ভারতীয় ইনিংসের অবসান হ'লো। দুরানি বা বোরদে কেউই সেঞ্চুরি করতে পারেননি সত্যি, কিন্তু দুজনেই সেঞ্চুরির মুখোমুখি পৌঁছেছিলেন। জুটির ১৫৩ রানে দুরানির অবদান ছিলো ৯০, আর বোরদে শেষ পর্যন্ত আউট হয়েছিলেন ৮৪ ক'রে।

ভারত : প্রথম দফা

বিজয় মেহরা	লেগ-বিফোর	ব. নাইট	৯
† বুধি কুন্দেরান	ক. উইলসন	ব. প্রাইস	২৯
দিলীপ সরদেশাই		ব. প্রাইস	১২
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. বিঙ্কস	ব. টিটমাস	০
* পাতৌদির নবাব	ক. টিটমাস	ব. নাইট	১০
এম. এল. জয়সীমা	ক. প্রাইস	ব. টিটমাস	২৩
চান্দু বোরদে	ক. বিঙ্কস	ব. উইলসন	৮৪
সেলিম দুরানি	ক. বিঙ্কস	ব. প্রাইস	৯০
বাপু নাদকার্নি	অপরাজিত		২৬
রাজিন্দর পাল	লেগ-বিফোর	ব. লারটার	৩
বি. এস. চন্দ্রশেখর		ব. লারটার	০
অতিরিক্ত (বাই ২, লেগ-বাই ৯, নো-বল ৩)			১৪
			৩০০

পতন : ২০ (মেহরা) ; ৫৫ (সরদেশাই) ; ৫৬ (কুন্দেরান) ; ৫৮ (মঞ্জরেকার) ; ৭৫ (পাতৌদি) ; ৯৯ (জয়সীমা) ; ২৫২ (দুরানি) ; ২৮৪ (বোরদে) ; ৩০০ (রাজিন্দর পাল) ; ৩০০ (চন্দ্রশেখর)।

নাইট	২০	৩	৫৩	২
লারটার	১০.৩	২	৩৫	২
জোন্স	১৩	০	৪৮	০
প্রাইস	১৯	২	৬৬	৩

টিটমাস	৩৬	১৭	৫৬	২
উইলসন	১৫	৫	২৮	১

লাঞ্চের আগে দু-ওভারে কোনো উইকেট না-খুইয়ে ইংলণ্ড চার রান করেছিলো। লাঞ্চের পরে প্রথম ঘণ্টায় পড়লো দুটো উইকেট; দুরানির বলে বোলাস আউট হলেন, আর তারপরেই রান-আউট হলেন পার্কস। দ্বিতীয় ঘণ্টায় পড়লো আরো দুটি উইকেট—নাইট আর স্মিথ—ইংলণ্ড চার উইকেটে ৯৫।

চায়ের পরে দুরানির প্রথম বলে খোঁচা দিলেন উইলসন, দুরানি ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ক্যাচটি লুফে নিলেন। টিটমাস আর বিঙ্কস প্রায় ৪০ মিনিট ঠেকালেন, তারপর চন্দ্রশেখরের দ্রুত টপস্পিনবলটি বিঙ্কসের প্রতিরোধ ভেঙে দিলো; ইংলণ্ড ছ-উইকেটে ১১৬। টিটমাস আর প্রাইস বাকি সময় অটুট অভিনিবেশের সঙ্গে ব্যাট ক'রে স্কোর টেনে নিয়ে গেলেন ১৪৪ অবধি।

তৃতীয় দিনে টিটমাস ভাঙন ঠেকালেন; তাঁর ধৈর্য, একাগ্রতা, অভিনিবেশ ভারতীয় স্পিনারদের সব কৌশল ও পরিকল্পনাকে ঠেকিয়ে রাখলো। অবশ্যই তাঁর পক্ষে একা কিছু করা সম্ভব হ'তো না, যদি-না সপ্তম উইকেটে প্রাইস ও নবম উইকেটে জোন্‌স তাঁর সাহায্য করতেন। রান তখন ইংলণ্ডের লক্ষ্য নয়; প্রথম ঘণ্টায় উঠেছিলো মাত্র ৩০ রান। লাঞ্চের সময় ইংলণ্ডের রান আট উইকেটে ১৯১।

লাঞ্চের পরে প্রথম ঘণ্টায় টিটমাস ও জোন্‌স যোগ করলেন ৪০ রান। জয়সীমা টিটমাসকে লাঞ্চের পর লংলেগে হাত থেকে ফেলে দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে জয়সীমাই চকিত ও ত্বরিতগতিতে বল ছুঁড়ে জোন্‌সকে রান-আউট ক'রে দিয়েছিলেন। স্টুয়ার্ট অসুস্থ, অতএব ২৩৩ রানেই ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হ'য়ে গেলো। টিটমাস রইলেন ৮৪ অপরাজিত।

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

ব্রায়ান বোলাস	ক. চন্দ্রশেখর	ব. দুরানি	২৫
* মাইক স্মিথ	ক. বোরদে	ব. চন্দ্রশেখর	৪৬
জিম পার্কস	রান-আউট	নিক্ষেপক : দুরানি	১
ব্যারি নাইট		ব. চন্দ্রশেখর	১২

ফ্রেড টিটমাস	অপরাজিত		৮৪
ডন উইলসন	ক. ও	ব. দুরানি	১
† জে. জি. বিন্স		ব. চন্দ্রশেখর	১০
জন প্রাইস		ব. চন্দ্রশেখর	৩২
জে. ডি. এফ. লারটার	ক. বোরদে	ব. দুরানি	০
জেফ জোন্‌স	রান-আউট	নিক্ষেপক : জয়সীমা	৫
মিকি স্টুয়ার্ট	অসুস্থ ; অনুপস্থিত		—
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ৭, নো-বল ৬)			১৭
			২৩৩

পতন : ৪২ (বোলাস) ; ৪৮ (পার্কস) ; ৮২ (নাইট) ; ৯১ (স্মিথ) ; ৯৮ (উইলসন) ; ১১৬ (বিন্স) ; ১৮৪ (প্রাইস) ; ১৮৫ (লারটার) ; ২৩৩ (জোন্‌স)।

রাজিন্দর পাল	১১	৪	১৯	০
জয়সীমা	৩	১	৯	০
দুরানি	৩৯	১৫	৫৯	৩
বোরদে	৩৪	১২	৫৪	০
চন্দ্রশেখর	৪০	১৬	৬৭	৪
নাদকার্নি	৪	২	৮	০

ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা হ'লো গমগমে ঃ প্রাইসের প্রথম বলেই দুর্দান্ত হুক মারে ছক্কা হাঁকিয়ে কুন্দেরান সূচনা করলেন ঝড়ের বেগে। কিন্তু অচিরেই তাঁর লেটকাট শেষ হ'লো প্রথম স্লিপে টিটমাসের থাপ-পাতা হাতে। চায়ের বিরতির সময় ভারত এক উইকেটে ২৭।

চায়ের পর বাকি নব্বুই মিনিট মেহরা ও সরদেশাই উইকেটের চারধারে নানা ধরনের মার মেরে আগাগোড়া রানের হাত দ্রুত রাখবার চেষ্টা করছিলেন, ফিল্ড কিন্তু সাজানো ছিলো প্রথম থেকেই রক্ষণাত্মক—প্রায় সবাই সীমানার ধারে চার বাঁচাতে ব্যস্ত। দিনের শেষে ভারতের রান এক উইকেটে ৯১।

চতুর্থ দিনের খেলা শেষ হবার আধ ঘণ্টা আগে পাতৌদি আট উইকেটে ২৪৯ রানে ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন, ইংলণ্ডকে আহ্বান করলেন ৩৫৫ মিনিটে ৩১৭ রান করতে। সকালে ভারতীয় ব্যাটিং আবার হঠাৎ প্রথম

ইনিংসের মতো বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছিলো ; মেহরা, পাতৌদি, সরদেশাই ও দুরানি আউট হয়েছিলেন পর-পর ; ভারত তখন পাঁচ উইকেটে ১৫২।

লাঞ্চের পর জয়সীমা তিন-পা এগিয়ে এসে টিটমাসকে স্ট্রেটড্রাইভ ক'রে যখন ছক্কা হাঁকালেন, তখন একবার মনে হয়েছিলো এবার বুঝি রানের হার দ্রুত হবে। কিন্তু খুচরো রান ছাড়া ইংলণ্ডের রক্ষণাত্মকে ফিল্ডিংএর বিরুদ্ধে রান তোলা সহজ ছিলো না। বিশেষত টিটমাস তখন উইকেট থেকে সাড়া পাচ্ছেন। বোরদে যখন চমকপ্রদভাবে শর্টলেগে টিটমাসের বলে মাইক স্মিথের হস্তগত হলেন, ভারত ছ-উইকেটে ১৮০। কিন্তু মঞ্জরেকার ও জয়সীমা তখন এত আস্তে ব্যাট করছিলেন যে পাতৌদির পক্ষে ইনিংস ঘোষণা করা সম্ভব ছিলো না। তাঁকে অপেক্ষা করতে হ'লো চায়ের পরেও এক ঘণ্টা ; সেদিন ২০০ মিনিট ব্যাট ক'রে ভারত রান তুলেছিলো সাত উইকেট খুইয়ে মাত্র ১৫৮। সুতরাং পরে যে খেলা শেষ হ'লো অমীমাংসিত, তার জন্য ভারতীয় ব্যাটিংও কম দায়ী নয়।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

† বুধি কুন্দেরান	ক. টিটমাস	ব. প্রাইস	১৬
বিজয় মেহরা	লেগ-বিফোর	ব. টিটমাস	৩৫
দিলীপ সরদেশাই	রান-আউট	নিক্ষেপক : পার্কস	৬৬
* পাতৌদির নবাব		ব. প্রাইস	০
এম. এল. জয়সীমা	ক. লারটার	ব. নাইট	৬৬
সেলিম দুরানি	ক. নাইট	ব. টিটমাস	৩
চান্দু বোরদে	ক. স্মিথ	ব. টিটমাস	৭
বিজয় মঞ্জরেকার	অপরাজিত		৪৩
বাপু নাদকার্নি	লেগ-বিফোর	ব. নাইট	০
রাজিন্দর পাল	অপরাজিত		৩
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৪, নো-বল ৫, ওয়াইড ১)			১০
		আট উইকেটে ঘোষিত	২৪৯

পতন : ২৩ (কুন্দেরান) ; ১০৪ (মেহরা) ; ১০৭ (পাতৌদি) ; ১৪০

(সরদেশাই) ; ১৫২ (দুরানি) ; ১৮০ (বোরদে) ; ২৩১ (জয়সীমা) ২৩১ (নাদকার্নি)।

নাইট	১৩	২	২৮	২
লারটার	৫	০	১০	০
জোন্‌স্	১১	১	৩১	০
প্রাইস	১৭	১	৪৭	২
টিটমাস	৪৬	১৮	৭৯	৩
উইলসন	২৩	১০	৪১	০

চতুর্থ দিন কুড়ি মিনিটে ইংলণ্ড কোনো উইকেট না-খুইয়ে রান তুলেছিলো ১৭। কিন্তু পঞ্চম দিনে বোলাস আর বিঙ্কস সব শুদ্ধ ব্যাট করলেন ১৯০ মিনিট—অর্থাৎ সাকুল্যে ২১০ মিনিটে তাঁরা প্রথম উইকেটে রান তুলেছিলেন ১২৫। বিঙ্কস আউট হবার পর একটুক্ষণের জন্য খেলায় চাঞ্চল্য জেগে উঠেছিলো, যখন বোলাস আর উইলসন পর-পর আউট হ'য়ে গেলেন। কিন্তু মাইক স্মিথ আর পার্কস চায়ের আগে ৪৫ মিনিটে করলেন মাত্র ৪ রান, আর চায়ের পরে এক ঘণ্টায় মাত্র ২৩ রান। অবশ্যই এতে তাঁরা খেলা বাঁচালেন, বটে, কিন্তু যার মৃত্যু হ'লো, সে ক্রিকেট। ভারতীয় বোলাররা উইকেট থেকে এতটুকু সাহায্য আদায় করতে পারেননি যে তাঁদের রক্ষণাত্মক খেলায় এতটুকু আঁচড় কাটবেন। অতএব পরের টেস্ট কলকাতা।

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় দফা

† জে. জি. বিঙ্কস	ক. বোরদে	ব. জয়সীমা	৫৫
ব্রায়ান বোলাস	ক. পাতৌদি	ব. দুরানি	৫৭
* মাইক স্মিথ	অপরাজিত		৩১
ডন উইলসন	ক. পাতৌদি	ব. চন্দ্রশেখর	২
জিম পার্কস	অপরাজিত		৪০
	অতিরিক্ত (বাই ১২, লেগ-বাই ৭, ওয়াইড ১, নো-বল ১)		২১
		তিন উইকেটে	২০৬

পতন : ১২৫ (বিঙ্কস) ; ১২৭ (বোলাস) ; ১৩৪ (উইলসন)।

রাজিন্দর পাল	২	০	৩	০
জয়সীমা	২২	৯	৩৬	১
দুরানি	২৯	১২	৩৫	১
চন্দ্রশেখর	২২	৫	৪০	১
বোরদে	৩৭	১২	৩৮	০
নাদকার্নি	১৪	১১	৩	০
সরদেশাই	৩	২	৬	০
মেহরা	২	১	১	০
পাতৌদি	৩	০	২৩	০

তৃতীয় টেস্ট : কলকাতা ;
জানুয়ারি ২৯, ৩০ ও ফেব্রুয়ারি ১, ২, ৩/১৯৬৪

কিন্তু আবার সেই একঘেয়ে বিরক্তিকর অর্থহীন ক্রিকেট। জয়সীমার রগরগে সেঞ্চুরি বা ভারতের মাটিতে টেস্ট খেলতে কাউড্রের প্রথম আবির্ভাবও খেলাটিকে সামগ্রিক বিরক্তির হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি। তার উপর বৃষ্টি।

অথচ খেলার প্রথম দিনে ভারত যখন ন-উইকেটে ২৩০ করেছিলো, তাতে ছিলো রোমাঞ্চ ও নাটকীয়তা। চায়ের সময় ভারতের রান দাঁড়িয়েছিলো ন-উইকেটে ১৯০ : নাদকার্নি শেষ উইকেটে চন্দ্রশেখরের সঙ্গে দুর্গ আগলাচ্ছেন। অথচ তার মানে এই নয় যে ইংলণ্ড দুর্দান্ত বল করেছিলো। এক প্রাইস ছাড়া আর কেউই লেংথ ও নিশানা ঠিক রেখে বল করতে পারেননি। জয়সীমা আর কুন্দেরান গোড়াপত্তন করেছিলেন তুলকালাম; ৪২ মিনিটে উঠেছিলো ৪৭ রান; পরে সরদেশাই ও বোরদেও ভালো ব্যাট করেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ উইকেটই পড়েছিলো দায়িত্বহীন ব্যাটচালনায়।

দ্বিতীয় দিনে নাদকার্নি-চন্দ্রশেখর জুটি ৫১ রান ক'রে নতুন নজির তৈরি করবার পর নাইটের বলে চন্দ্রশেখরকে প্রথম স্লিপে লুফে নিলেন কাউড্রে। ২৪১ রানে ভারতীয় ইনিংস শেষ হ'য়ে গেলো।

ভারত : প্রথম দফা

এম. এল. জয়সীমা	ক. বিঙ্কস	ব. প্রাইস	৩৩
† বুধি কুন্দেরান	ক. বিঙ্কস	ব. প্রাইস	২২

দিলীপ সরদেশাই	ক. বিঙ্কস	ব. লারটার	৫৪
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. ও	ব. প্রাইস	২৫
রুসি সুরতি		ব. প্রাইস	০
চান্দু বোরদে	ক. কাউড্রে	ব. উইলসন	২১
* পাতৌদির নবাব	ক. বিঙ্কস	ব. উইলসন	২
সেলিম দুরানি	ক. বিঙ্কস	ব. প্রাইস	৮
বাপু নাদকার্নি	অপরাজিত		৪৩
রমাকান্ত দেশাই	লেগ-বিফোর	ব. টিটমাস	১১
বি. এস. চন্দ্রশেখর	ক. কাউড্রে	ব. নাইট	১৬
অতিরিক্ত (বাই ১, নো-বল ৪)			৫
			২৪১

পতন : ৪৭ (জয়সীমা) ; ৬১ (কুন্দেরান) ; ১০৩ মঞ্জরেকার ; ১০৩ (সুরতি) ; ১৫০ (বোরদে) ; ১৫৮ (পাতৌদি) ; ১৬৯ (দুরানি) ; ১৬৯ (সরদেশাই) ; ১৯০ (দেশাই) ; ২৪১ (চন্দ্রশেখর)।

নাইট	১৩.২	৫	৩৯	১
প্রাইস	২৪	৩	৭৩	৫
লারটার	১৮	৪	৬১	১
টিটমাস	১৫	৪	৪৬	১
উইলসন	১৬	১০	১৭	২

নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মিনিট আগে রনজি স্টেডিয়ামে আগুন লাগতেই, ইংলণ্ড যখন তিন উইকেটে ১৪৯, দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হয়েছিলো। ঐ স্টেডিয়ামের আগুনই ছিলো দিনের একমাত্র আতশবাজি। সত্যি-যে ভারতীয় বোলারদের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের কোনো ব্যাটসম্যানই স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। কর্ণাটক ও মহীশূরের তরুণ চন্দ্রশেখরের বল বুঝতে গিয়ে তাঁরা হিমশিম খাচ্ছিলেন। ছেলেবেলায় চন্দ্রশেখরের ডান হাতে পোলিয়ো হয়েছিলো ; ঐ হাতেই তিনি অদ্ভুতভাবে কব্জির মোচড় দিয়ে বল করেন। ছটফট, উৎসাহী, বল করবার জন্য ব্যাকুল চন্দ্রশেখর বম্বাইতে প্রথম টেস্টেই দাগ কেটেছিলেন। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে এটাই তাঁর প্রথম বছর ; তাঁর যেটা ছিলো না, তা হ'লো অভিজ্ঞতা। কাউড্রে যখন ব্যাট করতে নেমেছিলেন, চন্দ্রশেখরের

বলে তিনি অনবরত খাবি খাচ্ছিলেন, আর দুরানির বলেও তাঁর স্বস্তি ছিলো না। কী ক'রে যে তিনি টি'কে রইলেন, সেটাই তাজ্জব ব্যাপার। দিনের শেষে অবিশ্যি তাঁর অনড্রাইভ আর লেগলান্স থেকে তাঁর প্রতিভার আভাস পাওয়া যাচ্ছিলো। কিন্তু সে-সব মার এত আকস্মিক আর এত সময়ের ব্যবধানে আসছিলো যে দর্শকদের পক্ষে ধৈর্য ধ'রে বসে-থাকা সম্ভব ছিলো না।

তৃতীয় দিনে গুড়ি-গুড়ি বৃষ্টির মধ্যে খেলা হ'লো মাত্র তিন ঘণ্টা আর তার মধ্যে শামুকগতিতে ইংলণ্ডের রান এগুলো সাত উইকেটে ২৩৫ পর্যন্ত। কাউড্রে রইলেন অপরাজিত ৯০। পরদিন ২৫৮ রানের মাথায় নতুন বল নিয়ে দেশাই প্রথম বলেই কাউড্রেকে যখন আউট ক'রে দিলেন, তখন কাউড্রের রান ১০৭। দেশাই এগারো বলে দু-রান দিয়ে তিনটি উইকেট পেলেন। তাঁর বলের খতিয়ান শেষে দাঁড়ালো ৬২ রানে চার উইকেট।

ইংলণ্ড : প্রথম দফা

ব্রায়ান বোলাস	ক. ও	ব. দুরানি	৩৯
† জে. জি. বিন্বস	ক. দেশাই	ব. দুরানি	১৩
* মাইক স্মিথ	ক. জয়সীমা	ব. বোরদে	১৯
কলিন কাউড্রে	ক. পাতৌদি	ব. দেশাই	১০৭
জিম পার্কস	লেগ-বিফোর	ব. নাদকার্নি	৩০
পিটার পারফিট	ক. ও	ব. দেশাই	৪
ডন উইলসন	স্টা. কুন্দেরান	ব. চন্দ্রশেখর	১
ব্যারি নাইট	ক. মঞ্জরেকার	ব. নাদকার্নি	১৩
ফ্রেড টিটমাস		ব. দেশাই	২৬
জন প্রাইস	অপরাজিত		১
জে. ডি. এফ. লারটার	ক. মঞ্জরেকার	ব. দেশাই	০
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ-বাই ৪, নো-বল ৫)			১৪
			২৬৭

পতন : ৪০ (বিন্বস); ৭৪ (বোলাস); ৭৭ (স্মিথ); ১৫৮ (পার্কস) ১৭৫ (পারফিট); ১৯৩ (উইলসন); ২১৪ (নাইট); ২৫৮ (কাউড্রে); ২৬৭ (টিটমাস); ২৬৭ (লারটার)।

দেশাই	২২.৫	৩	৬২	৪
সুরতি	৬	২	৮	০
জয়সীমা	৪	১	১০	০
ত্বরানি	২২	৭	৫৯	২
বোরদে	৩১	১৪	৪০	১
চন্দ্রশেখর	২১	৫	৩৬	১
নাদকার্নি	৪২	২৪	৩৮	২

জয়সীমা আরম্ভ করেছিলেন তুলকালাম; লাঞ্চের আগে এক ঘণ্টায় হাঁকিয়েছিলেন একাই ৪৯, কিন্তু লাঞ্চের পরে তাঁর ব্যাট—একই ব্যাট—এগুলো শম্বুকগতিতে। দিনের শেষে তাঁর রান অবিশ্বি ছিলো অপরাজিত ১০৩—অর্থাৎ বাকি ৫৪ রান তিনি করেছিলেন ২১০ মিনিটে। তবু, বলতেই হয়, তাঁর অপরাজিত সেঞ্চুরির জন্যই দিনের শেষে ভারতের রান দাঁড়িয়েছিলো দু-উইকেট ১৮০।

শেষ দিনের খেলার একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা পাতৌদির ৩১ রান। এর আগে পর-পর সাত ইনিংসে পাতৌদির স্কোর ছিলো এই রকম: ৪, ১৪, ০, ১৮, ১০, ০ ও ২। তাঁর চোখ দেখাবার কথা উঠেছিলো নানা মহলে; কিন্তু এই দিন কলকাতায় এক ঘণ্টায় তিনি করেছিলেন ৩১ রান; লেটকাট ও লেগগ্লান্স থেকে শুরু ক'রে ক্রিকেটের যাবতীয় মার ছিলো তাতে; শোভন, সুঠাম, ছিপছিপে সব মার। সংখ্যার দিক থেকে ৩১ সামান্যই, কিন্তু নৈপুণ্যের জন্য তার তুলনা পুরো খেলায় আর পাওয়া যায়নি। এমনকি কাউড্রের কাছ থেকেও নয়।

সাত উইকেটে ৩০০ রানে পাতৌদি ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন, অর্থাৎ ১৭০ মিনিটে ২৭৫ করতে আহ্বান করলেন ইংলণ্ডকে। ইংলণ্ড করেছিলো দু-উইকেটে ১৪৫, মাইক স্মিথ নিজে ছিলেন অপরাজিত ৭৫। কিন্তু খেলার মৃত্যু ঘটেছিলো আসলে তৃতীয় দিনে, যখন বৃষ্টি ও ইংলণ্ডের মন্থর ব্যাটিং কফিনের বুকে শেষ দুটি পেরেক বসিয়ে দিয়েছিলো।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

এম. এল. জয়সীমা	ক. লারটার	ব. টিটমাস	১২৯
† বুধি কুন্দেরান	লেগ-বিফোর	ব. উইলসন	২৭

দিলীপ সরদেশাই	ক. ও	ব. পারফিট	৩৬
বিজয় মঞ্জরেকার		ব. পারফিট	১৬
চান্দু বোরদে	ক. পার্কস	ব. টিটমাস	৮
* পাতৌদির নবাব	ক. স্মিথ	ব. লারটার	৩১
সেলিম দুরানি	ক. কাউড্রে	ব. লারটার	২৫
বাপু নাদকার্নি	অপরাজিত		১০
রমাকান্ত দেশাই	অপরাজিত		২
অতিরিক্ত (বাই ৭, লেগ-বাই ৫, নো-বল ৪)			১৬
		সাত উইকেটে ঘোষিত	৩০০

পতন : ৮০ (কুন্দেরান) ; ১৬১ (সরদেশাই), ২১৭ (মঞ্জরেকার) ; ২১৮ (জয়সীমা) ; ২৩৭ (বোরদে) ; ২৭২ (পাতৌদি) ; ২৮৯ (দুরানি)।

প্রাইস	৭	০	৩১	০
নাইট	৪	০	৩৩	০
লারটার	৮	০	২৭	২
টিটমাস	৪৬	২৩	৭১	২
উইলসন	২১	৭	৫৫	১
পারফিট	৩২	১১	৬৭	২

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় দফা

† জে. জি. বিঙ্কস		ব. দুরানি	১৩
ব্রায়ান বোলাস	ক. জয়সীমা	ব. বোরদে	৩৫
* মাইক স্মিথ	অপরাজিত		৭৫
কলিন কাউড্রে	অপরাজিত		১৩
অতিরিক্ত (বাই ৯)			৯
		দু-উইকেটে	১৪৫

পতন : ৩০ (বিঙ্কস) ; ৮৭ (বোলাস)।

দেশাই	৫	০	১২	০
জয়সীমা	১৩	৫	৩২	০
দুরানি	৮	৩	১৫	১

বোরদে	১৫	৫	৩৯	১
চন্দ্রশেখর	৮	২	২০	০
সরদেশাই	৩	০	১০	০
পাতৌদি	৩	১	৮	০

চতুর্থ টেস্ট : নতুন-দিল্লি ; ফেব্রুয়ারি ৮, ৯, ১১, ১২ ও ১৩/১৯৬৪

পাতৌদি যখন টসে জিতে আবারও ব্যাট বেছে নিলেন, তখন টেস্ট-ক্রিকেটে প্রথম আবির্ভাবেই ঝলশে উঠলেন হনুমন্ত সিং। হনুমন্ত সিং এতদিন সুযোগের অপেক্ষায় ব'সে ছিলেন : তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সূর্যবীর সিং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান হওয়া সত্ত্বেও টেস্ট খেলার কোনো সুযোগ পাননি ; হনুমন্তও অনেক দিন টেস্ট-ক্রিকেটের আশপাশে আনাগোনা ক'রে শেষ পর্যন্ত দ্বাদশ ব্যক্তির বেশি-কিছু হ'তে পারেননি। কিন্তু কলকাতা টেস্টের সময় সুরতির অসুখ ক'রে বসেছিলো, তাই শেষ মুহূর্তে দিল্লিতে দলে ঢুকলেন হনুমন্ত। তিনি যখন ব্যাট করতে নামলেন, তখন ভারত তিন উইকেটে ১১৬। প্রথম বল থেকেই হনুমন্ত তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে কাউকে সংশয়ে রাখেননি। সরদেশাইয়ের সঙ্গে চতুর্থ উইকেটে তিনি যোগ করেছিলেন ৮৫ রান, আর বোরদের সঙ্গে সেদিন বিকেলে আরো ৪৬ রান। কিন্তু তাঁর পাশে অভিজ্ঞ ও পরিণত ব্যাটসম্যানদের মনে হয়েছিলো আনাড়ি, এমনই ছিলো তাঁর আস্থা, অনায়াস লাবণ্য আর মারের ঐশ্বর্য। তাঁর ব্যাট করার ধরণ ধ্রুপদী ; তাঁর চমকপ্রদ মার কভার-ড্রাইভ ও অফড্রাইভ ; কিন্তু তাঁর হাতে অন্য-সব মারও দীপ্ত ও ভাস্বর হ'য়ে উঠেছিলো। দিনের শেষে তিনি ছিলেন অপরাজিত ৭৮ ও বোরদে অপরাজিত ২২।

আগে অবশ্যি জয়সীমা ও কুন্দেরান ব্যাট করেছিলেন ঝড়ের বেগে। প্রথম উইকেটে রান উঠেছিলো ৮১, আর আগাগোড়াই ঘড়ির কাঁটার চেয়ে দ্রুত বেগে। মাঝখানে টিটমাস, উইলসন, মরটিমোর অনেকক্ষণ রান আটকে রেখেছিলেন। কিন্তু হনুমন্ত নামবার সঙ্গে-সঙ্গে বুঝিয়ে দিলেন যে এখন থেকে তিনিই প্রভু।

পরদিন অনিবার্যভাবে এলো হনুমন্তের সেঞ্চুরি। টেস্ট-ক্রিকেটে প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরি ক'রে তিনি সেই বিরল প্রতিভাদের অন্তর্ভূত হলেন। নীল হার্ভের পর প্রতিপক্ষকে অর্থাৎ ইংলণ্ডের বোলারদের এমনভাবে কেউ প্রথম

আবির্ভাবেই ঝাঁকিয়ে দেননি। হনুমন্ত অবশ্য ডানহাতের ব্যাটসম্যান। লম্বা তিনি নন, এবং হয়তো সেইজন্যেই, প্রধানত ব্যাকফুটেই খেলেন। কিন্তু প্রতিটি বল মারবার জন্য তিনি যেন অনেক বেশি সময় পান; কিংবা ঘুরিয়ে বলা যায়, অনেক আগেই তিনি বল ছ্যাখেন। স্মিথ নানাভাবে ফিল্ড সাজিয়ে বোলার বদল ক'রে তাঁকে আটকে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যথাসময়ে তাঁর সেঞ্চুরি এলো। সেঞ্চুরি ক'রেই অবশ্য হনুমন্ত আউট হ'য়ে গেলেন, আর, ঝুপঝুপ ক'রে, বাকি উইকেটগুলো প'ড়ে গেলো। লাঞ্চের পরে ৩৪৪ রানে যখন ভারতের ইনিংস শেষ হ'লো, তখন উইকেটে ধীরে-ধীরে স্পিন নিচ্ছে—টিটমাস, মরটিমোরও উইলসন পেয়েছেন সাতটি উইকেট। কিন্তু উইকেট তখনও মন্থর, বল প'ড়ে অসমানভাবে লাফিয়ে উঠছে না বা দ্রুত ভাঙছে না। ভারতীয় স্পিনাররা যদি এই উইকেট থেকে 'জীবন' নিংড়ে নিতে না-পারেন, তাহ'লে এ-টেস্টেও ফলাফলের আশা করা বৃথা।

ভারত : প্রথম দফা

এম. এল. জয়সীমা		ব. টিটমাস	৪৭
† বুধি কুন্দেরান		ব. টিটমাস	৪০
দিলীপ সরদেশাই	ক. পার্কস	ব. মরটিমোর	৪৪
* পাতৌদির নবাব		ব. টিটমাস	১৩
হনুমন্ত সিং	ক. ও	ব. মরটিমোর	১০৫
চান্দু বোরদে		ব. প্রাইস	২৬
সেলিম দুরানি	ক. স্মিথ	ব. উইলসন	১৬
কৃপাল সিং		ব. মরটিমোর	০
বাপু নাদকার্নি	রান-আউট নিক্ষেপক : পারফিট		৩৪
রমাকান্ত দেশাই	অপরাজিত		১৪
বি. এস. চন্দ্রশেখর	রান-আউট নিক্ষেপক : উইলসন		০
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৩, নো-বল ২)			৫
			৩৪৪

পতন : ৮১ (জয়সীমা); ৯০ (কুন্দেরান); ১১৬ (পাতৌদি); ২০১ (সরদেশাই); ২৬৭ (বোরদে); ২৮৩ (দুরানি); ২৮৩ (কৃপাল সিং); ৩০৭ (হনুমন্ত সিং); ৩৪৪ (নাদকার্নি); ৩৪৪ (চন্দ্রশেখর)।

প্রাইস	২৩	৩	৭১	১
নাইট	১১	০	৪৬	০
উইলসন	২২	৯	৪১	১
টিটমাস	৪৯	১৫	১০০	৩
মরটিমোর	৩৮	১৩	৭৪	৩
পারফিট	৫	২	৭	০

বোলাস আর এডরিচ শুরু করলেন, ঠিক যেমনিভাবে যেমন শুরু করেছিলেন কুন্দেরান ও জয়সীমা। ঘড়ির কাঁটার চেয়ে দ্রুতবেগে তাঁরা প্রথম উইকেটে রান তুললেন ১০১। কৃপাল সিংকে স্কোয়ারকাট ক'রে বোলাস পৌছেছিলেন তাঁর পঞ্চাশে, কিন্তু অচিরেই কৃপাল সিং তাঁকে ফাঁদে ফেললেন। তাঁর লোপ্পা ঝোলানো বলে নতজানু বোলাস ঝাঁটা মারতে গিয়ে লেগ-বিফোর হ'য়ে প্রস্থান করলেন। তার পরেই একটি অপেক্ষাকৃত মন্থর বলে কৃপাল সিং এডরিচকেও ঠকালেন : ইংলণ্ড দু-উইকেটে ১১৪।

তৃতীয় দিনের শেষে ইংলণ্ড ভারতের রান পেরিয়ে গেলো, আর কাউড্রে আবার হাঁকালেন সেঞ্চুরি। কিন্তু ভারতীয় বোলাররা দিন শুরুকরেছিলেন প্রবল উদ্দীপনায়। চন্দ্রশেখর আর কৃপাল সিং পর-পর পেয়েছিলেন উইলসন আর স্মিথের উইকেট। কৃপাল সিংএর দ্বিতীয় বলেই কাউড্রে আউট হতেন, কিন্তু শর্টলেগে সরদেশাই তাঁকে ফেলে দিলেন। কৃপালের পরের বলেই কাউড্রে অনায়াসে মিডউইকেটে ছক্কা হাঁকালেন। এই সিরিজে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি হাঁকাবার সময় দুটি চমৎকার জুটিকে পরিচালনা করেছিলেন কাউড্রে : পঞ্চম উইকেটে পারফিটের সঙ্গে যোগ করেছিলেন ১১৫, আর ষষ্ঠ উইকেটে পার্কস-এর সঙ্গে যোগ করেছিলেন ৮৬। পারফিট শুরু করেছিলেন অস্বস্তির সঙ্গে, কিন্তু পরে তাঁর হাত থেকে অনেক সুন্দর মার বেরিয়ে এসেছিলো। আর পার্কস চমৎকার খেলেন স্পিনবল—ক্রিজ থেকে বেরিয়ে আসতে ভয় পান না। আর তাঁর ড্রাইভের মধ্যে ছিলো ডেক্সটারেরই মহিমা। কিন্তু এ-সব কিছুই হ'তো না—যদি নাদকার্নি নিজের বলে কাউড্রেকে লুফে নিতে পারতেন। দু-দু বার সুযোগ পেয়েছিলেন নাদকার্নি, কিন্তু কাউড্রের প্রতি ক্রিকেটের দেবতা সেদিন সদয়। নাদকার্নি-কাউড্রের লড়াই চতুর্থ টেস্টের একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাতে জিতেছিলেন কাউড্রে : এই ১৫১ রান

তাঁকে 'অসাধারণ' ব'লেই অবশেষে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। তাঁর জন্যই এ-টেস্টেও ইংলণ্ড প্রথম দফায় ভারতের রান ছাড়িয়ে যেতে পেরেছিলো।

ইংলণ্ড

ব্রায়ান বোলাস	লেগ-বিফোর	ব. কৃপাল সিং	৫৮
জন এডরিচ	ক. ও	ব. কৃপাল সিং	৪১
* মাইক স্মিথ	ক. পাতৌদি	ব. কৃপাল সিং	৩৭
ডন উইলসন	ক. পাতৌদি	ব. চন্দ্রশেখর	৬
পিটার পারফিট	স্টা. কুন্দেরান	ব. দুরানি	৬৭
কলিন কাউড্রে	লেগ-বিফোর	ব. নাদকার্নি	১৫১
† জিম পার্কস	ক. বদলি	ব. চন্দ্রশেখর	৩২
ব্যারি নাইট	ক. দেশাই	ব. নাদকার্নি	২১
জন মরটিমোর	ক. হনুমন্ত সিং	ব. নাদকার্নি	২১
ফ্রেড টিটমাস	অপরাজিত		৪
জন প্রাইস		ব. চন্দ্রশেখর	০
অতিরিক্ত (বাই ৮, লেগবাই ৩, নো-বল ২)			১৩
			৪৫১

পতন : ১০১ (বোলাস); ১১৪ (এডরিচ); ১৩৪ (উইলসন); ১৫৩ (স্মিথ); ২৬৮ (পারফিট); ৩৫৪ (পার্কস); ৩৯৭ (নাইট); ৪৩৮ (মরটিমোর); ৪৫১ (কাউড্রে); ৪৫১ (প্রাইস)।

দেশাই	৯	২	২৩	০
জয়সীমা	৪	০	১৪	০
কৃপাল সিং	৩৬	১৩	৯০	৩
চন্দ্রশেখর	৩৪·৩	১১	৭৯	৩
বোরদে	১২	২	৪২	০
দুরানি	৩৩	৪	৯৩	১
নাদকার্নি	৫৮	৩০	৯৭	৩

চতুর্থ দিনের বাকি সময়টুকুর খেলা স্মরণীয় হ'য়ে রইলো জয়সীমার জন্য। ইংলণ্ড যে ১০৭ রানে এগিয়ে আছে, এই তথ্যের প্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপও করলেন

না। তাঁর ৫০ রান অর্জিত হয়েছিলো ৫০ মিনিটে। ইংলণ্ডের কোনো বোলারকেই তিনি রেয়াৎ করেননি; এমন প্রচণ্ড তাঁর মার যে স্মিথ ফিল্ড সাজাতে গিয়ে হতভম্ব। কোনো বোলারের পক্ষেই লেংথ বাজায় রাখা তখন অসম্ভব ছিলো। দলের ৭৪ রানে জয়সীমা বিদায় নিলেন; পারফিটের বলে স্টাম্পড। কিন্তু যতক্ষণ তিনি ছিলেন, ফিরোজশাহ্ কোটলা ঝলশে উঠেছিলো। সময়জ্ঞান, ক্ষিপ্র পদভঙ্গি আর কব্জির প্রচণ্ড জোর—সব মিলে সে-মুহূর্তে তিনি জগতের সেরা ব্যাটসম্যানদের একজন হ'য়ে উঠেছিলেন। যতক্ষণ জয়সীমা উইকেটে ছিলেন, কুন্দেরান চোখেও পড়েননি। জয়সীমার প্রস্থানের পরই কুন্দেরানের ব্যাট ঝলশে উঠেছিলো। দিনের শেষে কুন্দেরানের অপরাজিত ৭৩ রান মাদ্রাজের সেই সেঞ্চুরিরই সম্প্রসারণ ব'লে মনে হয়েছিলো।

পঞ্চম দিনটি পাতৌদির। তিনি হাঁকিয়েছিলেন অপরাজিত ২০৩, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ভারতীয় স্কোর। মাদ্রাজে কুন্দেরান ১৯২ ক'রে যে-নজির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, একমাস আগে, দিল্লিতে পাতৌদি তাকেই ছড়িয়ে গেলেন। অসমাপ্ত পঞ্চম উইকেটে বোরদের সঙ্গে মিলে পাতৌদি যোগ করেছিলেন ১৯০, যে-কোনো দেশের বিরুদ্ধে ভারতের পঞ্চম উইকেটের সেরা রানের নজির। এর আগেই তৃতীয় উইকেটে পাতৌদি কুন্দেরানের সঙ্গে যোগ করেছিলেন ১২৫। কুন্দেরান ঠিক ১০০ ক'রে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি হাঁকালেন—কুন্দেরানের আগে কোনো ভারতীয় উইকেটরক্ষকই সেঞ্চুরি করেননি।

পাতৌদির অভ্যুদয় যেন মেঘের আড়াল থেকে জলন্ত সূর্যের সতেজ প্রকাশ। কেবল যে সবরকম মারই হাঁকিয়েছিলেন তা নয়—পুরো ইনিংসটি রচনা করেছিলেন প্রতিভাবান শিল্পীর মতো। কাট, ড্রাইভ, পুল, সুইপ, হুক—একের পর এক ছিপছিপে মুচমুচে মারগুলি বেরিয়ে এলো তাঁর ব্যাট থেকে—দীপ্ত ও সতেজ; সাংবাদিকের ভাষায়: 'ঘাস পোড়ানো তপ্ত মার'। ইংলণ্ডের আক্রমণকে তিনি সেদিন ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়েছিলেন। বোরদের সঙ্গে তিনি যে ১৯০* রান যোগ করেছিলেন, তাতে তাঁর ভূমিকা কী ছিলো বোঝা যাবে, যদি স্মরণ করা যায় তাতে বোরদের অবদান ছিলো মাত্রই ৬৭।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

এম. এল. জয়সীমা	স্টা. পার্কস	ব. পারফিট	৫০
† বুধি কুন্দেরান	লেগ-বিফোর	ব. প্রাইস	১০০
দিলীপ সরদেশাই		ব. উইলসন	৪
* পাতৌদির নবাব	অপরাজিত		২০৩
হনুমন্ত সিং	ক. মরটিমার	ব. উইলসন	২৩
চান্দু বোরদে	অপরাজিত		৬৭
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ-বাই ৯, নো-বল ২)			১৬
		চার উইকেটে	৪৬৩

পতন : ৭৪ (জয়সীমা) ; ১০১ (সরদেশাই) ; ২২৬ (কুন্দেরান) ; ২৭৩ (হনুমন্ত সিং) ।

প্রাইস	৯	১	৩৬	১
নাইট	৮	১	৪৭	০
উইলসন	৪১	১৬	৭৪	২
টিটমাস	৪৩	১২	১০৫	০
মরটিমোর	৩১	১১	৫২	০
পারফিট	১৯	৩	৮১	১
স্মিথ	১৩	০	৫২	০

পঞ্চম টেস্ট : কানপুর ;
ফেব্রুয়ারি ১৫, ১৬, ১৮, ১৯ ও ২০/১৯৬৪

ভারতীয় ক্রিকেটের নিয়ন্তারা পছন্দ করেননি, যখন পাতৌদি তাঁদের হাস্য-করতাকে প্রমাণ ক'রে দিলেন কানপুরে। বিলিতি সাংবাদিকদের সর্ব অঙ্গ জ্ব'লে যাচ্ছিলো যখন পাতৌদি মাদ্রাজে ও বম্বাইতে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে মেহরা, সরদেশাই, মঞ্জরেকারকে দিয়ে বল করিয়েছিলেন, ইংলণ্ডের রক্ষণাত্মক ব্যাটিংকে পরিহাস ক'রে। কানপুরে যখন নিষ্প্রাণ উইকেটে নতুন বলে পাতৌদি স্বয়ং আক্রমণ রচনা করলেন তখন পাতৌদির পরিহাসবিজল্পনা ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডকেও রেহাই দিলো না। কী ক'রে একটা দল টেস্ট খেলতে নামে, যখন উইকেট মরা আর দলে কোনোই ফাস্টবোলার নেই! আজ মনে

হয়, পাতৌদি যে কানপুরে টসে জিতে প্রথমে ইংলণ্ডকে ব্যাট করতে দিয়েছিলেন তাতে সবচেয়ে প্রবল ছিলো এই ঠাট্টা-টিটকিরির ভাবটাই। একমাত্র উজবুক ছাড়া কেউ ভাবতে পারতো না যে ঐ পিচে খেলার হারজিত নিষ্পত্তি হবে। ভারতের পিচে, সত্যি বলতে, কোনো দল যদি সর্বাংশে উৎকৃষ্টতর না-হয়, তাহ'লে খেলার হারজিত নিষ্পন্ন হওয়া একেবারেই অসম্ভব। তবু পাতৌদি একটি সুদূর সম্ভাবনার কথা ভেবেছিলেন : যদি ইংলণ্ড চতুর্থ ইনিংসে ভারতকে কোনো চ্যালেঞ্জ জানায়। কিন্তু ইংলণ্ডের ৫৫৯ রানের উত্তরে ভারতের প্রথম দফা যখন মাত্র ২৬৬ রানে শেষ হ'লো তখন সে সম্ভাবনাও দূর হ'লো। কিন্তু অন্তত খেলার শেষ পর্যন্ত তাতে কৌতূহল ও নাটকীয়তা ছিলো : প্রায় তিনশো রানের ব্যবধানে দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে এসে ভারত খেলা বাঁচাতে পারবে কি না, এই প্রশ্নটিই খেলার আকর্ষণ অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছিলো।

কানপুরের উইকেট ছিলো, দিল্লির মতোই, ব্যাটসম্যানদের অনুকূল। কিন্তু প্রথম দিনে ইংলণ্ডের ব্যাটিংএ আহা-মরি কিছুই ঘটেনি। সত্যি-যে বোলাস ও নাইট বেশ-কিছু রান করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের ব্যাট করার ভঙ্গিতে কোনো জৌলুশ ছিলো না। একমাত্র মাইক স্মিথের খেলাতেই প্রতিভার ছাপ ছিলো। যেভাবে তিনি তাঁর চমকপ্রদ সুইপের সাহায্যে বাউণ্ডারি হাঁকাচ্ছিলেন তাতে ভয়ের কারণ ছিলো ভারতের। কিন্তু ভারতের ভাগ্য ভালো যে তাঁর হাত ভালো ক'রে জ'মে ওঠবার আগেই তাঁকে আউট করা গিয়েছিলো। দিনের শেষে ইংলণ্ডের রান ছিলো তিন উইকেটে ২৫২।

ভারতীয় স্পিনাররা কেউই ঐ পিচ থেকে কোনোরকম সাহায্য আদায় করতে পারেননি। তাঁদের আগাগোড়া নির্ভর করতে হয়েছিলো ফ্লাইট আর বলের গতির টানাপোড়েনের উপর। অবশ্য তাঁদের কাছ থেকে কিছু আশা করাও অন্যায়, যখন ভাবা যায় যে জয়সীমার সঙ্গে নতুন বলে ভারতীয় আক্রমণ রচনা করেছিলেন দুরানি। দুরানি এই সিরিজে আগাগোড়া বল করতে এসেছিলেন বলের পালিশও যখন ওঠেনি, যখন বলের গায়ে নির্মাতার নাম স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে। এবার, এমনকি, দ্বিতীয় ওভার থেকেই তিনি বল করতে শুরু করেছিলেন। কোনো স্পিনারকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার এর চেয়ে সহজ উপায় আর কী হ'তে পারে?

দ্বিতীয় দিনে নাইট আর পারফিট সেঞ্চুরি হাঁকালেন। নাইট অবশ্য আউট হবার কোনো সুযোগই দেননি, কিন্তু নাদকার্নি পারফিটকে হাত থেকে ফেলে

দিয়েছিলেন যখন তাঁর রান ছিলো ৬১। নাদকার্নি পরে কী ভেবেছিলেন, জানি না। কিন্তু এঁরা দুজনে চতুর্থ উইকেটে যোগ করেছিলেন ১৯১ রান। কাউড্রের ইংনিস ছোট্ট ছিলো, কিন্তু কলকাতা বা দিল্লির সেঞ্চুরির চেয়ে অনেক সুন্দর। স্মিথ যখন আট উইকেটে ৫৫৯ রানে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেছিলেন, তখন জিম পার্কস-এর হাত বিপজ্জনকভাবে খুলে গিয়েছে। আর তাঁর রান দাঁড়িয়েছে অপরাজিত ৫১। ভারতীয় স্পিনাররা যে এ-টেস্টে কোনোই দাগই কাটেননি, ইংলণ্ডের অত বড়ো স্কোরই তার প্রমাণ।

ইংলণ্ড

ব্রায়ান বোলাস	ক. হনুমন্ত সিং	ব. নাদকার্নি	৬৭
জন এডরিচ	ক. পাতৌদি	ব. বোরদে	৩৫
* মাইক স্মিথ	ক. বোরদে	ব. গুপ্তে	৩৮
ব্যারি নাইট	ক. মঞ্জরেকার	ব. জয়সীমা	১২৭
পিটার পারফিট	লেগ-বিফোর	ব. জয়সীমা	১২১
কলিন কাউড্রে	লেগ-বিফোর	ব. পাতৌদি	৩৮
জিম পার্কস	অপরাজিত		৫১
জন মরটিমোর		ব. চন্দ্রশেখর	১৯
ফ্রেড টিটমাস	ক. ও	ব. নাদকার্নি	৫
ডন উইলসন	অপরাজিত		১৮
জন প্রাইস	ব্যাট করেননি		—
অতিরিক্ত (বাই ২৯, লেগ-বাই ৯, নো-বল ২)			৪০
		আট উইকেটে ঘোষিত	৫৫৯

পতন : ৬৩ (এডরিচ) ; ১৩৪ (স্মিথ) ; ১৭৪ (বোলাস) ; ৩৬৫ (নাইট) ; ৪৫৮ (পারফিট) ; ৪৭৪ (কাউড্রে) ; ৫২০ (মরটিমোর) ; ৫৩১ (টিটমাস)।

জয়সীমা	১৯	৪	৫৪	২
দুরানি	২৫	৮	৪৯	০
চন্দ্রশেখর	৩৬	৭	৯৭	১
গুপ্তে	৪০	৯	১১৫	১
বোরদে	২৩	৪	৭৪	১

নাদকার্নি	৫৭	২২	১২১	১
পাতৌদি	৩	১	১০	১

দ্বিতীয় দিনে যে বারো মিনিট ভারত ব্যাট করেছিলো, তাতেই দিনের শেষ ওভারে টিটমাসের বলে জয়সীমা আউট এবং ভারত এক উইকেটে ৯। পিচের অবস্থা কেমন ছিলো, তা সহজেই বোঝা গেলো যখন দেখা গেলো নাইট এক ওভার বল করার পরেই মাইক স্মিথ টিটমাসের হাতে বল তুলে দিলেন।

তৃতীয় দিনে ভারত মাত্র ১৩৬ রান তুলেছিলো : কেন-যে 'উইসডেন'-এ এ-তথ্য মন্থরতম ইনিংসগুলির তালিকায় স্থান পায়নি, সেটাই রহস্য! ফলো-অন বাঁচাতে হ'লে ভারতকে ৩৬০ রান তুলতে হবে, কিন্তু ১৬ রানের মধ্যে জয়সীমা ও কুন্দেরান আউট হ'য়ে যেতেই সরদেশাই ও মঞ্জরেকার কেন-যে ধ'রে নিয়েছিলেন ফলো-অন অনিবার্য, সে-রহস্য ভেদ করতে হ'লে গোয়েন্দা লাগাতে হয়। সত্যি-যে, ওয়েস্ট-ইনডিজ সফরের স্মৃতি তখনও দগদগে ঘা ; তা ছাড়া এই সিরিজেই বম্বাই ও কলকাতায় দেখা গেছে ভারতীয় ব্যাটিং কত পলকা ও ঠুনকো। তবু সরদেশাই ও মঞ্জরেকার চার ঘণ্টায় যোগ করেছিলেন মাত্র ৮০ রান। সত্যি যে তাঁরা দুজনেই ব্যাট করেছিলেন নিখুঁত, কেতাবি, ধ্রুপদী—অ্যালফ গোভারের বিদ্যালয়ে রক্ষণাত্মক ব্যাটিং-এর জন্য অধ্যাপনার কাজ পাবার উপযুক্ত। কিন্তু এঁদের মতো এত চমৎকার ব্যাটসম্যান, যাঁদের হাতে মার আছে অফুরান, তাঁরা যে কেন এ-ভাবে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিলেন, বোঝা মুশকিল।

ইংলণ্ডের সেরা বোলার অবশ্যই টিটমাস। কেবল যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে বল ক'রে গিয়েছেন, তা নয় : তিনি ব্যাটসম্যানদের কখনও হাত খুলে মারবার সুযোগ দেননি। পুরস্কার হিশেবে তৃতীয় দিনে তিনি আরো দুটি উইকেট লাভ করলেন।

চতুর্থ দিনে ভারত কিন্তু ফলো-অন বাঁচাতে পারলো না। ২৬৬ রান ক'রেই সবাই আউট হ'য়ে গেলো। পাতৌদি সকালবেলায় আধ ঘণ্টায় রান করেছিলেন ৩১ ; উইকেটের চার ধারে মেরে তিনি যেন প্রদর্শনী ক্রিকেটের অবতারণা করেছিলেন। কিন্তু টিটমাস অবশেষে পাতৌদির উইকেট পেতেই ভারতীয় ইনিংস তাশের প্রাসাদের মতো ধ্ব'সে পড়লো। টিটমাস ৬০ ওভার বল ক'রে ৭৩ রানে ছ-উইকেট পেয়ে ব্যাটসম্যানদের উপর তাঁর মনাস্তিত্বক

প্রভাব অব্যাহত রাখলেন। এখানে বলা ভালো, তিনিও পিচ থেকে বিশেষ কোনো সাহায্য আদায় করতে পারেননি।

দিনের সেরা ব্যাটসম্যান, অবশ্যই, নাদকার্নি। প্রথম দফায় তিনি ছিলেন অপরাজিত ৫২। পরে ভারত যখন ফলো-অন করতে নামলো, তখন জয়সীমার পতনের পর নেমে ভারতের এক উইকেটে ৮৬ রানের মধ্যে তিনি ছিলেন অপরাজিত ৩৯। তিনি যে কেবল 'কায়মনোব্যাটে' প্রতিরোধই গড়েছিলেন, তা নয়—বাজে বলকে হাঁকাতে তিনি কখনোই দ্বিধা করেননি। জয়সীমা প্রথম দফার মতোই ৫ রান ক'রে টিটমাসের বলে আউট হয়েছিলেন। কিন্তু কুন্দেরান তাঁর স্বাভাবিক খেলার ধরন পালটে ফেলে দলের জন্য শিকড় গেঁড়ে বসেছিলেন। মাঝে-মাঝে অবশ্য তাঁর উগ্র, বন্য মারগুলো ঝলশে উঠেছিলো। কিন্তু হাত খুলে মারবার অবকাশ তিনি সেদিন বেশি পাননি।

চতুর্থ দিনে যখন দ্বিতীয় দফার শুরুতেই জয়সীমা আউট হ'য়ে যান, তখন যে ক্ষণিকের জন্য ভারতের পরাজয়ের আশঙ্কা দেখা দেয়নি, সে-কথা বললে অসত্য ভাষণ হবে। কিন্তু পঞ্চম দিনে ধৈর্য, সাহস, ও ক্ষমতার পরীক্ষায় ব্যাটস-ম্যানেরা সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। উইকেট যদি ইংলণ্ডের স্পিনারদের সাহায্য করতো, তবে হয়তো ইংলণ্ডের পক্ষে জেতা অসম্ভব হ'তো না : সে-অর্থে শেষ কথা বলেছিলো কানপুরের পিচ।

ভারতের পরিত্রাতা সেদিন নাদকার্নি। এই রোগা, ঢ্যাঙা, অলবড্যে মানুষটি কুঁজো হ'য়ে দাঁড়ান ব্যাটে ভর দিয়ে, কিন্তু তাঁর মনের জোর, তাঁর অক্লান্ত অভিনিবেশ তাঁকে সকলের চেয়ে আলাদা ক'রে চেনায়। চতুর্থ দিনে প্রায় সারা সময় তিনি ব্যাট করেছিলেন—পঞ্চম দিনে তিনি ব্যাট করেছিলেন সারাক্ষণ : ছিলেন শেষ অবধি অপরাজিত ১২২। এটাই তাঁর একমাত্র টেস্ট সেঞ্চুরি : এর চেয়ে যোগ্যতর কোনো মুহূর্তে সেঞ্চুরি করার কথা ভাবা যায় না।

দ্বিতীয় উইকেটে কুন্দেরানের সঙ্গে নাদকার্নি যোগ করেছিলেন ১০৯ রান, আর তৃতীয় উইকেটে সরদেশাইয়ের সঙ্গে ১৪৪ রান। এক্ষেত্রে পরিসংখ্যানই কুন্দেরান ও সরদেশাইয়ের অবদানের তারিফ করবে। সরদেশাই প্রথম দফায় করেছিলেন ৭৯, এবার ৮৭। তিনি যখন আউট হয়েছিলেন তখন ভারতের হারের ভয় নেই। দিনের শেষ আধঘণ্টায় অবশ্য ইংলণ্ডের বোলিংকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিলেন দুরানি। ২৯ মিনিটে তিনি হাঁকিয়েছিলেন অপরাজিত

৬১ : 'উইসডেন' যাই বলুক না কেন, টেস্ট-ক্রিকেটে সেটাই দ্রুততম অর্ধশত রানের নজির।

টেস্ট-সিরিজ তাই শেষ হ'লো বিস্ফারমান সম্ভাবনায় : নাদকার্নি প্রমাণ করলেন তিনি বিশ্বের একজন সেরা চৌকশ খেলোয়াড় ; হনুমন্ত সিং, জয়সীমা ও কুন্দেরানের ব্যাটিং ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বলতররূপে দেখালো ; দুরানি যে তখনও ব্যাটে কিংবা ব'লে যে-কোনো খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন, (যদি অবশ্যি তাঁকে নতুন বলে বল করতে না-হয়), তাও প্রমাণ হ'লো ; আর চন্দ্রশেখরের মধ্যে দেখা গেলো বিশ্বের সেরা লেগ-স্পিনারের সম্ভাবনা। আর, সর্বোপরি, পাতৌদির নেতৃত্বে পাওয়া গেলো চিন্তা, কল্পনা ও আক্রমণের আভাস।

কয়েক মাস পরে অস্ট্রেলিয়া যখন ইংলণ্ড থেকে ফেরবার পথে তিনটি টেস্টের সংক্ষিপ্ত সফরে ভারতবর্ষে এলো, তখন সম্ভাবনা রূপান্তরিত হ'লো সার্থকতায়।

ভারত : প্রথম দফা

এম. এল. জয়সীমা	ক. পার্কস	ব. টিটমাস	৫
† বুধি কুন্দেরান		ব. প্রাইস	৫
দিলীপ সরদেশাই	ক. মরটিমোর	ব. পারফিট	৭৯
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. ও	ব. টিটমাস	৩৩
হনুমন্ত সিং	ক. পার্কস	ব. টিটমাস	২৪
* পাতৌদির নবাব		ব. টিটমাস	৩১
চান্দু বোরদে		ব. টিটমাস	০
সেলিম দুরানি		ব. মরটিমোর	১৬
বাপু নাদকার্নি	অপরাজিত		৫২
বালু গুপ্তে	ক ও	ব. টিটমাস	৮
বি. এস. চন্দ্রশেখর		ব. প্রাইস	৩
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ-বাই ১, নো-বল ৪)			১০
			২৬৬

ভারত : দ্বিতীয় দফা

এম. এল. জয়সীমা	ক. কাউড্রে	ব. টিটমাস	৫
† বুধি কুন্দেরান	লেগ-বিফোর	ব. পারফিট	৫৫
বাপু নাদকার্নি	অপরাজিত		১২২
দিলীপ সরদেশাই	ক. এডরিচ	ব. পার্কস	৮৭
সেলিম দুরানি	অপরাজিত		৬১
(বাই ৫, লেগ-বাই ১১, নো-বল ১)			১৭
		তিন উইকেটে	৩৪৭

পতন : প্রথম দফা—৯ (জয়সীমা) ; ১৬ (কুন্দেরান) ; ৯৬ (মঞ্জরেকার) ; ১৩৫ (হনুমন্ত সিং) ; ১৮২ (পাতৌদি) ; ১৮২ (বোরদে) ; ১৮৮ (সরদেশাই) ; ২২৯ (দুরানি) ; ২৪৫ (গুপ্তে) ; ২৬৬ (চন্দ্রশেখর)। দ্বিতীয় দফা—১৭ (জয়সীমা) ; ১২৬ (কুন্দেরান) ; ২৭০ (সরদেশাই)।

প্রাইস	১৬.১	৫	৩২	২	১০	২	২৭	০
নাইট	১	০	৪	০	২	০	১২	০
টিটমাস	৬০	৩৭	৭৩	৬	৩৪	১২	৫৯	১
মরটিমোর	৪৯	৩১	৩৯	১	২৩	১৪	২৮	০
উইলসন	২৭	৯	৪৭	০	১৯	১০	২৬	০
পারফিট	৩০	১২	৬১	১	২৪	৭	৬৮	১
এডরিচ	—	—	—	—	৪	১	১৭	০
বোলাস	—	—	—	—	৩	০	১৬	০
পার্কস	—	—	—	—	৬	০	৪৩	১
কাউড্রে	—	—	—	—	৫	০	৩৪	০

২১ ভারতে অস্ট্রেলিয়া

প্রথম টেস্ট : মাদ্রাজ ; অক্টোবর, ২, ৩, ৪ ,৬ ও ৭/১৯৬৪

মাদ্রাজে নেহরু স্টেডিয়ামে ২ অক্টোবর যখন পাতৌদির নবাব টসে হেরে গেলেন, তখন অনেকেই ভেবেছিলো নবাবের দুর্ভাগ্যের দিন সমাগত। এ-কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি যে টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে চার ঘণ্টাতেই অস্ট্রেলিয়ার সকলে আউট হ'য়ে যাবে ; ভারতবর্ষের ফাস্ট-বোলার নেই, শুধু স্পিন বলের চাতুরী কুটিলতা ও সম্মোহন ভরসা, এবং সে-ক্ষেত্রেও বিস্ময়করভাবে চন্দ্রশেখর দলে স্থান পাননি—এমতাবস্থায় যখন অস্ট্রেলিয়ার প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যাটিংশক্তি অবিলম্বে নাস্তানাবুদ হ'য়ে গেলো, তখন সবাই সোবার্সের উক্তি স্মরণ করলে। সোয়ানটনের দলের হ'য়ে খেলতে এসে এপ্রিল মাসে ভারতের সাম্প্রতিক খেলোয়াড়দের দক্ষতা ও মনোবল দেখে সোবার্স বলেছিলেন যে আগামী চার / পাঁচ বছরের মধ্যেই ভারতবর্ষ ক্রিকেট-জগতে দুর্ধর্ষ ও অপরাজেয় হ'য়ে উঠবে, যদি অন্তত একজনও ফাস্টবোলার তারা পেয়ে যায়। কিন্তু ফাস্ট-বোলার ছাড়াই যে ভারত মাত্র ২১১ রানে অস্ট্রেলিয়াকে নামিয়ে দেবে, এটা কেউ কল্পনাও করেনি। কিন্তু তার পরেই নির্বাচক সমিতির ভুল শোচনীয়ভাবে ধরা প'ড়ে গেলো। এ-রকম একটা ভালো সুযোগও হাতছাড়া হ'য়ে গেলো নির্বাচক সমিতির খেয়ালিপনায়। কুন্দেরান না-হয় ল্যাঙ্কাশিয়র লিগ খেলতে ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন, এবং তখনও দেশে ফেরেননি, কিন্তু ফারুক ইনজিনিয়ার সত্ত্বেও ইন্দ্রজিৎ সিংজি ব'লে একজন নবাগত, হয়তো কেবল রনজির বংশধর ব'লেই, দলে স্থান পেলেন যে-রনজি কখনও ভারতের হ'য়ে না-খেলা সত্ত্বেও যাঁর নামে এ-দেশের সবচেয়ে প্রধান প্রতিযোগিতাটি উৎসর্গীকৃত—বোধহয় কেবল শ্বেতাঙ্গরা তাঁর পিঠ চাপড়েছিলো ব'লেই। নাদকার্নি, দুরানি ও কৃপাল সিং যখন খেলাটিকে প্রথম থেকেই কুক্ষিগত ক'রে নিয়েছেন, তখন বিশেষত গোড়া-পত্তন করতে এসে ইন্দ্রজিৎ সিংজির শোচনীয় ব্যর্থতাই মর্মান্তিক হ'য়ে উঠলো : ১২-তে প্রথম উইকেট প'ড়ে গেলো ভারতের, ১৩-তে দ্বিতীয়।

লাঞ্চের আগে পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার ব্যাট করার ভঙ্গি দেখে এটা বোঝা যায়নি যে তাঁরা ভারতীয় বোলারদের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র অস্বস্তি বোধ করছেন। রঞ্জানে ও জয়সীমা নিয়মরক্ষার জন্য নতুন বলের পালিশ নষ্ট করার কাজে লাগলেন, সিমসন আর লরি ১৫ মিনিটে ২০ রান তুলে নিলেন, আধ ঘণ্টায়

৩২। রান যখন ৫৭, তখন জয়সীমার বদলে দুরানি আর রঞ্জানের জায়গায় কৃপাল সিং তাঁদের স্পিন নিয়ে এলেন। দুরানির বলে সিমসন প্রথম থেকেই বিচলিত বোধ করছিলেন ; তাঁর চতুর্থ ওভারের প্রথম বলে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন তিনি, বল কতখানি ঝুলে এসেছে বুঝতে পারলেন না, ইন্দ্রজিৎ সিংজি তৎক্ষণাৎ তাঁকে স্টাম্প্‌ড ক'রে দিলেন। দলের রান তখন ৬৩, খেলা শুরু হয়েছে মাত্র ৫৮ মিনিট। ও'নীল যোগ দিলেন ; দুরানিকে তাঁর প্রহেলিকার মতো ঠেকলো, একটা বলও বোঝা যাচ্ছে না, ১০এ পৌঁছুতে লাগলো ৩৫ মিনিট—এবং তাও তিনি, কস্মিনকালেও, পৌঁছুতেন না, যদি শর্টলেগে দুরানির বলে বোরদে তাঁকে লুফে নিতে পারতেন। তখন তাঁর উপার্জন ছিলো ৩, আর দলের ৭৭।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যখন রান উঠছে, তখন ৯১-এর মাথায় পাতৌদি বোরদের হাতে বল তুলে দিলেন। বোরদের বল মোটেই ঘুরলো না, লেংথও ছিলো না এক ফোঁটা, প্রথম ওভারেই ১২ রান দিলেন। ১০১ মিনিটে লরি বোরদের বলে চার মেরে পঞ্চাশে পৌঁছুলেন, দলের রান তখন ১০২। ভারতকে তাহ'লে অনেকক্ষণ প'ড়ে-প'ড়ে মার খেতে হবে মাঠে—অস্ট্রেলিয়া নিশ্চয়ই প্রাণের সুখে ঘড়ির কাঁটাকে ছাড়িয়ে যাবে। তখনও কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি নাদকার্নি তাঁর আস্তিনের আড়ালে কোন লাটিম লুকিয়ে রেখেছেন।

মাত্র ১৭ মিনিট হ'লো উদ্যানসীমান্ত থেকে বল করছেন নাদকার্নি, হঠাৎ মজা শুরু হ'য়ে গেলো। লরি তাঁর সে-ওভারের তৃতীয় বলটি সুইপ করতে গেলেন, সম্পূর্ণ হার মেরে মুহূর্তমধ্যে দেখলেন তাঁর উইকেট ছত্রভঙ্গ। দলের রান তখন ১২৭। ১২ রান পর প্যাভিলিয়নের দিক থেকে কৃপাল সিংকে উঠিয়ে দিয়ে দুরানির হাতে বল তুলে দিলেন পাতৌদি। আবার মন্ত্রের মতো কাজ হ'লো। দুরানির প্রথম ওভারেই ও'নীল তাঁর বল পেছিয়ে খেলতে গেলেন, ব্যাটের কানায় লেগে বল উইকেটে এসে লাগলো। ও'নীল যদিও দুরানির বলে আগাগোড়া অন্ধের মতো হাৎড়াচ্ছিলেন, তবু পরে যে-কাণ্ড হ'লো, সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ৪০ রান দলের পক্ষে অমূল্য ঠেকলো। ও'নীলের মহাপ্রস্থানের পর বার্জ আর বুথ একত্র হলেন, কিন্তু সে কী ভীষণ সময়—স্পিনের ও ফ্লাইটের টানাপোড়েনে একটি মুহূর্তেরও স্বস্তি নেই। লাট্টুর মতো বল ঘুরছে, ফলে ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যাচ্ছে বটে, কিন্তু রানের গতি আর আগের মতো ঝড়জাগানো নেই। পর-পর তিন ওভার দুরানির বলে

কোনো রান হ'লো না ; শেষকালে তিন পা লাফিয়ে এসে মরিয়া বুথ লং-অনে ছক্কা হাঁকালেন ; ১৬৩ মিনিটে দলের ১৫০ হ'লো। কিন্তু বুথের রান যখন ৮, নাদকার্নির ফাঁদে তিনি পা দিলেন, আর তারপরেই হতভম্ব বার্জের ব্যাট এড়িয়ে নাদকার্নির গোপন অস্ত্র সোজা বলটি উইকেট গিয়ে লাগলো। দলের রান, তখন, পাঁচ উইকেটে ১৭৪। কিন্তু ২০৩-এর মাথায় যে-কাণ্ড হ'লো, তার তুলনায় এ তো স্বর্গ। পর-পর তিনটে উইকেট পড়লো ঝুপঝুপ ; মারটিন, ভিভার্স আর রেডপাথ তাকিয়ে দেখলেন কেমন ক'রে ক্যাঙারুর কোমর ভেঙে গেলো।। নাদকার্নি পেলেন আরো দুটি উইকেট, কৃপাল সিং একটি।

ম্যাকেনজি মরিয়াভাবে কৃপাল সিংএর বলে বেপরোয়া ছক্কা হাঁকালেন, কিন্তু ঐ ২০৯-এই জয়সীমা যখন লং-অনে অনেকটা দৌড় গিয়ে গ্রাউটকে লুফে নাদকার্নিকে পঞ্চম উইকেটটি দিলেন, তখন বোঝা গেলো সমাপ্তি সন্নিকট। নীল হক এলেন, গার্ড নিলেন, তাকিয়ে দেখলেন তাঁর প্রাণান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও কৃপাল সিংএর বলে ২১১-তে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম দফার খেলা শেষ হ'য়ে গেলো।

অথচ অস্ট্রেলিয়া ইংলণ্ড থেকে এসেছিলো 'অ্যাশেজ' জিতে হাস্বড়া ও সোৎসাহী। ইংলণ্ডে তাঁরা প্রত্যেকেই বড়ো-বড়ো রান হাঁকিয়েছেন। সিমসন ম্যানচেস্টারে হাঁকিয়েছেন ৩১১, লিডসে পিটার বার্জ চমকপ্রদ ১৬০ ; লরি পুরো সিরিজেই ব্যাটে ইংলণ্ডের পথের কাঁটা হ'য়ে ছিলেন ; ও'নীল আর বুথ অনবরত ইংলণ্ডের অগ্রগতি রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছেন ; ভিভার্সও ওভাল টেস্টে যে-অপরাজিত ৬৭ রান করেছিলেন অনেক সেঞ্চুরির চেয়েও তা ছিলো মূল্যবান। কিন্তু ভারতীয় নতুন বলের প্রাথমিক বিনীত ও বশংবদ আক্রমণটি শেষ হবামাত্র প্রথম দিনের চমৎকার ব্যাটিংউইকেটে ভারতীয় স্পিনাররা প্রাধান্য ছাড়িয়েছেন, অস্ট্রেলিয়ার কোনো ব্যাটসম্যানই সাহস ও আস্থার সঙ্গে তাঁদের সামনে দাঁড়াতে পারেননি। এমন নয় যে প্রবাদবাক্য অফ-স্পিনেই তাঁরা নাজেহাল হয়েছিলেন ; কৃপাল সিং অফস্পিন করেন সত্যি, কিন্তু গুলাম আমেদ বা এরাপল্লি প্রসন্নর মতো বোলার তিনি কোনোদিনই নন। নাদকার্নির গোপন অস্ত্র তাঁর অতর্কিত টপ-স্পিন। আর তাতেই অস্ট্রেলিয়া সেদিন কাৎ !

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম দফা

বিল লরি		ব. নাদকার্নি	৬২
* ববি সিমসন	স্টা. ইন্দ্রজিৎ সিংজি	ব. দুরানি	৩০
নর্ম্যান ও'নীল		ব. দুরানি	৪০
পিটার বার্জ		ব. নাদকার্নি	২০
ব্রায়ান বুথ	লেগ-বিফোর	ব. নাদকার্নি	৮
জনি মারটিন	ক. ইন্দ্রজিৎ সিংজি	ব. কৃপাল সিং	২০
ইয়ান রেডপাথ	ক. হনুমন্ত সিং	ব. নাদকার্নি	১০
টম ভিভার্স		ব. কৃপাল সিং	০
গ্র্যাহাম ম্যাকেনজি	অপরাজিত		৮
† ওয়ালি গ্রাউট	ক. জয়সীমা	ব. নাদকার্নি	০
নীল হক		ব. কৃপাল সিং	০
অতিরিক্ত			১৩
			২১১

পতন : ৬৬ (সিমসন) ; ১২৭ (লরি) ; ১৩৯ (ও'নীল) ; ১৬১ (বুথ) ; ১৭৪ (বার্জ) ; ২০৩ (মারটিন) ; ২০৩ (ভিভার্স) ; ২০৩ (রেডপাথ) ; ২০৯ (গ্রাউট) ; ২১১ হক)।

রঞ্জানে	৭	০	৩০	০
জয়সীমা	৪	১	১৩	০
দুরানি	২১	৫	৬৮	২
কৃপাল সিং	১৮	৫	৪৩	৩
নাদকার্নি	১৮	৬	৩১	৫
বোরদে	৪	২	১৩	০

ইন্দ্রজিৎ সিংজি যে ব্যাটচালনার কত-কী জানেন, তা বোঝা গেলো যখন হকের বলে খোঁচা দিয়ে তিনি গ্রাউটের হাতে ধরা পড়লেন। ভারত এক উইকেটে ১২। কিন্তু সবচেয়ে শোচনীয় আঘাত এলো তখন, যখন ম্যাকেনজির বলে আর এক রান পরেই সরদেশাইয়ের উইকেট উপড়ে গেলো। মঞ্জরেকার এলেন ; জয়সীমা ও মঞ্জরেকার শুক্রবারের অপরাহ্ণে কোনো রকমে ৩৪ করলেন, শনিবার সকালে ৫৫তে জয়সীমা ম্যাকেনজির বলে লেগ-বিফোর ; ৫৬তে হনুমন্ত

সিং আধ ঘণ্টায় কোনো রান না-ক'রে গ্রাউটকে সোজা ক্যাচ দিলেন ; ৭৬-এ এমনকি মঞ্জরেকারও মারটিনের বলে গ্রাউটেরই হাতে ধরা পড়লেন। পাতৌদি নেমেছিলেন হনুমন্তের পর ; যিনি চিরকাল দ্রুত রান তোলায় অভ্যস্ত, এই বিপর্যয়ের মুখে তাঁকে সবল প্রতিরোধ নিয়ে দাঁড়াতে হ'লো। মঞ্জরেকারের পরে নামলেন বোরদে। লাঞ্চের সময় ভারত পাঁচ উইকেটে ১০৮ ; চায়ের সময় পাঁচ উইকেটে ১৮৮। পাতৌদি আর বোরদের দৃঢ়তার ফলেই অবস্থার এই পরিবর্তন। প্রথম ঘণ্টায় এই দুই অসামান্য মারমুখী ক্রিকেটার মাত্র ২৭ করেছিলেন। তারপরেই ভারতের অধিনায়ক অস্ট্রেলিয়ার বলের ধার একেবারে ভোঁতা ক'রে দিলেন। চায়ের সময় পাতৌদির রান ৬৯, বোরদের ৩৬।

এই দৃঢ় প্রতিরোধ ভেঙে গেলো ২১৮ তে, যখন সিমসন নতুন বল নিলেন। ম্যাকেনজির প্রথম বল প্রচণ্ড গতিতে ছুটে এলো : উইকেট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় বোরদে তাকে খোঁচা দিলেন ; সিমসন প্রথম স্লিপ থেকে লুফে নিতে ভুল করলেন না। ১৯০ মিনিট খেলে বোরদে করেছিলেন ৪৯। পাতৌদি-বোরদের জুটিতে রান উঠেছিলো ১৪২ ; স্পষ্ট বোঝা যায়, বোরদের ভূমিকা ছিলো কনিষ্ঠের। দুরানি মোটেই জুত করতে পারলেন না, ৫ রান ক'রে ম্যাকেনজির বলে গ্রাউটের হাতে ধরা পড়লেন। নামলেন নাদকার্নি। পাতৌদি কি তাঁর বাবার মতো অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টেই সেঞ্চুরি করতে পারবেন ? যদি-বা করেন, সে কি আজকেই ? পাতৌদি সেঞ্চুরিতে পৌঁছবার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন : কভারের মাথার উপর দিয়ে তুলে মারলেন, উঁচু ক'রে কাট করলেন, স্টেটড্রাইভ হাঁকালেন বোলারের মাথার উপর দিয়ে—কিন্তু এত ঝুঁকি নেয়া সত্ত্বেও তাঁর রান যখন ৯৮, নাদকার্নির ১, এবং ভারতের সাত উইকেটে ২৪১, তখন দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হ'য়ে গেলো। ৪ অক্টোবর সকালবেলায় সেঞ্চুরিতে পৌঁছুতে পাতৌদির পাঁচ মিনিট লাগলো—ম্যাকেনজির দুটো বল গ্লান্স ক'রে তিনি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরি ক'রে রনজি, দলীপ সিংজি ও তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। দলের বিপর্যয়ের মুখে এই সেঞ্চুরি নিশ্চয়ই পাতৌদিকে খুশি করেছিলো, কিন্তু বোধহয় আরো খুশি হয়েছিলেন পিতার সমান্তর হ'য়ে। তাঁর পিতা অবশ্য সেঞ্চুরি করেছিলেন ইংলণ্ডের হ'য়ে সেই 'বডিলাইন' সফরে। পাতৌদি কিন্তু তার পরেও ব্যাট ক'রে গেলেন ; তাঁর ব্যক্তিগত রান বাড়লো আরো ২৮, তাঁর উইলোর ক্ষুধা তখনো মেটেনি। কিন্তু যখন ম্যাকেনজির বলে রেডপাথ তাঁর শেষ সঙ্গী রঞ্জানেকে লুফে

নিলেন, একা কুম্ভ তিনি ফিরে গেলেন প্যাভিলিয়নে—অপরাজিত ও অসামান্য। ত্রিশ হাজার দর্শক উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা ও বিনতি জানালে। নিখুঁত তাঁর খেলার ভঙ্গি—ধৈর্যময়, প্রাণবন্ত, তেজিয়ান, উদ্দীপক—বিশেষ ক'রে অন্য সকলের ব্যর্থতার পাশে তাঁর এই দীপ্ত ও ভাস্বর খেলা মাদ্রাজের দর্শক চিরকাল মনে রাখবে। পাতৌদির এই দুঃসাহসী ব্যাটিং ছাড়া ভারতের দশা কী রকম কোন-ঠাশা হ'য়ে পড়তো, তা ভাবা যায় না। অথচ ভারতীয় দলে পাতৌদির না-খেলবারও সম্ভাবনা ছিলো : নির্বাচক সমিতির একটা দল নাকি তাঁকে চাননি। ২৮৪ মিনিট খেলে তেরোটি চারের সাহায্যে তিনি সেঞ্চুরি করেন—বাকি ২৮ রানের মধ্যে ছিলো আরো চারটি বাউণ্ডারি, সময় লেগেছিলো আরো ৫৯ মিনিট। টেস্ট খেলায় এটা তাঁর তৃতীয় সেঞ্চুরি, কিন্তু তাঁর এই অপরাজিত ১২৮ বোধহয় সব কীর্তিকেই ম্লান ক'রে দেয়। আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলেন চিরকাল, কিন্তু এখানে ১২৮ রান করতে তাঁর সময় লাগলো ৩৪৩ মিনিট : দলের জন্য নিজের প্রবণতা ও শৈলীকে এমন আমূল নিয়ন্ত্রিত করতে সচরাচর দেখা যায় না। একের পর এক উইকেট প'ড়ে যাচ্ছে, তিনি দেখলেন ; তবু ঝলশানো ডেকে তিনি একা দাঁড়িয়েছেন কবিতার বীর কিশোরের মতো—অবিচল ও অসামান্য।

২৭৬ রানে ভারতের প্রথম দফার খেলা যখন শেষ হ'লো, তখন ভারত অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে ৬৫ রানে এগিয়ে আছে। উইকেট তখনও চমৎকার, কোথাও কোনো ভাঙন ধরেনি ; বল স্পিন নিচ্ছে মাঝে-মাঝে, কিন্তু অতীব আস্তে। ভারতকে অবিশ্যি খেলতে হবে চতুর্থ ইনিংস ; অতএব এই ৬৫ রান সেদিক থেকে অমূল্য। সেই ১৯৪৭-৪৮ সালে ব্রিসবেন টেস্টের পর এই প্রথম ভারত প্রথম দফায় অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে এগিয়ে আছে। কিন্তু সেখানে আঠালো উইকেটে ব্যাট করাই ছিলো অসম্ভব, এখানে অবশ্য এখনও উইকেট অপ্রত্যাশিত কিছু করছে না। সবটাই, তাই, নির্ভর করছে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় দফার উপর।

ভারত : প্রথম দফা

এম. এল. জয়সীমা	লেগ-বিফোর	ব. ম্যাকেনজি	২৯
† ইন্দ্রজিৎ সিংজি	ক. গ্রাউট	ব. হক	৪
দিলীপ সরদেশাই		ব. ম্যাকেনজি	০
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. গ্রাউট	ব. মারটিন	৩৩

হনুমন্ত সিং	ক. গ্রাউট	ব. মারটিন	০
* পাতৌদির নবাব	অপরাজিত		১২৮
চান্দু বোরদে	ক. সিমসন	ব. ম্যাকেনজি	৪৯
সেলিম দুরানি	ক. গ্রাউট	ব. ম্যাকেনজি	৫
বাপু নাদকার্নি	লেগ-বিফোর	ব. হক	৩
কৃপাল সিং		ব. ম্যাকেনজি	০
বসন্ত রঞ্জানে	ক. রেডপাথ	ব. ম্যাকেনজি	২
অতিরিক্ত			২৩
			২৭৬

পতন : ১২ (ইন্দ্রজিৎ সিংজি ; ১৩ (সরদেশাই); ৫৫ (জয়সীমা); ৫৬ (হনুমন্ত সিং); ৭৬ (মঞ্জরেকার); ২১৮ (বোরদে); ২৩২ (দুরানি); ২৪৯ (নাদকার্নি); ২৫৫ (কৃপাল সিং); ২৭৬ (রঞ্জানে)।

ম্যাকেনজি	৩২.৩	৮	৫৮	৬
হক	৩৩	১৩	৫৫	২
রেডপাথ	২	১	১	০
সিমসন	১২	৩	২৩	০
মারটিন	২৬	১১	৬৩	২
বুথ	১০	৪	১৪	০
ভিভার্স	১০	০	২০	০
ও'নীল	৭	৩	১৯	০

অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় দফা শুরু হ'লো তৃতীয় দিনে লাঞ্চের প্রায় এক ঘণ্টা আগে। প্রথম দিনের শোচনীয় বিপর্যয় এখনও কাঁটার মতো বুকে বিঁধে আছে : লরি আর সিমসন প্রথমে আস্তে খেলতে লাগলেন। ৬৫ রান পেছিয়ে ছিলো অস্ট্রেলিয়া ; ধীরে-সুস্থে তা তাঁরা অতিক্রম ক'রে গেলেন, যদিও তাঁদের দ্বারা ঐ ৬৫ রান করা সম্ভব হ'তো কি না সন্দেহ। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় দফায় রান যখন ৫২, আর বিল লরির ২২, স্লিপে দাঁড়িয়ে কৃপাল সিং তাঁকে হাত থেকে ফেলে দিলেন। দুর্ভাগা বোলার, বলাই বাহুল্য, দুরানি, যিনি দু-ইনিংসেই আদ্যোপান্ত ভালো বল ক'রে উইকেট পেয়েছিলেন মাত্র তিনটি। ঐ ক্যাচটি ফেলে দেবার পর লরি-সিমসন এমনভাবে ব্যাট করতে লাগলেন যে কোনোকালে

তাঁদের আউট হবার সম্ভাবনা আছে ব'লেই মনে হয়নি। দলের রান যখন সাতাত্তরে গেলো, তাঁরা ভারতের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম উইকেটের নতুন নজির রচনা করলেন—এর আগে প্রথম উইকেটের জুটির সবচেয়ে বেশি রান ছিলো ৭৬—কলকাতায় ফ্যাভেল আর গ্রাউট এই নজির রেখেছিলেন ১৯৫৯ সালে।

জুটির শতপূর্তির যখন মাত্র ৯ বাকি, হঠাৎ নাদকার্নি আবার পরিত্রাতার ভূমিকা নিলেন। মঞ্জরেকারের বদলে স্কোয়ারলেগে তখন ফিল্ড করছিলেন রুসি সুরতি। নাদকার্নির সপ্তদশ ওভারের দ্বিতীয় বলটি প্রচণ্ড জোরে ঘোরালেন লরি; সুরতি চোখঝলশানো ভঙ্গিতে অবলীলাক্রমে ঐ কঠিন ক্যাচটি লুফে নিলেন। সেই ওভারেরই পঞ্চম বলে নাদকার্নি ও'নীলের অফ-স্টাম্প উড়িয়ে দিলেন—কোনো রান না-ক'রেই ও'নীল প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেন, ব্যর্থ ও নিষ্প্রভ। এবার বার্জ এলেন; কিন্তু সারা দিনে চেষ্টা ক'রেও সিমসন আর বার্জের জুটি ভাঙা গেলো না। পাতৌদি নানাভাবে বোলার বদল করলেন, কিন্তু কোনো ফল হ'লো না। তৃতীয় দিনের খেলা যখন শেষ হ'লো, অস্ট্রেলিয়া তখন দু-উইকেটে ১৫৪; সিমসন ৬৭ রানে অপরাজিত, বার্জ ৩৩ রানে। অবশ্য এই ১৫৪ রান করতে তাঁদের সময় লেগেছে ২৫৩ মিনিট; পক্ষান্তরে প্রথম দফায় ২৪৩ মিনিটেই সবাই আউট হ'য়ে গিয়েছিলেন। বোঝা যায়, কোন বদ্ধমূল আতঙ্ক অস্ট্রেলিরাকে এই শ্লথ ও মন্থর ক্রিকেট খেলতে বাধ্য করেছিলো। যতক্ষণ পারা যায় ব্যাট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চাচ্ছিলো তারা; শেষকালে যদি কোনো ভদ্র রানসংখ্যা জোটে, তাহ'লে ম্যাকেনজি আর হক না-হয় তাঁদের দ্রুত বলে ভারতকে চুরমার ক'রে দেবার চেষ্টা করবেন!

তাদের এই পরিকল্পনা হয়তো কিছুতেই সফল হ'তো না, কেননা চতুর্থ দিনের সকালে খেলার মোড় নাটকীয়ভাবে বদলে যাচ্ছিলো; হঠাৎ পনেরো মিনিটের মধ্যে ২৩ বলে ৯ রানের বিনিময়ে অস্ট্রেলিয়া বার্জ, বুথ ও রেডপাথকে হারিয়ে বসেছিলো। অস্ট্রেলিয়ার রান দাঁড়িয়েছিলো ছ-উইকেটে ২৩৭। কিন্তু তারপরেই আবার বিদ্যুৎগতিতে খেলার মোড় ঘুরে গেলো। খর্বকায়, দোহারা, বাঁ-হাতি চৌকশ খেলোয়াড় জনি মারটিন চট ক'রে খেলার ধারা পালটে দিলেন। যেন একদিনের প্রদর্শনী খেলা, এমনিভাবে ব্যাট করতে নামলেন মারটিন। উইকেটের চারপাশে তুবড়ি ছোটালেন, ভারতীয় ফিল্ডসম্যান ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গেলো। ভিভার্স এতক্ষণ আস্তে খেলছিলেন, রক্ষণমূলক

ভঙ্গিতে। মারটিনের বেপরোয়া মারের বহর দেখে তিনি ভাবলেন, 'তুমি যা পারো, আমি তা আরো ভালোভাবে পারি'—আর পুরো খেলাটা তক্ষুনি ভারতের মুঠো গ'লে বেরিয়ে গেলো! লাঞ্চের পর চায়ের আগে তাঁরা দুজনে ছটা ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন, ৫১ মিনিটে রান করেছিলেন ৬৪: ভারতের বিরুদ্ধে সপ্তম উইকেটে অস্ট্রেলিয়ার রানের নতুন নজির। মারটিনের পরে এলেন ম্যাকেনজি; আবার অষ্টম উইকেটে অস্ট্রেলিয়ার নতুন নজির স্থাপিত হ'লো; ভিভার্স আর ম্যাকেনজি ৬৩ মিনিটে করেছিলেন ৭৩। শুধু তা-ই নয়, ব্যক্তিগতভাবে ভিভার্স টেস্টে তাঁর সবচেয়ে বেশি রান করলেন—৭৪। পাতৌদিকে যখন মিড-উইকেটে ক্যাচ দিলেন ভিভার্স, তখন ভারতীয় ক্রিকেটের মরালসংগীত শোনা যাচ্ছে। তার আগের বলেই, অবশ্য, জয়সীমা তাঁকে লুফতে গিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন। তারপর যদিও অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস চট ক'রে শেষ হ'য়ে গেলো, কিন্তু রান দাঁড়ালো ৩৯৭। এত রান তারা কিছুতেই করতে পারতো না, যদি-না মারটিন অমন মরিয়া ও বেপরোয়া মার শুরু করতেন: চন্দ্রশেখর বিস্ময়করভাবে ভারতীয় দল থেকে বাদ না-পড়লে এই তুলকালাম ব্যাটিং চলতো কি না সন্দেহ। ম্যাকেনজিও গোড়াতেই আউট হতেন, যদি রনজির আহা-মরি বংশধরটি তাঁকে লুফে নিতে পারতেন।

অথচ সকালে ২৩ মিনিটের মধ্যে সিমসনকে আউট ক'রে ভারত বেশ উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছিলো। ২৭৬ মিনিটে ৭৭ ক'রে সিমসন রান-আউট হয়েছিলেন, যদিও তিনি সেবার রান নেবার কোনো চেষ্টাই করেননি! পা বাড়িয়ে খেলেছিলেন তিনি দুরানির বল, ঠেলে দিয়েছিলেন কভারে, দুরানি তখুনি বলটি কুড়িয়ে উইকেটরক্ষকের হাতে ছুঁড়ে দিতেই ইন্দ্রজিৎ সিংজি বেল খশিয়ে ফ্যালেন।

কিন্তু সিমসনের এই সাবধানি, মন্থর ও নিরেট ইনিংসও কোনো কাজে আসতো না, যদি-না মারটিন আর ভিভার্স অমন বেপরোয়া মারে ভারতীয় বোলিং নষ্ট ক'রে দিতেন। পাতৌদি অনবরত বোলার বদল করেছিলেন, কোনো লাভ হয়নি; ক্রিজ ছেড়ে এগিয়ে এসে তাঁরা ব্যাট চালাচ্ছিলেন, বল মাটিতে প'ড়ে ভাঙবার অবসর পাচ্ছিলো না। চন্দ্রশেখর বা সুরতি এই সময় কাজে লাগতেন; তাঁরা কোনো জুটিকে কখনোই স্বস্তি পেতে দিতেন না; কারণ যদিও স্পিনবল করেন, তবুও তাঁদের বল জোরে যায়। কিন্তু

নির্বাচক সমিতির অদ্ভুত খামখেয়াল ও কূটচালে তাঁরা দলে স্থান পাননি—ফলে মারটিন আর ভিভার্স মহোৎসাহে ভারতের সমাধি রচনা করলেন।

কিন্তু সমাধিই বা বলি কেন? ৩৮৮ মিনিটে ৩৩৩ করলে জিতবে, এই অবস্থায় ভারত দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে নামলো চতুর্থ দিন খেলা ভাঙার ৫৮ মিনিট আগে। তার দশ মিনিট আগে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস যখন শেষ হয়েছিলো, দর্শকরা প্যাভিলিয়নের পথে একযোগে অভিনন্দন জানিয়েছিলো নাদকার্নিকে। এই খেলায় সবশুদ্ধ তিনি উইকেট পেয়েছিলেন এগারোটি। ইংলণ্ড তাঁকে বলেছিলো রোবটের মতো যান্ত্রিক; তাঁর এই ঝলমলে কীর্তি সেই অভিযোগেরই যোগ্য ও সমুচিত প্রত্যুত্তর। আসলে ভারতীয় দল নিজের সমাধি নিজেরাই রচনা করেছিলো, আর তার জন্যে সবচেয়ে দায়ী ভারতের ওপেনিং জুটি।

অস্ট্রেলিয়া; দ্বিতীয় দফা

* ববি সিমসন	রান-আউট	নিক্ষেপকঃ দুরানি	৭৭
বিল লরি	ক. বদলি (সুরতি)	ব. নাদকার্নি	৪১
নর্ম্যান ও'নীল		ব. নাদকার্নি	০
পিটার বার্জ	লেগ-বিফোর	ব. নাদকার্নি	৬০
ব্রায়ান বুথ	ক. ইন্দ্রজিৎ সিংজি	ব. দুরানি	২৯
ইয়ান রেডপাথ	ক. ইন্দ্রজিৎ সিংজি	ব. নাদকার্নি	০
টম ভিভার্স	ক. পাতৌদি	ব. নাদকার্নি	৭৪
জনি মারটিন	ক. নাদকার্নি	ব. রঞ্জানে	৩৯
গ্র্যাহাম ম্যাকেনজি	ক. সরদেশাই	ব. রঞ্জানে	২৭
† ওয়ালি গ্রাউট	ক. হনুমন্ত সিং	ব. নাদকার্নি	১২
নীল হক	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত			৩৭
			৩৯৭

পতন: ৯১ (লরি); ৯১ (ও'নীল); ১৭৫ (সিমসন); ২২৮ (বার্জ); ২৩২ (বুথ); ২৩৭ (রেডপাথ); ৩০১ (মারটিন); ৩৭৪ (ভিভার্স); ৩৯২ (ম্যাকেনজি); ৩৯৭ (গ্রাউট)।

রঞ্জানে	১২	১	৫৩	২
জয়সীমা	১০	২	১৩	০
দুরানি	৪০	৯	১০২	১
নাদকার্নি	৫৪.৪	২১	৯১	৬
কৃপাল সিং	৩৮	১৩	৯১	০
বোরদে	৫	২	১০	০

জয়সীমা-ইন্দ্রজিৎ সিংজির ব্যর্থতাই বোধকরি সর্বনাশকে অনিবার্য করেছিলো। ম্যাকেনজির প্রথম বলেই জয়সীমার লেগ-স্টাম্প উপড়ে গেলো, ভারত এক উইকেটে ০। নামলেন সরদেশাই। নীল হকের ইনসুয়িঙ্গার ইন্দ্রজিৎ সিংজির অফ-স্টাম্প উপড়ে ফেললো ভারত দু-উইকেটে ৪। নামলেন মঞ্জরেকার। অস্ট্রেলিয়ার ন-জন ফিল্ডার তাঁকে ঘিরে ধরলো। হকের সেই সেই ওভারেরই শেষ বলে মঞ্জরেকার খোঁচা দিলেন, কিন্তু গ্রাউট তাঁকে ফেলে দিলেন। স্নায়ুর উপর দিয়ে রোলার যাচ্ছে, কিন্তু সরদেশাই অবিচল —ম্যাকেনজি তাঁকে মোটেই ভয় দেখাতে পারেননি। চার ওভার পরেই হকের জায়গায় বল করতে এলেন মারটিন। আলো কম ব'লে ব্যাটধারীরা আবেদন করলেন, আম্পায়ার তা প্রত্যাখ্যান করলেন, খেলা শেষ হ'তে মাত্র দশমিনিট বাকি। হঠাৎ সরদেশাইয়ের আরব্ধ লেগ-গ্লান্স শেষ হ'লো শর্টলেগে রেডপাথের হাতে: ভারত তিন উইকেটে ২৩। কৃপাল সিং এলেন নৈশ পাহারা—ম্যাকেনজির বল তাঁর অফ-স্টাম্প উপড়ে ফেললো : ভারত চার উইকেটে ২৪। চতুর্থ দিনের খেলা শেষ।

পরদিন এই ভীষণ অবস্থায় ব্যাট করতে নামলেন হনুমন্ত সিং। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে প্রথম আবির্ভাবেই তিনি এ-বছর সেঞ্চুরি করেছেন, আর তাঁর চোখ-ঝলশানো খেলা নীল হার্ভে আর ডেনিস কমটনকে মনে পড়িয়ে দিয়েছে। সোয়ানটনের দলের সঙ্গে খেলতে এসে সোবার্স হনুমন্তের খেলা দেখে বলেছিলেন, জগতের একজন সেরা ব্যাটসম্যানের জন্ম হ'লো ভারতবর্ষে: প্রাচ্যদেশের ব্যাটিংবিদ্যার যাবতীয় লাবণ্য ঐশ্বর্য ও ইন্দ্রজাল সমাহৃত তাঁর মধ্যে; কালক্রমে—সোবার্সের মতে—তিনি নীহারিকার মতো ঝলমল করবেন।

সেদিন হনুমন্ত সিং সত্যি সেই ভাস্বর ভবিষ্যতেরই আভাস দিয়েছিলেন। একদা এক হারাবংশী বীর নকল বুঁদিগড় রক্ষা করেছিলো : আগের ইনিংসে

পাতৌদিকে আমরা দেখেছিলুম সেই ভূমিকায়। এবার হনুমন্ত সিং-এর ভূমিকা ছিলো তাই : এক নকল কেল্লা রক্ষার জন্য তিনি একরোখা ও নির্ভীক ব্যাট ক'রে গেলেন। নকল কেল্লা ছাড়া আর কী? যে-খেলা জেতবার কথা, সে-খেলা হাতের মুঠো থেকে চ'লে গেলো। জয়সীমা, ইন্দ্রজিৎ সিংজি, কৃপাল সিং-এর দায়িত্বহীনতায় জয়ের বদলে পরাজয়ের গ্লানিই বর্তমান।

২৪ রানে গেছে চার উইকেট, শেষ দিনের জীর্ণ উইকেটে ব্যাট করতে নামলেন বানসওয়ারার তরুণ রাজপুত্র। লাঞ্চের সময় যত এগিয়ে আসছে, ভারতের আশাও আবার ফিরে আসছে। কারণ তখনও আর-কোনো উইকেট পড়েনি, রান একশো পেরিয়ে গেছে। কিন্তু লাঞ্চের ঠিক দু-বল আগে, মঞ্জরেকার যখন টেস্টে তিন হাজার রান করার গৌরব থেকে মাত্র ১৯ দূরে, এমন সময় ও'নীল তাঁর দ্বিতীয় ওভারের চতুর্থ বলে মঞ্জরেকারকে ভুল করতে বাধ্য করলেন, এবং স্লিপে সিমসন কোনোই ভুল করলেন না। ভারত পাঁচ উইকেটে ১১৭।

যখনি কোনো একরোখা জুটি ভেঙে যায়, অস্ট্রেলিয়া চেপে বসে আঁটো ও কঠিন ; লাঞ্চের পর দুটি বলে ভারতের ক্ষীণ আশা মিলিয়ে গেলো। ম্যাকেনজি হঠাৎ এমন বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়লেন যে পর-পর দু-বলে পাতৌদির লেগ-স্টাম্প ও বোরদের অফ-স্টাম্প ছিটকে গেলো। কার্যত তক্ষুনি ভারতীয় ইনিংসের দফারফা : বাকিটুকু কেবল নিয়ম রক্ষা। বোঝা গেলো, ফাস্টবলের কাছে এখনো ভারত কত দুর্বল, কেননা দু-ইনিংস মিলিয়ে ম্যাকেনজি পেলেন ১০টি উইকেট আর হক ৪টি। আর দুজনে মিলে বল করেছিলেন ১০২·৩ ওভার—অর্থাৎ স্পিনারদের প্রায় সমান।

এই অবস্থায় হনুমন্তের খেলা তেজে ও দুঃসাহসে ভরপুর। আস্থার কোনো অভাব ছিলো না তাঁর ভিতর, ভঙ্গি ছিলো মারমুখী : অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের তিনি এমনভাবে মারছিলেন যে তাঁকে মনে হচ্ছিলো বারুদের জ্বলন্ত স্তূপ। ২০৫ মিনিট ৯৪ করেছিলেন তিনি, আর তাতে ছিলো ১৮টি চার, ও খুচরো একরান ছিলো মাত্র ১১টি। কিন্তু এই ঠাণ্ডা ও নীরক্ত সংখ্যা থেকে তাঁর ব্যাটের প্রজ্বলন্ত সাহস ও সৌন্দর্য কিছুই অনুভব করা যাবে না। ঐ বিপর্যয়ের মুখে তাঁর প্রবলসুন্দর তেজ পূর্ণ সম্মান পেতো, যদি তিনি সেঞ্চুরি করতেন। কিন্তু ৯৪-এর মাথায় ছক্কার মার মারতে গেলেন হনুমন্ত, ও'নীল তাঁকে, সীমানায় লাফিয়ে, লুফে নিলেন। তাঁর প্রত্যেকটা মার ছিলো সাবলীল,

দুঃসাহসী, ঝলমলে ও নির্ভীক—আর তাঁর হাতে যে কত ধরনের মার আছে, তা বোঝা যায় তথনই, যখন লক্ষ করা যায় যে সিমসন অনেক চেষ্টা ক'রেও তাঁর চারগুলো ঠেকাতে পারেননি। ৯৪ ক'রে তিনি যখন ফিরে গেলেন, দর্শকরা একযোগে তাঁর এমন অভিনন্দন জানালো যে মনে হ'লো তিনি বুঝি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরি করতে পেরেছেন।

সে-দিন হকের একটি বাম্পার গ্রাউটের চিবুকে লাগায়, গ্রাউট আহত হ'য়ে চ'লে গেলে, তাঁর বদলে উইকেট রেখেছিলেন বার্জ। হনুমন্ত-মঞ্জরেকারের জুটি ভাঙবার জন্য যাবতীয় চেষ্টা করেছিলেন সিমসন—হক, ম্যাকেনজি, ভিভার্স, বুথ, মারটিন এবং তিনি স্বয়ং—কেউ এই জুটি ভাঙতে পারেননি। অবশেষে অসাধ্য সাধন করেছিলো ও'নীলের তথাকথিত অফস্পিন, শেফিল্ড শিল্ডেও যিনি বল করতেন কদাচিৎ। নাদকার্নি নেমেছিলেন ম্যাকেনজির ও হ্যাটট্রিকের মুখে, কিন্তু ম্যাকেনজি কিছুতেই নাদকার্নিকে প্রতারিত করতে করতে পারেননি। দিগন্তে তখন কালো মেঘ ঘনিয়েছে, মাদ্রাজ শহরেরই অন্য প্রান্তে বর্ষণ হচ্ছে। সাত উইকেটে ১৩০ রান—ভারতের এই শোচনীয় অবস্থায় তবে কি পর্জন্য দেবের আবির্ভাব হবে? আলো প'ড়ে এলো, বল দেখা যাচ্ছে না; শেষকালে বৃষ্টি বুঝি বাঁচিয়ে দেয় ভারতকে।

কিন্তু বৃষ্টি যে আসলে সিমসনের হাত-ধরা, সর্বত্রই যে সিমসনকে বাঁচাবার জন্য তার আবির্ভাব হয়, এটা বোধকরি অনেকের মনে ছিলো না। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে সিরিজ অমীমাংসিত রেখেছিলেন সিমসন, কারণ অস্ট্রেলিয়ার নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে একটা খেলা বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছিলো। ইংলণ্ডে যে-তিনটি খেলাতেই অস্ট্রেলিয়া কোনঠাশা ও পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিলো, সেই তিনটিতেই ঘটেছিলো পর্জন্যদেবের অবিরাম আর্বিভাব। কাজেই বৃষ্টি যদি আসে তো সিমসনকে বাঁচাতেই আসবে। তার জয়ের মুখে বৃষ্টি নামবে কেন? শহরে অন্যত্র প্লাবন ব'য়ে যাক, নেহরু স্টেডিয়াম যেন শুকনো থাকে। ফলে হু-হু এলো হাওয়া, মাঠের উপর থেকে মেঘ উড়িয়ে নিয়ে গেলো; দশ মিনিট বন্ধ থেকে আবার খেলা শুরু হ'লো।

ও'নীলের এক ওভারে পর-পর চারটে চার হাঁকালেন নাদকার্নি, সবাই প্রত্যাশায় ন'ড়ে বসলো। নাদকার্নি কি কানপুরের পুনরাবৃত্তি করবেন? কিন্তু হনুমন্ত-নাদকার্নি জুটি বেশিক্ষণ টিকলো না। হনুমন্ত তখন ৮৩, নাদকার্নি ২০, এমন সময় পুনরাগত হকের দ্বিতীয় ওভারের পঞ্চম বলে নাদকার্নি সিম-

সনের হাতে ধরা পড়লেন। তাহ'লে হনুমন্ত সেঞ্চুরি করার আগেই অন্যপ্রান্তে একে-একে উইকেট ধ্বংসে পড়বে? ফলে হনুমন্ত ৯৪-এর মাথায় ছক্কা মেরে সেঞ্চুরি করতে চাইলেন, ও'নীল দৌড়ে গিয়ে, লাফিয়ে, স্কোয়ারলেগ-সীমানা থেকে বলটি লুফে নিলেন। ভারত ন-উইকেটে ১৯১। নামলেন রঞ্জানে, কিন্তু রঞ্জানে ব্যাট করার সুযোগ পাবার আগেই, দু-রান পর, ভারত যখন অস্ট্রেলিয়ার ১৩৯ রান পিছনে, ও' নীল আবার স্কোয়ারলেগে দুরানিকে লুফে নিলেন। চায়ের বিরতির পনেরো মিনিট আগেই ভারত হেরে গেলো।

ভারত হারলো সত্যি, কিন্তু বহুদিন পর ভালো খেলা দেখা গেলো মাদ্রাজে। প্রত্যেকদিন জয়লক্ষীর দোলাচল দেখা গেছে: অস্ট্রেলিয়ারও অনেক বার হারবার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিলো। এমনকি শেষ দিনে লাঞ্চের সময় ভারত যখন পাঁচ উইকেটে ১১৭, তখনও জেতার সম্ভাবনা পুরোপুরি উধাও হয়নি। তখনো ২১০ মিনিটে ২১৬ করলে ভারত জিতে যেতো। কিন্তু পর-পর দু-বলে ১৩০-এ যখন পাতৌদি ও বোরদের অবসান হ'লো, তখনই ক্রিকেটের সমস্ত অনিশ্চয়তা দূর হ'য়ে পরাজয় অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে উঠেছিলো। ব্যক্তিগত কৃতিত্বের নজির ভারতীয়দেরই বেশি। পাতৌদির প্রোজ্জ্বল ও অপরাজিত ১২৮, হনুমন্ত সিং-এর অসামান্য কিন্তু স্বভাবসুন্দর ৯৪, নাদকার্নির এগারোটি উইকেট, দুর্ভাগা দুরানির স্পিন বলের চাতুরি ও ভীষণতা, এর পাশে অস্ট্রেলিয়ার একক কীর্তি ম্যাকেনজির দশটি উইকেট। চন্দ্রশেখরের অভাব অনবরত অনুভব করা গেছে। ফারুক ইনজিনিয়ার দলে থাকলে নিশ্চয়ই ব্যাটিং আরো জোরালো হ'তো। সুরতিও চৌকশ খেলোয়াড়, ফলে নানাদিক থেকে কার্যকরী হতেন, সন্দেহ নেই। মাত্র এক হপ্তা নেট-প্র্যাকটিস ক'রে অকালে টেস্ট খেলতে নামার কথাটাও ভোলা চলবে না। এই টেস্ট তবু স্মরণীয়, ক্রিকেটের মহীয়ান অনিশ্চয়তার জন্য।

এটা যে পরবর্তী ঐতিহাসিক খেলার ভূমিকা মাত্র এটা তখনও আন্দাজ করা যায়নি। উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা ও রোমাঞ্চে ভরপুর দ্বিতীয় টেস্ট বম্বাইয়ের ব্যাব্রোর্ন স্টেডিয়ামকে যেভাবে পাঁচ দিন উদ্বেল ও রুদ্ধশ্বাস ক'রে রেখেছিলো তার সঙ্গে খুব কম টেস্টেরই তুলনা হয়। ক্রিকেটের কর্তাদের ধন্যবাদ তাঁরা এবার বম্বাইতে পরীক্ষামূলক পিচ রচনা করেছিলেন। এর আগে ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামের নির্জীব পিচে যে-দুবার ভারত অস্ট্রেলিয়ার সাক্ষাৎ হয়েছিলো, তাতে জয়-পরাজয়ের কোনো নিষ্পত্তি হয়নি। কিন্তু এবার ঢাকা খুলেই বোঝা

গিয়েছিলো এই সজীব পিচে ব্যাটসম্যানদের স্বস্তি সহজ মিলবে না। আর তা যে ভালো হ'লো, পাঁচদিনের রুদ্ধশ্বাস নাটকীয়তাতেই তা বোঝা গেলো।

দ্বিতীয় টেস্টের জন্য অস্ট্রেলিয়া দলে তিনটি পরিবর্তন হ'লো: আহত গ্রাউটের বদলে নির্বাচিত হলেন ব্যারি জারমান; রেডপাথের ব্যর্থতায় দলে ঢুকলেন বাঁহাতি ব্যাটসম্যান ও অফ-স্পিনার বব কাউপার, নীল হক স'রে গিয়ে অ্যালান কনোলিকে প্রথম টেস্টে খেলবার সুযোগ ক'রে দিলেন।

ভারতীয় দলে পরিবর্তন হ'লো মাত্র দুটি: রঞ্জানের বদলে এলেন সুরতি, কৃপাল সিংএর বদলে ভগবৎ সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর; সব রকম ব্যর্থতার পরেও ইন্দ্রজিৎ সিংজি র'য়ে গেলেন, আর অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিশেবে ফারুক ইনজিনিয়ার ব'সে-ব'সে হাত কামড়াতে লাগলেন। সেই-যে মাদ্রাজে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট শুরু হবার দিন সকালে তাঁর অসুখ করেছিলো, তারপর থেকে এখনও তাঁর টেস্ট খেলবার কোনো সুযোগ মেলেনি।

১০ অক্টোবর সকালে পাতৌদি যখন মাদ্রাজের মতো আবার টসে হেরে গেলেন, তখন সবাই ভেবেছিলো যে বুঝি মাদ্রাজেরই বিষম পুনরাবৃত্তি হয়। কিন্তু ক্রিকেটের বিধাতা অন্যরকম ভেবে রেখেছিলেন।

ভারত: দ্বিতীয় দফা

এম. এল. জয়সীমা		ব. ম্যাকেনজি	০
† ইন্দ্রজিৎ সিংজি		ব. হক	০
দিলীপ সরদেশাই	ক. রেডপাথ	ব. মারটিন	১৪
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. সিমসন	ব. ও'নীল	৪০
কৃপাল সিং		ব. ম্যাকেনজি	১
হনুমন্ত সিং	ক. ও'নীল	ব. ভিভার্স	৯৪
* পাতৌদির নবাব		ব. ম্যাকেনজি	১
চান্দু বোরদে		ব. ম্যাকেনজি	০
বাপু নাদকার্নি	ক. সিমসন	ব. হক	২০
সেলিম দুরানি	ক. ও'নীল	ব. ভিভার্স	১০
বসন্ত রঞ্জানে	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত			১৩
			১৯৩

পতন : ০ (জয়সীমা); ৪ (ইন্দ্রজিৎ সিংজি); ২৩ (সরদেশাই); ২৪ (কৃপাল সিং); ১১৭ (মঞ্জরেকার); ১৩০ (পাতৌদি); ১৩০ (বোরদে); ১৬৮ (নাদকার্নি); ১৯১ (হনুমন্ত সিং); ১৯৩ (দুরানি)।

ম্যাকেনজি	২০	৯	৩৩	৪
হক	১৭	৭	২৬	২
সিমসন	৫	৩	৯	০
মারটিন	১৬	৪	৪৩	১
বুথ	৩	০	১০	০
ভিভার্স	১০	৪	১৮	২
ও'নীল	৯	৩	৪১	১

দ্বিতীয় টেস্ট : বম্বাই ; অক্টোবর ১০, ১১, ১২, ১৪, ও ১৫/১৯৬৪

অস্ট্রেলিয়া ব্যাট করতে নামলো সাড়ে দশটায় ; যখন এগারোটা পঞ্চাশ, অস্ট্রেলিয়া তখন তিন উইকেট ৫৩। পেণ্ডুলামের দোলা : চতুর্থ উইকেট পড়লো ১৪২-এ, পঞ্চম তার চার রান পরেই। আবার পেণ্ডুলামের দোলা : ষষ্ঠ উইকেট পড়লো ২৯৬-এ, খেলা শেষ হবার পাঁচ মিনিট আগে। ৫৩তে যখন তৃতীয় উইকেট পড়েছিলো, কেউ ভাবেনি যে অস্ট্রেলিয়া সেদিন ছ-উইকেটে ৩০১ করবে। পরের দিন সকালবেলায় আবার হুড়মুড় ক'রে ২৮ মিনিটের মধ্যেই ১৯ রানে বাকি উইকেটগুলো প'ড়ে গেলো। অস্ট্রেলিয়ার এত রান হ'তো কিনা সন্দেহ ; বোরদের বলে আশ্চর্যভাবে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বার্জকে লুফেছিলেন চন্দ্রশেখর—আঘাত পেয়েছিলেন তাঁর পোলিয়ো-ধরা হাতে—ফলে সেদিন অর্ধেক সময় চন্দ্রশেখর খেলতে পারেননি ব'লেই ষষ্ঠ উইকেটে ভিভার্স আর জার্মানের পক্ষে নতুন নজির রাখা সম্ভব হয়েছিলো।

যথারীতি সেদিন প্রথম আঘাত হেনেছিলেন দুরানি। এগারোটা সতেরো মিনিট : লরি দুরানির বলে খোঁচা দিলেন, ইন্দ্রজিৎ সিংজি ভুল করলেন না ; অস্ট্রেলিয়া এক উইকেটে ৩৪। বুথ এলেন, চটপট একটি রান ক'রে নিলেন, পরের মুহূর্তেই চন্দ্রশেখরের বল তাঁর থতমত ব্যাটের কানায় লেগে উইকেটে গিয়ে লাগলো। অস্ট্রেলিয়া দু-উইকেটে ৩৬। বার্জ নেমেই প্রথমে একটি রান ক'রে নিলেন, তিনটি চমকপ্রদ সুইপ তাঁকে তিনটি বাউণ্ডারি উপহার

দিলো; কিন্তু অন্য প্রান্তে আবার চন্দ্রশেখরের বল বিস্মিত সিমসনের ব্যাটের কানায় লেগে উইকেটে গিয়ে লাগলো। অস্ট্রেলিয়া তিন উইকেটে ৫৩। কাউপার নামলেন; মন্থরভাবে খেললেন বটে, কিন্তু টিঁকে থেকে ভারতীয় বোলিং-এর ধার নষ্ট ক'রে দেবার চেষ্টা করলেন। লাঞ্চের সময় অস্ট্রেলিয়া তিন উইকেটে ১০১।

লাঞ্চের পরে অস্ট্রেলিয়ার রান যখন ১৪২, নাদকার্নিকে সুইপ করতে গিয়ে তাঁর টপস্পিনারটিতে পুরোপুরি হার মানলেন কাউপার, লেগ-বিফোর হ'য়ে চ'লে গেলেন। চার রান পরেই বার্জ বোরদের বল প্রচণ্ড বেগে স্কোয়ারলেগে ঘুরিয়েই দেখলেন প্রস্তুত চন্দ্রশেখর মাটিতে ঝাঁপ খেয়ে তাঁকে লুফে নিলেন। বার্জ উইকেটে ছিলেন ১১৫ মিনিট; তার পর মধ্যেই দশটি চারের সাহায্যে উপার্জন করেছিলেন ৮০। তাঁর ঐ মারমুখী ভূমিকাই অস্ট্রেলিয়ার প্রাথমিক বিপর্যয় রোধ করেছিলো। বার্জ অবশ্য আরেকটা উপকারও করেছিলেন। তাঁকে লুফতে গিয়েই চন্দ্রশেখর চোট পেয়ে মাঠ ছেড়ে চ'লে গেলেন: ফলে ভিভার্স ও জারমানের পক্ষে ঝড়ের বেগে রান তোলা সম্ভব হ'লো। জারমান ১৬০ মিনিট উইকেটে ছিলেন—আউট হয়েছিলেন খেলা ভাঙার পাঁচ মিনিট আগে। তাঁর ৭৮ রানের মধ্যে ছিলো দশটি চার, আর একবার নাদকার্নিকে সাইট স্ক্রিনের উপর দিয়ে ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন। দিনের শেষে ভিভার্স রইলেন অপরাজিত ৬৫।

দিনের শেষে সুরতির একটি অতর্কিতে লাফিয়ে-ওঠা বলে ইন্দ্রজিৎ সিংজির ডান ভুরুর কাছে কেটে গিয়েছিলো: বাকি সময়টুকু তাঁর অবর্তমানে উইকেট রেখেছিলেন মঞ্জরেকার।

সিমসন, লরি, বুথ অল্প রানে প'ড়ে গিয়েছিলেন, ও'নীল অসুস্থ ব'লে ব্যাট করতে পারেননি; আর এই অবস্থাতেই বার্জ ভিভার্স ও জারমানের বেপরোয়া ব্যাটিং অস্ট্রেলিয়াকে শোচনীয়তা থেকে বাঁচিয়ে দিলে। ষষ্ঠ উইকেটে ভিভার্স ও জারমানের ১৫১ ভারতের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার নতুন নজির হ'লো। পরদিন সকালে কিন্তু মাত্র ২৮ মিনিটে, প্রধানত চন্দ্রশেখরের চেষ্টায়, মাত্র ১৯ রানে অস্ট্রেলিয়ার বাকি উইকেটগুলো প'ড়ে গেলো।

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম দফা

বিল লরি	ক. ইন্দ্রজিৎ সিংজি	ব. দুরানি	১৬
* ববি সিমসন		ব. চন্দ্রশেখর	২১
ব্রায়ান বুথ		ব. চন্দ্রশেখর	১
পিটার বার্জ	ক. চন্দ্রশেখর	ব. বোরদে	৮০
বব কাউপার	লেগ-বিফোর	ব. নাদকার্নি	২০
টম ভিভার্স	ক. বোরদে	ব. চন্দ্রশেখর	৬৭
† ব্যারি জারমান	ক. দুরানি	ব. সুরতি	৭৮
জনি মারটিন	ক. নাদকার্নি	ব. চন্দ্রশেখর	০
গ্র্যাহাম ম্যাকেনজি		ব. নাদকার্নি	১৭
অ্যালান কনোলি	অপরাজিত		০
নর্ম্যান ও নীল	অসুস্থ : অনুপস্থিত		
অতিরিক্ত			৩১
			৩২০

পতন : ৩৫ (লরি) ; ৩৬ (বুথ) ; ৫৩ (সিমসন) ; ১৪২ (কাউপার) ; ১৪৬ (বার্জ) ২৯৭ (জারমান) ; ৩০৩ (মারটিন) ; ৩০৪ (ভিভার্স) ; ৩২০ (ম্যাকেনজি)।

সুরতি	১৮	১	৭০	১
জয়সীমা	৮	১	২০	০
দুরানি	২০	৫	৭৮	১
চন্দ্রশেখর	২৬	১০	৫০	৪
নাদকার্নি	২৫	৬	৬৫	২
বোরদে	৭	০	২৩	১

কিন্তু ভারতীয় গোড়াপত্তন আবার মোটেই জুতসই হ'লো না। গোড়াতেই দুটো উইকেট প'ড়ে গেলো। মাত্র ৩রান ক'রে সরদেশাই কনোলির বলে প্রথম স্লিপে সিমসনের হাতে ধরা পড়লেন, এবং তার পরেই দুরানি মাত্র ১২ ক'রে সিমসনের বলে জারমানের হস্তগত হলেন : ভারত দু-উইকেটে ৩০। এর পরে নামলেন মঞ্জরেকার, এবং নেমেই দ্রুত রান তোলবার চেষ্টা করলেন। জয়সীমা ও তাঁর উপর তখন প্রচণ্ড দায়িত্ব। মঞ্জরেকার ১৯ করতেই টেস্টে তাঁর রান তিন হাজার হ'লো। মঞ্জরেকার ছাড়া আর একজন মাত্র ভারতীয় ক্রিকেটার টেস্টে

তিন হাজার পেরিয়েছেন, তিনি পলি উমরিগড় : ৫৯ টেস্টে ৯৪ ইনিংসে বারোটি সেঞ্চুরি সমেত তাঁর সংগ্রহ ৩৬৩১।

তার পরেই খেলার গতি শ্লথ ও মন্থর হ'য়ে এলো। জয়সীমা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ঝড়ের বেগে রান করেছিলেন, কিন্তু এবার তাঁর গজেন্দ্রগমন আবার মনে পড়িয়ে দিলো ১৯৫৯-৬০ সালে কলকাতায় সেই-যে তিনি 'জীবনের ইনিংস' খেলেছিলেন। সিমসন জুটি ভাঙবার জন্ম কত রকম চেষ্টা করলেন, কিন্তু লাঞ্চের বিরতির সময় ভারত দু-উইকেটে ৫৯।

যাবতীয় বোলার হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন, প্রান্ত বদল ক'রেও সুবিধে হচ্ছে না, এমন সময় হঠাৎ জয়সীমা ধৈর্য হারিয়ে ভিভার্সের লোপ্পা বলটি আড়াআড়ি ব্যাটে খেলতে গিয়ে সরাসরি বোল্ড হলেন। ভারতের রান তখন ১৪২, জয়সীমার নিজের সংগ্রহ ৬৬, বেলা তখন তিনটে পঞ্চাশ। তাঁর পঞ্চাশ এসেছে তিন ঘণ্টায়। লাঞ্চের পর চায়ের আগে তিনি এবং মঞ্জরেকার এমন মন্থর ক্রিকেটের আয়োজন করেছিলেন যে এমনকি ভারতের গোঁড়া সমর্থকেরা পর্যন্ত উত্ত্যক্ত ও বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিলো। সাধারণত দেখা যায় কোনো দীর্ঘস্থায়ী জুটি ভেঙে গেলে অন্যজনও সহজে আউট হ'য়ে যান। এক্ষেত্রেও তা-ই হ'লো ; ন-মিনিট পরেই মঞ্জরেকার ভিভার্সের বলে কাউপারের হাতে লেগ-ট্র্যাপে ধরা পড়লেন : ভারত চার উইকেটে ১৪৯। মঞ্জরেকারের পঞ্চাশ হ'য়ে ছিলো ১৩৮ মিনিটে। জয়সীমা ও মঞ্জরেকার ১৬১ মিনিটে ১১২ রান যোগ করেছিলেন সত্যি-যে মঞ্জরেকার যখন নেমেছিলেন, তখন ভারতের অবস্থা ভালো ছিলো না। কিন্তু তবু লাঞ্চের পর চায়ের মধ্যে দু-ঘণ্টায় মাত্র ৭৬ রান করবার কোনো মানে হয় না : কোনো অহেতুক ঝুঁকি না-নিয়েও এর চেয়ে দ্রুত রান তোলা যেতো।

ফলে পাতৌদির নবাব যখন নামলেন, তখন ভারতের অবস্থা খুব-একটা ভালো নয়—অতক্ষণ ব্যাট ক'রেও কিনা ভারতের সংগ্রহ চার উইকেটে মাত্র ১৪৯। পাতৌদির দুর্ভাগ্য যে এই সিরিজে কোনো ইনিংসেই তিনি মনের মতো অবস্থায় ব্যাট করতে আসতে পারেননি—যখনই তিনি নেমেছেন, ভারতের দশা কোনঠাশা। কিন্তু প্রায় সবক্ষেত্রেই যথার্থ অধিনায়কের মতো সমস্ত দায়িত্ব তিনি কাঁধে ক'রে নিয়েছেন। দ্রুত রান তোলায় ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও খেলেছেন দায়িত্ববান—কিন্তু তারই মধ্যে অবস্থা একটু বদলাতেই দেখা গেছে তাঁর ব্যাটের জৌলুশ ও স্পর্ধা। লাবণ্যে ভরপুর তাঁর

প্রত্যেকটি মার, স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীল, দুঃসাহসী ও রগরগে: বিশেষত ফিল্ডসম্যানদের মাথার উপর দিয়ে এমনভাবে বারে-বারে তুলে মেরেছেন, যে সিমসনের পক্ষে ফিল্ড সাজানো কঠিন হ'য়ে উঠেছে, অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ডিং ছত্রভঙ্গ ক'রে দেয়ায় তাঁর জুড়ি ছিলো না। সেদিনকার বাকি সময়টুকু অপরাহ্ণের নিচু আলোয় আস্তে-আস্তে খেললেন হনুমন্ত সিং ও পাতৌদি। দিনের শেষে হনুমন্ত ১১ ও পাতৌদি ১৭ ক'রে অপরাজিত—ভারতের রান চার উইকেটে ১৭৮।

তৃতীয় দিনের খেলা শুরু হ'লো মেঘলা ও ঘোলাটে আকাশের নিচে; কিন্তু ঐ মেঘলা সকাল আলো হ'য়ে গেলো যখন পাতৌদির ঝলমলে ব্যাটিং সবাইকে রোমাঞ্চিত ও উদ্দীপিত ক'রে তুললো। এমন নয় যে তিনি অসাবধান ও দায়িত্বহীন ব্যাটিং-এর অবতারণা করেছিলেন। ঝড়ের মতো ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে যেভাবে তিনি তুলে-তুলে মেরে রান করেছেন, তা বম্বাইয়ের দর্শক চিরকাল মনে রাখবে। রান নেবার জন্য দৌড়বার ভঙ্গিও ছিলো চমৎকার—একবার স্বরতির সঙ্গে এমনকি দৌড়ে চার রান করেছিলেন। শুধুমাত্র অধিনায়কের দৃঢ়তা ও মনোবল ব'লে একে চিহ্নিত করলে ভুল করা হবে: তাঁর খেলা ছিলো তার চেয়ে বেশি: ক্রিকেট তার সর্বোচ্চ সংগ্রামী স্তরে যে-আনন্দ দিতে পারে, যেন সেই আনন্দের উৎস তিনি অবারিত ক'রে দিয়েছিলেন। লাঞ্চ পর্যন্ত খেলার কেন্দ্র ও নায়ক তিনিই—১৭ থেকে ততক্ষণে তাঁর রান পৌঁছেছে ৭৮এ। লাঞ্চের পরেও আধঘণ্টা এই ভঙ্গিতে ব্যাট করেছেন পাতৌদি। শেষকালে যখন তাঁর রান ৮৬, আর তাঁর পরের সেঞ্চুরির প্রত্যাশায় সবাই উদ্‌গ্রীব, এবং দলের রান ২৯৩, তখন ফিল্ডারের মাথার উপর দিয়ে তুলে মারতে গিয়ে ম্যাকেনজির হাতে চমকপ্রদভাবে ধরা পড়েন তিনি। ম্যাকেনজি অনেকটা দৌড়ে এসে মিড-উইকেট সীমানার কাছে তাঁকে লুফে নেন—সফল বোলারটি ভিভার্স। ২২২ মিনিট উইকেটে ছিলেন পাতৌদি, এগারোটা উপভোগ্য বাউণ্ডারির সাহায্যে তাঁর জীবনের এই স্মরণীয় ৮৬ রান তিনি সংগ্রহ করেছিলেন।

অথচ সকালবেলায় সূচনা কিন্তু মোটেই ভালো হয়নি। খেলা শুরু হবার ছ-মিনিটের মধ্যেই হনুমন্ত সিং ভিভার্সের ফুলটস বলটি পুল করতে গিয়ে জয়সীমার মতো বোল্ড হ'য়ে যান—আর তার আট মিনিট পরেই বোরদে ধরা পড়েন মারটিনের বলে সিমসনের হাতে।

দুরতি উইকেটে ছিলেন ৮৫ মিনিট, ২১ রান করেছিলেন, পাতৌদির সঙ্গে যোগ করেছিলেন ৬৭ রান। অতঃপর নেমেছিলেন নাদকার্নি। পাতৌদি যখন আউট হলেন ভারতের রান তখন ২৯৩। নাদকার্নি যখন আউট হলেন, রান তখন ৩৩১। ভারত অস্ট্রেলিয়ার প্রথম দফার রান পেরিয়ে গেছে। নাদকার্নির নিজের রান ছিলো ৩৪। ইন্দ্রজিৎ সিংজি যখন ২৩ রান ক'রে কনোলির বলে রেডপাথের হাতে ধরা পড়লেন, তখন ভারত অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে মাত্র ২১ রানে এগিয়ে আছে।

মাদ্রাজে ৬৫ রান এগিয়ে থেকেও শেষ ইনিংস খেলতে নেমে ভারত হার মেনেছিলো। বম্বাইতেও ভারতকে খেলতে হবে শেষ ইনিংস। অতএব তখনও পর্যন্ত আশান্বিত হবার কিছু ছিলো না। সবকিছুই এখন নির্ভর করছে ভারতীয় বোলারদের উপর। অস্ট্রেলিয়াকে যদি এবার অল্প রানে নামিয়ে দেয়া যায়, তবেই চতুর্থ ইনিংসে ভাঙন-ধরা উইকেটে প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করা সম্ভব।

ভারতীয় বোলাররা—মানতেই হয়—নিরাশ করলেন না।

ভারত : প্রথম দফা

দিলীপ সরদেশাই	ক. সিমসন	ব. কনোলি	৩
এম. এল. জয়সীমা		ব. ভিভার্স	৬৬
সেলিম দুরানি	ক. জারমান	ব. সিমসন	১২
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. কাউপার	ব. ভিভার্স	৫৯
হনুমন্ত সিং		ব. ভিভার্স	১৪
* পাতৌদির নবাব	ক. ম্যাকেনজি	ব. ভিভার্স	৮৬
চান্দু বোরদে	ক. সিমসন	ব. মারটিন	৪
রুসি সুরতি	ক. জারমান	ব. কনোলি	২১
বাপু নাদকার্নি	ক. জারমান	ব. মারটিন	৩৪
† ইন্দ্রজিৎ সিংজি	ক. বদলি (রেডপাথ)	ব. কনোলি	২৩
বি. এস. চন্দ্রশেখর	অপরাজিত		১
অতিরিক্ত			১৮
			৩৪১

পতন : ৭ (সরদেশাই) ; ৩০ (দুরানি) ; ১৪২ (জয়সীমা) ; ১৪৯ (মঞ্জরেকার) ; ১৮১ (হনুমন্ত সিং) ; ১৮৮ (বোরদে) ; ২৫৫ (সুরতি) ; ২৯৩ (পাতৌদি) ; ৩৩১ (নাদকার্নি) ; ৩৪১ (ইন্দ্রজিৎ সিংজি) ।

ম্যাকেনজি	২২	২	৪৯	০
কনোলি	২২·৩	৫	৬৬	৩
মারটিন	৩৪	১১	৭২	২
সিমসন	১৩	১	৪০	১
ভিভার্স	৪৮	২০	৬৮	৪
কাউপার	১৩	৩	২৮	০

আলাদা ক'রে চায়ের বিরতি হ'লো না : তার বদলে অস্ট্রেলিয়া ব্যাট করতে নামলো তিনটে বেজে পাঁচ মিনিটে : পুরো দু-ঘণ্টা খেলতে হ'লো। আর শুরু থেকেই তাদের খেলার ভঙ্গি থেকে তাদের মনোভাব বোঝা গেলো : যত তাড়াতাড়ি বেশি রান তোলা যায়, শেষ ইনিংসে ভারতকে আউট করার জন্য তত বেশি সময় হাতে থাকবে। পনেরো মিনিট পর, দলের রান যখন ১৭ ও লরির সংগ্রহ ১০, তখন তাঁর ব্যাটের কানায় লেগে বল লাফিয়ে উঠলো— নাদকার্নি লুফতে গেলেন, কিন্তু তাঁর হাত থেকে বলটা প'ড়ে গেলো। শেষ চেষ্টা করলেন দুরানি, মাটি থেকে বলটা যখন ইঞ্চিখানেক উপরে, ঝাঁপ খেয়ে প'ড়ে তিনি লুফতে গেলেন—তিনিও ব্যর্থ হলেন। লরি অতঃপর মহোৎসাহে ব্যাট চালালেন, আউট হবার আর-কোনো লক্ষণই দেখালেন না।

রান যখন ৫৯, সুরতির বলে ড্রাইভ করতে গিয়ে কভারে হনুমন্ত সিংএর হাতে ধরা পড়লেন সিমসন—তাঁর নিজের রান মাত্র ২০। কাউপার নামলেন : তাঁর প্রথম তিনটি মারই বাউণ্ডারি। দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়ার রান এক উইকেট ১১২, লরি ৬৩, আর কাউপার ১১ ক'রে অপরাজিত।

বিশ্রামের পরদিন খেলা শুরু হ'লো নাটকীয়ভাবে। বারো মিনিটের মধ্যেই চন্দ্রশেখর দুটি মারাত্মক আঘাত হানলেন। লরি, তাঁর বলে, লেগ-বিফোর, আর সেই ওভারেই, দু-মিনিট পরে, বার্জ কোনো রান না-ক'রেই সরাসরি বোল্ড। অস্ট্রেলিয়া তিন উইকেটে ১২১। বুথ নামলেন এই বিপর্যয়ের সম্ভাবনার মধ্যে। আর তাঁর আশ্চর্য ব্যাটিংএর কাছে ভারতের স্পিনবলের চাতুরী নির্বিষ ও ভোঁতা হ'য়ে গেলো। ছিপছিপে পাৎলা মানুষ বুথ,

স্কুলের মাস্টারমশাই, সৌম্য ও হাসিখুশি। নাচের ছন্দে তিনি ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে খেলতে লাগলেন, রান তুললেন ঝড়ের বেগে। কাউপার-বুথ জুটি যখন ১২৫ রান যোগ করেছে, তখন আবার খেলার মোড় ঘুরে গেলো। নাদকার্নির বলে কাউপার ইন্দ্রজিৎ সিংজির হস্তগত : তাঁর সংগ্রহ ঝলমলে ৮১, অস্ট্রেলিয়া চার উইকেটে ২৪৬। এক রান পরেই চন্দ্রশেখরের বলে ভিভার্স লেগ-বিফোর : তাঁর রান শূন্য। সেই ওভারেই কোনো রান না-ক'রেই জারমান সরাসরি বোল্ড। দশ রান পরে বুথ শেষবার ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন, নাদকার্নির বলে বলের রেখা হারিয়ে ফেললেন—স্টাম্পড। তারপরেই নাদকার্নির বলে পর-পর দুটি দর্শনীয় ক্যাচ লুফলেন সুরতি—ম্যাকেনজি ও মারটিন অপসৃত। এবং ২৭৪ রানে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের অবসান।

অস্ট্রেলিয়া : দ্বিতীয় দফা

* ববি সিমসন	ক. হনুমন্ত সিং	ব. সুরতি	২০
বিল লরি	লেগ-বিফোর	ব. চন্দ্রশেখর	৬৮
বব কাউপার	ক. ইন্দ্রজিৎ সিংজি	ব. নাদকার্নি	৮১
পিটার বার্জ		ব. চন্দ্রশেখর	০
ব্রায়ান বুথ	স্টা. ইন্দ্রজিৎ সিংজি	ব. নাদকার্নি	৭৪
টম ভিভার্স	লেগ-বিফোর	ব. চন্দ্রশেখর	০
† ব্যারি জারমান		ব. চন্দ্রশেখর	০
জনি মারটিন	ক. সুরতি	ব. নাদকার্নি	১৬
গ্র্যাহাম ম্যাকেনজি	ক. সুরতি	ব. নাদকার্নি	৪
অ্যালান কনোলি	অপরাজিত		০
নর্ম্যান ও'নীল	অসুস্থ ; অনুপস্থিত		—
অতিরিক্ত			১১
			২৭৪

পতন : ৫৯ (সিমসন); ১২১ (লরি); ১২১ (বার্জ); ২৪৬ (কাউপার); ২৪৭ (ভিভার্স); ২৪৭ (জারমান); ২৫৭ (বুথ); ২৬৫ (ম্যাকেনজি); ২৭৪ (মারটিন)।

সুরতি	২১	৫	৭৭	১
জয়সীমা	১১	৪	১৮	০

চন্দ্রশেখর	৩০	১১	৭৩	৪
দুরানি	১৫	৩	৪৮	০
নাদকার্নি	২০·৪	১০	৩৩	৪
বোরদে	২	০	১৪	০

সময় আছে ৪৫০ মিনিট, জয়ের জন্য চাই ২৫৪। ম্যাকেনজির প্রথম ওভারে বাই রান হ'লো চার। কিন্তু কনোলির প্রথম ওভারের তৃতীয় বলে জয়সীমা কোনো রান না-ক'রেই জারমানের হাতে ধরা পড়লেন! দুরানি নেমে সাবধানে খেললেন কনোলিকে। চায়ের সময় ভারতের রান এক উইকেটে ১৮।

চায়ের পর দুরানি তাড়াতাড়ি রান করবার চেষ্টায় তৎপর হলেন, কিন্তু সিমসনের বলে গ্লান্স করতে গিয়ে শর্ট-ফাইন-লেগে যখন কাউপারের হাতে ধরা পড়লেন, তখন ভারতের রান ৭০, আর দুরানির নিজস্ব ৩১।

দুরানির পর নাদকার্নিকে নামতে দেখেই বোঝা গেলো, পাতৌদি ব্যাটিং-অর্ডার অদ্যোপান্ত বদলেই শুধু দেননি, তিনি চান না যে আজ আর কোনো উইকেট পড়ুক। কিন্তু ছ-মিনিট পরেই, মাত্র ১ রান পর, নিজে কোনো রান না-ক'রেই, নাদকার্নি ভিভার্সের বলে সিমসনের হাতে ধরা পড়লেন। তারপরে নামলেন আরো-একজন ন্যাটা ব্যাটসম্যান—সুরতি। সুরতির যখন ১, সরদেশাইয়ের ৩৬, ভারতের তিন উইকেটে ৭৪—এই অবস্থায় চতুর্থ দিনের খেলা শেষ হ'লো।

সারা দিন খেলে মাত্র ১৮০ করলে জয়, হাতে আছে সাত উইকেট—এই অবস্থায় শেষ দিনের খেলা শুরু হ'লো। আর সমস্ত দিন স্পন্দিত হ'লো আশা-নিরাশার টানাপোড়েনে। অথচ ভারতের জয় সম্বন্ধে সংশয় থাকা উচিত ছিলো না। একেবারে দশ নম্বর পর্যন্ত ব্যাটসম্যান—অন্তত কাগজে-কলমে তাই। কিন্তু এই অবস্থাতেই মাদ্রাজে ভারতকে পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে। ফলে সকালবেলায় ৭৫ মিনিটের মধ্যে ভারত যখন পর-পর সুরতি, সরদেশাই ও হনুমন্ত সিংকে হারালো, তখন ভারতের রান ছ-উইকেটে মাত্র ১১৩ এবং ভারত শেষ অব্দি জেতে কিনা সন্দেহ। বাকি চার উইকেটে ১৩২ করলে জিত—এবং বাকি সময় তাই রুদ্ধশ্বাসে নাটকীয়তায় কাটলো, বিশেষত তখন যেহেতু অস্ট্রেলিয়া জয়ের সম্ভাবনায় উদ্দীপ্তভাবে খেলছে।

এই অবস্থার সপ্তম উইকেটে পাতৌদি ও মঞ্জরেকার জুটি হলেন। তখন

ব্যাট করতে বাকি বোরদে, ইন্দ্রজিৎ সিংজি ও চন্দ্রশেখর। বোরদে সম্প্রতি ব্যাট-বলে কিছুতেই সুবিধে করতে পারছেন না। ইন্দ্রজিৎ সিংজি আর চন্দ্রশেখরের উপর নির্ভর করবে কোন অবাস্তব আশাবাদী! ফলে এই জুটিই শেষ ভরশা। অস্ট্রেলিয়া ফিল্ড করছে আগুনের মতো তেজিয়ান। যে-সব মারে নির্ঘাৎ বাউণ্ডারি, তাতে কখনো হয়তো এক রানও জোটে না। বল ঘুরছে লাট্টুর মতো—লেগট্র্যাপে ওঁৎ পেতে আছে ফিল্ডসম্যান। এই অবস্থায় জগতের বাঘা-বাঘা ব্যাটসম্যানও কাবু হ'য়ে পড়তে বাধ্য।

পাতৌদি ও মঞ্জরেকার আস্তে, সাবধানে, লক্ষ্যের দিকে এগোতে লাগলেন। সকালবেলায় ম্যাকেনজি বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়েছিলেন—হনুমন্ত ও সরদেশাই তাঁর বলেই আউট হয়েছেন। আর সুরতি ঘায়েল হয়েছেন ভিভার্সের বিষঢালা অফস্পিনে। কিন্তু পাতৌদি ও মঞ্জরেকার ম্যাকেনজির বলে নির্বিকার, ফলে ম্যাকেনজি স'রে গেলেন। ভিভার্স, কাউপার, বুথ—পর-পর তাঁদের অফ-স্পিনে আক্রমণ রচনা করলেন। লাঞ্চের সময় পাতৌদি ১৬ ও মঞ্জরেকার ৯ রানে অপরাজিত, ভারত ছ-উইকেটে ১৪৬; জয়ের জন্য চাই আরো ১০৮।

ম্যাকেনজি আবার লাঞ্চের বিরতির পর ফেটে পড়লেন, মারটিন অন্য প্রান্তে নিক্ষেপ করছেন তাঁর ধূর্ত চায়নাম্যান। পাতৌদি একবার রান-আউট হ'তে-হ'তে বেঁচে গেলেন। এক ঘণ্টায় রান উঠলো ৩২। সিমসন, কাউপার, বুথ—সবাই পর-পর চেষ্টা করলেন, কিন্তু চায়ের বিরতির ২০ মিনিট আগে ২০০ হ'লো—পাতৌদি তখন ৪৫, মঞ্জরেকার ৩১।

তক্ষুনি নতুন বল নিলেন সিমসন। ম্যাকেনজি আর কনোলির বল তাঁদের উপর কোন দাগই কাটলো না। চায়ের সময় ভারত ছ-উইকেটে ২১৫, পাতৌদি ৫১ ও মঞ্জরেকার ৩৯। হাতে এখনো চার উইকেট, জয়ের জন্য চাই মাত্রই ৩৯।

সম্ভবত চায়ের বিরতিতে মঞ্জরেকারের একাগ্রতা ভেঙে গিয়ে থাকবে, কারণ কনোলির প্রথম ওভারের দ্বিতীয় বলেই মঞ্জরেকার ড্রাইভ করতে গিয়ে বলের লাইনে ঠিকমতো পা নিতে পারলেন না—ব্যাটের কানায় লেগে জারমানের হাতে বল চ'লে গেলো। হতাশায় যখন ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়াম স্তব্ধ ও মলিন, বোরদে নামলেন। তিনি বোধহয় তাঁর পুরোনো খেলার ভঙ্গি ফিরে পাবার জন্য এই সংকটের মুহূর্তেরই অপেক্ষা করছিলেন। কনোলির

শেষ বল অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে ঘুরিয়ে ৩ করলেন বোরদে। পাতৌদি পরের ওভারে করলেন আরো ২। জয়ের জন্য চাই আর মাত্র ৩৪, ব্যাট করতে বাকি কেবল ইন্দ্রজিৎ সিংজি ও চন্দ্রশেখর। এমন সময় শেষ স্তম্ভ ভেঙে পড়লো। কনোলির বলে চমৎকার একটি স্কোয়ারকাট করলেন পাতৌদি, বাউণ্ডারি অবশ্যম্ভাবী—কিন্তু ক্রিকেটে অবশ্যম্ভাবী ব'লে কিছু নেই—বলটি মাটি থেকে ইঞ্চিখানেক উপর দিয়ে বিদ্যুৎবেগে ধাবমান : গালিতে বার্জ ঝাঁপিয়ে পড়লেন : খেলার সবচেয়ে দর্শনীয় ক্যাচে পতৌদির অবসান হ'লো। পাতৌদি তাঁর ৫৩ রানের জন্য ২০২ মিনিট ব্যাট করেছিলেন—বাউণ্ডারির সংখ্যা মাত্র ৪, আর তাঁতেই বোঝা যাবে কি-রকম সাবধানি ছিলো তাঁর খেলা। বোরদের রান তখন মাত্র ৭—জয়ের জন্য চাই আরো ৩০ রান, অস্ট্রেলিয়ার চাই আরো দুটি উইকেট। কিন্তু বোরদে যেন কোনো মন্ত্রঃপূত আস্থার সন্ধান পেয়েছেন কোথাও, আর ইন্দ্রজিৎ সিংজি অন্তত এই একবার সতর্কতার প্রতিমূর্তি।

জলপানের বিরতির সময় জয়ের জন্য চাই ১০ রান। বিরতির পরে ভিভার্সের প্রথম বলেই পাওয়া গেলো বাই-রান চার, ভিভার্সের দ্বিতীয় বলটি বোরদের প্রচণ্ড কভার ড্রাইভে সীমানা পেরিয়ে গেলো, চতুর্থ বলটা বোরদে সজোরে অনড্রাইভ করলেন—ঝড়ের মতো বলটি মিডঅন বাউণ্ডারিতে পৌঁছে গিয়েছে। দু-উইকেটে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে মাদ্রাজের পরাজয়ের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছে ভারত। বোরদে, শেষ মুহূর্তের নায়ক, করেছেন অপরাজিত ৩০।

আগের তিনটি ইনিংসে বোরদের খেলা দেখে এটা কেউ ভাবেনি যে তিনি তাঁর উৎকর্ষের চরম নজির এইভাবে রাখবেন! কানপুরের কৃতিত্বের চেয়েও বম্বাইয়ের এই সহর্ষ কলরোল অনেক বেশি প্রেরণাময়। কারণ কানপুরে সেবার অস্ট্রেলিয়া ভাঙনধরা উইকেটে শেষ ইনিংসে ব্যাট করেছিলো আর অফস্পিনে চিরকালই তাদের জুজুর ভয়। কিন্তু এখানে শেষ ইনিংসে ব্যাট করেছে ভারত—জয় অর্জন ক'রে নিয়েছে। ক্রিকেটের যাবতীয় নাটক, রোমাঞ্চ ও অস্থিরতা এ-টেস্টের পাঁচ দিনকেই উদ্বেল ক'রে রেখেছে। অস্ট্রেলিয়া আগাগোড়া এমনভাবে আক্রমণ করেছে যে নিমেষের জন্যও তাদের জয়ের সম্ভাবনা লুপ্ত হয়নি। সেদিন তাদের ফিল্ডিং ছিলো প্রেরণাময় উজ্জীবন্ত ও বলীয়ান। ও-রকম ফিল্ডিং না-হ'লে কত আগে খেলা শেষ হ'য়ে যেতো। কিন্তু কখনো তারা হাল ছাড়েনি, মনোবল হারায়নি, আক্রমণ শিথিল করেনি। ভারতের কৃতিত্ব

এই জন্যই আরো বেশি। অস্ট্রেলিয়ার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও যে ভারত জয়ের গর্ব ছিনিয়ে নিয়ে এসে মাদ্রাজের অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের যোগ্য উত্তর দিলে এটাই ভারতীয় দলের সুকীর্তি। অতএব, দেখা যাক, এবার কলকাতার রনজি স্টেডিয়ামে এই রোমাঞ্চকর সিরিজের ফল কী দাঁড়ায়।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

দিলীপ সরদেশাই	লেগ-বিফোর	ব. ম্যাকেনজি	৫৬
এম. এল. জয়সীমা	ক. জারমান	ব. কনোলি	০
সেলিম দুরানি	ক. কাউপার	ব. সিমসন	৩১
বাপু নাদকার্নি	ক. সিমসন	ব. ভিভার্স	০
রুসি সুরতি	ক. বুথ	ব. ভিভার্স	১০
হনুমন্ত সিং		ব. ম্যাকেনজি	১১
* পাতৌদির নবাব	ক. বার্জ	ব. কনোলি	৫৩
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. সিমসন	ব. কনোলি	৩৯
চান্দু বোরদে	অপরাজিত		৩০
† ইন্দ্রজিৎ সিংজি	অপরাজিত		৩
অতিরিক্ত			২৩
		আট উইকেটে	২৫৬

পতন : ৪ (জয়সীমা); ১০ (দুরানি); ১১ (নাদকার্নি); ৯৯ (সুরতি); ১১৩ (সরদেশাই); ১২২ (হনুমন্ত সিং); ২১৫ (মঞ্জরেকার); ২২৪ (পাতৌদি)।

ম্যাকেনজি	২১	৬	৪৩	২
কনোলি	১৮	৮	২৪	৩
সিমসন	২৪	১২	৩৪	১
মারটিন	১৪	২	৩৫	০
ভিভার্স	৪৩·৪	১২	৮২	২
কাউপার	৪	০	১৪	০
বুথ	৪	৩	২	০

তৃতীয় টেস্ট : কলকাতা ; অক্টোবর ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২২/১৯৬৪

কোনো টেস্ট দলের কোনঠাশা অবস্থার নজির হিশেবে যদি এই খতিয়ানটা তুলে দেয়া যায়—একঘণ্টা, ৭ রান, চার উইকেট—তাহ'লে, প্রমাণ হয়, ক্রিকেট জগতে তাদের শ্রেষ্ঠতার অবসান ঘটলো। এই এক ঘণ্টা আমরা দেখেছিলুম তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনে, কলকাতায়।

তৃতীয় টেস্টে পাতৌদি সিরিজে প্রথম বার টসে জিতে সিমসনকেই প্রথম ব্যাট করতে আহ্বান করেছিলেন। কানপুরের শেষ টেস্টে টসে জিতেও মাইক স্মিথকে প্রথম ব্যাট করতে দিয়ে অনেক বিরূপ সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিলো পাতৌদিকে। কলকাতাতেও, বিশেষত যখন সিমসন আর লরি লাঞ্চ পর্যন্ত ব্যাট ক'রে ৮১ রান করেছিলেন, তখন পাতৌদির সমালোচকদের কাঠনিনাদ গগন ফাটিয়েছিলো। দিনের প্রথম ওভারেই সুরতির বলে জয়সীমা ও নাদকার্নি যে লরিকে লুফে নিতে পারেননি, এটা অবশ্য কেউ ধর্তব্যেই আনেননি। অস্ট্রেলিয়ার রান তখন ছিলো শূন্য। উপরন্তু দুরানি ময়দান প্রান্ত থেকে বল ক'রে যখন সুবিধে করতে পারেননি, বরং তাঁর পর-পর তিন বলে যখন লরি বেধড়ক পিটিয়ে তিনটি বাউণ্ডারি হাঁকিয়েছিলেন, তখন দুরানিও সমালোচকদের কাছে রেহাই পাননি। অথচ দুরানি মাদ্রাজে ও বম্বাইতে আগাগোড়া আশ্চর্য বল করেছিলেন, প্রতিটি বলেই উইকেট আক্রমণ করে-ছিলেন, আর প্রতিটি বল ছিলো মাথা-খাটিয়ে-করা—উইকেট তেমন পাননি—এ-দেখে যাঁরা দুরানির প্রতিকূল, তাঁদের সম্বন্ধে নীরব থাকাই ভালো। এখানেও তাঁর বলে সিমসন বার-বার পরাস্ত হলেন, কিন্তু যেন দৈবের দয়ার তাঁর উইকেটে আঁচড়টি লাগলো না। লাঞ্চের আগে শেষ ওভারে দুরানি প্রান্ত বদল করলেন, হাইকোর্টের দিক থেকে বল করতে এসে মেডেন পেলেন, মাপা লেংথে বল পড়লো।

তিনটি টেস্টেই এমন-কোনোদিন যায়নি, যখন উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ চরমে পৌছয়নি। খেলা হয়তো ঝুলে পড়েছে, মন্থর ও নিষ্প্রাণ, এমন সময় হঠাৎ কোনো অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাবে রুদ্ধশ্বাস দর্শকেরা টান হ'য়ে বসেছে। কলকাতায় লাঞ্চের পরে পাতৌদি অকস্মাৎ পরিণত হলেন সবচেয়ে কৌশলী উদ্ভাবক ও দুঃসাহসী অধিনায়কে, আর দুরানি মুহূর্তে যেন রোমাঞ্চ সিরিজের অদ্ভুতকর্মা বীরপুরুষ।

লাঞ্চের পরে অস্ট্রেলিয়ার রান যখন ৯৭, লরি ও সিমসন যখন মাদ্রাজে

সত্যপ্রতিষ্ঠিত প্রথম উইকেটের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছেন, তখন দুরানির মন্থর ঝোলানো বলে লরির উইকেটের বেল ছিটকে পড়লো। তার পরের পনেরোটা বলে দুরানি আস্ত খেলাটির মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। কাউপার নামলেন, দুরানির বলে অন্ধের মতো ব্যাট চালিয়ে হাৎড়ালেন, কোনো রকমে করলেন চার রান, তারপর দুরানির নতুন ওভারের প্রথম বলে নাদকার্নি তাকে লুফে নিলেন। অস্ট্রেলিয়ার দু-উইকেটে ১০৪। দুরানির পরের বলটা নো-বল। তার পরের বলটি বার্জ সজোরে ড্রাইভ করলেন, অস্ট্রেলিয়ার রান আরো ৪ বাড়লো। পরের বলটা বার্জ কিছুই বুঝলেন না—শর্ট ফরোয়ার্ড লেগে হনুমন্ত সিং ব্যাটের ডগা থেকে বলটা লুফে নিলেন। অস্ট্রেলিয়া তিন উইকেটে ১০৯। বুথ নামলেন—পরের বলটাই বুথের ব্যাটের কানায় লেগে উইকেটে গিয়ে লাগলো: অস্ট্রেলিয়া চার উইকেটে ১০৯। রেডপাথ নামলেন হ্যাটট্রিকের মুখে। ওভারের পঞ্চম বলটি অফ-স্টাম্পের বাইরে দিয়ে চ'লে গেলো। ষষ্ঠ বলটি কোনোক্রমে থতমত রেডপাথ ঠেকালেন।

সেই অবস্থা থেকে কোনো রকমে সিমসন আর রেডপাথ ১০৯ থেকে ১৪৫-এ স্কোর টেনে নিয়ে গেলেন, তারপরেই সুরতির বলে সিমসন লেগ-বিফোর। ২০ রান পরে ভিভার্স দুরানির বলে পাতৌদির হাতে মিড-উইকেটে ধরা পড়লেন। অস্ট্রেলিয়া ছ-উইকেটে ১৬৫। জারমান নামলেন, কোনো রান করবার আগেই সুরতির বলে ক্যাচ ওঠালেন, ইন্দ্রজিৎ সিংজি লুফতে পারেননি। রেডপাথও চার রানের মাথায় দুরানির বলে সুযোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু ইন্দ্রজিৎ সিংজি সে-ক্যাচটাও ফেলে দিয়েছিলেন।

পরিসংখ্যান যে কি-রকম অসহায়ভাবে চুপ ক'রে থাকে, তার প্রমাণ চন্দ্রশেখরের বল—গোটা ইনিংসে তাঁর উইকেট মাত্র একটি, কিন্তু আগাগোড়া তিনি ভালো বল করেছেন, কেউই তাঁর বল ভালো ক'রে খেলতে পারেননি। আর যত ক্যাচ ফশকেছে, সেগুলো হস্তগত হ'লে অস্ট্রেলিয়া একশো রানও করতো কি না সন্দেহ। তবু অস্ট্রেলিয়াকে মাত্র ১৭৪ রানে নামিয়ে দেয়া ফাস্টবোলারহীন ভারতের পক্ষে কম কৃতিত্বের নয়!

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম দফা

বিল লরি		ব. দুরানি	৫০
* ববি সিমসন	লেগ-বিফোর	ব. সুরতি	৬৭

বব কাউপার	ক. নাদকার্নি	ব. দুরানি	৪
পিটার বার্জ	ক. হনুমন্ত সিং	ব. দুরানি	৪
ব্রায়ান বুথ		ব. দুরানি	০
ইয়ান রেডপাথ	অপরাজিত		৩২
টম ভিভার্স	ক. পাতৌদি	ব. দুরানি	২
† ব্যারি জারমান		ব. দুরানি	১
গ্র্যাহাম ম্যাকেনজি	স্টা. ইন্দ্রজিৎ সিংজি	ব. সুরতি	০
রেক্স সেলার্স		ব. সুরতি	০
অ্যালান কনোলি	ক. হনুমন্ত সিং	ব. চন্দ্রশেখর	০
অতিরিক্ত			১৪
			১৭৪

পতন : ৯৭ (লরি) ; ১০৪ (কাউপার) ; ১০৯ (বার্জ) ; ১০৯ (বুথ) ; ১৪৫ (সিমসন) ; ১৬৫ (ভিভার্স) ; ১৬৭ (জারমান) ; ১৬৭ (ম্যাকেনজি) ; ১৬৯ (সেলার্স) ; ১৭৪ (কনোলি) ।

সুরতি	২১	৭	৩৮	৩
জয়সীমা	৫	৩	২	০
দুরানি	২৮	১১	৭৩	৬
চন্দ্রশেখর	২৮·৫	১৫	৩৯	১
নাদকার্নি	২	০	৮	০

লাঞ্চের ৪৫ মিনিট আগে সরদেশাই ও জয়সীমা ভারতীয় ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে নামলেন। ঝলমলে খেললেন সরদেশাই, আস্থায় ভরপুর ; প্রত্যেকটি মার লাবণ্যময়, ক্রিকেটশাস্ত্রের এমন কোনো মার নেই যা এই স্বল্পস্থায়ী ইনিংসটির মধ্যে দেখা গেলো না। সিমসন একের পর এক বোলার বদল করলেন, কিন্তু সরদেশাই যে বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করছেন, এমন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। অপর প্রান্তে জয়সীমা, মন্থর ও আস্থাহীন—তবু তারই মধ্যে দু-একবার কাছের ঘিরে-ধরা ফিল্ডারদের মাথার উপর দিয়ে তুলে মারলেন, মনে হ'লো অবশেষে বুঝি হাত খুললো, কিন্তু তার পরেই আবার গুটিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর এই বিচিত্র ইনিংসের পাশে সরদেশাইয়ের খেলা এক ঝলক তাজা রৌদ্রের মতো মনে হ'লো।

অবশেষে লাঞ্চের পর সিমসন ময়দানের দিক থেকে বুথকে বল করতে ডাকলেন। হাইকোর্টের দিক থেকে ভিভার্স যখন একটানা মাপা লেংথে বল ক'রে যাচ্ছেন ; সেদিন খেলার শেষ পর্যন্ত অবিশ্রাম তিনি ও-দিক থেকে বল দিয়েছিলেন। বুথের বলে ধার থাকে না বটে, কিন্তু লেংথ একটু খাটো ব'লে ড্রাইভ করতে অসুবিধে হয়। তাঁর প্রথম ওভারের তৃতীয় বলটি সরদেশাই হঠাৎ শেষ মুহূর্তে তুলে মারতে গেলেন, মিড উইকেটে ভিভার্স তাঁকে লুফে নিলেন। সরদেশাই এর ৪২-এর মধ্যে ছটা চার ছিলো, আউট হবার এক মুহূর্তে আগেও বোঝা যায়নি যে এইভাবে তাঁর অবসান হবে। সরদেশাই এই রকমেই খেলেন চিরকাল ; আস্থা ও লাবণ্যের প্রতিমূর্তি ; একটিই সুযোগ দেন বিপক্ষকে, এবং সেই একমাত্র সুযোগই তাঁর নিজের পক্ষে মারাত্মক হয়। তাঁর এই হীরকচ্ছুরিত ইনিংসের পর, সরদেশাই যখন প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেন ভারতের রান তখন ৬০ : স্পষ্ট বোঝা যায় জয়সীমা কত আস্তে খেলছিলেন।

দুরানি নামলেন। খেলা মন্থর হ'য়ে গেলো, কারণ দুরানি কিছুতেই সময়মতো মারগুলো লাগাতে পারছিলেন না। জয়সীমা আগের মতোই রহস্যময় ভঙ্গিতে খেলে যাচ্ছেন। ভারতের রান তখন ৯০, দুরানি ভিভার্সের বল ড্রাইভ করতে গেলেন, ঠিকমতো লাগলো না, কভারে সিমসন সহজেই লুফে নিলেন।

মঞ্জরেকার নামবার পর খেলা আরো মন্থর হ'য়ে গেলো ; অবশেষে ব্যক্তিগত ন-রানের মাথায় ভিভার্সের ফাঁদে পা দিলেন মঞ্জরেকার : ভারতের রান তিন উইকেটে ১১৯। হনুমন্ত সিং নামলেন ক্ষিপ্রতার প্রতিমূর্তি ; নেমেই প্রথম বলটি পুল ক'রে ৩রান সংগ্রহ ক'রে নিলেন। সিমসন মাদ্রাজের দ্বিতীয় ইনিংসে হনুমন্তের প্রচণ্ড খেলা ভোলেননি ; চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে ধরলেন। চতুর্থ উইকেট পড়লো অবশ্য জয়সীমার : অফস্টাম্পের অনেক বাইরের বল পুল ক'রে ছক্কা মারতে চাচ্ছিলেন জয়সীমা, কিন্তু মুস্তাক আলি নন ব'লে এই স্পর্ধার মাশুল তাঁকে দিতে হ'লো : ভারতের রান চার উইকেটে ১২৭। পতৌদির নবাব নামলেন। অস্ট্রেলিয়াকে নামিয়ে দিয়েছেন ১৭৪এ, কিন্তু ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা যেভাবে খেলছেন, তাতে মনে হচ্ছে এই উইকেটে যেন জুজু আছে—এভাবে খেললে ১৭৪ রান তোলাও মুশকিল হবে। দু-রান পরেই হনুমন্ত সিং ভিভার্সের বল পা বাড়িয়ে রক্ষণমূলকভাবে খেলতে গেলেন : বার্জ ব্যাটের ডগা থেকে তাঁকে লুফে নিয়ে প্রতিশোধ নিলেন। নাদকার্নি নামলেন। পাতৌদির একটি চমৎকার পুল থেকে মাত্র ১ রান পাওয়া গেলো। নির্ধারিত

সময়ের আধঘণ্টা আগে যখন আলোর অভাবে খেলা বন্ধ হ'লো তখন ২২৫ মিনিট খেলে ভারত পাঁচ উইকেটে ১৩০।

তৃতীয় দিনের সূচনা হ'লো অলুক্ষুণে। পাতৌদির নবাব ভিভার্সের গত অসম্পূর্ণ ওভারের দ্বিতীয় বলটি ঘুরিয়ে আরো ১ রান নিয়ে হাইকোর্টের দিকে এলেন। ময়দানের দিক থেকে সিমসন বল করছেন; পাতৌদি হাঁটু মুড়ে বসলেন, ব্যাট প্রচণ্ডভাবে ঝাঁটা চালানোর মতো ঘুরলো—কিন্তু বল এলো দেরিতে লেগ-স্টাম্প বেঁকে গেলো। ভারতের রান ছ-উইকেটে ১৩৩। ৫

এই অবস্থায় কেউ আশা করেনি যে পরবর্তী চার উইকেটে ১০২ রান যোগ হবে—কিন্তু ক্রিকেটে এ-রকম অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাব হয় ব'লেই ক্রিকেট খেলার রাজা। পাতৌদির পর নামলেন বোরদে। নাদকার্নি-বোরদে জুটি নিজের সময় নিয়ে খেলতে লাগলেন, রানের হার ক'মে এসেছে। নাদকার্নি একের পর এক সুইপ আর পুল ক'রে রান করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ডিং তখন দুর্ধর্ষ ও উদ্দীপিত। সিমসন আবার একের পর এক বোলার পরখ করলেন, কোনো ফল হ'লো না। ছ-উইকেটে ভারতের রান যখন ১৬৬, তখন ম্যাকেনজির হাতে বল তুলে দিলেন সিমসন। দিনের সেরা বলটি নাদকার্নির মিডলস্টাম্প উড়িয়ে দিলে, নাদকার্নির নিজের রান তখন মাত্র ২৪। সুরতি নেমেই চটপট দুটি চার হাঁকালেন: দেখেই বোঝা গেলো তিনি কিছুতেই বোলারদের প্রাধান্য মানতে রাজি নন। পরেই ম্যাকেনজির বলে বোরদের চমৎকার কভারড্রাইভ ভারতের রান সংখ্যা ১৭৭-এ নিয়ে গেলো। আরো ১০ রান পর সিমসন হাইকোর্টের দিক থেকে ভিভার্সের জায়গায় বল করতে এলেন—ভিভার্স এতক্ষণ একটানা ৫২ ওভার বল করেছেন। সিমসনের নতুন চাল কাজে খেটে গেলো। তাঁর মন্থর লোপ্পা বলটি হুক করলেন সুরতি, উদ্দেশ্য ছিলো ছক্কা মারা, সীমানার উপর থেকে সেলার্স তাঁকে লুফে নিলেন। লাঞ্চের সময় ভারতের রান আট উইকেটে ১৯৫—বোরদে অপরাজিত ২৯, ইন্দ্রজিৎ সিংজি অপরাজিত ২।

লাঞ্চের পর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বুথের বল এগিয়ে খেলতে গিয়ে হার মানলেন ইন্দ্রজিৎ সিংজি, জারমান তাঁকে স্টাম্পড করলেন। ভারত ন-উইকেটে ১৯৬। তারপরেই মার-মার রবে বোরদের খেলা শুরু হ'লো। চন্দ্রশেখরের আগমন যেন কোনো সবুজ সংকেতের মতো কাজ করলে—বোরদে যেন মুহূর্তে অন্য মানুষ, যেন তাঁর হাতের উইলো এখন কোনো মন্ত্রপড়া অস্ত্র। নাচের

ভঙ্গিতে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন বোরদে, সিমসন আর বুথকে নাস্তানাবুদ ক'রে দিলেন মুহূর্তে, দুই ওভারে করলেন ১৮, তার মধ্যে তিন পা এগিয়ে এসে বুথকে তিনি যখন মিড-উইকেটের মাথার উপর দিয়ে প্রচণ্ড একটি ছক্কা হাঁকালেন, সিমসন তখন কাতর ও মোহ্যমান। অথচ এতক্ষণ বোরদে খেলছিলেন স্নায়ুকাতর, আস্থাহীন, অস্বস্তিকর। এবার অস্বস্তির পালা সিমসনের।

নতুন বল নেয়া হ'লো। কিন্তু স্পিন বা পেস—কাউকেই বোরদে রেয়াৎ করলেন না। ভারতের রান যখন ২৩৫, তখন সিমসন কনোলির জায়গায় আবার নিজে বল করতে এলেন। আর চন্দ্রশেখর তাঁর একটি মাটি-ঘেঁষা নিচু বলে পরাস্ত হলেন। বোরদে রইলেন অপরাজিত ৬৮।

বোরদের এই খেলা দীর্ঘ দিন মনে থাকবে; এটা যেন বম্বাইয়ের বিজয় মুহূর্তেরই জের, এমনি হ'লো তাঁর খেলা। কিন্তু তাই ব'লে চন্দ্রশেখরের কথাও ভুলে যাওয়া চলবে না। চন্দ্রশেখর যদি অবিচল না-থাকতেন, তাহ'লে বোরদের পক্ষে কিছুতেই এই রান করা সম্ভব হ'তো না। ইচ্ছে করলে চন্দ্রশেখরের রান আরো-কিছু বাড়তো, কিন্তু অনায়াসে রান-করার সুযোগ থাকলেও তিনি রান করেননি—কারণ বোরদে যতক্ষণ বোলারদের মুখোমুখি দাঁড়ান, ভারতের পক্ষে ততক্ষণই মঙ্গল। গতবার মাইক স্মিথের ইংলণ্ড দলের বিরুদ্ধে কলকাতায় নাদকার্নি-চন্দ্রশেখর শেষ উইকেটে এই ভূমিকাই নিয়েছিলেন; চন্দ্রশেখরের এবারকার দৃঢ়তা সে-কথাই মনে করিয়ে দিলে।

ভারত পর-পর তিনটি টেস্টেই প্রথম দফায় অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে এগিয়ে রইলো। প্রথম টেস্টে এগিয়ে ছিলো ৬৫, দ্বিতীয় টেস্টে ২১, আর এবার কলকাতায় ৬১। শেষ ইনিংসে ব্যাট করতে হবে ভারতকে, আর কলকাতার উইকেট যদিও বোলারদের আহা-মরি কিছু সাহায্য করছে না, এটা ঠিক যে বল মাটিতে প'ড়ে মন্থর হ'য়ে গিয়ে যথার্থ মার হাঁকানো কঠিন ক'রে তুলছে। অতএব, আবারও ভারতকে যদি জিততে হয়, তাহ'লে দ্বিতীয় দফায় অস্ট্রেলিয়াকে অল্প রানে নামিয়ে দিতে হবে—আর অস্ট্রেলিয়ার চেষ্টা হবে চতুর্থ ইনিংসে ভারতকে অনেক রানের ব্যবধানে খেলতে পাঠানো।

ভারত

দিলীপ সরদেশাই	ক. ভিভার্স	ব. বুথ	৪২
এম. এল. জয়সীমা	ক. বুথ	ব. সিমসন	৫৭

সেলিম দুরানি	ক. সিমসন	ব. ভিভার্স	১২
বিজয় মঞ্জরেকার	লেগ-বিফোর	ব. ভিভার্স	৯
হনুমন্ত সিং	ক. বার্জ	ব. ভিভার্স	৫
* পাতৌদির নবাব		ব. সিমসন	২
বাপু নাদকার্নি		ব. ম্যাকেনজি	২৪
চান্দু বোরদে	অপরাজিত		৬৮
রুসি সুরতি	ক. সেলার্স	ব. সিমসন	৯
† ইন্দ্রজিৎ সিংজি	স্টা. জারমান	ব. বুথ	২
বি. এস. চন্দ্রশেখর		ব. সিমসন	১
অতিরিক্ত			১৪
			২৩৫

পতন: ৬০ (সরদেশাই); ৯৭ (দুরানি); ১১৯ (মঞ্জরেকার); ১২৭ (জয়সীমা); ১২৯ (হনুমন্ত সিং); ১৩৩ (পাতৌদি); ১৬৬ (নাদকার্নি); ১৮৭ (সুরতি); ১৯৬ (ইন্দ্রজিৎ সিংজি); ২৩৫ (চন্দ্রশেখর)।

ম্যাকেনজি	১৪	১	৩১	১
কনোলি	৮	৪	১০	০
ভিভার্স	৫২	১৮	৮১	৩
সেলার্স	৫	১	১০	০
বুথ	১৮	১০	৩৩	২
কাউপার	৬	০	১৪	০
সিমসন	২৮	১২	৪৫	৪

অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে আবার প্রথম উইকেটের রানের নতুন নজির প্রতিষ্ঠিত হ'লো। সিমসন আর লরি প্রথম ইনিংসে যে-রেকর্ড করেছিলেন, তা-ই আবার ভাঙলেন—সিমসনের রান যখন ৭১, অস্ট্রেলিয়ার ১১৫, তখন সুরতির বলে হনুমন্ত সিং তাঁকে সিলি মিড-অনে তিনবার ডিগবাজি খেয়ে চমকপ্রদভাবে লুফে নিলেন। সিমসনের এই ৭১ মারের বহরেও সৌষ্ঠবে স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। চোদ্দটা চারের সাহায্যে এই ৭১ করেছিলেন তিনি, কিন্তু ৫৯ রানের মাথায় দুরানির বলে নাদকার্নি তাঁর সহজ ক্যাচটি ফেলে না-দিলে খেলা অন্যরকম হ'তো—তখনও অস্ট্রেলিয়া ভারতের দু-রান পিছনে ছিলো।

ভারতীয় ফিল্ডসম্যানদের ব্যর্থতায় দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া করলে এক উইকেটে ১৪২—লরি অপরাজিত ৪৭, কাউপার অপরাজিত ১৪। অন্তত তিনটে সহজ ক্যাচ ফেলে দিয়েছে ভারত। কিন্তু তবু দিনের শেষে তাদের রান হরে-দরে ছিলো এক উইকেটে ৮২, ভারতের ব্যাঙ্কে জমানো ৬১ রান বিয়োগ করার পর। তাই খেলার ফলাফল তখনও অনিশ্চিত—যে-কারু জয় হ'তে পারতো।

চন্দ্রশেখর, দুরানি, সুরতি—দ্বিতীয় ইনিংসে সবাই ভালো বল করেছিলেন। সিমসনের ঐ প্রেরণাময় ইনিংসটি বাদ দিলে, বলতেই হয়, লরি বা কাউপার কেউই তাঁদের বল স্বস্তির সঙ্গে খেলতে পারছিলেন না।

সুরতি হাইকোর্টের দিক থেকে লরিকে বল করতে আসছেন, হঠাৎ তাঁর হাত ফশকে বলটা প'ড়ে গেলো। লরি ছুটে এলেন ব্যাট হাতে, বলটাকে প্রচণ্ড মেরে সীমানা পার ক'রে তাঁর কোন গোপন জ্বালা ও উষ্মা মেটালেন। সুরতি, পাতৌদি ও মঞ্জরেকার হাততালি দিয়ে লরির এই 'চমৎকার' মারটিকে সংবর্ধনা জানালেন, কিন্তু লরির এই অখেলোয়াড়ি মনোভাব দর্শকদের মধ্যে ধিক্কার তুললো। হয়তো শাস্ত্র অনুযায়ী ব্যাপারটা বেআইনি নয়, কিন্তু শিষ্টাচার ও শালীনতা শব্দ দুটি ক্রিকেটের অভিধান থেকে মুছে যায়নি নিশ্চয়ই।

তার পরেই শেষ দু-দিনের খেলা বৃষ্টিতে ভেসে গেলো। অস্ট্রেলিয়ার কোনঠাশা অবস্থা দেখেই কি যথারীতি ছুটে এলেন পর্জন্যদেব? তৃতীয় টেস্ট বৃষ্টির সৌজন্যে অমীমাংসিত রেখে কোনক্রমে 'রাবার' না-খুইয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে স্টেট খেলতে করাচি গেলেন সিমসন। পর্জন্যদেবের এই আকস্মিক আগমন—একি সত্যি কাকতাল, না সিমসনের কোনো তুকতাকের ফল?

অস্ট্রেলিয়া : দ্বিতীয় দফা

* ববি সিমসন	ক. হনুমন্ত সিং	ব. সুরতি	৭১
বিল লরি	অপরাজিত		৪৭
বব কাউপার	অপরাজিত		১৪
অতিরিক্ত			১১
			এক উইকেটে ১৪৩

পতন : ১১৫ (সিমসন)।

সুরতি	১০	২	৩৭	১
জয়সীমা	২	১	৪	০
দুরানি	১৮	৩	৫৯	০
চন্দ্রশেখর	৮	৩	২১	০
নাদকার্নি	৮	৬	৫	০

২২ ভারতে নিউ-জিলাণ্ড

প্রথম টেস্ট : মাদ্রাজ ; ফেব্রুয়ারি ২৭, ২৮ ও মার্চ ১, ২/১৯৬৫

চার দিনের টেস্ট—অতএব দরকার ছিলো দুটি জিনিশ : সজীব পিচ আর আক্রমণাত্মক মনোভাব—নইলে ভারতের মাটিতে খেলার নিষ্পত্তি হওয়া শক্ত। প্রথমটার সমূহ অভাব, আর দ্বিতীয়টি ? এর জন্য সরাসরি খেলাগুলোর দিকেই তাকানো যাক।

পাতৌদি টসে জিতে সরদেশাই ও জয়সীমাকে ভারতীয় ইনিংসের গোড়পত্তন করতে পাঠালেন—কিন্তু মৎজ আর কলিন্‌জএর বলে সরদেশাই ও জয়সীমা তাড়াতাড়ি রান করবেন কি, উইকেট বাঁচাতেই হিমশিম খেয়ে গেলেন। সত্যি, কোনো 'সুযোগ' দেননি আউট হবার—অর্থাৎ ক্যাচ ফশকায়নি। কিন্তু কখনোই তাঁরা বোলারদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেননি—এমনকি পরে যখন পলার্ড আর ইয়ুল তাঁদের অফস্পিন আর লেগ-স্পিন নিয়ে এলেন, তখনও না। অথচ উইকেট থেকে বোলাররা কোনো সাড়া পাচ্ছিলেন না।

সরদেশাই-জয়সীমা জুটি ৮৮ মিনিটে করলেন ৫১, তারপর পলার্ডকে ড্রাইভ করতে গিয়ে সরদেশাই বোল্ড হ'য়ে গেলেন। মঞ্জরেকার অনেক স্বচ্ছন্দ ছিলেন, সন্দেহ নেই, কিন্তু রানের গতি তবু পূর্ববৎ শম্বুকমন্থর। ৬২ মিনিটে ১৯ রান ক'রে মঞ্জরেকার আউট হলেন পলার্ডের বলে, লেগট্র্যাপে ক্যাচ ; ভারত দু-উইকেটে ৯৪। আর জয়সীমাও ঐ রানেই মৎজ-এর বলে আউট হ'য়ে গেলেন—দেড়শো মিনিটে তিনি মাত্র ৫১ করেছিলেন। পাতৌদি দ্রুত রান তোলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু আউট হলেন মাত্র ৯ ক'রে : ভারত চার উইকেটে ১০৭। হনুমন্ত সিংএর অস্বস্তিরও অবসান হ'লো অচিরেই : কোনো রান না-ক'রেই তিনি যখন পলার্ডকে তৃতীয় উইকেট দিয়ে প্রস্থান করলেন, ভারত তখন পাঁচ উইকেটে ১১৪। অতএব পুনর্বার বোরদে-দুরানির উদ্ধারকর্ম ভারতকে সমূহ সংকট থেকে বাঁচিয়ে দিলে। দুরানি আউট হলেন চায়ের পর, রীডের বলে ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে। ভারত ছ-উইকেটে ২০২। বোরদে-নাদকার্নি বাকি সময়টুকু উইকেট আগলে কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন।

বোরদে আউট হলেন ২৩২-এ, তাঁর নিজের রান ১৯০ মিনিটে দশটি চারের সাহায্যে উপার্জিত ৬৮। এর পরেই খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন ইনজিনিয়ার !

মনে আছে, ডেক্সটারের দলের বিরুদ্ধে মাদ্রাজে তিন বছর আগে এঁরা এক তুলকালাম জুটির অবতারণা করেছিলেন? এবারও তাই হ'লো—১১৫ মিনিটে দুজনে যোগ করলেন ১৪৩ রান, আর তাতে ইনজিনিয়ারের অবদান অবিশ্বাস্য ও রুদ্ধশ্বাস ৯০। সেঞ্চুরি তাঁর অনিবার্য ছিলো, যদি ইনজিনিয়ার একটু ধীরে-সুস্থে খেলতে চাইতেন। কিন্তু সেটা তাঁর স্বভাবই নয়। কারু বলই তাঁর উপর কোনো দাগ কাটতে পারেনি; এমন অনায়াসে ও অবলীলাক্রমে তাঁর ড্রাইভগুলো ক্ষিপ্র বেগে সীমানায় পৌঁছে যাচ্ছিলো যে বোঝাই যায়নি তাদের পিছনে কতটা সময়জ্ঞান আর কতটা কব্জির জোর কাজ ক'রে যাচ্ছে। এই চমকপ্রদ জুটি ভেঙে যাবার পর নাদকার্নিও আউট হ'য়ে গেলেন: ১৭৭ মিনিটে তিনি ৭৫ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত, ৪৯৫ মিনিট পর যখন ভারতীয় ইনিংসের অবসান হ'লো, তখন দশ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে সুরতি রইলেন ৯ অপরাজিত। এক সময় যখন পাঁচ উইকেটে ১১৪ রানে ভারতীয় ইনিংস ছিলো টলটলায়মান, তখন অবশ্য ভাবা যায়নি যে ভারতের পক্ষে শেষ পর্যন্ত ৩৯৭ রান তোলা সম্ভব হবে। কিন্তু ক্রিকেটে আত্মরক্ষার প্রশস্ত উপায় প্রায় সর্বক্ষেত্রেই পালটা আক্রমণ—এটা ইনজিনিয়ারের ঐ প্রবলসুন্দর ব্যাটিংই আবার প্রমাণ ক'রে দিলে।

ভারত : প্রথম দফা

দিলীপ সরদেশাই		ব. পলার্ড	২২
এম. এল. জয়সীমা	ক. মরগান	ব. মৎজ	৫১
বিজয় মঞ্জরেকার	ক. ডাউলিং	ব. পলার্ড	১৯
চান্দু বোরদে		ব. মৎজ	৬৮
* পাতৌদির নবাব		ব. মৎজ	৯
হনুমন্ত সিং	ক. ওয়ার্ড	ব. পলার্ড	০
সেলিম দুরানি		ব. রীড	৩৪
বাপু নাদকার্নি	ক. কলিনজ	ব. ইয়ুল	৭৫
† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. পলার্ড	ব. ইয়ুল	৯০
রুসি সুরতি	অপরাজিত		৯
এস. বেঙ্কটরাঘবন		ব. কলিন্‌জ	৪
অতিরিক্ত			১৬
			৩৯৭

পতন : ৫১ (সরদেশাই) ; ৯৪ (মঞ্জরেকার) ; ৯৪ (জয়সীমা) ; ১০৭ (পাতৌদি) ; ১১৪ (হনুমন্ত সিং) ; ২০২ (দুরানি) ; ২৩২ (বোরদে) ; ৩৭৫ (ইনজিনিয়ার) ; ৩৭৮ (নাদকার্নি) ; ৩৯৭ (বেঙ্কটরাঘবন)।

মৎজ	৩০	৬	৮৭	৩
কলিন্‌জ	২২·৫	৫	৫৫	১
রীড	৩০	১১	৭০	১
ইয়ুল	২০	৭	৬২	২
পলার্ড	৩৪	১৬	৯০	৩
মরগান	৭	২	১৭	০

ডাউলিং আর জারভিস নিউ-জিলাণ্ডের গোড়াপত্তন করতে নেমে রক্ষণাত্মক খেলার বড্ড বাড়াবাড়ি করলেন—বিশেষত জারভিস। যদিও এটা তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট, তবু ১২৩ মিনিটে তাঁর ৯ রানের কোনো সার্থকতা পাওয়াই যায় না। সিনক্লেয়ারও, ডাউলিং আউট হবার পর খেলতে নেমে, অবস্থার তেমন তারতম্য ঘটালেন না ; তাঁর ৩০ রান করতে সময় লেগেছিলো ১৪৫ মিনিট। অথচ ভারতীয় স্পিনারদের যে খেলতে জানলেই ছাতু ক'রে দেয়া যায়, তার প্রমাণ অধিনায়ক রীড। ৪৫ মিনিটে তিনি করেছিলেন ৪২ রান, তাতে ছিলো সাতটি চার ও একটি ছক্কা। এবং একে বলা চলবে না আনাড়ি এলোপাথারি মার। রীডের খেলা ১৯৫৫-৫৬ সালেই ভারতীয়দের ভালো লেগেছিলো। এখন যেন তাঁর খেলা আরো প্রজ্বলন্ত : তাঁর অনায়াস সহজ মারগুলোর আড়ালে ছিলো প্রবল শক্তি—যেন বারুদের স্তূপ। সত্যি যে দুরানি-নাদকার্নির বল কৌশলে ও চাতুরীতে খেলাটায় প্রভাব বিস্তার করেছিলো : নিউ-জিলাণ্ডের অধিকাংশ ব্যাটসম্যানেরই প্রথম শ্রেণীর স্পিন বলে খেলে অভ্যাস ছিলো না। ভারতের উইকেটও ছিলো ক্রাইস্টচার্চ বা ডানেডিনের তুলনায় অতীব মন্থর—কিন্তু, আবার, রীডের খেলা দেখে বলতেই হয়, ভারতীয় আক্রমণের পক্ষে পালটা আক্রমণ সওয়া মুশকিল ছিলো। সুরতি, দুরানি ও নাদকার্নি একই ধরনের বোলিং-এরই বিচিত্র অভিব্যক্তি—কারু প্রধান অস্ত্র বেগ, কারু-বা ফ্লাইট, আবার, কারু লুকিয়ে-রাখা টপস্পিন। চাপের মুখে এই আক্রমণ হয়তো ধ্ব'সে যেতো।

রীড আউট হবার পর আস্ত খেলায় উদ্‌ঘাটিত হ'লো সাটক্লিফের শিল্পিতা।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় নীল অ্যাডককের বলে সাটক্লিফের মাথা ফেটেছিলো, সবাই ভেবেছিলো বুঝি অবসর নেবেন। কিন্তু ১৬৩ মিনিটে আটটা চারের সাহায্যে যখন তিনি ৫৬ রান করলেন—তখনই বোঝা গেলো, এখনও সাটক্লিফ অদ্বিতীয়—জগতের সেরা বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যানদের একজন। তাঁর খেলার সৌষ্ঠব, আয়াসহীন চেষ্টাহীন প্রবাহের মতো অন্তর্লীন গতি, তাঁর মারের সূক্ষ্মতা মাদ্রাজের দর্শকদের মুগ্ধ ক'রে রেখেছিলো। তবু সাটক্লিফ যখন আউট হলেন, নিউ-জিলাণ্ড তখন সাত উইকেটে ২২৭, যেটা পরের মুহূর্তেই হ'য়ে উঠলো, পলার্ডের পতনে, আট উইকেট। ফলো-অন তখনও বাঁচেনি।

ফলো-অন বাঁচালেন শেষ উইকেটে ওয়ার্ড আর কলিন্‌জ: ৭২ মিনিটে তাঁরা যোগ করলেন ৬১; তা যে দশম উইকেটে নিউ-জিলাণ্ডের সর্বোচ্চ রানের নতুন নজিরই হ'লো, তা নয়—ফলো-অন বাঁচালো ব'লে খেলাটিকেও তাঁরা বাঁচিয়ে দিলেন। ভারতকে আবার যে ব্যাট করতে হ'লো তার ফলেই বোঝা গেলো নিউ-জিলাণ্ডকে এ-উইকেটে দ্বিতীয় বার আউট করার সময় কিছুতেই পাওয়া যাবে না।

নিউ-জিলাণ্ড : প্রথম দফা

গ্র্যাহাম ডাউলিং		ব. বেঙ্কটরাঘবন	২৯
টেরি জারভিস		ব. দুরানি	৯
ব্যারি সিনক্লেয়ার		ব. বেঙ্কটরাঘবন	৩০
* জন রীড	লেগ-বিফোর	ব. নাদকার্নি	৪২
রস মরগান	লেগ-বিফোর	ব. দুরানি	৩৯
বার্ট সাটক্লিফ		ব. সুরতি	৫৬
ব্রায়ান ইয়ুল	ক. নাদকার্নি	ব. দুরানি	০
ভিক পলার্ড	ক. বেঙ্কটরাঘবন	ব. জয়সীমা	৩
ডিক মৎজ		ব. নাদকার্নি	১১
† জন ওয়ার্ড	অপরাজিত		৩৫
রিচার্ড কলিন্‌জ	লেগ-বিফোর	ব. বোরদে	৩৪
অতিরিক্ত			২৭
			৩১৫

পতন : ৩৮ (ডাউলিং); ৪৮ (জারভিস); ১১৯(রীড); ১৩৯ (সিনক্লেয়ার);

২০০ (মরগান) ; ২০০ (ইয়ুল) ; ২২৭ (সাটক্লিফ) ; ২২৭ (পলার্ড) ; ২৫৪ (মৎজ) ; ৩১৫ (কলিনজ)।

জয়সীমা	১২	৪	৩০	১
সুরতি	৩৩	১২	৫৫	১
দুরানি	৪৫	২৩	৫৩	৩
বেঙ্কটরাঘবন	৪৮	২৩	৭০	২
নাদকার্নি	৩৬	২১	৪২	২
বোরদে	৫	২	১৮	১

ভারতের দ্বিতীয় দফার খেলা শুরু হ'তেই মৎজ-এর বাউন্সারে চোট পেয়ে সরদেশাই মাঠ পরিত্যাগ করলেন, নামলেন মঞ্জরেকার। আর একটি স্মরণীয় খেলার অবতারণা হ'লো সেদিন : কে জানতো এটাই মঞ্জরেকারের শেষ টেস্ট ইনিংস হবে ? কিন্তু প্রতি মিনিটে রান, এই হারে খেলে ১৯৯ মিনিটে ভারত রান করলো দু-উইকেটে ঘোষিত ১৯৯, আর তাতে মঞ্জরেকারের অবদান অপরাজিত ১০২। যেন জীবনের শেষ টেস্ট ইনিংসে মঞ্জরেকার ভারতের ভাবী ব্যাটসম্যানদের দেখাতে চাচ্ছিলেন, শেখাতে চাচ্ছিলেন কেমন ক'রে একটা বড়ো ইনিংস খেলতে হয়। চোদ্দটা চার ছিলো তাঁর সেঞ্চুরিতে, উইকেটের চারপাশে চমকপ্রদ সব মার, আর তারই সঙ্গে ৩৪টি খুচরো ১ রানের দৃষ্টান্ত ছিলো, কেমন ক'রে অনায়াসে দুই ফিল্ডারের মাঝখান দিয়ে বল গলিয়ে রান নিতে হয়, বিপক্ষের ফিল্ডিং ছত্রভঙ্গ ক'রে দিতে হয়। এমন পরিণত, অনায়াস, ধ্রুপদী সেঞ্চুরি শিল্পী মঞ্জরেকারের যেন মরালসংগীত : এর পরে নির্বাচকরা আর তাঁকে কোনোদিনও টেস্টে খেলাননি। শুধু তাঁকে দেখা যাবে রনজি ও দলীপ ট্রফির খেলায়, বা বন্যাত্রাতা ভূতপূর্বদের দলে।

পাতৌদি যখন দু-উইকেটে ১৯৯ রানে ভারতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন, তখন খেলা শেষ হ'তে বাকি মাত্র ৭৫ মিনিট। অর্থাৎ নিউ-জিলাণ্ড ব্যাট করার সুযোগ পাবে মাত্র ৬৫ মিনিট। তার মধ্যে কোনো উইকেট না-হারিয়ে ডাউলিং ও জারভিস রান তুললেন ৬২—আর এবার তাতে, আশ্চর্য, সুন্দর খেলে জারভিস রান করলেন অপরাজিত ৪০।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

দিলীপ সরদেশাই	আহত ; অবস্থত		০
এম. এল. জয়সীমা	ক. কলিন্‌জ	ব. ইয়ুল	৪৯
বিজয় মঞ্জরেকার	অপরাজিত		১০২
চান্দু বোরদে		ব. পলার্ড	২০
রুসি সুরতি	অপরাজিত		১৭
অতিরিক্ত			১১
		দু-উইকেটে ঘোষিত	১৯৯

পতন : ৯৯ (জয়সীমা) ; ১৫১ (বোরদে)।

মৎজ	১৯	১	৫৭	০
কলিন্‌জ	৯	২	২৯	০
ইয়ুল	১১·১	০	৫৩	১
পলার্ড	১৪	৪	৩২	০
মরগান	৫	২	১৭	০

নিউ-জিলাণ্ড ঃ দ্বিতীয় দফা

গ্র্যাহাম ডাউলিং	অপরাজিত	২১
টেরি জারভিস	অপরাজিত	৪০
		১
	বিনা উইকেটে	৬২

জয়সীমা	৪	২	৮	০
সুরতি	১	০	১০	০
পাতৌদি	৩	২	৯	০
হনুমন্ত সিং	৬	০	১৯	০
মঞ্জরেকার	৬	৪	১১	০
দুরানি	১	০	৪	০

দ্বিতীয় টেস্ট : কলকাতা ; মার্চ ৫, ৬, ৭ ও ৮/ ১৯৬৫

কলকাতা টেস্টে ভারতীয় দলের অনেক রদ-বদল হ'লো : অন্তত বাইরে থেকে দেখে মনে হ'তে পারতো যে ভারতীয় দল গড়া হয়েছিলো আক্রমণের

দিকে লক্ষ রেখে। আহত সরদেশাইয়ের জায়গায় ঢুকলেন কুন্দেরান, সুরতির জায়গায় দেশাই, আর মঞ্জরেকারের জায়গায় বালু গুপ্তে—অর্থাৎ অন্তত একজন বাড়তি বোলার। পক্ষান্তরে নিউ-জিলাণ্ড দলে জারভিসের জায়গায় ঢুকলেন বিভান কঙডন, আর ব্যারি সিনক্লেয়ার অসুস্থ ব'লে খেলার দিন সকালে তাঁর জায়গায় এলেন ব্রুস টেলর—টেলর ব্যাট করেন বাঁহাতে, আর বল করেন ডান হাতে—মিডিয়াম পেস, সুয়িং—কখনো-কখনো শেলাইও ব্যবহার করেন। আর কলিন্‌জের জায়গায় গ্র্যাহাম ভিভিয়ান—দলের কনিষ্ঠতম খেলোয়াড়, চৌকশ ও উদীয়মান, বস্তুত প্রথম শ্রেণীর খেলায় এই কলকাতা টেস্টেই তিনি প্রথম অংশ নিলেন। কাগজে-কলমে, অতএব, দু-দলই চেষ্টা করছিলো আক্রমণাত্মক দল গড়তে—কিন্তু খেলার গতি হ'লো পুরোপুরি অন্যরকম—রক্ষণমূলক, তা বলবো না। কিন্তু চার দিনের টেস্টের পক্ষে তা উপযোগী ছিলো না।

টসে জিতে ডাউলিং আর কঙডনকে গোড়াপত্তন করতে পাঠালেন রীড। আর দেশাইয়ের বলে প্রথম থেকেই কঙডনকে মনে হ'লো নড়বোড়ে—দেশাই-য়ের সুয়িং ও গতি—দুয়েতেই তিনি বার-বার হার মানছিলেন। অবশেষে দেশাইয়ের একটি বল অনেক দেরিতে মোচড় খেয়ে কঙডনের স্নায়ুকাতর ব্যাট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লো, নিউ-জিলাণ্ড এক উইকেটে ১৩। মরগান আর ডাউলিং আস্তে-আস্তে স্কোর টেনে নিয়ে গেলেন ৩৭ অবধি, কিন্তু মরগানকে কখনোই মনে হয়নি টিকবেন। ডাউলিং কিন্তু চমৎকার খেলছিলেন—ক্ষিপ্রপায়ে তিনি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বলের লাইনে, তাঁর আলতো ব্যাটের ঘা খেয়ে খুদে দেশাইয়ের বল স্তম্ভিত হ'য়ে যাচ্ছিলো। মরগান অবশেষে খোঁচা দিয়ে ইনজি-নিয়ারের হাতে যখন দেশাইয়ের আউটসুয়িঙ্গারে ধরা পড়লেন, তখন খেলা হয়েছে একঘণ্টা।

রীড নামতেই খেলার ধারাই বদলে গেলো! তাঁর প্রথম চারটে মারই ছক্কা—স্কোয়ারলেগে, মিড-উইকেটে, ফাইন-লেগে ও মিড-অনে; সাবলীল অনায়াস মার, বল যেন উড়ে যাচ্ছে সীমানার উপর দিয়ে। আশ্চর্য সময়জ্ঞান আর দেখে বোঝবার সময় নেই প্রতিটি মারে কী-প্রচণ্ড শক্তি লুকোনো—কারণ কোনো মারেই আওয়াজ হচ্ছিলো না, যেন তাঁর ব্যাট কেবল ইঙ্গিতে বলগুলোকে নির্দেশ দিচ্ছিলো কোথায় যেতে হবে। ডাউলিং আর রীড যোগ করেছিলেন ১০১, আর তাতে রীড়ের একলার অবদান ৮২। রানের হার

আগাগোড়াই ছিলো ঘড়ির কাঁটার চেয়ে দ্রুতবেগে। কিন্তু হঠাৎ এক রানের মধ্যে পর-পর আউট হ'য়ে গেলেন ডাউলিং ও রীড ; নিউ-জিলাণ্ড চার উইকেটে ১৩৯। দুটি উইকেটেই পেয়েছিলেন তরুণ বেঙ্কটরাঘবন, তাঁর দ্রুত ও নিচু অফস্পিনে।

অতএব সাটক্লিফকে গোড়ায় মন দিতে হ'লো আবার নিউ-জিলাণ্ডের ইনিংসটিকে দৃঢ় ভিতের উপর দাঁড় করাতে। পরবর্তী সব খেলোয়াড়ই টেস্ট ক্রিকেটে নবাগত বা সদ্য আগত—কেমন ক'রে উদ্দীপ্ত আক্রমণের চাপ কমাতে হয়, সে-বিষয়ে তাঁদের কারুই অভিজ্ঞতা নেই। অতএব আবারও সাটক্লিফের উপর পুরো ইনিংসের দায়িত্ব এসে পড়েছিলো। আর জীবনের একটি স্মরণীয় ইনিংস খেললেন সাটক্লিফ : কলকাতার ইডেনগার্ডেনে এ-যাবৎ যত বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান টেস্টে বড়ো ইনিংস খেলেছেন—হার্ভে, সোবার্স, শোধন, দুরানি, লরি, কনট্র্যাকটর, ম্যাকডনাল্ড—হয়তো সাটক্লিফের এ-ইনিংস তাঁদের সকলকেই ছাড়িয়ে গেলো। সত্যি-যে এ-রকম অতিশয়োক্তির পিছনে অনেক সময়েই থাকে চিন্তার অভাব, আর যাঁরা চোখে দ্যাখেননি তাঁদের কিছুতেই বিশ্বাস করানো অসম্ভব, কোনো বর্ণনাই তো সত্যি আর সেই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করতে পারে না—কিন্তু তবু বলা যায়, তাঁর পরিশীলিত, স্নিগ্ধ, সূক্ষ্ম মার, তাঁর সময়জ্ঞান, তাঁর আস্থা সব কিছুতেই ছিলো অসামান্য ব্যক্তিত্বের ছাপ, ছিলো শিল্পিতা। পুরো ইনিংসটিকে তিনি ধ'রে রেখেছিলেন। যখন টেলর নামলেন নিউ-জিলাণ্ড তখন ছ-উইকেটে ২৩৩ : দুরানি, নাদকার্নি ও বেঙ্কটরাঘবন তখন সাটক্লিফ ছাড়া সব ব্যাটসম্যানের উপরেই প্রভাব বিস্তার করেছেন—টেলর নেমেই দুরানির বলে লোপ্পা ক্যাচ তুলেছিলেন, বালু গুপ্তে সহজ ক্যাচটি ফেলে দিয়েছেন—আগে পলার্ডকে একবার তিনি দুরানির বলেই লুফতে গিয়ে হাত থেকে ফেলে দেন। এই সময়ে সাটক্লিফ—হয়তো টেলরও ন্যাটা ব্যাটসম্যান ব'লেই—তাঁকে ডেকে পরামর্শ দিলেন, আগলে রাখলেন অনেকক্ষণ, নিজে ভারতীয় বোলারদের খেলে-খেলে দেখালেন, কেমন ক'রে তাঁদের খেলতে হবে, তারপর টেলর যখন আস্থা ফিরে পেলেন তখন তিনি তাঁকে তাঁরই খেলা খেলতে দিলেন—৭ম উইকেটে যোগ হয়েছিলো ১৬৩ রান, তাতে টেলর করেছিলেন ১০৫ ; কিন্তু ভাবলে ভুল হবে যে সাটক্লিফ নিজেকে বেমালুম মুছে ফেলেছিলেন : টেলরের জোরালো মারগুলোয় দেখা যাচ্ছিলো তাঁরই সূক্ষ্ম পরিশীলনের ঝাঁঝালো আঁচ। টেলর তিনটি ছক্কা ও বারোটি চার মেরে শেষের দিকে রান

তুলেছিলেন ঝড়ের বেগে, টেস্ট-ক্রিকেটে প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরি করেছিলেন —কিন্তু হয়তো এই সেঞ্চুরি রচনা করার পিছনে সাটক্লিফের অবদানও কম ছিলো না। টেলর অবশ্য তাঁর প্রথম টেস্টেই সেঞ্চুরি করা ছাড়া ৮৬ রানে পাঁচ উইকেট নিয়ে বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন : তাঁর কৃতিত্ব বা নৈপুণ্য কম নেহাৎ কম ছিলো না—কিন্তু সাটক্লিফ যে তখন উইকেটে থেকে খেলার ধারা নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন, এই তথ্যটিও ভুলে যাওয়া চলবে না।

টেলর আউট হবার পরও সাটক্লিফ কিন্তু আউট হননি : রীড যখন ন-উইকেটে ৪৬২ রানে নিউ-জিলাণ্ডের ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন, তখন তাঁর স্কোর অপরাজিত ১৫১। রীডআর সাটক্লিফ—এই দুজনে অনেকদিন নিউ-জিলাণ্ডের ক্রিকেট লালন করেছেন, দলের মধ্যে আস্থা জাগিয়ে তোলবার সেরা উপায় হিশেবে বারে-বারে স্থাপন করেছেন ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত। অথচ খেলার ভঙ্গিতে দুজনের বিস্তর তফাৎ। তার মানে এ নয় যে রীড খেলেন আক্রমণাত্মক, আর সাটক্লিফ রক্ষণমূলক। রীডের খেলায় আছে প্রাকৃতিক আদিম শক্তিগুলির উৎসারণ, পক্ষান্তরে সাটক্লিটের খেলা সুরচিত শিল্পকর্ম, পরিশীলিত ও সচেতন, কিন্তু অনায়াস। একজনের খেলা সহজ বন্য উদ্দাম শক্তির প্রকাশ, সেই জন্যেই তাতে ওতপ্রোত মেশানো একধরনের দৃঢ় সৌন্দর্য, আরেকজনের দৃঢ়তা তাঁর সংগ্রামীমনোভাবে—মারগুলি কিন্তু মোলায়েম, স্মিত, স্নিগ্ধ, সুকুমার।

নিউ-জিলাণ্ড : প্রথম দফা

গ্র্যাহাম ডাউলিং	লেগ-বিফোর	ব. বেঙ্কটরাঘবন	২৭
বিভান কঙডন		ব. দেশাই	৯
রস মরগান	ক. ইনজিনিয়ার	ব. দেশাই	২০
* জন রীড	ক. বোরদে	ব. বেঙ্কটরাঘবন	৮২
বার্ট সাটক্লিফ	অপরাজিত		১৫১
ব্রায়ান ইয়ুল		ব. গুপ্তে	১
ভিক পলার্ড	ক. জয়সীমা	ব. দেশাই	৩১
ব্রুস টেলর	ক. কুন্দেরান	ব. নাদকার্নি	১০৫
গ্র্যাহাম ভিভিয়ান		ব. দেশাই	১
ডিক মৎজ	লেগ-বিফোর	ব. বেঙ্কটরাঘবন	২১

† জন ওয়ার্ড অপরাজিত ১
অতিরিক্ত ১৩

ন-উইকেটে ৪৬২

পতন : ১৩ (কউড্রে); ৩১ (মরগ্যান); ১৩৮ (ডাউলিং); ১৩৯ (রীড); ১৫২ (ইয়ুল); ২৩৩ (পলার্ড); ৩৯৬ (টেলর); ৪০৭ (ভিভিয়ান); ৪৪৯ (মৎজ)।

দেশাই	৩৩	৬	১২৮	৪
জয়সীমা	২০	৬	৭৩	০
দুরানি	১৫	৩	৪৯	০
নাদকার্নি	৩৫	১২	৫৯	১
গুপ্তে	১৬	৩	৫৪	১
বেঙ্কটরাঘবন	৪১	১৮	৮৬	৩

সাটক্লিফের উত্তর ভারত দিলো পাতৌদির নবাবের মধ্য দিয়ে। পাতৌদি নেমেছিলেন দ্বিতীয় দিন সন্ধেবেলায়, যখন নৈশ প্রহরী নাদকার্নি আউট হবার পর ভারতের রান চার উইকেটে ১০১। পাতৌদির ইনিংস, সত্যি-বলতে, শুরু হ'লো তৃতীয় দিন সকালেই, তাঁর জুটি বোরদে। ইডেন উদ্যানের 'সকালবেলার সজীব পিচে' মৎজ-টেলরের বল বোরদে খেলতে পারছিলেন না —পাতৌদিও প্রথম বলে—সেটা টেলরের তীব্র আউটসুয়িঙ্গার—চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হ'য়ে ব্যাট পেতে দিয়েছিলেন, ভাগ্যিশ গালিতে কেউ ছিলো না। কিন্তু তারপর পাতৌদি খেলায় ফিরিয়ে আনলেন দৃঢ়তা ও সুপরিকল্পনা, আউট হলেন নবম, তখন তাঁর নিজের রান ১৫৩ আর দলের রান ৩৭১। বোরদের সঙ্গে যোগ করেছিলেন ১১০, হনুমন্তের সঙ্গে ৯০ (তাতে হনুমন্তের দান ৩১), দুরানির সঙ্গে ৫৬ (তাতে দুরানির দান ২০)। আউট হয়েছিলেন ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে মিস-টাইম ক'রে—আকাশছোঁয়া সে-ক্যাচ লুফতে গিয়ে টেলর ও ওয়ার্ডে (বোলার ও উইকেটকীপারে) ঠোকাঠুকি—ওয়ার্ড অবশ্য বিষম জখম হ'য়েও দস্তানায় বলটি ঠিক ধ'রে রেখেছিলেন।

কিন্তু এ-সব তথ্য থেকে পাতৌদির সেদিনকার খেলা বোঝা যাবে না। সাটক্লিফ বাঁ-হাতে ব্যাট ক'রে যা-যা করেছিলেন, পাতৌদি যেন ছিলেন তারই ডানহাতি সংস্করণ। কে না জানে পাতৌদির অসামান্য নৈপুণ্যের কথা? কিন্তু

এ-ইনিংসটি পাতৌদি যেন আরো-বিশেষ-কিছু দিয়ে তৈরি করেছিলেন, কিংবা আরো লাগসই হবে যদি বলা যায় 'রচনা করেছিলেন'। আর এটাও বলা উচিত, যে সাটক্লিফের চেয়ে অনেক কম সময় নিয়েছিলেন। অথচ তিনি যখন নেমেছিলেন, ভারতের সামনে তখনও ফলো-অনের কালো ছায়া—তখনও ভারতকে ফলো-অন বাঁচাতে ২১২ রান করতে হবে। কিন্তু পাতৌদি নড়বোড়ে ইনিংসটিতে ফিরিয়ে এনেছিলেন আস্থা, দৃঢ়তা ও চরিত্রবল।

ভারত : প্রথম দফা

এম. এল. জয়সীমা		ব. মৎজ	২২
বুধি কুন্দেরান		ব. কণ্ডডন	৩৬
† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. পলার্ড	ব. টেলর	১০
চান্দু বোরদে	ক. পলার্ড	ব. টেলর	৬২
বাপু নাদকার্নি		ব. টেলর	০
* পাতৌদির নবাব	ক. ওয়ার্ড	ব. টেলর	১৫৩
হনুমন্ত সিং	ক. বদলি (জারভিস)	ব. ইয়ুল	৩১
সেলিম দুরানি	ক. বদলি (জারভিস)	ব. ইয়ুল	২০
রমাকান্ত দেশাই	ক. ওয়ার্ড	ব. ইয়ুল	০
এস. বেঙ্কটরাঘবন		ব. টেলর	৭
বালু গুপ্তে	অপরাজিত		৩
অতিরিক্ত			৩৬
			৩৮০

পতন : ৪৫ (জয়সীমা); ৬১ (ইনজিনিয়ার); ১০০ (কুন্দেরান); ১০১ (নাদকার্নি); ২১১ (বোরদে); ৩০১ (হনুমন্ত সিং); ৩৫৭ (দুরানি); ৩৫৭ (দেশাই); ৩৭১ (পাতৌদি); ৩৮০ (বেঙ্কটরাঘবন)।

মৎজ	২১	৩	৭৪	১
টেলর	২৩.৫	২	৮৬	৫
কণ্ডডন	১৮	৫	৪৯	১
পলার্ড	১৫	১	৫০	০
ভিভিয়ান	১২	৩	৩৭	০
রীড	২	১	৫	০
ইয়ুল	১৪	৩	৪৩	৩

ভারত ফলো-অন বাঁচাবার পর খেলা যে অমীমাংসিত হবে তাতে কোনো সন্দেহ ছিলো না। আশা করা হয় তো অবাস্তব হ'তো যে নিউ-জিলাণ্ড চটপট সব উইকেট খুইয়ে বসবে, আর জয়ের জন্য দেড়শো-দুশো রান ভারত চটপট তুলে ফেলবে। অথচ তবু একসময় ভারতের জিতে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো, যখন ১০৩ রানে সাত উইকেট খুইয়ে বসেছিলো নিউ-জিলাণ্ড। পাতৌদিকে লুফতে গিয়ে ওয়ার্ড বিষমভাবে জখম হয়েছিলেন, ব্যাট করার মতো অবস্থা তাঁর ছিলো না। এই পরিস্থিতিতে চমৎকার খেলেছিলেন পলার্ড আর ভিভিয়ান। ভিভিয়ানের এটা যে প্রথম টেস্ট, তাই নয়—প্রথম শ্রেণীর খেলায় প্রথম অংশগ্রহণ। কিন্তু চমৎকার খেলেছিলেন ভিভিয়ান; দুরানি আর বেঙ্কটরাঘবনের বল তখন উইকেট থেকে সাড়া পাচ্ছে, বল কখনো মাটিতে প'ড়ে নিচু হ'য়ে আসছে, কখনো অতর্কিতে অস্বস্তিকরভাবে উঁচু হ'য়ে যাচ্ছে। ভিভিয়ান প্রমাণ করলেন, তিনি শুধু-যে দারুণ ফিল্ডসম্যান, তা-ই নয়, ব্যাটসম্যান হিশেবেও মোটেই অবহেলার যোগ্য নন। অভিজ্ঞতার অভাব তিনি পুষিয়েছিলেন চরিত্রের দৃঢ়তায় আর ব্যাটিংবিদ্যায় স্বাভাবিক (না কি সহজাত?) দক্ষতায়।

নিউ-জিলাণ্ড : দ্বিতীয় দফা

বিভান কঙডন	ক. বেঙ্কটরাঘবন	ব. দেশাই	০
গ্র্যাহাম ডাউলিং	ক. ইনজিনিয়ার	ব. গুপ্তে	২৩
ব্রায়ান ইয়ুল	লেগ-বিফোর	ব. বেঙ্কটরাঘবন	২১
রস মরগান		ব. দুরানি	৩৩
* জন রীড	লেগ-বিফোর	ব. বেঙ্কটরাঘবন	১১
বার্ট সাটক্লিফ	ক. হনুমন্ত সিং	ব. বেঙ্কটরাঘবন	৬
ভিক পলার্ড		ব. জয়সীমা	৪৩
ডিক মৎজ	ক. নাদকার্নি	ব. দুরানি	০
গ্র্যাহাম ভিভিয়ান	ক. জয়সীমা	ব. নাদকার্নি	৪৩
ব্রুস টেলর	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত			১১
		ন-উইকেটে ঘোষিত	১৯১

পতন : ৪ (কণ্ডন) ; ৩৭ (ডাউলিং) ; ৬১ (ইয়ুল) ; ৮৩ (রীড) ; ৯৭ (মরগান) ; ১০৩ (সাটক্লিফ) ; ১০৩ (মৎজ) ; ১৮৪ (ভিভিয়ান) ; ১৯১ (পলার্ড)।

দেশাই	১২	৬	৩২	১
জয়সীমা	১৫'১	১২	২১	১
গুপ্তে	২২	৭	৬৪	১
দুরানি	১৮	১০	৩৪	২
বেঙ্কটরাঘবন	১৭	১১	১৫	৩
নাদকার্নি	৭	৪	১৪	১

খেলা শেষ হ'তে বাকি একঘণ্টা, এই অবস্থায় ভারতের দ্বিতীয় দফা নিছকই নিয়ম রক্ষা। কিন্তু জয়সীমা কণ্ডনের প্রথম ওভারেই আউট হ'য়ে যাবার পর ইনজিনিয়ার ৩৫ মিনিটে করলেন ৪৫, আর দুরানি ১৫ মিনিটে ২৩। সত্যি-যে খেলায় তখন কোনো চাপ ছিলো না, ছিলো খোলামেলা প্রদর্শনী ক্রিকেটের ভঙ্গি। তবু মানতেই হয় ইনজিনিয়ার-দুরানির ব্যাটিং শেষ এক ঘণ্টাকে রগরগে ক'রে তুলেছিলো।

ভারত : দ্বিতীয় দফা

এম. এল. জয়সীমা	ক. মরগান	ব. কণ্ডন	০
বুধি কুন্দেরান	অপরাজিত		১২
† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. পলার্ড	ব. ডাউলিং	৪৫
সেলিম দুরানি		ব. ভিভিয়ান	২৩
এস. বেঙ্কটরাঘবন	অপরাজিত		০
অতিরিক্ত			১২
		তিন উইকেটে	৯২

পতনঃ ৩ (জয়সীমা) ; ৫২ (ইনজিনিয়ার) ; ৯২ (দুরানি)।

ডাউলিং	৬	২	১৯	১
কণ্ডন	৫	০	৩৩	১
সাটক্লিফ	৫	২	১৪	০
ভিভিয়ান	৩	০	১৪	১

তৃতীয় টেস্ট : বম্বাই ; মার্চ ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫/১৯৬৫

রীড টসে জিতলেন বটে, কিন্তু গোড়াতেই দেশাইয়ের বলে কঙডন যখন ইনজিনিয়ারের হাতে ক্যাচ দিয়ে বিদায় নিলেন, তখন ভারতীয় দলের উৎসাহিত হবার মতো কারণ ঘটেছিলো। বিষেশত নতুন ব্যাটসম্যান সিনক্লেয়ার বার-বার যখন দেশাইয়ের বলে খাবি খেতে লাগলেন, তখন অনেকেই নিউ-জিলাণ্ড দলের আশু বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখেছিলো। সিনক্লেয়ারকে আগলে রাখবার চেষ্টা করলেন ডাউলিং : ছিপছিপে কেতাবি ব্যাটসম্যান ডাউলিং ব্যাট করেন পুথিপড়া, হয়তো কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই কিন্তু নিখুঁত। তাঁর খেলার গুণ এটাই যে তিনি জানেন তিনি ডনেলি, বা সাটক্লিফ বা রীড নন, এবং নিজের সীমার মধ্যেই দায়িত্ব নিয়ে খেলেন। দ্বিতীয় উইকেট, অতএব, বহুক্ষণ প্রত্যাশিত হওয়া সত্ত্বেও পড়লো ৩১ এ। তারপর ডাউলিং আর মরগানের মধ্যে চমৎকার একটা বোঝাপড়া গ'ড়ে উঠলো। দীর্ঘস্থায়ী জুটি, ১৩৪ রানের ; মানতেই হয়, মরগানের মার ছিলো অনেক চমকপ্রদ—কিন্তু তবু ডাউলিংএর শাস্ত্রসম্মত খেলা শক্ত ভিতের উপর বুনিয়াদ গ'ড়ে তুলেছিলো।

অনেকদিন আহত অবস্থায় ক্রিকেটের বাইরে কাটিয়েছিলেন চন্দ্রশেখর : লেংথ আর নিশানা ফিরে পেতে তাঁর সময় লাগলো। কিন্তু তবু তাঁর আর দুরানির বল ব্যাটসম্যানদের কখনো একফোঁটা স্বস্তি দিচ্ছিলো না। বেঙ্কটরাঘবনের বল নিচুভাবে আসে, একটু দ্রুত : যদি তিনি ঝুলিয়ে বল করতেন, তবে হয়তো তা আরো অনেক সার্থক হ'তো। কিন্তু আগুনের মতো বল করছিলেন দেশাই : ৫৬ রানে ছ-উইকেট নিয়ে তিনি টেস্টে তাঁর সেরা বোলিংএর নজির রেখেছিলেন এ-ইনিংসে। তবু আসল জুটি ভাঙবার কৃতিত্ব চন্দ্রশেখরের। তাঁর গুগলি পড়তে পারেননি মরগান—ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দেখলেন উইকেট চিৎপটাং।

হয়তো তাতেও কিছু হ'তো না, যদি-না সাটক্লিফ অতর্কিতে রান-আউট হ'য়ে যেতেন। আর তাতেই যেন নিউজিলাণ্ডের ইনিংসের তাল কেটে গেলো। পর-পর আউট হলেন পলার্ড, ডাউলিং, রীড ও টেলর : সবগুলো উইকেটই পেলেন 'খুদে বিস্ফোরক' দেশাই।

কিন্তু ততক্ষণে সম্পন্ন হয়েছে ডাউলিংএর প্রথম টেস্টসেঞ্চুরি। সময় নিয়েছেন ডাউলিং, এমন নয় যে ভারতের বোলিং তিনি তছনছ ক'রে দিয়েছেন। তবু কিন্তু তিনিই বেঁধে রেখেছিলেন নিউ-জিলাণ্ডের ইনিংস—ছ-উইকেটে ২৫৬

রানের মধ্যে তাঁর নিজের দান ছিলো ১২৯। কোনো সুযোগ দেননি। দুরানি বা চন্দ্রশেখরের মতো বোলারদের বলে খেলে অভ্যাস নেই—কিংবা আরো স্পষ্ট ক'রে বলা যায়, কোনোদিনই ও-রকম কোনো বোলারের বলে খেলেননি। কিন্তু গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে তাঁদের পড়েছেন তিনি, ভেবে-ভেবে বার করেছেন কী ক'রে এ-ধরনের বলের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। আর তাঁর সহায়ক হয়েছে তাঁর অটুট মনোযোগ, তাঁর মনোবল, আর ব্যাটিংবিদ্যার প্রাথমিক সূত্রগুলোর উপর তাঁর অগাধ ও সুস্পষ্ট অধিকার।

রীড করেছিলেন মাত্র ২২। দেশাইয়ের বলে লেগ-বিফোর না-হ'য়ে গেলে তিনি হয়তো তখন খেলার ধারাটা পালটে ফেলতেন। মাদ্রাজ ও কলকাতার মতো তিনি কোনো হুলুস্থূল কাণ্ডের অবতারণা করেননি—আস্তে-আস্তে গ'ড়ে তুলতে চেয়েছিলেন একটি বড়ো ইনিংস। কিন্তু দেশাইয়ের একটি অতর্কিত ও প্রকাণ্ড ইনসুয়িঙ্গার তাঁকে উইকেটের সামনে পেলো পরাস্ত : আর তখনি বস্তুত নিউ-জিলাণ্ডের ইনিংসের অবসান হ'য়ে গেলো। টেলর বা ইয়ুল হাত জমাবার আগেই আউট হ'য়ে গেলেন। দুরানি ২০ ওভার বল ক'রে মাত্র ২৬ রান দিয়ে শেষ দুটি উইকেট নিয়ে তাড়াতাড়ি নিউ-জিলাণ্ডের ইনিংসের যখন অবসান ঘটিয়ে দিলেন, তখন দ্বিতীয় দিনের লাঞ্চের পর খেলা আবার সবে শুরু হয়েছে।

নিউ-জিলাণ্ড : প্রথম দফা

গ্র্যাহাম ডাউলিং		ব. দেশাই	১২৯
বিভান কঙডন	ক. ইনজিনিয়ার	ব. দেশাই	৩
ব্যারি সিনক্লেয়ার		ব. দেশাই	৯
রস মরগান		ব. চন্দ্রশেখর	৭১
বার্ট সাটক্লিফ	রান-আউট	নি. পাতৌদি	৪
ভিক পলার্ড	ক. জয়সীমা	ব. দেশাই	২৬
* জন রীড	লেগ-বিফোর	ব. দেশাই	২২
ব্রুস টেলর	ক. হনুমন্ত সিং	ব. দেশাই	৮
ব্রায়ান ইয়ুল	লেগ-বিফোর	ব. দুরানি	২
ডিক মৎজ	অপরাজিত		৫

† জন ওয়ার্ড	ব. দুরানি	০
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ১৩, নো-বল ১)		১৮
		২৯৭

পতন : ১৩ (কওড়ন) ; ৩১ (সিনক্লেয়ার) ; ১৬৫ (মরগান) ; ১৭০ (সাটক্লিফ) ; ২২৭ (পলার্ড) ; ২৫৬ (ডাউলিং) ; ২৭৬ (রীড) ; ২৮১ (টেলর) ; ২৯৭ (ইয়ুল) ; ২৯৭ (ওয়ার্ড)।

দেশাই	২৫	৯	৫৬	৬
জয়সীমা	১৭	৬	৫৩	০
চন্দ্রশেখর	২৩	৬	৭৬	১
দুরানি	২০	১০	২৬	২
বেঙ্কটরাঘবন	৩৩	১৩	৪৬	০
নাদকার্নি	১২	৭	২২	০

পাতৌদি গিয়েছিলেন হাসপাতালে ; কিন্তু হাসপাতালের দরজা থেকেই তাঁকে ফিরতে হ'লো—অসুখ, শুশ্রূষা—এ-সব মাথায় উঠলো। ভারত তখন তিন উইকেটে ১৩। পাতৌদি ফিরতে-না-ফিরতেই সেটা চার উইকেটে ২৩ : পাতৌদি যখন আউট হলেন চল্লিশ মিনিট পর, তখন ভারতের রান পাঁচ উই-কেটে ৩৮। চায়ের পর অবশ্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'লো না : ভারত ৮৮ রানে সবাই আউট। ইনিজিনিয়ার ১৭ রান ক'রে রান-আউট না-হ'লে, বলা যায় না, হয়তো ফলো-অন বাঁচানো যেতো : কতই বা বাকি ছিলো—৬০ রান মাত্র। কিন্তু টেলর মাত্র ২৬ রানে পাঁচ উইকেট নিয়ে তাঁর কলকাতার সার্থকতারই অনুবৃত্তি করলেন।

দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করতে নামলেন সরদেশাইয়ের সঙ্গে ইনজিনিয়ার। এবং আট রানে পড়লো প্রথম উইকেট, আঠারোতে দ্বিতীয়—ইনজিনিয়ার ও দুরানি, দুজনেই প্যাভিলিয়নে প্রত্যাগত।

মনে রাখা উচিত এই অবস্থা। তাহ'লে বোঝা যাবে সরদেশাই তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে কেমন খেলেছিলেন। তৃতীয় উইকেটে জয়সীমার সঙ্গে সরদেশাই যোগ করেছিলেন ৮৯ রান, তাতে জয়সীমার অবদান ৪৭। তারপর বোরদের সঙ্গে সরদেশাই যোগ করলেন ১৫৪—বোরদের অবদান ১০৯, তাঁর তৃতীয়

টেস্টসেঞ্চুরি। এবং হনুমন্ত সিং-এর সঙ্গে অসমাপ্ত ষষ্ঠ উইকেটে যোগ করলেন ১৯৩—তাতে হনুমন্ত সিংএর অবদান অপরাজিত ৭৫।

তথ্যগুলো এভাবে উপস্থাপিত করবার কারণ শুধু এটাই আঙুল তুলে দেখানো সরদেশাই কতখানি দায়িত্ব ও দৃঢ়তা নিয়ে ভারতকে কোনঠাশা অবস্থা থেকে তুলে নিয়ে এসেছিলেন। এটা সরদেশাইয়ের প্রথম টেস্ট-সেঞ্চুরি, এবং সেটাই অপরাজিত ডবলসেঞ্চুরি : আর এর জন্য যোগ্যতর কোনো মুহূর্ত তিনি হয়তো বাছতে পারতেন না। মনে আছে, মাইক স্মিথের সঙ্গে কানপুর টেস্টের খেলা—ঠিক এক বছর আগে? সরদেশাই এমনি খেলে বাঁচিয়েছিলেন দলকে। এখানে তাঁর রানের গতি ক্রমশ দ্রুততর হয়েছে, হনুমন্ত সিংএর সঙ্গে জোট বেঁধে যখন ১৯৩ রান যোগ করেছিলেন তখন তাঁর অবদান তাতে ছিলো একশোর উপর। কিন্তু এ-সব কেবল ঠাণ্ডা ও নীরক্ত তথ্য। পরে, আমরা দেখবো, সরদেশাইয়ের দুশো হ'তেই পতৌদি যখন খেলা শেষ হবার আড়াই ঘণ্টা আগে পাঁচ উইকেটে ৪৬৩ রানে ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিয়েছিলেন, তখন নিউ-জিলাণ্ড ১৩০ মিনিটেই আট উইকেটে ৮০ রান ক'রে ভিমি খাচ্ছিলো। অনেক পণ্ডিতমশাই তখন পাতৌদির দোষ দেখেছিলেন : কেন পাতৌদি আরো আগেই ইনিংস ঘোষণা করেননি, কেন সরদেশাইয়ের দুশো হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু 'চোর পালাবার পর' বুদ্ধি বাড়ে : কারু পক্ষে কি স্বপ্নেও ভাবা সম্ভব ছিলো যে-উইকেটে অত রান উঠেছে, একটু আগেই, সেখানে নিউ-জিলাণ্ড অমন চিৎপাত প'ড়ে খাবি খাবে?

ভারত : প্রথম দফা

দিলীপ সরদেশাই	ক. ওয়ার্ড	ব. মৎজ	৪
এম. এল. জয়সীমা	ক. ওয়ার্ড	ব. টেলর	৪
সেলিম দুরানি	ক. মরগান	ব. টেলর	৪
চান্দু বোরদে	ক. ওয়ার্ড	ব. টেলর	২৫
হনুমন্ত সিং	হিট-উইকেট	ব. টেলর	০
* পাতৌদির নবাব	ক. ওয়ার্ড	ব. কণ্ডন	৯
বাপু নাদকার্নি	লেগ-বিফোর	ব. কণ্ডন	৭
† ফারুক ইনজিনিয়ার	রান-আউট	নি. পলার্ড	১৭
রমাকান্ত দেশাই	ক. রীড	ব. মৎজ	৭

এস. বেঙ্কটরাঘবন	ক. কওড্রন	ব. টেলর	৭
বি. এস. চন্দ্রশেখর	অপরাজিত		৪
অতিরিক্ত (লেগ-বাই ৪, নো-বল ৩)			৭
			৮৮

ভারত : দ্বিতীয় দফা

দিলপ সরদেশাই	অপরাজিত		২০০
† ফারুক ইনজিনিয়ার	ক. রীড	ব. টেলর	৬
সেলিম দুরানি	ক. ওয়ার্ড	ব. টেলর	৬
এম. এল. জয়সীমা	ক. ওয়ার্ড	ব. পলার্ড	৪৭
চান্দু বোরদে	ক. ইয়ুল	ব. টেলর	১০৯
* পাতৌদির নবাব		ব. মৎজ	৩
হনুমন্ত সিং	অপরাজিত		৭৫
অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগ-বাই ৫, ওয়াইড ১, নো-বল ৭)			১৭
		পাঁচ-উইকেটে ঘোষিত	৪৬৩

পতন : প্রথম দফা : ৪ (জয়সীমা) ; ৮ (দুরানি) ; ১৩ (সরদেশাই) ; ২৩ (হনুমন্ত সিং) ; ৩৮ (পাতৌদি) ; ৪৮ (নাদকার্নি) ; ৭১ (বোরদে) ; ৭৬ (দেশাই) ;৭৭ (ইনজিনিয়ার) ; ৮৮ (বেঙ্কটরাঘবন)। দ্বিতীয় দফা : ৮ (ইনজিনিয়ার) ; ১৮ (দুরানি) ; ১০৭ (জয়সীমা) ; ২৬১ (বোরদে) ; ২৭০ (পাতৌদি)।

বোলিং : প্রথম দফা

মৎজ	১৫	৪	৩০	২
টেলর	৭	৩	২৬	৫
কওড্রন	৯	৫	২১	২
পলার্ড	২	১	৪	০

বোলিং : দ্বিতীয় দফা

মৎজ	২৯·৪	১১	৬৩	১
টেলর	২৯	৫	৭৬	৩
কওড্রন	১৭	৬	৪৪	০

পলার্ড	২৯	৬	৯৫	১
ইয়ুল	২৮	৫	৭৬	०
মরগান	১৮	৩	৫৪	०
রীড	৩	১	৮	०
সাটক্লিফ	৪	०	৩০	०

নিউ-জিলাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ঠিক ভারতীয় প্রথম ইনিংসের অবিকল পুনরাবৃত্তি: অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক। কেউ ভাবেনি যে ১৩০ মিনিটের মধ্যেই নিউ-জিলাণ্ড পরাজয়ের মুখে এসে দাঁড়াবে। আর, বোরদে যদি শেষ দিকে পর-পর দুটি ক্যাচ না-ফশকাতেন, তবে হয়তো হার থেকে তারা কিছুতেই বাঁচতো না।

শূন্য রানে যখন নিউ-জিলাণ্ড দু-উইকেট হারালো, তখনও কেউ পরবর্তী ঘটনার জন্য প্রত্যাশা করেনি। কিন্তু পাতৌদি ঘিরে ধরলেন ব্যাটসম্যানকে—একজনও রইলো না উইকেট থেকে দূরে, সবাই উইকেটের কাছে গোল হ'য়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে। এত কাছে যে গায়ে নিশ্বাস লাগে। হয়তো সেটা ব্যাটসম্যানদের বেশ খানিকটা অস্বস্তিতে ফেলে থাকবে। চন্দ্রশেখর ও দুরানি তখন উইকেট থেকে যথেষ্ট সাড়া পাচ্ছিলেন। তাঁদের ঠেকানো, সে-মুহূর্তে, জগতের সেরা ব্যাটসম্যানদের পক্ষেও অসাধ্য হ'তো। ঠিক এ-রকম আশ্চর্য ডিগবাজিই ঘটেছিলো কলকাতায় ১৯৫৫-৫৬ সালে, যখন ভারত উলটে চাপ দিচ্ছিলো—নিউ-জিলাণ্ড এসে দাঁড়িয়েছিলো অপ্রত্যাশিত হারের মুখে।

কিন্তু টেলর যখন শূন্য, এবং নিউজিলাণ্ড সাত উইকেটে ৪৬, তখন দুরানির বলে প্রথম ক্যাচ ফশকালেন বোরদে। দ্বিতীয় ক্যাচটা দিয়েছিলেন ইয়ুল—যখন তিনিও কোনো রান করেননি। কিন্তু টেলর, ইয়ুল আর ওয়ার্ড প্রতিরোধ করলেন শেষ প্রায় আধঘণ্টা। এমনকি টেলর যখন আউট হলেন ৭৬-এ তখনও নিউ-জিলাণ্ডের হারের ভয় দূর হয়নি।

কিন্তু এ-রকম তীব্র ও রুদ্ধশ্বাস নাটকের জন্যই ক্রিকেটের এত আকর্ষণ। সত্যি বলতে, প্রথম ইনিংসে ওভাবে ধ্যাড়াবার ভারত এ-খেলায় জিতলে কোনোরকম সুবিচারই হ'তো না।

নিউ-জিলাণ্ড : দ্বিতীয় দফা

বিভান কঙডন	ক. হনুমন্ত সিং	ব. দুরানি	১৪
গ্র্যাহাম ডাউলিং	ক. ইনজিনিয়ার	ব. জয়সীমা	০
ব্যারি সিনক্লেয়ার	ক. বেঙ্কটরাঘবন	ব. দেশাই	০
রস মরগান		ব. চন্দ্রশেখর	১১
* জন রীড	ক. বোরদে	ব. চন্দ্রশেখর	১০
বার্ট সাটক্লিফ	ক. দুরানি	ব. চন্দ্রশেখর	১
ভিক পলার্ড	ক. বোরদে	ব. দুরানি	৪
ব্রুস টেলর		ব. বেঙ্কটরাঘবন	২১
ব্রায়ান ইয়ূল	অপরাজিত		৮
† জন ওয়ার্ড	অপরাজিত		৪
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ-বাই ৪, নো-বল ২)			৭
		আট উইকেটে	৮০

পতন : ০ (ডাউলিং) ; ০ (সিনক্লেয়ার) ; ১৮ (মরগান) ; ৩৪ (রীড) ; ৩৭ (সাটক্লিফ) ; ৪৫ (কঙডন) ; ৪৬ (পলার্ড) ; ৭৬ (টেলর)।

দেশাই	৯	৫	১৮	১
জয়সীমা	৬	৫	৪	১
বেঙ্কটরাঘবন	৭	৩	১০	১
চন্দ্রশেখর	১৪	৬	২৫	৩
দুরানি	৭	২	১৬	২

চতুর্থ টেস্ট : নতুন দিল্লি ; মার্চ ১৯, ২০, ২১ ও ২২/১৯৬৪

টসে জিতে ফিরোজশাহ্ কোটলার ইস্ত্রিকরা কামিজের মতো ধোপদুরস্ত মাঠে যখন নিউ-জিলাণ্ড ব্যাট করতে নামলো, তখন প্রথম আধঘণ্টা তাদের ব্যাট করার অনায়াস ভঙ্গি দেখে কেউ ভাবেনি যে একটু পরেই চন্দ্রশেখর ও বেঙ্কটরাঘবন তাঁদের অনবরত লাঞ্ছিত ও বিপন্ন ক'রে তুলবেন। ব্যক্তিগতভাবে চতুর্থ টেস্টে বেঙ্কটরাঘবনের সার্থকতা ভারত-নিউ-জিলাণ্ড খেলায় নতুন নজিরের সৃষ্টি করেছিলো। দু-ইনিংস মিলিয়ে বেঙ্কটরাঘবন পেয়েছিলেন ১৫২ রানে ১২টি উইকেট। বেঙ্কটরাঘবন নন গুলাম আমেদ, অথবা এরাপল্লি প্রসন্ন :

অন্তত তখনও ফ্লাইটের অবিশ্রান্ত টানাপোড়েন তাঁর আয়ত্তে আসেনি—কিন্তু তিনি আগাগোড়া আক্রমণ করেছিলেন উইকেট, নিশানা ও লেংথ ছিলো অটুট—উইকেট থেকে সাহায্য পাননি বটে, কিন্তু অনামিকা স্পিনের সাহায্যে ঐ ব্যাটিং উইকেটেই তিনি বল ভাঙবার চেষ্টা করেছিলেন। আর এ-ধরনের বল খেলে অভ্যাস নেই ব'লেই নিউ-জিলাণ্ড অল্প রানে আউট হ'য়ে গেলো। তার মানে এ নয় যে বম্বাইয়ের দ্বিতীয় দফার মতো তারা প্রচণ্ড কোনো ডিগবাজি খেয়েছিলো—কিন্তু উইকেটের দু-প্রান্ত থেকে দু-ধরনের স্পিন বল—চন্দ্রশেখর ও বেঙ্কটরাঘবন—তাদের পক্ষে শামলে-ওঠা মুশকিল হ'য়ে উঠেছিলো।

দেশাই-জয়সীমা-সুব্রহ্মণ্যম নতুন বলের পালিশ নষ্ট ক'রে দেবার পরই দু-দিক থেকে বল করতে এলেন চন্দ্রশেখর ও বেঙ্কটরাঘবন। আর প্রথমেই বেঙ্কটরাঘবন ডাউলিংকে পেলেন লেগ-বিফোর, আর অনতিবিলম্বে পরাস্ত করলেন জারভিসকে। মরগান-কণ্ডন জুটি কিন্তু তবু খেলায় বোলারদের প্রাধান্য বিস্তার করতে দেয়নি। আগের চারটে ইনিংসে কণ্ডন তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খেলতে পারেননি—দেশাইয়ের বলে তাঁকে মনে হয়েছে নড়বোড়ে, আর অকেজো। কিন্তু এবার মরগানের সঙ্গে তৃতীয় উইকেটে তিনি যোগ করলেন ৫৪, আর তাতে তাঁর নিজের অবদান ৪৮। আর এই ৪৮ রানের মধ্যেই তাঁর খেলার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিলো: বাজে বল তাঁর কাছে সব সময়েই বাজে বল, তাকে হাঁকাতে হবে; আর ভালো বল খেলতে হবে পা বাড়িয়ে, এমনকি ক্রিজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে আলগোছে ব্যাট পেতে স্তম্ভিত ক'রে দিতে হবে স্পিন। বিশেষত তাঁর সুইপ ও ড্রাইভের মধ্যে ছিলো আভিজাত্য ও শিল্পিতার ছাপ। তাঁর একমাত্র দুর্বলতা, মনে হয়েছিলো, অফস্টাম্পের বাইরের বল: ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মতোই তার প্রতি তাঁর অদম্য টান।

কণ্ডন আউট হ'য়ে যাবার পর গোটা ইনিংসকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করলেন মরগান। বম্বাইতে প্রথম দফায় করেছিলেন ৭১, এখানে করলেন ৮২। কেতাবি কিন্তু রক্ষণমূলকতার সঙ্গে বিবেচনার সঙ্গে আক্রমণ মেশানো। আউট হলেন ২৬০এ, নবম। বেঙ্কটরাঘবনের বল ব্যাকফুটে খেলতে গিয়ে লেগ-বিফোর না-হ'য়ে গেলে হয়তো সেঞ্চুরিও করতেন। অন্তত ওয়ার্ডের সঙ্গে যেভাবে তাঁকে আক্রমণের হাত থেকে বাঁচিয়ে, আড়াল ক'রে, তিনি অষ্টম উইকেটে ৬২ রান যোগ করেছিলেন, তাতে তাঁর ঠাণ্ডা মাথা ও পরিণত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিলো। মরগান যদি ওভাবে পুরো ইনিংসের দায়িত্ব

নিজের কাঁধে তুলে না-নিতেন, তাহ'লে নিউ-জিলাণ্ডের ইনিংস কখন ধ্ব'সে পড়তো।

বেঙ্কটরাঘবন অবশ্য আটটি উইকেট পেয়েছিলেন, কিন্তু চন্দ্রশেখরের ছুটি আঘাতই হয়েছিলো মারাত্মক। ঠিক যখন রীড আর টেলর বিপজ্জনকভাবে পালটা আক্রমণের উদ্যোগ করছিলেন, তখন চন্দ্রশেখর তাঁর গুগলিতে রীডকে বোল্ড করেছিলেন, আর টেলরকে বাধ্য করেছিলেন লোপ্পা ক্যাচ তুলতে। সাটক্লিফ ছিলেন আহত, তিনি হাত জমাবার আগেই বেঙ্কটরাঘবনের বল অতর্কিতে তাঁর লেগস্টাম্প থেকে অফস্টাম্পে বেঁকে গিয়ে তাঁকে বোল্ড ক'রে দিয়েছিলো।

নিউ-জিলাণ্ড : প্রথম দফা

গ্র্যাহাম ডাউলিং	লেগ-বিফোর	ব. বেঙ্কটরাঘবন	৭
টেরি জারভিস		ব. বেঙ্কটরাঘবন	৩৪
রস মরগান		ব. বেঙ্কটরাঘবন	৮২
বিভান কঙডন	ক. চন্দ্রশেখর	ব. বেঙ্কটরাঘবন	৪৮
* জন রীড		ব. চন্দ্রশেখর	৯
বার্ট সাটক্লিফ		ব. বেঙ্কটরাঘবন	২
ব্রুস টেলর	ক. বোরদে	ব. চন্দ্রশেখর	২১
ভিক পলার্ড		ব. বেঙ্কটরাঘবন	২৭
† জন ওয়ার্ড	লেগ-বিফোর	ব. বেঙ্কটরাঘবন	১১
রিচার্ড কলিন্‌জ	অপরাজিত		৪
ব্রুস ক্যামেরন		ব. বেঙ্কটরাঘবন	০
অতিরিক্ত			১৭

পতন : ২৭ (ডাউলিং) ; ৫৪ (জারভিস) ; ১০৮ (কঙডন) ; ১১৭ (রীড) ; ১৩০ (সাটক্লিফ) ; ১৫৭ (টেলর) ; ১৯৪ (পলার্ড) ; ২৫৬ (ওয়ার্ড) ; ২৬০ (মরগান) ; ২৬২ (ক্যামেরন)।

দেশাই	৯	২	৩৬	০
জয়সীমা	৫	২	১২	০
সুব্রহ্মণ্যম	৫	২	৩	০

চন্দ্রশেখর	৩৭	১৪	৯৬	২
বেঙ্কটরাঘবন	৫১·২	২৬	৭২	৮
নাদকার্নি	১৬	৮	২১	০
হনুমন্ত সিং	২	০	৫	০

ভারতীয় ইনিংস শুরু হবামাত্র সরদেশাই তীব্র লয়ে খেলার সুর বেঁধে দিলেন। যেন এই ইনিংসের আলাপ শুরু হ'য়ে গেছে এক সপ্তাহ আগে বম্বাইয়ে, এটা যেন বম্বাইয়ের সেই অপরাজিত দুশো রানেরই সম্প্রসারণ, কিন্তু এবার ছন্দ আলাদা, লয় আলাদা—হয়তো, এমনকি, চরিত্রও আলাদা। কিংবা বলা যায় সরদেশাই সেই বিরল প্রতিভাবানদেরই একজন, যিনি পরিস্থিতিকে সৃষ্টিশীলভাবে কাজে খাটান। বম্বাইয়ে তাঁর দায়িত্ব ছিলো ভারতীয় ইনিংসের ভাঙন ঠেকানো—যে-দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তেছিলো কানপুরে। কিন্তু এখানে নিউ-জিলাণ্ডকে অল্প রানে আউট করার পর তাঁর দায়িত্ব দ্রুত হারে রান-তোলা ; কিন্তু দায়িত্বের ভারে তিনি ন্যুব্জ বা হতচকিত নন, দায়িত্ব যেন রূপান্তরিত মুক্তিতে, যেন আনন্দের দ্বারা সংক্রমিত। তাঁকে ঠেকাবার ক্ষমত অন্তত নিউ-জিলাণ্ডের বোলারদের সেদিন ছিলো না।

জয়সীমা ১০ রান ক'রেই ৫৬তে আউট হয়েছিলেন। তারপর আবার একটি চমকপ্রদ জুটির অবতারণা হ'লো, চমকপ্রদ কিন্তু শোভন, আনন্দময়—যেন বম্বাইয়ে ষষ্ঠ উইকেটে অপরাজিত ১৯৩ রানের যে-নতুন নজির তৈরি হয়েছিলো, তারই জের। হনুমন্ত সিং ও সরদেশাই—দুজনেরই খেলার রীতি ধ্রুপদী। ১২৩ রান যোগ হ'লো দ্বিতীয় উইকেটে, সরদেশাই সেঞ্চুরি ক'রেই আউট হ'য়ে গেলেন। তারপর হনুমন্ত সিং আউট হলেন, যখন তাঁর সেঞ্চুরি অদূরবর্তী ও আসন্ন। কে না জানে ভারতীয় ক্রিকেটের সেই রহস্যময় বিড়ম্বনা, সেই ব্যাখ্যাতীত কুসংস্কার—যে, টেস্টে প্রথম আবির্ভাবে সেঞ্চুরি করলে আর কখনো তার পুনরাবৃত্তি হবে না। অমরনাথ করেননি, দীপক শোধন না, কৃপাল সিং না, আব্বাস আলি বেগ না, এবং এখন হনুমন্ত সিংও না। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ছ-মাস আগে ৯৪ করেছিলেন হনুমন্ত, আউট হয়েছিলেন ছক্কা হাঁকাতে গিয়ে ; এখন, আগের ইনিংসেই করেছেন অপরাজিত ৭৫, এবার ৮২ রান ক'রে অতর্কিতে কলিন্‌জের বলে ক্যাচ তুলে, সেই কুসংস্কার বজায় রাখবার জন্যই যেন, হনুমন্ত সিং আউট হ'য়ে চ'লে গেলেন।

চতুর্থ উইকেটে বোরদে-পাতৌদি যোগ করলেন ১৩৮ রান: এ যেন ভারতীয় ব্যাটিংএর আরেক পরাকাষ্ঠা। কার সেঞ্চুরি বেশি আনন্দ দিয়েছিলো—সরদেশাইয়ের, না পাতৌদির—এ-প্রশ্নের কোনো সহজ উত্তর নেই। যেন বম্বাইয়ের সেই পাতালস্পর্শের পর ভারতীয় ব্যাটিংএর নতুন জন্ম হচ্ছে। সত্যি যে উইকেট থেকে বোলাররা, বিশেষত ফাস্ট-মিডিয়াম বোলাররা, তেমন-কোনো সাহায্য পাননি। কিন্তু তা ছাড়াও, আগাগোড়া ব্যাটসম্যানদের মধ্যে চেষ্টা ছিলো তাড়াতাড়ি রান তোলবার। আর নিউ-জিলাণ্ডের থেকে দুশো রানে এগিয়ে যেতেই, অষ্টম উইকেট পড়লে, পাতৌদি ইনিংস ঘোষণা ক'রে দিলেন।

ভারত: প্রথম দফা

দিলীপ সরদেশাই	ক. জারভিস	ব. মরগান	১০৬
এম. এল. জয়সীমা	ক. ডাউলিং	ব. রীড	১০
হনুমন্ত সিং	ক. কঙডন	ব. কলিন্জ	৮২
চান্দু বোরদে	ক. জারভিস	ব. ক্যামেরন	৮৭
* পাতৌদির নবাব		ব. কলিন্জ	১১৩
ভি. স্থব্রহ্মণ্যম		ব. টেলর	৯
† ফারুক ইনজিনিয়ার		ব. কলিন্জ	৫
বাপু নাদকার্নি	অপরাজিত		১৪
রমাকান্ত দেশাই		ব. কলিন্জ	৭
এস. বেঙ্কটরাঘবন	ব্যাট করেননি		—
বি. এস. চন্দ্রশেখর	ব্যাট করেননি		—
অতিরিক্ত			৩২
	আট উইকেটে ঘোষিত		৪৬৫

পতন: ৫৬ (জয়সীমা); ১৭৯ (সরদেশাই); ২৪০ (হনুমন্ত সিং) ৩৭৮ (বোরদে); ৪১৪ (স্থব্রহ্মণ্যম); ৪২১ (ইনজিনিয়ার); ৪৫৭ (পাতৌদি); ৪৬৫ (দেশাই)।

টেলর	১৮	৪	৫৭	১
কলিন্জ	২০.৩	৪	৮৯	৪
রীড	২৪	৪	৮৯	১

ক্যামেরন	২৬	৫	৮৬	১
মরগান	১৫	১	৬৮	১
পলার্ড	১০	১	৪৪	০

এ-টেস্টে যে ভারতের জয় হ'তে পারে, সে-সম্ভাবনাটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো, নিউ-জিলাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের গোড়াতেই সুব্রহ্মণ্যম যখন ডাউলিংকে লেগ-বিফোর পেলেন : এক উইকেটে ১। তারপরেই আউট হলেন মরগান, প্রথম ইনিংসের নায়ক ; নিউ-জিলাণ্ড দু-উইকেটে ১০। তৃতীয় উইকেট পড়লো ২২এ, যখন চন্দ্রশেখর কঙডনকে বোল্ড ক'রে দিলেন। তবে কি বম্বাইয়ে যেভাবে নিউ-জিলাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস আচমকা ধ্ব'সে পড়েছিলো, তারই পুনরাবৃত্তি হবে? রীডকে ঘিরে ধরলেন ভারতীয় ফিল্ডাররা, এবং রীড যখন অবশেষে বেঙ্কটরাঘবনের বলে পুরোপুরি হার মেনে ফিরে গেলেন, তখন নিউ-জিলাণ্ড চার উইকেটে ৬৮। তখনও ভারতের থেকে ১৩৫ রান পেছিয়ে। এই অবস্থায় জারভিসের জুটি হলেন আহত সাটক্লিফ : জারভিসের এটা দ্বিতীয় টেস্ট, আর সাটক্লিফ দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান। তাঁরা যে পঞ্চম উইকেটে কেবল ১০৪ রান যোগ ক'রে ভারতের বিরুদ্ধে নতুন নজির স্থাপন করেছিলেন, তা নয়—তাঁরা উইকেট আগলে ছিলেন দীর্ঘ, দীর্ঘ সময়। রানের চেয়েও সময় তখন বেশি জরুরি নিউ-জিলাণ্ডের কাছে। খেলা বাঁচাতে হ'লে তাদের যে কেবল রান তুলতে হবে, তা নয়—তাদের টিকে থাকতে হবে উইকেটে। আর সেদিক থেকে বিবেচনা করলে ২২শে মার্চ দিল্লিতে সেদিন সাটক্লিফ যে ৫৪ রান করেছিলেন, তা অনেক সেঞ্চুরির চেয়েও ঢের মূল্যবান ছিলো। কিন্তু অতর্কিতে আঘাত হানলেন চন্দ্রশেখর, তাঁর দ্রুত বাঁক-খাওয়া দ্রুত লেগ-ব্রেক—সাটক্লিফের সেটা অফব্রেক—ব্যাটের কানা ছুঁয়ে গিয়ে ইনজিনিয়ারের দস্তানায় ঢুকে পড়লো। তখনও নিউ-জিলাণ্ড ৩১ রান পেছিয়ে। তারপরেই আউট হলেন জারভিস ও টেলর পর-পর : নিউ-জিলাণ্ড সাত উইকেটে ১৭৯।

পলার্ড আর কলিন্‌জ ঠেকাবার চেষ্টা করলেন আবার, কিন্তু রান যখন ২১৩, অর্থাৎ যখন ভারতকে আবার ব্যাট করতে হবে জিততে হ'লে, এই সময় পলার্ড আউট হ'য়ে গেলেন। কিন্তু নিউ-জিলাণ্ডের প্রতিরোধ শেষ হ'লো না ; নবম উইকেটে কলিন্‌জ আর ক্যামরন যে ৫১ রান ক'রে নিউ-জিলাণ্ডের

পক্ষে নতুন নজির প্রতিষ্ঠা করলেন, তা-ই নয়, যখন কলিন্‌জ ৫৪ রান ক'রে অবশেষে বেঙ্কটরাঘবনের বলে ইনজিনিয়ারের হাতে ধরা পড়লেন, তখন খেলা শেষ হ'তে বাকি ৯০ মিনিট। চায়ের পরে শেষ উইকেটে ক্যামেরন ও ওয়ার্ড যোগ করলেন ৮ রান, কিন্তু সময় নিলেন ২৩ মিনিট। আর সেটাই খেলাটিকে নিউ-জিল্যাণ্ডের পক্ষে প্রায় বাঁচিয়ে দিচ্ছিলো।

অর্থাৎ : ভারতকে জিততে হ'লে ৫৭ মিনিটে করতে হবে ৭০ রান।

অবশ্যই অসম্ভব নয়, কিন্তু দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে ততক্ষণে—যে দিল্লিতে সহজে বৃষ্টি হয় না, সেখানে আকাশে তখন মেঘের আনাগোনা। তাড়াতাড়ি রান তোলবার জন্য ইনজিনিয়ার গেলেন সরদেশাইয়ের সঙ্গে—কিন্তু টেলরের বল তাঁর উইকেট উড়িয়ে দিলো—ভারত এক উইকেটে ৯। জয়সীমা নেমেই রান-আউট : ভারত দু-উইকেটে ১৩। উইকেট বড়ো কথা নয় ; যেভাবে তাঁরা দ্রুত রান তোলবার চেষ্টা করছিলেন, প্রতি বলে ব্যাট হাঁকড়ানো, প্রতি বলে রান নেবার চেষ্টা, তাতে না ছিলো পরিকল্পনা, না ছিলো সুবুদ্ধি। ইনিংসটার সূচনা হ'লো হাস্যকর ও উন্মাদ। এই অবস্থায় নামলেন পাতৌদি—আর ঐ অবুঝ, নির্বোধ, উত্তেজিত ব্যাটিংএর মধ্যে আনলেন সুবিবেচনা, দেখালেন কেমন ক'রে চাপের মধ্যেও দ্রুত রান তোলা সম্ভব ; এলোমেলো আবোলতাবোল ব্যাট চালিয়ে উত্তেজিত হবার কোনো দরকারই নেই। এখানে বলতে হয় রীডের নেতৃত্বের কথা। কোনো চেষ্টা তো করেনইনি সময় নষ্ট করার, বরং ওভার শেষ করিয়েছেন তাড়া দিয়ে, স্বাভাবিক সময়ের চেয়েও তাড়াতাড়ি। টেলর যখন বল করছিলেন একবার তাঁর জুতোর ফিতে খুলে গিয়েছিলো। কিন্তু তিনি বল করা থামিয়ে ফিতে বাঁধতে দেননি—বলেছেন, ওভার শেষ ক'রে তারপর যেন টেলর জুতো বাঁধেন। যখন জলের সময় এলো, তিনি তাদের ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন—অথচ ওই পাঁচ মিনিট সময় তাঁর প্রাপ্য ছিলো—কারু কোনো নালিশ করার অবকাশই হ'তো না, যদি জলের ঐ পাঁচ মিনিট বিরতি তিনি নিতেন। অথচ তিনি জানতেন, তাঁর জেতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না—এ-অবস্থায় ভারতের পক্ষেই কেবল জেতা সম্ভব। যখন ভারত ৬৬, জয়ের বাকি মাত্র ৪, এলেন তিনি নিজে বল করতে—এবং পাতৌদিও আউট হ'য়ে গেলেন। এলেন খোঁড়াতে-খোঁড়াতে হনুমন্ত সিং, পাতৌদি—দলের অধিনেতা—তাঁর রানার, সেই ওভারে নিলেন ৩ রান, দু-দলের রান সমান-সমান, পরের ওভারের প্রথম বলেই হনুমন্ত সিংএর

তীব্র সচকিত স্কোয়ারকাট সিরিজের সমাপ্তি ঘোষণা করলো—ভারত জিতে গেলো খেলা শেষ হবার ঠিক বারো মিনিট আগে—সাত উইকেটে।

নিউ-জিলাণ্ড : দ্বিতীয় দফা

গ্র্যাহাম ডাউলিং	লেগ-বিফোর	ব. সুব্রহ্মণ্যম	০
টেরি জারভিস		ব. বেঙ্কটরাঘবন	৭৭
রস মরগান	ক. বেঙ্কটরাঘবন	ব. দেশাই	৪
বিভান কঙডন		ব. চন্দ্রশেখর	৭
* জন রীড		ব. বেঙ্কটরাঘবন	২২
বার্ট সাটক্লিফ	ক. ইনজিনিয়ার	ব. চন্দ্রশেখর	৫৪
ব্রুস টেলর	ক. সরদেশাই	ব. বেঙ্কটরাঘবন	৩
ভিক পলার্ড	ক. ইনজিনিয়ার	ব. সুব্রহ্মণ্যম	৬
রিচার্ড কলিন্জ	ক. ইনজিনিয়ার	ব. বেঙ্কটরাঘবন	৫৪
ব্রুস ক্যামেরন	অপরাজিত		২৭
† জন ওয়ার্ড	রান-আউট	নি. চন্দ্রশেখর	০
অতিরিক্ত			২৮
			২৭২

পতন : ১ (ডাউলিং) ; ১০ (মরগান) ; ২২ (কঙডন) ; ৬৮ (রীড) ; ১৭২ (সাটক্লিফ) ; ১৭৮ (জারভিস) ; ১৭৯ (টেলর) ; ২১৩ (পলার্ড) ; ২৬৪ (কলিন্জ) ; ২৭২ (ওয়ার্ড)।

দেশাই	১৮	৩	৩৫	১
সুব্রহ্মণ্যম	১৬	৫	৩২	২
বেঙ্কটরাঘবন	৬১.১	৩১	৮০	৪
চন্দ্রশেখর	৩৪	১৪	৯৫	২
নাদকার্নি	১৯	১৩	১০	০
জয়সীমা	১	০	২	০

ভারত : দ্বিতীয় দফা

দিলীপ সরদেশাই	অপরাজিত		২৭
† ফারুক ইনজিনিয়ার		ব. টেলর	২
এম. এল. জয়সীমা	রান-আউট	নি. টেলর	১
* পাতৌদির নবাব		ব. রীড	৩০
হনুমন্ত সিং	অপরাজিত		৭
অতিরিক্ত			৬
		তিন উইকেটে	৭৩

পতন : ৯ (ইনজিনিয়ার) ; ১৩ (জয়সীমা) ; ৬৬ (পাতৌদি)।

টেলর	৪	০	৩১	১
ক্যামেরন	৪	০	২৯	০
রীড	১	০	৩	০
সাটক্লিফ	০.১	০	৪	০

+

টেস্ট-ক্রিকেটে ভারত কেমন খেলতো, আমরা তা অনুসরণ ক'রে এতক্ষণে ১৯৬৫ অব্দি এসে পৌঁছেছি। পাঠক নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন, ১৯৩২ থেকে ১৯৬৫—এই তেত্রিশ বছরে ভারতীয় ক্রিকেটের একটা নিজের ধরন গ'ড়ে উঠেছে : সেটা যে সব সময় অবিকল একভাবে আছে তা নয়—কিন্তু তবু সাধারণ কতগুলো লক্ষণ নিশ্চয়ই আবিষ্কার করা সম্ভব। যেমন যুদ্ধের আগে ভারতীয় ক্রিকেটে দ্রুত বোলার ছিলেন—অমর সিং, মহম্মদ নিসার তো বটেই, আরো ছিলেন শুটে বন্দ্যোপাধ্যায় ; এবং আরো কারু-কারু নাম হয়তো মনে প'ড়ে যাবে। তখন বরং স্পিন বলই ধারালো ছিলো না—ভেরিটির বলে তাই, হয়তো অনভ্যস্ত ব'লেই, ভারতীয়রা সুবিধে করতে পারেননি। কিন্তু যুদ্ধের পরে অবস্থা পুরোপুরি অন্য রকম হ'য়ে গেলো। কোথায় গেলেন পূর্ববর্তী বছরের দ্রুত বোলাররা, তার বদলে এবার মানকড়-গুপ্তে-গুলাম আমেদই খেলার উপর প্রকাণ্ড ছাপ ফেললেন। খেলার পরিচালকরাও আস্তে-আস্তে স্পিন বোলারদের সুবিধে দেবার জন্য উইকেট তৈরি করতে শুরু করলেন : ফলে

ভারতের নির্জীব উইকেটে খুদে দেশাইয়ের মতো বোলার চট ক'রে ফুরিয়ে গেলেন—শুধু দরাজ দিল আর তুলকালাম উৎসাহ দিয়ে তো আর চলে না, যদি-না উইকেট কোনো সাহায্য করে। অতএব, দেশজোড়া, আমরা দেখলুম, একের পর ভালো মাঠগুলোর নিষ্ঠুর, সুপরিকল্পিত, ঠাণ্ডারক্তে-ঘটানো হত্যাকাণ্ড। আর এই হত্যা ঘটানো হ'লো আস্তে-আস্তে ভেবেচিন্তে।

কেন হ'লো এ-রকম? খেলাই যদি পছন্দ হ'তো পরিচালকদের, তাহ'লে কি তাঁরা এটা করতে পারতেন? সি. এল. আর. জেমস বলবেন, 'ক্রিকেট তারা কী জানে, যারা শুধুই ক্রিকেট জানে?' কারণগুলো বোধহয় একটু তলিয়ে দেখা উচিত—খেলাকে আমরা যদি 'নিছক' খেলা হিশেবেই দেখতে চাই। যদিও, বলতে বাধ্য, জিগেশ করতে বাধ্য: খেলা কি নিছকই খেলা?

ক্রিকেট খেলা এ-দেশে এনেছিলো ইংরেজরা, যখন তারা আমাদের প্রভু, যেমন তারা এ-খেলার প্রবর্তন করেছিলো তাদেরই অন্যান্য উপনিবেশে। সেই সময় এ-দেশের যাঁরা এ-খেলায় উৎসাহ দেখিয়েছিলেন তাঁরা রাজা-মহারাজা আর ধনাঢ্য ও সম্পন্ন ব্যক্তি। সত্যি তো, জীবিকার জন্য যাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়, তাদের পক্ষে দিনের পর দিন কাজকর্ম বাতিল ক'রে খেলার মাঠে গিয়ে অনুশীলন করা কিছুতেই সম্ভব নয়—যদি-না ক্রিকেটই হ'য়ে ওঠে জীবিকা, খেলাটাই কাজ।

মল্লযুদ্ধ বা স্পেনের বুলফাইট ছাড়া বোধহয় আর কোনো খেলা নিয়ে এত লেখালিখি হয়নি—শুধু প্রতিবেদন নয়, ক্রিকেটকে ঘিরে সাহিত্যও গ'ড়ে উঠেছে—আর তাতে কতগুলো মূল্যবোধও প্রচারিত-সম্প্রচারিত হয়েছে। এমন অনেক দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যাবে যা আজকের দিনে স্বীকার করা মুশকিল: যেমন, কোনো নামজাদা ক্রিকেটলেখক যদি বলেন, 'অমর সিং এত ভালো বল করেন যে তাঁকে চুনকাম ক'রে শাদা সাহেব বানিয়ে দিলে হয় না?' অথবা: 'জর্জ হেডলি? তিনি হলেন "কালো" ব্র্যাডম্যান'—, আর এ-সব কথাকে যদি বাহবা-দেয়া উক্তি, পিঠ চাপড়ানো বা তারিফ করা ব'লে ভাবা হয়—তখন তাজ্জব না-হ'য়ে উপায় কী?

বড়োলোকদের খেলা ক্রিকেট যখন মধ্যবিত্তদের খেলা হ'য়ে উঠলো (স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রিকেট চালাবার যেটি হ'লো অবশ্যম্ভাবী ফল), আর কাদের হাতে তখন ছিলো আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা? তখন দেখা গেলো এ-খেলায় আনন্দের চেয়েও অনেক বেশি হয়তো আছে টাকাকড়ি।

ফলে খেলাটাও হ'য়ে উঠলো ব্যবসাদারদের টাকা লগ্নী করার উপায়; মাঠকে মেরে ফেললে খেলা চলবে পাঁচ দিন, অতএব বেশি লোক খেলা দেখবে, টিকিট বেশি বিক্রি হবে, টাকাকড়ি আসবে অঢেল। ফলে, অনিবার্য ফল, যেটা হ'লো, তা এই: ক্রিকেটের দিকে ঝোঁক পড়লো ব্যাবসাদারদের। আরো: সব খেলাতেই যদি ভারত হারছে ব'লে লোকে জানে, তবে দেখতে আসবে কেন? অতএব অন্তত ভারতের মাটিতে ভারতকে কিছু-কিছু খেলায় জয়লাভেরও সুযোগ দিতে হবে। আর স্পিন বলের দরুনই ভারত হয়তো কোনো-কোনো খেলায় জিতে যেতে পারবে! কাজেই মাঠকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন প্রথম দিনেই স্পিন ধরার সুযোগ থাকে।

এটা একেবারেই হীনম্মন্যতার ফল। ধ'রেই নেয়া হয়েছে যে ভারত এমনিতে তো জিততে পারবে না—যদি না মাঠে গিয়ে কারচুপি হয়। জিতবে কী ক'রে? যারা এ দেশের রাজা তারা আমাদের চেয়ে কর্মী, সক্রিয় আর জেদি ব'লেই তো এ-দেশের রাজা হ'তে পেরেছে।

খেলোয়াড়দের দোষ দিয়ে সব সময় লাভ নেই। যদি ভারতীয় ক্রিকেটের সত্যি কোনো সমালোচনা করতে হয় তবে উপরের কথাগুলো বোধ হয় ভেবে-দেখা উচিত। এটা মনে রাখুন, এ-পর্যন্ত (১৯৬৫) আমরা ২২টি পর্যায়ের খেলা খেলা নিয়ে আলোচনা করেছি—অতীতের দিকে ফিরে তাকিয়েছি—স্মৃতি-বিস্মৃতির চেয়ে হয়তো বেশি কিছু আবিষ্কার করেছি তার মধ্যে—কিন্তু এখনও অব্দি ভারত বিদেশের মাঠে কোনো খেলায় জিততে পারেনি। তার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আরো পাঁচ বছর—যখন পাতৌদির নবাবের নেতৃত্বে ১৯৬৮ সালে আমরা নিউ-জিলাণ্ড সফরে গিয়ে প্রথম জিতবো। খেলা যদি নিছক খেলা থাকতো, হয়তো ভালোই হ'তো; কিন্তু তা কি এখন আর সম্ভব? ক্রিকেট কি নিছকই খেলা? না কি অন্য কিছু?

—০—

Deep square leg
Long leg
M
Square leg
Deep fine leg
Backward short leg
Forward short leg
Fine leg
Leg slip
Wicket-keeper
Batsman
1
2
Slips
3
4
Gully
Point
Cover point
Short third man
Third man

'On' or Leg-side
Offside
Long on
Long off
Mid on
Mid off
Deep extra cover
Bowler
Extra cover
Deep mid wicket
Silly mid on
Silly mid off